হযরত মাওলানা

মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

চতুর্থ খন্ড

হায়াতুস্ সাহাবাহ্

হায়াতুস্ সাহাবাহ্ (রাঃ)

(চতুর্থ খণ্ড)

মূল

হযরত মাওলানা

মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

অনুবাদ

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের

কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা

দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم اما بعد :

ইসলামই একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ধর্ম তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র কামিয়াবী ও মুক্তির পথ। আর ইসলাম শুধুমাত্র গুটিকয়েক আমল যথা—নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব পালনের নাম নহে বরং ঈমানিয়াত, এবাদাত, লেন-দেন ও কায়কারবার, সামাজিক ও ঘরোয়া আচার-ব্যবহার এবং আখলাক বা চারিত্রিক সকল বিষয়ে, তথা সামগ্রিক জীবনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের আদর্শে আদর্শবান হইয়া চলার নামই ইসলাম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ্ তায়ালার মহব্বত ও সন্তুষ্টি একমাত্র তাঁহারই অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে নিহিত বলিয়া কোরআন পাকে ঘোষিত হইয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত-পবিত্র জীবনাদর্শ অনুধাবনের একমাত্র মাধ্যম ও উহার প্রথম বাহক হইলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। কারণ তাঁহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে সরাসরি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। নবুওতের সূর্যকিরণ সরাসরি তাঁহাদেরই উপর পড়িয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের মুবারক জামাতকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নবীর সাহচর্যের জন্য বাছাই করিয়াছেন। তাঁহারাই দ্বীন ইসলামের প্রথম প্রচারক। আল্লাহ্ তায়ালা আপন কালামে পাকে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, "যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে চলিতে চাহে সে যেন সেই সকল লোকদের অনুসরণ করে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহারা হইলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)। কারণ তাঁহারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ভাগ। তাঁহাদের অন্তর ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও তাঁহাদের জ্ঞান ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না, আল্লাহ্ তায়ালা আপন নবীর সাহচর্য

ও তাঁহার দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁহাদিগকে বাছাই করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের সম্মানকে স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তাঁহাদের আখলাক ও আদর্শকে মজবুত করিয়া ধর। কারণ তাঁহারা হেদায়াতের উপর ছিলেন।"

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা প্রথম যুগের হীরা সমতুল্য সাহাবাওয়ালী দাওয়াতের মেহনতকে বিশ্বব্যাপী পুনরায় চালু করিয়া দিয়াছেন। গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত লাখো মানুষ আজ আলোকোজ্জ্বল হেদায়াতের পথে ছুটিতেছে। জীবনের মোড় শির্‌ক ও বিদআত হইতে তাওহীদ ও সুন্নাতের দিকে ঘুরিতেছে। ছোটবেলায় 'উম্মি বি' নামে আবেদাহ যাহেদাহ হিসাবে সুপরিচিত তাঁহার নানী পিঠে হাত বুলাইয়া বলিতেন, ইলিয়াস, কি ব্যাপার! তোমার মাঝে আমি সাহাবাদেরকে চলিতে ফিরিতে দেখিতে পাই। কখনও বলিতেন, ইলিয়াস, আমি তোমার মধ্যে সাহাবাদের খুশবু পাই। পরবর্তীকালে তাঁহার সাহাবা প্রীতির ঘটনাবলীর দ্বারা এই কথাগুলির বাস্তবতা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সাহাবা (রাঃ)দের সহিত তাঁহার গভীর ভালবাসার দরুন তাঁহাদের ঘটনাবলী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনাইতেন। কখনও তাঁহাদের ঘটনাবলী শুনিতে যাইয়া ভাবাবেগে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। এইজন্যই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সাহাবা (রাঃ)দের জীবনী এমনভাবে সংকলিত হউক যাহাতে দাওয়াতের উসূল–আদাব ও উহার বিভিন্ন দিক পরিস্ফুটিত হয়। সুতরাং উক্ত কাজের জন্য তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)কে নির্বাচন করিলেন। আর তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই 'হায়াতুস সাহাবাহ' কিতাবখানি। পিতার ন্যায় হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)ও সাহাবা (রাঃ)দের একজন সত্যিকার আশেক ছিলেন। প্রত্যহ এশার নামাযের পর তিনি নিজে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অত্যন্ত স্বাদ লইয়া হায়াতুস সাহাবাহ পড়িয়া শুনাইতেন।

'হায়াতুস সাহাবাহ্' কিতাবখানি মূলতঃ আরবী ভাষায়। অনারব ও আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞদের উক্ত কিতাব হইতে উপকৃত হইবার উদ্দেশ্যে উহার অনুবাদ করা প্রয়োজন বিধায় হযরতজী হযরত মাওলানা এনআমুল হাসান

রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুমতিক্রমে উর্দু ও অন্যান্য ভাষায় উহার অনুবাদের কাজ চলিতেছে।

আল্লাহ তায়ালা জনাব হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব মাদ্দাজিল্লুহুল আলীকে উভয় জাহানে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সর্বপ্রথম তাঁহারই একান্ত অনুপ্রেরণায় ও আদেশে বান্দা উক্ত কিতাবের তরজমার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য পরে ১৯৮৮ ইং সালের এজতেমার সময় হিন্দ ও পাকের সকল মুরুব্বিয়ানের উপস্থিতিতে হযরতজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উহার বাংলা তরজমার বিষয়টি উত্থাপন করা হইলে তিনি উহার বাংলা তরজমার অনুমতি দান করিয়াছেন।

বান্দা অযোগ্য ও নিস্কর্মা হওয়া সত্ত্বেও মুরুব্বিয়ানের সস্নেহ আদেশ, দোস্ত-আহবাবের সহযোগিতা ও উৎসাহই হায়াতুস সাহাবার ন্যায় আজীমুশশান কিতাবের বাংলা তরজমার বিষয়ে মূল প্রেরণা জোগাইয়াছে। কাজেই সর্বাগ্রে তাহাদের এহসান স্বীকার করিতেছি। অতএব যাহারাই বান্দাকে এই কাজে যে কোন প্রকার সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করিয়াছেন আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে উভয় জাহানে ইহার উত্তম বদলা দান করুন। বস্তুতঃ যাহা কিছু সম্ভব হইয়াছে নিঃসন্দেহে তাহা সম্পূর্ণই আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে হইয়াছে এবং যেটুকু সঠিক ও নির্ভুল হইয়াছে তাহাও আল্লাহ্ পাকেরই রহমত। আর যে কোন ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে সবই বান্দা অনুবাদকের অযোগ্যতার দরুনই হইয়াছে। তবে আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

পরিশেষে পাঠকের অবগতির জন্য আরজ করিতেছি যে, মূল হায়াতুস সাহাবাহ কিতাবখানি চার জিল্‌দে সমাপ্ত একখানি সুদীর্ঘ কিতাব। জনাব হাজী ছাহেব মাদ্দাজিল্লুহুল আলী বলিয়াছিলেন, প্রত্যহ এশার পর কাকরাইলের মিম্বারে যেটুকু পড়া হয় তাহা যেন সংগে সংগে তরজমা লিখিয়া ফেলা হয়। আর যখন বলিয়াছিলেন তখন তৃতীয় জিল্‌দ পড়া হইতেছিল বিধায় তৃতীয় জিলদেরই তরজমা প্রথম করা হইয়াছে। ইনশাআল্লাহ বাকী জিল্‌দগুলি পরবর্তীতে তরজমা করা হইবে বলিয়া আশা রাখি। আর কিতাব দীর্ঘ না হয় এই উদ্দেশ্যে হাদীসের সনদ ও হাওয়ালা ইত্যাদির তরজমা

ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি কাহারো প্রয়োজন হইলে মূল কিতাব হইতে দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সবশেষে পাঠকবৃন্দের খেদমতে দোয়ার দরখাস্ত করিতেছি, যেন আল্লাহ্ পাক এই নগন্য প্রচেষ্টা কবুল করিয়া উহাতে বরকত দান করেন এবং সকলকে উহা দ্বারা উপকৃত করেন ও সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। (আমীন)

বিনীত আরজগুজার

বান্দা মোহাম্মাদ যুবায়ের

কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।

৩রা জুমাদাল উলা, ১৪১৬

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

সূচীপত্র

দশম অধ্যায়

সাহাবা (রাঃ)দের স্বভাব ও চরিত্র

একাদশ অধ্যায়

ঈমান বিল গায়েব

দ্বাদশ অধ্যায়

নামাযের জন্য সাহাবাদের একত্রিত হওয়া

নামাযের প্রতি নবী করীম (সাঃ)এর উৎসাহ প্রদান

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এল্মের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের আগ্রহ ও উহার প্রতি উৎসাহ দান

দশম অধ্যায়

সাহাবা (রাঃ)দের স্বভাব ও চরিত্র

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের স্বভাব-চরিত্র কিরূপ ছিল এবং তাহারা ব্যবহারিক জীবনে পরস্পর কিরূপ আচার-ব্যবহার করিতেন।

উত্তম আখলাক বা চরিত্র

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক বা চরিত্র

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর আখলাক সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা

সাদ ইবনে হিশাম (রহঃ) বলেন, আমি উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখ্‌লাক সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন, তুমি কি কোরআন পড় না? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই! তিনি বলিলেন, তাঁহার চরিত্র ছিল কোরআন (অর্থাৎ কোরআনে বর্ণিত চরিত্রের ন্যায় তাঁহার চরিত্র ছিল।) অপর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) বলিয়াছেন, আর কোরআন সর্বোত্তম মানব চরিত্র বর্ণনা করিয়াছে। (মুসলিম, ইবনে সা'দ)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, তাঁহার আখলাক ছিল কোরআন। কোরআন যাহাতে সন্তুষ্ট তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেন, এবং কোরআন যাহাতে অসন্তুষ্ট তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন।

যায়েদ ইবনে বাবানুস (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক কেমন ছিল? তিনি উপরোক্ত জবাব দিলেন। অতঃপর বলিলেন, তুমি কি সূরা মুমিনীন পড়িতে পার?

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ হইতে দশ আয়াত পর্যন্ত পড়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক এরূপ ছিল। (বাইহাকী)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা উত্তম চরিত্রের

অধিকারী আর কেহ ছিল না। তাঁহার সাহাবা অথবা তাঁহার পরিবারের যে কেহ তাঁহাকে ডাকিত, তিনি উত্তরে বলিতেন, লাব্বায়েক। এই জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা (তাঁহার প্রশংসায় এই আয়াত) নাযিল করিয়াছেন,—

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ٥

অর্থ ঃ—আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (আবু নুআঈম)

বানু সারাতের এক ব্যক্তি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলাম, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন, তুমি কি কোরআন পড় না? আল্লাহ পাক তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের উপর আছেন। তার পর বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাহাবাদের সহিত ছিলেন। আমি তাঁহার জন্য কিছু খানা তৈয়ার করিলাম, হযরত হাফসাও কিছু খানা তৈয়ার করিলেন। কিন্তু তিনি আমার পূর্বেই তাহা পাঠাইয়া দিলেন। আমি বাঁদীকে বলিলাম, যাও, তাহার পেয়ালাটি উল্টাইয়া দাও। সে পেয়ালাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে রাখিতে যাইয়া উল্টাইয়া দিল। সুতরাং পেয়ালা উল্টিয়া খানাগুলি মাটিতে ছড়াইয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানাগুলি একত্র করিলেন এবং তাঁহারা সকলে উহা খাইলেন। তারপর আমি আমার পেয়ালা পাঠাইলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা হযরত হাফসা (রাঃ)কে দিয়া বলিলেন, তোমাদের পাত্রের পরিবর্তে এই পাত্র লও এবং ইহাতে যাহা আছে তাহা খাও। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, কিন্তু ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে আমি কোন প্রকার ভাব পরিবর্তন হইতে দেখি নাই।

হযরত যায়েদ (রাঃ)এর বর্ণনা

খারেজা ইবনে যায়েদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার পিতা হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর নিকট একদল লোক আসিল। তাহারা তাঁহাকে অনুরোধ করিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু

আখলাক আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলিলেন, আমি তাঁহার প্রতিবেশী ছিলাম। যখন তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইত তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া ওহী লিখিতাম। আমরা (তাঁহার মজলিসে) যদি দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করিতাম তিনিও উহার আলোচনা করিতেন। আর যদি আখেরাত সম্পর্কে আলোচনা করিতাম তবে তিনিও আমাদের সহিত উহার আলোচনা করিতেন। এবং যদি কোন খাদ্য বিষয়ে আলোচনা করিতাম তিনিও আমাদের সহিত উহারই আলোচনা করিতেন। আমি তাঁহার নিকট হইতেই এই সকল বিষয় তোমাদিগকে বর্ণনা করিতেছি।

হযরত সফিইয়া (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত সফিইয়া বিন্তে হুইয়াই (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা সুন্দর চরিত্র আর কাহারো দেখি নাই। খাইবার হইতে ফিরিবার পথে তিনি যখন আমাকে তাঁহার উটের পিছনে লইয়া রওয়ানা হইলেন, তখন আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছি। তন্দ্রার দরুন আমার মাথা হাওদার কাষ্ঠে লাগিতেছিল। তিনি আমাকে হাত মুবারক দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, এই মেয়ে, একটু সবুর কর। হে হুইয়াই এর বেটি, একটু সবুর কর। তার পর যখন সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছিলাম তিনি বলিলেন, হে সফিইয়া, তোমার কাওমের সহিত যাহা করিয়াছি আমি উহার জন্য তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। কারণ তাহারা আমার সম্পর্কে এমন এমন কথা বলিয়াছে, তাহারা আমার সম্পর্কে এমন এমন কথা বলিয়াছে।

হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যাধিক দয়াময় ছিলেন। (তাঁহার হাত–মুখ ধোয়া বরকতময় পানি লইবার উদ্দেশ্যে) যদি কোন গোলাম, বাঁদী অথবা কোন ছোট ছেলেও শীতের সকালে পানি লইয়া হাজির হইত তবে খোদার কসম, তিনি উহাতে নিজের হাত মুখ ধুইয়া দিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেন না। আর যখনই কেহ কোন কথা

বলিতে চাহিত তিনি তাহার প্রতি নিজ কান আগাইয়া দিতেন। অতঃপর যতক্ষণ না সে মুখ সরাইয়াছে তিনি কান সরান নাই। এবং যে কেহ তাঁহার হাত ধরিতে চাহিয়াছে, তিনি নিজ হাত আগাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর যতক্ষণ না সে তাহার হাত টানিয়া লইয়াছে ততক্ষণ তিনি নিজের হাত টানিয়া লন নাই।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের নামায শেষ করিতেন মদীনার খাদেমগণ (তাঁহার হাত ধোয়া বরকতময় পানি লইবার উদ্দেশ্যে) তাহাদের পানির পাত্র লইয়া হাজির হইত। আর যে কেহ এইরূপ পাত্র লইয়া আসিত তিনি উহাতে নিজের হাত মুবারক চুবাইয়া দিতেন। কখনও শীতের সকালে কেহ এরূপ পাত্র লইয়া আসিত, তথাপি তিনি উহাতে হাত চুবাইয়া দিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মুসাফাহা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কাহারও সহিত মুসাফাহা করিতেন অথবা কেহ তাহার সহিত করিত তবে যতক্ষণ না সে হাত টানিয়া লইত তিনি নিজ হাত টানিয়া লইতেন না। আর যদি কাহারও দিকে ফিরিয়া কথা বলিতেন, তবে যতক্ষণ না সে মুখ ফিরাইত তিনি ফিরাইতেন না। তাঁহাকে কখনও আপন হাঁটু মুবারক নিজের সঙ্গী হইতে বাড়াইয়া বসিতে দেখা যায় নাই। (বিদায়াহ)

আবূ দাউদের রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, এমন কখনও দেখি নাই যে, কেহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানের নিকট মুখ আনিয়াছে আর তিনি মাথা সরাইয়াছেন। বরং (কথা শেষ করিয়া) সেই ব্যক্তিই প্রথম মাথা সরাইয়াছে। এমনও দেখি নাই যে, কেহ তাঁহার হাত ধরিয়াছে আর তিনি তাহার হাত ছাড়িয়াছেন। বরং সেই প্রথম তাঁহার হাত ছাড়িয়াছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কেহ রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরিলে তিনি তাহার হাত ছাড়িতেন না যতক্ষণ না সে ছাড়িয়া দিত। আপন হাটুদ্বয়কে নিজের সঙ্গী হইতে বাড়াইয়া বসিতে তাঁহাকে কেহ দেখে নাই। যে কেহ তাঁহার সহিত মুসাফাহা করিত, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাহার দিকে মুখ করিতেন অতঃপর যতক্ষণ না সে কথা শেষ করিত মুখ ফিরাইতেন না। (বায্যার)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মদীনার কোন ছোট মেয়েও যদি আসিয়া তাঁহার হাত ধরিত তবে তিনি নিজ হাত তাহার হাত হইতে টানিয়া লইতেন না। এবং সে যথায় ইচ্ছা তাঁহাকে (টানিয়া) লইয়া যাইতে পারিত।

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, মদীনার যে কোন বাঁদী ইচ্ছা করিলে তাঁহার হাত ধরিয়া নিজের প্রয়োজনে যথায় ইচ্ছা তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারিত! (বিদায়াহ)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক মেয়েলোক যাহার মাথায় দোষ ছিল, বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। তিনি বলিলেন, হে ওমুকের মা, দেখ, যে গলিতে ইচ্ছা আমাকে লইয়া চল, আমি তোমার কাজ করিয়া দিব। তিনি তাহার সহিত এক গলিতে গেলেন। এবং যতক্ষণ না সে কাজ শেষ করিল তাহার সহিত রহিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলেন, একবার আমি সফর হইতে ফিরিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরিলেন। তারপর যতক্ষণ না আমি তাঁহার হাত ছাড়িলাম, তিনি ছাড়িলেন না।

নিজের জন্য প্রতিশোধ না লওয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া–সাল্লামকে যখনই কোন দুই বিষয়ের একটি গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইত, গুনাহের কাজ না হইলে তন্মধ্যে তিনি সহজটাই গ্রহণ করিতেন। আর গুনাহের কাজ হইলে তো তিনি উহা হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে থাকিতেন। তিনি নিজের জন্য কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু আল্লাহ পাকের কোন হুকুমের বে–হুরমতি (অসম্মান) হইলে আল্লাহর জন্য উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন। (কান্‌য)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ব্যতীত কখনও না কোন খাদেমকে, না কোন স্ত্রীকে, আর না কোন জিনিষকে নিজ হাত মুবারক দ্বারা মারিয়াছেন। এবং যদি তাঁহাকে দুই বিষয়ের একটি গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইত, তবে গুনাহের কাজ না হইলে তন্মধ্যে সহজটাই তাঁহার নিকট অধিক পছন্দনীয় হইত। আর গুনাহের কাজ হইলে তো তিনি গুনাহ হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে থাকিতেন। কাহারও অশোভনীয় ব্যবহারে তিনি নিজের জন্য কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য আল্লাহ পাকের কোন হুকুমের মর্যাদাহানী হইলে তিনি আল্লাহর জন্য উহার প্রতিশোধ লইতেন। (বিদায়াহ)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও তাঁহার নিজের কোন জুলুমের প্রতিশোধ লইতে দেখি নাই। অবশ্য আল্লাহ্ পাকের কোন হুকুমের মর্যাদাহানী হইলে তিনি সর্বাধিক রাগান্বিত হইতেন। কোন দুই বিষয়ের একটি গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইলে তিনি তন্মধ্যে সহজটাই গ্রহণ করিতেন। যদি না তাহা গুনাহের কাজ হইত। (কান্‌য)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর স্বভাবের বর্ণনা

আবু আব্দুল্লাহ্ জাদালী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখ্‌লাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি স্বভাবগত অশ্লীল বা অশ্লীল ভাষী ছিলেন না। আর না বাজারে শোরগোল করা তাঁহার স্বভাব ছিল। তিনি দুর্ব্যবহারের প্রতিদানে দুর্ব্যবহার করিতেন না, বরং ক্ষমা করিয়া দিতেন এবং এড়াইয়া যাইতেন। অথবা বলিয়াছেন “ক্ষমা ও মাফ করিয়া দিতেন”। (কান্‌য)

সালেহ্ (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি সম্মুখ অথবা পিছন ফিরিলে সম্পূর্ণ শরীরে ফিরিতেন। আমার পিতা–মাতা তাঁহার উপর কোরবান হউক—তিনি না স্বভাবগত অশ্লীল ছিলেন, না অশ্লীল ভাষী ছিলেন। আর না বাজারে শোরগোল করা তাঁহার স্বভাব ছিল।

অপর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি তাঁহার ন্যায় কাহাকেও না পূর্বে দেখিয়াছি আর না পরে দেখিয়াছি।

হযরত আনাস (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি না গালিগালাজ করিতেন, না কাহাকেও লা'নত করিতেন। আর না তিনি অশ্লীল স্বভাবের ছিলেন। তিনি আমাদের কাহাকেও তিরস্কার করিতে হইলে এইরূপ বলিতেন, তাহার কপাল কর্দমাক্ত হউক।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না স্বভাবগত অশ্লীল ছিলেন, আর না কখনও অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করিতেন। তিনি বলিতেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রবানই উত্তম ব্যক্তি। (বিদায়াহ)

খাদেমের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর উত্তম ব্যবহার

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করিলেন তখন হযরত আবু তালহা (রাঃ) আমাকে হাত ধরিয়া তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আনাস একটি বুদ্ধিমান ছেলে, আপনার খেদমত করিবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি সফরে ও বাড়ীতে তাঁহার খেদমত করিয়াছি। খোদার কসম, আমার কোন কাজের উপর তিনি কখনও এরূপ বলেন নাই যে, তুমি কেন ইহা এরূপ করিলে? অথবা কোন কাজ না করিলে তিনি কখনও বলেন নাই যে, তুমি এই কাজ কেন এরূপ করিলে না?

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোন কাজের জন্য পাঠাইতে চাহিলে (দুষ্টামির ছলে) বলিলাম, আমি যাইব না। কিন্তু আমার অন্তরে ইহাই ছিল যে, তিনি যে কাজের আদেশ করিয়াছেন তাহা পালনের জন্য যাইব। সুতরাং বাহির হইলাম, পথে দেখিলাম, একদল ছেলে বাজারে খেলিতেছে। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছন দিক হইতে আসিয়া আমার ঘাড়ে ধরিলেন। আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি হাসিতেছেন। বলিলেন,

হে উনাইস, আমি তোমাকে যে কাজের জন্য বলিয়াছি উহার জন্য যাইবে না? আমি বলিলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি যাইতেছি। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, আমি নয় বৎসর তাঁহার খেদমত করিয়াছি। আমার জানা মতে তিনি আমার কোন কাজের উপর কখনও এরূপ বলেন নাই যে, তুমি কেন এরূপ করিলে? অথবা কোন কাজ না করিয়া থাকিলে তিনি এরূপ বলেন নাই যে, কেন এরূপ করিলে না? অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি দশ বৎসর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিয়াছি। খোদার কসম, তিনি আমার ব্যাপারে কখনও উফ্ পর্যন্ত করেন নাই। আর না আমার কোন কাজে এরূপ বলিয়াছেন যে, কেন করিলে? অথবা এরূপ কেন করিলে না?

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি দশ বৎসর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিয়াছি। তাঁহার আদেশ পালনে অলসতা করিলে অথবা পালন না করিলে তিনি কখনও তিরস্কার করেন নাই। বরং তাহার পরিবারের কেহ তিরস্কার করিলে তিনি বলিতেন, ছাড়িয়া দাও! যদি তক্দীরে থাকিত তবে হইত। অথবা বলিতেন, যদি আল্লাহ্ পাকের ফয়সালা হইত তবে হইত। (বিদায়াহ)

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু বৎসর খেদমত করিয়াছি। তিনি আমাকে কখনও একটি গালিও দেন নাই। আর না কখনও মারিয়াছেন অথবা ধমক দিয়াছেন। না কখনও আমার মুখের উপর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াছেন। তাঁহার কোন আদেশ পালনে অলসতা করিলে তিরস্কারও করেন নাই। যদি তাঁহার পরিবারের কেহ তিরস্কার করিত, তিনি বলিতেন, ছাড়, যদি তক্দীরে থাকিত তবে হইত।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় আগমনের সময় আমার বয়স আট বৎসর ছিল। আমার মা আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ব্যতীত আনসারদের অন্যান্য মেয়ে–পুরুষরা আপনাকে তোহ্ফা দিয়াছে। আপনাকে দিবার মত আমার এই ছেলে ব্যতীত আমি আর কিছু পাই নাই। সুতরাং ইহাকে গ্রহণ করুন। আপনার যে কোন প্রয়োজনে সে আপনার খেদমত

করিবে। অতঃপর আমি দশ বৎসর তাঁহার খেদমত করিয়াছি। তিনি কখনও আমাকে মারেন নাই, গালি দেন নাই বা আমার মুখের উপর ভ্রূকুঞ্চিতও করেন নাই। (কান্‌য)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের আখ্‌লাক বা চরিত্র

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, কুরাইশাদের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল চেহারা ও উত্তম আখলাকের অধিকারী এবং সর্বাধিক লজ্জাশীল তিন ব্যক্তি ছিলেন। যদি তাঁহারা তোমার সহিত কথা বলেন তবে মিথ্যা বলিবেন না। আর যদি তুমি তাঁহাদের সহিত কথা বল তবে তাঁহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিবেন না। তাঁহারা হইলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) ও হযরত আবূ ওবাইদাহ্ ইবনে জাররাহ্ (রাঃ)। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, কুরাইশদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল চেহারা, সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী ও সর্বাধিক লজ্জাশীল তিন ব্যক্তি—হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওসমান ও হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রাঃ)। (আবু নুআঈম)

কতিপয় সাহাবা(রাঃ)দের আখলাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সাক্ষ্য দান

হযরত হাসান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আবু ওবাইদাহ্ ব্যতীত আমি ইচ্ছা করিলে আমার যে কোন সাহাবীর আখলাকে খুঁত ধরিতে পারি।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ওসমান কুরাইশী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁহার মেয়ের ঘরে যাইয়া দেখিলেন, তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর মাথা ধুইয়া দিতেছেন। বলিলেন, হে বেটি, আবু আব্দুল্লার উত্তমরূপে সেবা কর। কারণ, সে আমার সকল সাহাবা অপেক্ষা আমার সহিত আখলাকে অধিক মিল রাখে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত ওসমান (রাঃ)এর স্ত্রী—হযরত রুকাইয়া (রাঃ)এর ঘরে গেলাম। তাঁহার হাতে চিরুনী ছিল। তিনি বলিলেন, এখনই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে গিয়াছেন। আমি তাঁহার মাথায় চিরুনী করিয়া দিয়াছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আবু আব্দুল্লাহ্ (অর্থাৎ ওসমান (রাঃ)কে কেমন পাইয়াছ? আমি বলিলাম, ভাল। তিনি বলিলেন, উত্তমরূপে তাহার খেদমত কর। কারণ সে আমার সকল সাহাবা অপেক্ষা আমার সহিত আখলাকে অধিক মিল রাখে। (মুনতাখাব)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম হযরত আসলাম (রাঃ) এর ছেলে হযরত আবদুল্লা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাফার (রাঃ)কে বলিয়াছেন, তুমি শারীরিক গঠন ও চরিত্রের দিক হইতে আমার মত হইয়াছ।

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, একবার আমি ও হযরত জা'ফর (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি আমাদের ভাই ও আমাদের অনুরাগী সাথী। তিনি আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। তারপর হযরত জা'ফর (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি দৈহিক গঠনে ও চরিত্রে আমার মত হইয়াছ। তিনি আনন্দে হযরত যায়েদ অপেক্ষা জোরে নাচিয়া উঠিলেন। তারপর আমাকে বলিলেন, তুমি আমার, আমি তোমার। আমি আনন্দে হযরত জা'ফর (রাঃ) অপেক্ষা জোরে নাচিয়া উঠিলাম। (মুনতাখাব)

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাফর (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার চরিত্র আমার চরিত্রের ন্যায়। আর তোমার দৈহিক গঠন আমার গঠনের ন্যায় হইয়াছে। তুমি আমার। আর তুমি, হে আলী, আমার, আর তুমি আমার আওলাদের পিতা।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এমন একটি কথা শুনিয়াছি, যাহার বিনিময়ে আমি

লাল রঙের উটের পাল গ্রহণ করিতেও পছন্দ করিব না। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, চরিত্র ও দৈহিক গঠনে আমার সহিত জা'ফর সর্বাপেক্ষা মিল রাখে। আর হে আব্দুল্লাহ, তোমার পিতার সহিত আল্লাহর সকল মখলুক অপেক্ষা তোমার অধিক মিল রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ)এর আখলাক

বাহ্রিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন, আমার চাচা—হযরত খেদাশ্ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে একটি পেয়ালা চাহিয়া লইয়াছিলেন। যাহাতে তাঁহাকে খাইতে দেখিয়াছিলেন। উক্ত পেয়ালাটি পরবর্তীকালে আমাদের নিকট ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, পেয়ালাটি আমার নিকট আন। আমরা যয্যমের পানি ভরিয়া তাঁহার নিকট আনিলে তিনি উহা হইতে পান করিতেন এবং নিজের মাথায় ও চেহারায় ঢালিতেন। একবার এক চোর আমাদের ঘরে হানা দিল এবং আমাদের অন্যান্য মাল-পত্রের সহিত পেয়ালাটিও লইয়া গেল। তারপর একদিন হযরত ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট আসিয়া উক্ত পেয়ালাটি আনিতে বলিলে আমরা বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, আমাদের মাল-পত্রের সহিত পেয়ালাটিও চুরি হইয়া গিয়াছে। তিনি শুনিয়া বলিলেন, চোর তো বড় বুদ্ধিমান! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেয়ালা চুরি করিয়া লইয়া গেল! বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম তিনি (ইহার অতিরিক্ত) চোরকে না গালি দিলেন, না লা'নত করিলেন। (মুনতাখাব)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উয়াইনাহ্ ইবনে হিস্ন ইবনে বদর (রাঃ) একবার তাঁহার আপন ভাতিজা-হুর ইবনে কায়েস (রাঃ)এর ঘরে মেহমান হইলেন। হুর ইবনে কায়েস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর মজলিসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন। আর তাঁহার মজলিসে ও পরামর্শে যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে একান্ত কোর্রা অর্থাৎ আলেমগণই শরীক হইতেন। অতএব হযরত উয়াইনাহ্ (রাঃ) ভাতিজাকে বলিলেন, ভাতিজা! এই আমীরের নিকট তোমার তো বেশ খাতির আছে। তুমি আমার জন্য দেখা করিবার অনুমতি লও। তিনি তাহার জন্য অনুমতি

চাহিলে তিনি অনুমতি দিলেন। উয়াইনাহ্ ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, ওহে খাত্তাবের বেটা, খোদার কসম, তুমি না আমাদিগকে বেশী পরিমাণে দাও আর না আমাদের মধ্যে ইনসাফের সহিত ফয়সালা কর। হযরত ওমর (রাঃ) (ইহা শুনিয়া) এত রাগান্বিত হইলেন যে, তাহাকে শাস্তি দিবার ইচ্ছা করিলেন। হুর ইবনে কায়েস (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন—

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ٥

অর্থ ঃ—"বাহ্যিক (দৃষ্টিতে তাহাদের সহিত যে) আচরণ (সমীচীন মনে হয় উহা) গ্রহণ করুন, আর ভাল কাজের শিক্ষা দিতে থাকুন, এবং মূর্খ জাহেলদের হইতে একদিকে সরিয়া থাকুন।"

আর এই ব্যক্তি মূর্খ জাহেলদেরই একজন। উক্ত আয়াত তেলাওয়াতের পর খোদার কসম, হযরত ওমর (রাঃ) (আয়াতে বর্ণিত সীমা হইতে) একটুও অতিক্রম করিলেন না। আর আল্লাহর কিতাব পড়া হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষান্ত হইয়া যাইতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি এরূপ কখনও দেখি নাই যে, হযরত ওমর (রাঃ) রাগান্বিত হইয়াছেন আর কেহ তাহার সম্মুখে আল্লাহ্র নাম লইয়াছে অথবা কেহ কোরআনের কোন আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছে তো তিনি তৎক্ষণাৎ আপন কঠোর মনোভাব ছাড়িয়া শান্ত হইয়া যান নাই।

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, হে আসলাম, ওমরকে কেমন পাইতেছ? আমি বলিলাম, ভাল, তবে তাঁহার গোস্সা একটি সাংঘাতিক ব্যাপার। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, তিনি যখন গোস্সা হন তখন যদি আমি থাকিতাম তবে তাঁহার সম্মুখে কোরআন পড়িতাম, আর তাঁহার গোস্সা দূর হইয়া যাইত।

মালেকদার (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একদিন আমার উপর চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও চাবুক উঠাইলেন। আমি বলিলাম, আমি আপনাকে আল্লাহর নাম স্মরণ করাইতেছি। তিনি তৎক্ষণাৎ চাবুক ফেলিয়া

দিলেন, এবং বলিলেন, তুমি আমাকে এক মহান সত্তার কথা স্মরণ করাইয়াছ। (মুনতাখাব)

হযরত মুসআব ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর আখলাক

হযরত আমের ইবনে রাবিয়াহ্ (রাঃ) বলেন, হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের দিন হইতে ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হওয়া পর্যন্ত আমার বন্ধু ও সঙ্গী ছিলেন। আমরা একই সঙ্গে হাবশার উভয় হিজরত করিয়াছি। তিনি সকলের মধ্যে আমার সাথী ছিলেন। আমি তাঁহার ন্যায় উত্তম চরিত্রবান ও কম বিরুদ্ধাচরণকারী ব্যক্তি কখনও দেখি নাই।

হাব্বাহ ইবনে জুওয়াইন (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর আখলাক সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিল। তাহারা বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর ন্যায় উত্তম চরিত্রবান, কোমল প্রাণ উস্তাদ ও উত্তম সঙ্গী এবং অত্যাধিক পরহেযগার আর কাহাকেও দেখি নাই। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা কি তোমাদের অন্তরের সত্য কথা? তাহারা বলিল, হাঁ। অতঃপর তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, আয় আল্লাহ্, আমিও তাঁহার সম্পর্কে তেমনই বলিতেছি যেরূপ ইহারা বলিয়াছে, বরং ইহাদের অপেক্ষা উত্তম বলিতেছি।

অপর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তিনি কোরআন পড়িয়াছেন, এবং উহার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম বিশ্বাস করিয়াছেন। দ্বীন সম্পর্কে ফকীহ্ ও সুন্নাতের আলেম ছিলেন।

হযরত ইবনে ওমর ও হযরত মুআয (রাঃ)এর আখলাক

সালেম (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) একবার শুধু তাহার খেদমতগার এক গোলামকে লা'নত করিয়াছিলেন, এবং এই কারণে তাহাকে পরে আযাদ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি কখনও কোন

খাদেমকে লা'নত করেন নাই। (আবু নুআঈম)

যুহ্রী (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) নিজের খাদেমকে লা'নত করিতে যাইয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ্ লা'.....। তারপর ক্ষান্ত হইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইহা এমন একটি কথা যাহা আমি বলিতে চাহি না।

সাহাবা (রাঃ)দের আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার আগ্রহের বর্ণনায় হযরত জাবের (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত মুআয (রাঃ) চেহারা হিসাবে সর্বাধিক সুন্দর, আখলাক হিসাবে সর্বোত্তম ও দান-খয়রাতে সর্বাপেক্ষা খোলা-হাত ছিলেন।

ধৈর্য ও ক্ষমা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্য

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হুনাইনের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন ব্যক্তিকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিলেন। হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রাঃ)কে একশত উট দিলেন। হযরত উয়াইনাহ্ (রাঃ)কেও অনুরূপ দিলেন। এমনিভাবে আরও কিছু লোককে দিলেন। এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, এই বন্টন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয় নাই। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, অবশ্যই আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা জানাইব। সুতরাং আমি তাঁহাকে এই বিষয়ে জানাইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)এর উপর রহম করুন! তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তিনি সবর করিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, এক ব্যক্তি বলিল, খোদার কসম, ইহা এমন বন্টন যাহাতে ইনসাফ করা হয় নাই, এবং আল্লাহ্কে রাজী করার উদ্দেশ্যে হয় নাই। আমি বলিলাম, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহা জানাইব। সুতরাং আমি আসিয়া তাঁহাকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করিলে তিনি বলিলেন, যদি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ইনসাফ না করেন তবে আর কে করিবে? আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)এর উপর রহম করুন। তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট দেওয়া

হইয়াছে, কিন্তু তিনি সবর করিয়াছেন। (বুখারী)

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি কোন জিনিষ বন্টন করিতে ছিলেন। বনু তাইম গোত্রের যুল্ খুওয়াইসারাহ নামক এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনসাফ করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার নাশ হউক, আমি ইনসাফ না করিলে আর কে ইনসাফ করিবে? (যদি এমন হয় তবে) আমি সব হারাইব, ক্ষতিগ্রস্থ হইব! আমি যদি ইনসাফ না করি তবে কে আছে ইনসাফ করিবে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাকে অনুমতি দান করুন, ইহার গর্দান উড়াইয়া দেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ছাড়িয়া দাও। কারণ তাহার এমন বহু সঙ্গী আছে, যাহাদের নামায ও রোযার সামনে নিজেদের নামায রোযাকে তোমরা তুচ্ছ মনে করিবে। তাহারা কোরআন পড়িবে, কিন্তু কোরআন তাহাদের হলক অতিক্রম করিবে না। তাহারা ইসলাম হইতে এমন দ্রুতবেগে বাহির হইয়া যাইবে যেমন (অত্যন্ত বেগে নিক্ষিপ্ত) তীর শিকারকে ভেদ করিয়া এমনভাবে বাহির হইয়া যায় যে, উহার ফলক দেখিলে (রক্ত ইত্যাদির) কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, এবং ফলকের নিম্নভাগের বক্র অংশেও কোন চিহ্ন দেখা যায় না। তীরের কাঠি দেখিলেও কিছু পাওয়া যায় না এবং উহার পিছনের পালকেও কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। অথচ উহা রক্ত ও মল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। উহাদের চিহ্ন এই যে, উহাদের মধ্যে কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তি থাকিবে। তাহার একটি বাহু স্ত্রীলোকের স্তনের ন্যায় অথবা বলিয়াছেন মাংসপিণ্ডের ন্যায় দুলিতে থাকিবে। মুসলমানদের পরস্পর বিরোধের সময় ইহাদের আবির্ভাব ঘটিবে। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে আমি ইহা শুনিয়াছি। এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত আলী (রাঃ) ইহাদের সহিত জেহাদ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি যুদ্ধ শেষে উক্ত ব্যক্তিকে তালাশ করিতে বলিলে তাহাকে তালাশ করিয়া আনা হইল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সম্পর্কে যেরূপ বর্ণনা দিয়াছিলেন, আমি ঠিক সেরূপ তাহাকে দেখিয়াছি। (বিদায়াহ)

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর ধৈর্য

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই মারা গেলে তাহার ছেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া– সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, আপনার কামীস অর্থাৎ জামা আমাকে দান করুন। উহা দ্বারা তাহাকে (অর্থাৎ পিতাকে) কাফন দিব। আর আপনি তাহার জানাযার নামায পড়িবেন এবং তাহার জন্য ইস্তেগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কামীস দান করিলেন এবং বলিলেন, আমাকে সংবাদ দিও, তাহার জানাযা পড়িব। সুতরাং তাহাকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি যখন নামায পড়িতে এরাদা করিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে টানিয়া ধরিলেন, এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তা’আলা কি আপনাকে মুনাফিকদের উপর নামায পড়িতে নিষেধ করেন নাই? তিনি বলিলেন, আমাকে উভয়টারই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা’আলা বলিয়াছেন, ‘আপনি তাহাদের জন্য ইস্তেগফার করেন আর না করেন’। অতএব তিনি তাহার জানাযার নামায পড়িলেন। তারপরই এই আয়াত নাযিল হইল—

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ

অর্থ ঃ—আর তাহাদের মধ্য হইতে কেহ মরিয়া গেলে তাহার উপর কখনও (জানাযার) নামায পড়িবেন না এবং তাহার কবরের নিকটেও দাঁড়াইবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই মারা গেলে তাহার জানাযার নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকা হইল। তিনি গেলেন, এবং যখন নামাযের উদ্দেশ্যে তাহার জানাযার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, আমি তাঁহার সিনা বরাবর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর দুশমন—আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই–এর জানাযার নামায পড়িবেন? তারপর তাহার বিগত সকল ঘটনাগুলি উল্লেখ করিয়া বলিলাম, অথচ সে ওমুক ওমুক দিন এই এই কথা বলিয়াছে। তিনি বলেন, প্রতিউত্তরে

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচ্কি হাসিতেছিলেন। যখন আমি তাহার অনেক দোষ আলোচনা করিলাম, তিনি বলিলেন, সরিয়া যাও, হে ওমর, আমাকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আর আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছি। আমাকে বলা হইয়াছে—"আপনি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর না করেন। আর আপনি যদি তাহাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না।" যদি আমি জানিতে পারি যে, সত্তর বারের অধিক করিলে তাহাকে ক্ষমা করা হইবে তবে অবশ্যই সত্তর বারেরও অধিক তাহার জন্য ইস্তেগফার করিব। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নামায পড়িলেন ও তাহার সহিত গেলেন এবং তাহার দাফন কার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত কবরের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আমার এই সাহসিকতার উপর পরে আমি আশ্চর্য হইলাম, অথচ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, খোদার কসম, সামান্য পরেই এই দুই আয়াত নাযিল হইল—

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا
بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ

অর্থ ঃ—"আর তাহাদের মধ্য হইতে কেহ মরিয়া গেলে তাহার উপর কখনও (জানাযার) নামায পড়িবেন না এবং তাহার কবরের নিকটেও দাঁড়াইবেন না ; তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত কুফর করিয়াছে এবং তাহারা কুফরের অবস্থাতেই মরিয়াছে।"

উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আর কোন মুনাফিকের জানাযার নামায পড়েন নাই এবং তাহাদের কাহারো কবরের নিকটও দাঁড়ান নাই।

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই মারা গেলে তাহার ছেলে নবী করীম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি যদি (আমার পিতার)

জানাযায় না আসেন তবে আমাদের জন্য সর্বদা ইহা একটি কলঙ্কের বিষয় হইয়া থাকিবে। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় আসিয়া পৌঁছিলেন যে, তাহাকে কবরে নামাইয়া ফেলা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, কবরে নামাইবার পূর্বে কেন সংবাদ দিলে না। অতঃপর তাহাকে কবর হইতে বাহির করা হইল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত নিজের থুথু ছিটাইয়া দিলেন এবং নিজের কামীস তাহাকে পরাইয়া দিলেন।

ইমাম বোখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে কবরে প্রবেশ করাইবার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাকে কবর হইতে বাহির করিতে বলিলেন। তারপর নিজের হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখিয়া তাহার শরীরে নিজের থুথু ছিটাইয়া দিলেন ও তাহাকে নিজের কামীস পরাইয়া দিলেন। (ইবনে কাছির)

এক ইহুদীর জাদুর ঘটনা

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, এক ইহুদী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদু করিয়াছিল। এই কারণে তিনি অনেকদিন অসুস্থ ছিলেন। তারপর জিব্রাঈল (আঃ) আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, আপনাকে এক ইহুদী জাদু করিয়াছে। (চুলের মধ্যে) গিরা দিয়া অমুক কূপের ভিতর ফেলিয়াছে। কাহাকেও পাঠাইয়া তাহা উঠাইয়া লইয়া আসুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে পাঠাইলেন। তিনি উহা বাহির করিয়া আনিলেন ও গিরাগুলি খুলিয়া ফেলিলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ সুস্থ হইয়া উঠিলেন যেন বাঁধন মুক্ত হইলেন। তারপর তিনি সেই ইহুদীকে এই বিষয়ে কোনদিন কিছু বলেন নাই এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার চেহারায় এই কারণে কোন প্রকার অসন্তুষ্টির ভাবও সে দেখিতে পায় নাই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর জাদু করা হইলে তাঁহার অবস্থা এরূপ হইল যে, তাঁহার

মনে হইত যেন তিনি তাঁহার স্ত্রীগণের নিকট গিয়াছেন, অথচ তিনি তাহাদের নিকট যান নাই। বর্ণনাকারী সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, এরূপ অবস্থা অত্যন্ত কঠিন জাদুর প্রভাবে হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, হে আয়েশা, তুমি জান কি? আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট যে দোয়া করিয়া ছিলাম তিনি তাহা কবুল করিয়াছেন। আমার নিকট (স্বপ্নে) দুই ব্যক্তি আসিয়াছে। একজন আমার শিয়রের দিকে ও অপর জন পায়ের দিকে বসিয়াছে। যে ব্যক্তি আমার শিয়রে বসিয়াছিল সে অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিল, এই ব্যক্তির কি হইয়াছে? অপর ব্যক্তি জবাব দিল, জাদু করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, কে জাদু করিয়াছে? জবাব দিল, লাবীদ ইবনে আ'সম। উক্ত ব্যক্তি ইহুদীদের মিত্র ও বনু যুরাইক গোত্রের মুনাফিক ছিল। জিজ্ঞাসা করিল, কিসের মধ্যে? জবাব দিল, চিরুনী ও চুলের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আছে? জবাব দিল, নরখেজুরের খোলের ভিতর যারওয়ান কূপের তলায় পাথরের নীচে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি উক্ত কূপের নিকট যাইয়া উহা বাহির করিয়া আনিলেন। এবং বলিলেন, ইহাই সেই কূপ যাহা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইয়াছে। উহার পানি যেন মেহদি গোলা পানি। চার পাশে খেজুর বৃক্ষগুলি যেন ভূতের মাথা। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আপনি (উক্ত ব্যক্তির নাম ও তাহার জাদুর কথা) কেন প্রচার করিয়া দেন না? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে শেফা দান করিয়াছেন। আমি কাহারো বিরুদ্ধে ফেৎনা সৃষ্টি করিতে চাহি না। (আহমদ)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, ছয় মাস যাবৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, তাঁহার মনে হইত তিনি স্ত্রীগণের নিকট গিয়াছেন অথচ যান নাই। অতঃপর দুই ফেরেশতা আসিলেন। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

এক ইহুদী মেয়েলোকের বিষ মিশ্রিত বকরির ঘটনা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ইহুদী মেয়েলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষমিশ্রিত

একটি ভুনা বকরি লইয়া আসিল। তিনি উহা হইতে কিছু খাইলেন। তারপর তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ধরিয়া আনা হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। মেয়ে লোকটি বলিল, আপনাকে মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে আমি এই কাজ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে আমার উপর অথবা বলিয়াছেন—এই কাজের উপর ক্ষমতা প্রদান করেন নাই। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, আমরা ইহাকে কতল করিয়া দিব কি? তিনি বলিলেন, না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্‌জিভের উপর সর্বদাই এই বিষের প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম বাইহাক্বী (রহঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ইহুদী মেয়েলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বিষমিশ্রিত বকরি হাদিয়া দিল। তিনি সাহাবা (রাঃ)দিগকে বলিলেন, তোমরা খাইও না। ইহা বিষযুক্ত। তিনি মেয়েলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন এই কাজ করিলে? সে বলিল, আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি আপনি নবী হইয়া থাকেন তবে আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে জানাইয়া দিবেন। আর যদি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকেন তবে লোকজনকে আপনার (ধোঁকাবাজি) হইতে নিষ্কৃতি দিব। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কোন প্রকার শাস্তি দিলেন না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই সেই বিষের ক্রিয়া অনুভব করিতেন, শরীর মুবারক হইতে রক্ত নিঃসারণ করাইতেন। তিনি বলেন, একবার সফরে থাকা অবস্থায় যখন এহরাম বাঁধিলেন তখন উহার ক্রিয়া অনুভব করিলেন এবং রক্ত নিঃসারণ করাইলেন। (আহমাদ)

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, খাইবার নিবাসিনী এক ইহুদী মেয়েলোক একটি ভুনা বকরি বিষ মাখাইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া দিল। তিনি উহার সম্মুখের পা লইয়া সামান্য খাইলেন। এবং তাহার সহিত সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতেও কেহ কেহ খাইলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা হাত উঠাইয়া লও। এবং মেয়েলোকটিকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এই বকরিতে বিষ মাখাইয়াছ? মেয়েলোকটি বলিল, আপনাকে কে বলিয়াছে? বলিলেন, আমার হাতের এই টুকরা আমাকে বলিয়া দিয়াছে। তাঁহার হাতে সম্মুখের একটি পা ছিল। সে বলিল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এরূপ কেন করিলে? সে বলিল? আমি ভাবিলাম, যদি আপনি নবী হইয়া থাকেন তবে উহা আপনার ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর যদি নবী না হইয়া থাকেন তবে আমরা আপনার হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন, কোন শাস্তি দিলেন না। আর যাহারা উহা হইতে খাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন মারা গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বিষাক্ত বকরি খাওয়ার দরুন কাঁধ হইতে রক্ত নিঃসারণ করাইলেন। আনসারী গোত্র বনু বায়াদা–র গোলাম হযরত আবু হিন্দ (রাঃ) শিঙ ও ছুরি দ্বারা তাঁহার রক্ত নিঃসারণ করিয়াছেন।

হযরত আবু সালামা (রাঃ) হইতেও ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তবে উহাতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, (বিষক্রিয়ার দরুন) হযরত বিশ্র ইবনে বারা ইবনে মা'রূর (রাঃ) মারা গেলেন। এই হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে মেয়ে লোকটিকে ক্বতল করা হইয়াছে। (আবু দাউদ)

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, মারওয়ান ইবনে ওসমান ইবনে আবু সাঈদ ইবনে মুআল্লা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু রোগের সময় বিশ্র ইবনে বারা (রাঃ)এর বোন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, হে উম্মে বিশ্র, খাইবারে তোমার ভাইয়ের সহিত যে লোকমা খাইয়াছিলাম, এখন উহার (বিষক্রিয়ার) দরুন হৃদপিণ্ডের রগ ছিড়িয়া গিয়াছে মনে হইতেছে। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবা (রাঃ)দের ধারণা ইহাই ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেরূপ নবুওতের দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শাহাদাতের মৃত্যুও দান করিয়াছেন।

কতল করিবার এরাদাকারীকে ক্ষমা

হযরত জা'দাহ্ ইবনে খালেদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুড়িওয়ালা এক ব্যক্তিকে দেখিয়া হাত দ্বারা তাহার ভুড়ির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, ইহা এইখানে না হইয়া অন্য জায়গায় হইলে তোমার জন্য ভাল হইত। (অর্থাৎ টাকা–পয়সা দ্বারা উদর পূর্ণ না করিয়া তাহা আল্লাহর রাহে খরচ করিলে ভাল হইত।) হযরত জা'দাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তিকে হাযির করা হইল এবং বলা হইল যে, এই ব্যক্তি আপনাকে কতল করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। তিনি বলিলেন, ঘাবড়াইও না, যদি তুমি এই ইচ্ছা পোষণ করিয়াও থাক তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে আমার উপর ক্ষমতা দেন নাই। (আহমাদ)

হুদাইবিয়ার ঘটনায় ধৈর্য

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন তানঈম পাহাড়ের দিক হইতে মক্কার আশি জন সশস্ত্র লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের উদ্দেশ্যে নামিয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অতর্কিত হামলা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে দোয়া করিলেন। সুতরাং সকলেই গ্রেফতার হইয়া গেল। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। আর এই আয়াত নাযিল হইল—

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ ঃ "আর তিনিই তাহাদের হস্ত তোমাদিগ হইতে, আর তোমাদের হস্ত তাহাদিগ হইতে প্রতিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন মক্কার সরেযমীনে. তাহাদিগকে তোমাদের আয়ত্তে আনিয়া দেওয়ার পর ;"

ইমাম আহমাদ ও নাসায়ী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) হইতে উক্ত বিষয়ে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে এইরূপ বর্ণিত আছে

যে, এমতাবস্থায় তিরিশ জন সশস্ত্র যুবক আমাদের সম্মুখে বাহির হইয়া আসিল এবং আক্রমণ করিয়া বসিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করিলেন, আর আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগকে বধির করিয়া দিলেন। আমরা অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া ফেলিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি কাহারো দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আসিয়াছ? অথবা বলিয়াছেন, কেহ কি তোমাদিগকে আমান বা নিরাপত্তা দিয়াছে? তাহারা বলিল, না। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। উক্ত বিষয়ে এই আয়াত নাযিল হইল—

وَهُوَ الَّذِى كَفَّ اَيْدِيَهُمْ .... الاٰيۃ

দৌস গোত্রের ব্যাপারে ধৈর্য

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, তোফায়েল ইবনে আমর দৌসী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, দৌসগোত্র নাফরমানী করিয়াছে ও (ইসলাম গ্রহণ করিতে) অস্বীকার করিয়াছে, আপনি তাহাদের জন্য বদ দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলামুখী হইয়া হাত উঠাইলেন। লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, তাহারা ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। তিনি দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ্, দৌস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন ও তাহাদিগকে লইয়া আসুন। আয় আল্লাহ্, দৌস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন ও তাহাদিগকে লইয়া আসুন। আয় আল্লাহ্, দৌস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন ও তাহাদিগকে লইয়া আসুন। (বুখারী ও মুসলিম)

সাহাবা (রাঃ)দের ধৈর্য

হযরত আলী (রাঃ)এর বর্ণনা

আবূ যা'রা (রহঃ) বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বলিতেন, আমি ও আমার উৎকৃষ্ট স্ত্রীগণ এবং আমার নেক পরিবারবর্গ অপ্রাপ্ত বয়সে সর্বাধিক ধৈর্যশীল ও প্রাপ্ত বয়সে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। আমাদের দ্বারাই আল্লাহ্ তাআ'লা মিথ্যাকে দূরীভূত করেন, জলাতঙ্কের ন্যায় হিংস্র ব্যাঘ্র সম (দুশমনদের)

দাঁত ভাঙ্গেন, তোমাদের লুণ্ঠিত জিনিস ফিরাইয়া দেন ও তোমাদের গর্দানের গোলামীর রশি মুক্ত করেন। আমাদের দ্বারাই আল্লাহ্ তায়ালা উন্মুক্ত করেন ও বন্ধ করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ধৈর্য

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর উক্তি পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, উপস্থিত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায়, এলম ও ধৈর্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অপেক্ষা অধিক আমি আর কাহাকেও দেখি নাই।

মায়া মমতা ও দয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মমতা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি যখন নামায আরম্ভ করি আমার ইচ্ছা হয় নামায দীর্ঘ করি। কিন্তু যখন কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাই তখন তাহার কান্নার দরুন মায়ের ব্যাকুলতা উপলব্ধি করিয়া নামায সংক্ষেপ করিয়া ফেলি। (বুখারী ও মুসলিম)

এক ব্যক্তির প্রশ্ন ও উহার জবাব

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করিল, আমার (মৃত) পিতা কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন, জাহান্নামে। তারপর তাহার চেহারার ভাব পরিলক্ষণ করিয়া বলিলেন, আমার পিতা ও তোমার পিতা (উভয়েই) জাহান্নামে। (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা–মাতা সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য না করিয়া নিরব থাকা উচিত। কারণ কোন কোন রেওয়ায়াতে তাহাদের বেহেশ্তী হওয়ার বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে। আবার কোন রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিন তাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।)

এক বেদুঈনের ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক আরব বেদুঈন কোন ব্যাপারে সাহায্য লইবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল। বর্ণনাকারী ইকরামা (রহঃ) বলেন, আমার ধারণা হয় হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, সে রক্ত—বিনিময় আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি তোমার প্রতি এহ্সান করিয়াছি? সে বলিল, না, এবং সদ্ব্যবহারও করেন নাই। (ইহা শুনিয়া) কতিপয় মুসলমান রাগান্বিত হইলেন ও তাহাকে মারিতে ইচ্ছা করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে ইঙ্গিতে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। তারপর যখন তিনি উঠিয়া ঘরে গেলেন তখন উক্ত বেদুঈনকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আমাদের নিকট চাহিতে আসিয়াছ এবং আমরা তোমাকে দিয়াছি। অতঃপর তুমি যাহা বলিবার বলিয়াছ। ইহা বলিয়া তিনি তাহাকে আরও কিছু দিলেন এবং বলিলেন, আমি কি তোমার প্রতি এহসান করিয়াছি? সে বলিল, হাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আমার খান্দান ও পরিবারবর্গের পক্ষ হইতে উত্তম বিনিময় দান করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আমাদের নিকট চাহিতে আসিয়াছ এবং আমরা তোমাকে দিয়াছি, অতঃপর তুমি যাহা বলিবার বলিয়াছ। তোমার এই কথার দরুন আমার সাহাবাদের অন্তরে তোমার প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব তুমি যখন তাহাদের নিকট যাইবে তখন তাহাদের সম্মুখে এই কথাগুলি বলিয়া দিও যাহা আমার সম্মুখে বলিয়াছ। ইহাতে তাহাদের মনের অসন্তোষ দূর হইয়া যাইবে। সে বলিল, হাঁ, বলিব। তারপর যখন বেদুঈন আসিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের এই ব্যক্তি আমাদের নিকট আসিয়া কিছু চাহিয়াছিল এবং আমরা তাহাকে দিয়াছিলাম, অতঃপর সে যাহা বলিবার বলিয়াছে। আমরা তাহাকে পরে ডাকিয়া আবার দিয়াছি। এখন সে বলিতেছে যে, সন্তুষ্ট হইয়াছে। হে বেদুঈন, এমন নহে কি? সে বলিল, হাঁ, আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে (আমার) পরিবারবর্গ ও খান্দানের পক্ষ হইতে উত্তম বিনিয়ম দান করুন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার ও এই বেদুঈনের

উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যাহার একটি উট ছিল। উটটি উগ্র হইয়া পালাইল। লোকজন উহার পিছনে ধাওয়া করিল, কিন্তু তাহারা যতই চেষ্টা করিল উহার অবাধ্যতা বাড়িয়াই চলিল। পরিশেষে উটের মালিক বলিল, তোমরা আমার ও উটের মধ্য হইতে সরিয়া যাও। আমি উহার প্রতি অধিক মমতা রাখি ও ইহাকে অধিক জানি। সে উহার দিকে ফিরিয়া যমীন হইতে কিছু অপক্ক খেজুর লইয়া বাড়াইয়া ধরিল এবং উহাকে ডাকিল, উট আগাইয়া আসিল ও বাধ্য হইয়া গেল। সে উহার পিঠে হাওদা বাঁধিয়া চড়িয়া বসিল। অতএব যখন সে যাহা বলিবার বলিল তখন যদি আমি তোমাদের কথা মত কাজ করিতাম তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করিত। (ইবনে কাছির)

সাহাবা(রাঃ)দের মায়ামমতা

আস্মুয়ী (রহঃ) বলেন, লোকেরা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন হযরত ওমর (রাঃ)কে তাহাদের জন্য কোমল ও নরম হইতে বলেন। কারণ ঘরের কোণে কুমারী মেয়েগণ পর্যন্ত তাঁহার ভয়ে ভীত। হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) এই বিষয়ে তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলিলেন, আমি তাহাদের জন্য এই কঠোরতা ব্যতীত কোন উপায় দেখিনা। কিন্তু খোদার কসম, এতদ সত্ত্বেও তাহাদের জন্য আমার অন্তরে যে পরিমাণ স্নেহ-দয়া-মায়া রহিয়াছে তাহা যদি তাহারা জানিতে পারিত তবে আমার ঘাড়ের এই চাদর টানিয়া লইয়া যাইত। (মুনতাখাবুল কান্‌য)

শরম ও লজ্জা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরদানশীন কুমারী মেয়ে অপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। অপর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত হইয়াও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি যখন কোন জিনিষ অপছন্দ করিতেন তাঁহার চেহারায় উহার ভাব পরিলক্ষিত হইত। (বিদায়াহ)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তবে উহাতে ইহাও

বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, লজ্জা সম্পূর্ণই মঙ্গলময়।

কাহারো মুখের উপর দোষ বলিতে লজ্জা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির শরীরে হলুদ রং দেখিয়া উহা অপছন্দ করিলেন। সে ব্যক্তি উঠিয়া চলিয়া গেলে তিনি বলিলেন, তোমরা যদি এই ব্যক্তিকে এই হলুদ রং ধুইয়া ফেলিতে বলিতে তবে ভাল হইত। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, কোন জিনিষ অপছন্দ হইলে তিনি কাহারও মুখের উপর উহা বলিতেন না। (তিরমিযী, নাসাঈ)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহারো কোন দোষত্রুটি জানিতে পারিলে এরূপ বলিতেন না যে, ওমুকের কি হইয়াছে? বরং বলিতেন, লোকদের কি হইয়াছে যে, তাহারা এরূপ এরূপ বলিতেছে? অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাস্থানের প্রতি কখনও দৃষ্টি করি নাই,—অথবা বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাস্থান কখনও দেখি নাই। (তিরমিযী)

সাহাবা (রাঃ)দের লজ্জা

হযরত ওসমান (রাঃ)এর লজ্জা

হযরত সাঈদ ইবনে আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী—হযরত আয়েশা ও হযরত ওসমান (রাঃ) উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বিছানায় হযরত আয়েশা (রাঃ)এর চাদর জড়াইয়া শুইয়া ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রাঃ) ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন তিনি শয়ন অবস্থায়ই তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি (ভিতরে আসিয়া) নিজের প্রয়োজন

সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) অনুমতি চাহিলেন। তাহাকেও একই অবস্থায় থাকিয়া অনুমতি দিলেন। তিনি নিজ প্রয়োজন সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি অনুমতি চাহিলে তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং (হযরত আয়েশা (রাঃ)কে) বলিলেন, তোমার কাপড় সামলাইয়া বস। আমি আমার প্রয়োজন সমাধা করিয়া চলিয়া আসিলাম। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কি ব্যাপার! আমি আপনাকে আবু বকর ও ওমরের জন্য এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে দেখিলাম না যেরূপ ওসমানের জন্য দেখিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ওসমান অত্যন্ত লাজুক ব্যক্তি। আমার আশঙ্কা হইল যে, যদি উক্ত অবস্থায় তাহাকে অনুমতি প্রদান করি তবে সে প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করিতে সক্ষম হইবে না। (আহমাদ)

লাইস (রহঃ) বলিয়াছেন, বহুলোক ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, আমি কি তাহাকে লজ্জা করিব না যাহাকে ফেরেশতাগণ লজ্জা করেন?

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন, এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার পিছনে ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রাঃ) অনুমতি চাহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) অনুমতি চাহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত সাদ ইবনে মালেক (রাঃ) অনুমতি চাহিয়া প্রবেশ করিলেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ) অনুমতি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাটু খুলিয়া কথা-বার্তা বলিতেছিলেন। কিন্তু যখন হযরত ওসমান (রাঃ) অনুমতি চাহিলেন তখন তিনি হাটু ঢাকিয়া লইলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, পিছনে সরিয়া বস। তাহারা কিছু সময় কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী, আমার পিতা ও তাহার সঙ্গীগণ যখন প্রবেশ করিলেন তখন আপনি কাপড় দ্বারা হাটু ঢাকিলেন না এবং আমাকেও পিছনে সরাইলেন না। (কিন্তু যখন ওসমান প্রবেশ করিলেন তখন হাটু ঢাকিলেন ও আমাকে পিছনে সরাইয়া দিলেন। কারণ কি?) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,

আমি কি তাহাকে লজ্জা করিব না যাহাকে ফেরেশতাগণ লজ্জা করেন? সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় ফেরেশতাগণ ওসমানকে এরূপ লজ্জা করেন যেরূপ তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে লজ্জা করেন। সে যখন প্রবেশ করিয়াছে তখন যদি তুমি আমার কাছে থাকিতে তবে বাহির হইয়া যাওয়া পর্যন্ত না সে কথা বলিতে পারিত, আর না মাথা উঠাইতে পারিত। (বিদায়াহ)

হযরত হাসান (রাঃ) একবার হযরত ওসমান (রাঃ) ও তাঁহার অত্যাধিক লজ্জাশীলতার কথা আলোচনা করিয়া বলিলেন, তিনি যদি ঘরের ভিতর থাকেন, আর দরজা বন্ধ থাকে তথাপি শরীরে পানি ঢালিবার জন্য কাপড় খোলেন না। এমতাবস্থায়ও লজ্জা তাঁহাকে মেরুদণ্ড সোজা করিতে বাধা দেয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর লজ্জা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে শরম কর। আল্লাহ তায়ালার প্রতি শরমের দরুন আমি বাইতুল খালায় মাথা ঢাকিয়া প্রবেশ করি। (কান্‌য)

হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)এর লজ্জা

হযরত সাদ ইবনে মাসউদ ও ওমারাহ ইবনে গুরাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার স্ত্রী আমার সতর দেখুক আমি উহা পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেন? তিনি বলিলেন, আমার লজ্জা লাগে ও খারাপ লাগে। বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে তোমার জন্য পোষাক স্বরূপ ও তোমাকে তাহার জন্য পোষাক স্বরূপ বানাইয়াছেন। আর আমার পরিবার আমার সতর দেখে এবং আমি তাহাদের সতর দেখি। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আপনি এরূপ করেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, হাঁ। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, তবে আর কে বাকি থাকিবে। তিনি ফিরিয়া চলিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইবনে মাযউন অত্যাধিক লাজুক ও পর্দাশীল।

হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর লজ্জা

আবু মিজলায (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি অন্ধকার ঘরে গোসল করিলেও আমার রব্বের প্রতি শরমের দরুন কাপড় পারিধান না করিয়া সোজা হইতে পারি না।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) অন্ধকার ঘরে গোসল করিলেও কাপড় পরিধান করা পর্যন্ত কুঁজ হইয়া, পিঠ ঝুঁকাইয়া বসিয়া থাকেন—সোজা হইয়া দাঁড়ান না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) ঘুমাইবার সময় সতর খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় কয়েকটি কাপড় পরিধান করিয়া শয়ন করেন।

ওবাদাহ্ ইবনে নুসাই (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) একদল লোককে দেখিলেন, তাহারা পানির ভিতর লুঙ্গীবিহীন দাঁড়াইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, আমার নিকট এইরূপ করা অপেক্ষা একবার মরিয়া আবার যিন্দা হই, আবার মরিয়া পুনরায় যিন্দা হই, আবার মরিয়া আবার যিন্দা হই অধিক প্রিয়। (আবু নুআঈম)

হযরত আশাজ্জ (রাঃ)এর লজ্জা

আশাজ্জ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমার মধ্যে এমন দুইটি স্বভাব আছে যাহাকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন। আমি বলিলাম, সেই দুইটি কি? তিনি বলিলেন, ধৈর্য ও শরম। আমি বলিলাম, উহা কি আমার মধ্যে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান আছে, না অধুনা পরিলক্ষিত হইতেছে? তিনি বলিলেন, না, বরং পুরাতন স্বভাব। আমি বলিলাম, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, যিনি আমাকে এমন দুই স্বভাবের উপর পয়দা করিয়াছেন, যাহা তিনি ভালবাসেন। (মুনতাখাবুল কান্‌য)

বিনয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, একদা জিব্রাঈল (আঃ) নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়া আসমানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একজন ফেরেশতা অবতরণ করিতেছেন। জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, এই ফেরেশতা তাহার সৃষ্টিলগ্ন হইতে এ যাবৎ কখনও অবতরণ করেন নাই। উক্ত ফেরেশতা অবতরণ করিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আমাকে আপনার পরওয়ারদিগার (এই পয়গাম দিয়া) আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন যে, আমি কি আপনাকে বাদশাহ নবী বানাইব, না বান্দা রাসূল বানাইব? জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি আপনার পরওয়ারদিগরের প্রতি বিনয়ী হউন। তিনি বলিলেন, বরং বান্দা রাসূল (হইতে চাহি)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে উক্ত রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও ঠেস দিয়া বসিয়া খান নাই। এবং তিনি বলিতেন, আমি এমনভাবে খাই যেমন গোলাম খায়, এমনভাবে বসি যেমন গোলাম বসে। (আহমাদ)

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর বর্ণনা

আবু গালিব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)কে বলিলাম, আমার নিকট এমন হাদীস বর্ণনা করুন, যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা–বার্তা হইত কোরআন। অধিক পরিমাণে যিকির করিতেন। খোতবা সংক্ষেপ করিতেন। নামায দীর্ঘ করিতেন। মিসকীন ও দুর্বলদের প্রয়োজনে তাহাদের সহিত যাইতে ঘৃনা বা অহঙ্কার বোধ করিতেন না। (তাবরানী)

হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে যিকির করিতেন। বেহুদা কথা বলিতেন না। গাধার পিঠে সওয়ার হইতেন ও পশমের কাপড় পরিধান করিতেন। গোলামের দাওয়াত গ্রহণ করিতেন। তুমি যদি তাঁহাকে খাইবারের যুদ্ধের দিন দেখিতে! সেদিন তিনি গাধার পিঠে সওয়ার হইয়াছিলেন, উহার লাগাম খেজুর ছালের রশি ছিল। (বিদায়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি অসুস্থকে দেখিতে যাইতেন ও জানাযায় শরীক হইতেন।

অন্যান্য সাহাবা(রাঃ)দের বর্ণনা

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধার পিঠে চড়িতেন। পশমের কাপড় পরিধান করিতেন। দুই উরুর মাঝে বকরির পা আঠকাইয়া দুধ দোহন করিতেন। মেহমানের আরজু পূরণ করিতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাটির উপর বসিতেন, মাটির উপর খাইতেন। দুই উরুর মাঝে বকরির পা আটকাইয়া দুধ দোহন করিতেন। গোলামের যবের রুটির দাওয়াত গ্রহণ করিতেন। অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, যদি মদীনার উঁচু প্রান্ত হইতে কেহ তাঁহাকে অর্ধ রাত্রিতেও যবের রুটির দাওয়াত দিত তবে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন। (মদীনার এই উঁচু প্রান্তের দূরত্ব চার হইতে আট মাইল।)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যবের রুটির সহিত পুরাতন তৈলের দাওয়াতও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করিতেন। এক ইহুদির নিকট তাঁহার একটি যুদ্ধের বর্ম বন্ধক ছিল। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি উহা ফেরৎ লইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। (তাবরানী)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনবার ডাকিল, তিনি প্রতিবারই লাব্বায়েক, লাব্বায়েক বলিয়া জবাব দিলেন। (কান্‌য)

একজন মেয়েলোকের ঘটনা

হযরত আবু উমামাহ্ (রাঃ) বলেন, একজন মেয়েলোক পুরুষদের সহিত ফাহেশা-অশ্লীল কথা বলিত। অত্যন্ত মুখ-খারাপ ছিল। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উঁচু ঘরে বসিয়া সারীদ (শুরুয়ায় ভিজানো রুটি বিশেষ) খাইতেছিলেন। এমন সময় সেই মেয়েলোকটি সেখানে আসিয়া

বলিল, দেখ, গোলামের ন্যায় বসে ও গোলামের ন্যায় খায়! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার অপেক্ষা বড় গোলাম কে আছে? সে বলিল, নিজে খায়, আমাকে খাওয়ায় না। তিনি বলিলেন, তুমিও খাও। সে বলিল, আমাকে আপনার হাতে দিন। তিনি দিলেন। সে বলিল, আপনার মুখে যাহা আছে তাহা হইতে আমাকে খাওয়ান। তিনি তাহাকে দিলে সে উহা খাইল। তৎক্ষণাৎ তাহার মধ্যে লজ্জা প্রবল হইয়া গেল। মৃত্যু পর্যন্ত সে আর কাহারো সহিত ফাহেশা–অশ্লীল কথা বলে নাই। (তাবরানী)

অপর এক ব্যক্তির ঘটনা

হযরত জরীর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আসিল এবং কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, তুমি শান্ত হও, আমি কোন বাদশাহ্ নহি। আমি তো এক কোরাইশী মেয়ের ছেলে যে শুকনা গোসতের টুকরা (এর ন্যায় সাধারণ খাদ্য) খাইত। (তাবারানী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথা বলিতে আসিয়া কাঁপিতে লাগিল। বাকী অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (বিদায়াহ)

হযরত আমের ইবনে রাবিয়াহ (রাঃ) বলেন, একবার আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মসজিদে যাইতেছিলাম। তাঁহার জুতার ফিতা ছিড়িয়া গেলে আমি উহা ঠিক করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে উঠাইয়া লইলাম। তিনি উহা আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন এবং বলিলেন, ইহা এক রকম স্বাতন্ত্র্য। আর আমি স্বাতন্ত্র্য পছন্দ করি না। (বায্যার)

সঙ্গীদের মাঝে সাধারণ হইয়া থাকা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর খুযায়ী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবা (রাঃ)দের সহিত হাঁটিতেছিলেন। কেহ কাপড় দ্বারা তাঁহাকে ছায়া দিল। তিনি ছায়া দেখিয়া উপরে দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, একখানা চাদর দ্বারা তাঁহাকে ছায়া দেওয়া

হইয়াছে। তিনি বলিলেন, রাখ, এবং কাপড়টি ধরিয়া নামাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতদিন আমাদের মাঝে জীবিত থাকিবেন তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, ছায়ার জন্য যদি একটা ছাপড়া ঘর উঠাইয়া লইতেন। তিনি বলিলেন, আমি তো এইভাবে তাহাদের মাঝেই থাকিব। তাহারা আমার গোড়ালি মাড়াইবে, চাদর টানাটানি করিবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের হইতে আমাকে শান্তি দান করেন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে কতদিন বিদ্যমান থাকিবেন তাহা আমি অবশ্যই জানিয়া লইব। সুতরাং তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি দেখিতেছি, লোকরা আপনাকে কষ্ট দেয়, তাহাদের ধুলা বালির দ্বারা আপনার কষ্ট হয়। অতএব আপনি যদি একটা উঁচু আসন বানাইয়া তথায় বসিয়া লোকদের সহিত কথা বলিতেন? তিনি উপরোক্ত জবাব দিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইহা দ্বারা আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের মাঝে তাঁহার অবস্থান স্বল্পকাল হইবে।

ঘরোয়া জীবনে বিনয়

আসওয়াদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসিয়া কি কাজ করিতেন? তিনি উত্তর দিলেন, নিজ পরিবারের খেদমতে মশগুল থাকিতেন এবং নামাযের সময় হইলে বাহির হইয়া নামায আদায় করিতেন।

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ঘরে কাজ করিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, নিজের জুতায় তালি লাগাইতেন, কাপড় সেলাই করিতেন––যেমন তোমাদের মধ্যে কেহ ঘরে কাজ করিয়া থাকে।

আমরাহ্ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কি কাজ করিতেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন। নিজের কাপড় হইতে উকুন বাছিতেন, বকরি দোহন করিতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করিতেন। (বিদায়াহ)

যে সকল কাজ নিজ দায়িত্বে সমাধা করিতেন

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অযূর পানি ও সদ্কার দায়িত্ব অন্য কাহারো উপর ন্যস্ত করিতেন না, বরং এই সকল কার্য নিজ দায়িত্বে স্বয়ং সমাধা করিতেন।

হযরত জাবের ও হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অসুস্থাবস্থায় আমাকে দেখিতে আসিলেন। কিন্তু তিনি না গাধায় চড়িয়া আসিলেন, আর না কোন তুর্কি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরাতন হাওদায় চড়িয়া হজ্ব করিয়াছেন, যাহার উপর একটি পুরাতন চাদর বিছানো ছিল। চাদরটির দাম চার দিরহামও হইবে না। তথাপি তিনি বলিতেছিলেন, আয় আল্লাহ এই হজ্বকে রিয়া ও নাম-শোহরত মুক্ত হজ্ব করুন।

মক্কা বিজয়ের দিন বিনয়

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ের দিন যখন মক্কা শহরে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন মক্কার লোকজন উঁচু ঘর বাড়ী হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিল। আর তিনি বিনয় প্রকাশার্থে হাওদার উপর মস্তক (অবনত করিয়া) রাখিয়াছিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শহরে এরূপে প্রবেশ করিতেছিলেন যে, বিনয়ের দরুন তাঁহার চিবুক হাওদার সহিত লাগিয়াছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যি তুয়া নামক স্থানে পৌছিলেন, ইয়ামানী লাল চাদরের অংশ বিশেষ দ্বারা মস্তক ও চেহারা মুবারক ঢাকিয়া নিজ বাহনের উপর অবস্থান করিলেন, এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে যে এই বিজয় দ্বারা সম্মানিত করিলেন, উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্র প্রতি বিনয় প্রকাশে এমনভাবে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দাড়ি মোবারক হাওদার মধ্যস্থান ছুইবার উপক্রম হইতেছিল। (বিদায়াহ)

নিজের জিনিস নিজে বহন করা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বাজারে গেলাম। তিনি কাপড় বিক্রেতাদের নিকট বসিলেন এবং চার দিরহামের একটি পায়জামা খরিদ করিলেন। বাজারওয়ালাদের একজন (দেরহাম ও দীনার) ওজনকারী ছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, ওজন কর ও ঝুঁকাইয়া কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়জামাটি লইলেন। আমি তাঁহার পায়জামাটি বহন করিতে চাহিলাম, তিনি বলিলেন, কেহ দুর্বল হওয়ার দরুন অপারগ হইলে তাহার অপর মুসলমান ভাই তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। অন্যথায় যাহার জিনিষ সেই বহন করিবার অধিক হক রাখে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি পায়জামা পরিধান করিবেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, সফরে–বাড়ীতে, রাত্রে ও দিনে (সর্বাবস্থায় পরিধান করিব)। কারণ আমাকে সতর ঢাকার হুকুম করা হইয়াছে। আর এই পায়জামা অপেক্ষা অধিক সতর ঢাকার উপযুক্ত অন্য কিছু আমি পাই নাই।

বিধর্মীদের ন্যায় বাদশাহী আচরণকে অপছন্দ করা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে অনুরূপ অপর একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, ওজন কর ও (পাল্লা) ঝুকাইয়া কর। ওজনকারী (ইহা শুনিয়া) বলিল, এমন (সুন্দর) কথা আমি আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই! হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম,

তোমার অজ্ঞতা ও দ্বীন সম্পর্কে মূর্খতার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তুমি তোমার নবীকে চিননা। সে দাঁড়িপাল্লা ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত চুম্বন করিতে চাহিল। তিনি নিজ হাত টানিয়া লইলেন, এবং বলিলেন, ইহা কি! আজমী অর্থাৎ অনারব বিধর্মীগণ তাহাদের বাদশাহ্দের সহিত এরূপ করিয়া থাকে। আমি তো কোন বাদশাহ্ নহি। আমি তো তোমাদেরই ন্যায় একজন সাধারণ ব্যক্তি। সুতরাং সে ওজন করিল, ঝুকাইয়া করিল ও গ্রহণ করিল। বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

সাহাবা (রাঃ)দের বিনয়

হযরত ওমর (রাঃ)এর বিনয়

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন উটে চড়িয়া শাম অর্থাৎ সিরিয়া পৌঁছিলেন, তখন সেখানকার কাফেরগণ (তাঁহার বাহন ইত্যাদি লইয়া) পরস্পর সমালোচনা করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, ইহাদের দৃষ্টি এমন সকল লোকদের বাহনের প্রতি প্রসারিত হইতেছে যাহাদের আখেরাতে কোন অংশ নাই। (মুনতাখাব)

হিযাম ইবনে হিশাম (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি যে, তিনি এক মেয়েলোককে দেখিলেন, আসীদাহ (আটা ও ঘী দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার হালুয়া) তৈয়ার করিবার জন্য আটা ঘুঁটিতেছে। তিনি বলিলেন, এইভাবে নহে। তারপর নিজেই ঘুঁটনি লইয়া ঘুঁটিয়া দেখাইলেন, এবং বলিলেন, এইভাবে। হিশাম ইবনে খালেদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে (মেয়েদের উদ্দেশ্যে) বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমরা পানি গরম হইবার পূর্বে আটা ঢালিও না। বরং পানি গরম হইবার পর অল্প অল্প আটা ঢালিতে থাকিবে ও ঘুঁটনি দ্বারা ঘুঁটিতে থাকিবে। ইহাতে আটা ফুলিয়া উঠিবে ও দলা পাকাইবে না। (মুনতাখাবুল কান্য)

যির (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে খালি পায়ে ঈদগাহে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়াছি।

নফ্স দমনের অভিনব পদ্ধতি

মুহাম্মাদ ইবনে ওমর মাখযুমী তাহার পিতা (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) আসসালাতু জামিয়াতুন বলিয়া ঘোষণা দিলেন। লোকজন একত্র হইলে তিনি মিম্বারে চড়িয়া হামদ ও সানা এবং দরূদ শরীফ পড়িয়া বলিলেন, হে লোকেরা, এক কালে আমি আমার বনু মাখযুম গোত্রীয় খালাদের বকরী চরাইতাম। বিনিময়ে তাহারা আমাকে একমুষ্টি খেজুর অথবা কিসমিস দিতেন। আর উহাতেই আমার সারাদিন কাটিত। কেমন দিনই না ছিল! অতঃপর মিম্বার হইতে নামিয়া গেলেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি তো নিজের নফ্সকে হেয় বৈ কিছু করেন নাই। তিনি বলিলেন, তোমার নাশ হউক, হে ইবনে আওফ! আমি একাকী ছিলাম, তখন আমার নফ্স আমাকে বলিল, তুমি তো আমীরুল মুমিনীন, তোমার অপেক্ষা উত্তম কে হইবে! অতএব আমি নফ্সকে তাহার আসল পরিচয় দিতে ইচ্ছা করিলাম। (মুনতাখাব)

অপর এক রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি লোকদেরকে বলিলেন, এক কালে আমি আমার অবস্থা এরূপ দেখিয়াছি যে, খাওয়ার মত কিছুই আমার কাছে ছিল না। আমার বনু মাখযুম গোত্রীয় কতিপয় খালা ছিলেন। আমি তাহাদের জন্য মিষ্টি পানি আনিয়া দিতাম আর বিনিময়ে তাহারা আমাকে কয়েক মুষ্টি কিসমিস দিতেন। এই রেওয়ায়াতের শেষাংশে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি আমার নফসের মধ্যে কিছু বড়াই অনুভব করিলাম। অতএব তাহাকে নীচু করিতে চাহিলাম।

হাসান (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একবার গরমের দিনে চাদর দ্বারা মাথা ঢাকিয়া বাহির হইলেন। একটি বালক গাধায় চড়িয়া তাঁহার পাশ দিয়া যাইতেছিল। তিনি বলিলেন, হে বালক, আমাকে তোমার সহিত উঠাইয়া লও। বালক গাধা হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল এবং বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন উঠুন। তিনি বলিলেন, না, আগে তুমি উঠ, আমি তোমার পিছনে উঠিয়া বসিব। তুমি আমাকে নরম জায়গায় বসাইয়া নিজে শক্ত জায়গায় বসিতে চাহিতেছ? সুতরাং তিনি বালকের পিছনে চড়িয়া বসিলেন। এবং তিনি বালকের

পিছনে চড়িয়াই মদীনায় প্রবেশ করিলেন, লোকেরা এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতেছিল। (মুনতাখাব)

সিনান ইবনে সালামাহ্ ইযালী (রহঃ) বলেন, মদীনায় থাকাকালিন আমি কতিপয় বালকের সহিত কাঁচা খেজুর কুড়াইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। হঠাৎ হযরত ওমর (রাঃ) সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার হাতে চাবুক ছিল। ছেলেরা তাঁহাকে দেখিয়া খেজুর বাগানের ভিতর পালাইয়া গেল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার লুঙ্গির ভিতর কিছু কুড়ানো খেজুর ছিল। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, এইগুলি যাহা বাতাসে ফেলিয়াছে। তিনি আমার লুঙ্গির ভিতর খেজুরগুলি দেখিলেন, কিন্তু আমাকে মারিলেন না। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, ছেলেরা এখনই আসিয়া আমার এইগুলি কাড়িয়া লইবে। তিনি বলিলেন, কখনো না, চল। তারপর তিনি আমার সহিত আমার ঘর পর্যন্ত আসিলেন। (ইবনে সা'দ)

মালেক (রহঃ) তাহার চাচা হইতে এবং তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ)কে দেখিয়াছেন। তাহারা যখন মক্কা হইতে আসিতেন মদীনার বাহিরে মুসাফিরদের আগমন স্থলে অবস্থান করিতেন। যখন সঙ্গীগণ মদীনায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে আরোহন করিত তখন তাহারা প্রত্যেকেই নিজেদের সহিত কোন বালককে উঠাইয়া লইত। অতঃপর এই অবস্থায় তাহারা মদীনায় প্রবেশ করিত। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ)ও তাহাদের সহিত কোন বালককে উঠাইয়া লইতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে কি এরূপ করিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে পায়দল পথচারিকে সওয়ারী দ্বারা সাহায্য করাও উদ্দেশ্য হইত। তদুপরি সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় আরোহনও উদ্দেশ্য হইত, যাহাতে অপরাপর বাদশাহদের ন্যায় বিশিষ্টতা প্রকাশ না পায়। তারপর তিনি লোকদের বর্তমান প্রথা অর্থাৎ–নিজে সওয়ার হইয়া বালক অর্থাৎ খাদেমদিগকে পিছনে হাঁটানোর উল্লেখ করিয়া উহার সমালোচনা করিলেন। (কানয)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর বিনয়

মাইমুন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেন, হামদানী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)কে খচ্চরের পিঠে নিজের পিছনে তাঁহার

খাদেম–নায়েলকে বসাইয়া যাইতে দেখিয়াছেন। অথচ তখন তিনি খলীফা ছিলেন।

আব্দুল্লাহ্ রুমী (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) রাত্রি বেলা নিজের অযূর ব্যবস্থা নিজেই করিতেন। তাহাকে বলা হইল, আপনি কোন খাদেমকে বলিলে সে আপনার অযূর ব্যবস্থা করিয়া দিত। তিনি বলিলেন, না, রাত্র তাহাদের হক, তাহারা উহাতে আরাম করিবে।

যুবাইর ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ)এর দাদি যিনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেদমত করিতেন, তিনি বলিয়াছেন, হযরত ওসমান (রাঃ) নিজ পরিবারের ঘুমন্ত কাহাকেও জাগাইতেন না। কাহাকেও জাগ্রত পাইলে তাহাকে ডাকিতেন ও অযূর পানির জন্য বলিতেন। আর তিনি সর্বদা রোযা রাখিতেন।

হাসান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে মসজিদে চাদর গায়ে দিয়া ঘুমাইতে দেখিয়াছি। তাঁহার আশে পাশে কেহ নাই, অথচ তিনি আমীরুল মুমিনীন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বিনয়

উনাইসাহ (রহঃ) বলেন, পাড়ার মেয়েরা নিজেদের বকরি লইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিত। তিনি মেয়েদেরকে বলিতেন, তোমাদের জন্য ইবনে আফ্রা–এর ন্যায় দুধ দোহন করিয়া দিলে তোমরা খুশী হইবে কি?

পূর্বে খলীফাদের সীরাতের বর্ণনায় হযরত আয়েশা, হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে মুসাইয়েব (রাঃ) প্রমূখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ সকালে বাজারে যাইয়া বেচা–কেনা করিতেন। তাঁহার বকরির পাল ছিল, যাহা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া আসিত। কখনও নিজেই চরাইতে যাইতেন, আর কখনও অন্য কেহ তাহার পক্ষ হইতে চরাইত। তিনি পাড়ার লোকদের দুধ দোহন করিয়া দিতেন। যখন তিনি খলীফা নিযুক্ত হইলেন, পাড়ার কোন মেয়ে বলিল, এখন তো আর কেহ আমাদের দুধ দোহন করিয়া দিবে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, আমার যিন্দেগীর ক্বসম, অবশ্যই আমি তোমাদের দুধ

দোহন করিয়া দিব। আর আশা করি, যে খেলাফাতের কাজে আমি ঢুকিয়াছি তাহা আমার পূর্ব আখলাককে পরিবর্তন করিতে পারিবে না। সুতরাং তিনি তাহাদের দুধ দোহন করিয়া দিতেন। কখনও পাড়ার মেয়েকে বলিতেন, ফেনাযুক্ত দোহন পছন্দ করিবে, না ফেনা ব্যতিরেকে পছন্দ করিবে? সে হয়ত কখনও বলিত ফেনাযুক্ত দোহন করুন। আবার কখনও বলিত ফেনা ব্যতীত দোহন করুন। যেমন বলিত তেমনই দোহন করিয়া দিতেন।

হযরত আলী (রাঃ)এর বিনয়

কাপড় বিক্রেতা সালেহ (রহঃ) তাহার দাদি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি দেখিলাম, হযরত আলী (রাঃ) এক দেরহাম দ্বারা খেজুর খরিদ করিয়া তাহা চাদরের মধ্যে লইলেন। আমি অথবা কোন এক ব্যক্তি বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আমাকে দিন, আমি বহন করিব। তিনি বলিলেন, না, সন্তানদের পিতাই বহন করিবার অধিক উপযুক্ত। (বিদায়াহ)

যাযান (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) খলীফা হওয়া সত্ত্বেও একাই বাজারে চলাফেরা করিতেন, পথভোলাকে পথ দেখাইতেন, হারানোকে তালাশ করিতেন, দুর্বলকে সাহায্য করিতেন। দোকানদার ও সব্জি বিক্রেতার নিকট যাইয়া কোরআনের এই আয়াত পড়িতেন,—

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ـ

অর্থঃ— এই আখেরাত আমি ঐ সকল লোকের জন্যই নির্দিষ্ট করিতেছি যাহারা ভূ-পৃষ্ঠে বড় (অহঙ্কারী) হইতেও চাহে না, ফাসাদ ঘটাইতেও চাহে না।

এবং বলিতেন, ন্যায়পরায়ণ ও বিনয়ী শাসক এবং লোকদের উপর ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে। (বিদায়াহ)

জুরমুয (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি ঘর হইতে বাহির হইতেছেন। তাঁহার পরনে হালকা লাল বর্ণের দুইখানা কাপড় ছিল, একখানা পায়ের অর্ধ গোছ পরিমাণ লুঙ্গি আর একখানা চাদর, যাহা

লুঙ্গির সমান এবং উপরের দিকে উঠানো ছিল। সঙ্গে একটি চাবুক, যাহা লইয়া তিনি বাজারের ভিতর হাঁটিতেছেন, ও বাজারের লোকদিগকে আল্লাহ্‌কে ভয় করিবার ও উত্তমরূপে বিক্রয়ের আদেশ করিতেছেন। এবং তিনি বলিতেছেন, তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণরূপে কর। গোশতের ভিতর ফুঁ দিয়া ফুলাইও না।

আবু মাতার (রহঃ) বলেন, আমি মসজিদ হইতে বাহির হইয়াছি। এমন সময় এক ব্যক্তি পিছন হইতে বলিল, "তোমার লুঙ্গি উপরে উঠাও, কারণ ইহা তোমার রব্বকে অধিক ভয় করার শামিল ও তোমার কাপড়ের জন্য অধিক পরিচ্ছন্নতা। আর যদি তুমি মুসলমান হইয়া থাক তবে মাথার চুল খাট কর।" চাহিয়া দেখি, তিনি হযরত আলী (রাঃ), তাঁহার সঙ্গে চাবুক। তারপর তিনি উটের বাজারে গেলেন এবং বলিলেন, বিক্রয় কর, কিন্তু কসম খাইও না। কারণ কসম দ্বারা যদিও মাল বিক্রয় হইয়া যাইবে কিন্তু উহা বরকত দূর করিয়া দিবে। তারপর খেজুর বিক্রেতার নিকট আসিলেন, দেখিলেন, একজন খাদেমাহ কাঁদিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? সে বলিল, এই ব্যক্তি আমার নিকট এক দিরহামে খেজুর বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু আমার মালিক তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছে। তিনি বিক্রেতাকে বলিলেন, খেজুর ফেরৎ লইয়া তাহাকে দিরহাম দিয়া দাও, কারণ তাহার কোন এখ্‌তিয়ার বা স্বাধীনতা নাই। বিক্রেতা অস্বীকার করিতে চাহিল। আমি বলিলাম, তুমি কি জান না, ইনি কে? সে বলিল, না। আমি বলিলাম, ইনি হযরত আলী—আমীরুল মুমিনীন। সে তৎক্ষণাৎ খেজুর ঢালিয়া লইল এবং দিরহাম ফেরৎ দিয়া বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, ইহাই আমার কাম্য। তিনি বলিলেন, আমি তোমার প্রতি কতই না সন্তুষ্ট হইব যখন তুমি লোকদের প্রাপ্য পুরাপুরি দিবে। তারপর খেজুর বিক্রেতাদের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, তোমরা মিসকীনদের খাওয়াও, তোমাদের রোজগার বাড়িয়া যাইবে। তারপর চলিতে চলিতে মাছওয়ালাদের নিকট পৌঁছিলেন, এবং বলিলেন, পানিতে আপনা আপনি মরিয়া ভাসিয়া উঠে এমন মাছ আমাদের বাজারে বিক্রয় হইবে না। তারপর তৈয়ারী পোষাকের দোকানে আসিলেন। উহা সুতী কাপড়ের বাজার ছিল। বলিলেন, হে শায়েখ, তিন দিরহামের একটি কামীস অর্থাৎ—কোর্তা খরিদ করিব, উত্তমরূপে বিক্রয় কর।

কিন্তু যখন বুঝিলেন, দোকানদার তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে, তখন আর তাহার নিকট হইতে খরিদ করিলেন না। অতঃপর অন্য দোকানে আসিলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন, সেও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে তখন তাহার নিকট হইতেও কিছু খরিদ করিলেন না। তারপর এক অল্প বয়স্ক বালকের নিকট আসিয়া তিন দিরহামের একটি কামীস খরিদ করিলেন। উহার হাতা কবজী পর্যন্ত ও ঝুল টাখনু পর্যন্ত ছিল। পরে দোকানের মালিক আসিলে তাহাকে কেহ বলিল, তোমার ছেলে আমীরুল মুমিনীনের নিকট তিন দিরহাম মূল্যে একটি কামীস বিক্রয় করিয়াছে। সে ছেলেকে বলিল, তাঁহার নিকট হইতে দুই দিরহাম কেন লইলে না! সুতরাং সে এক দিরহাম লইয়া হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিল এবং বলিল, এই দিরহাম গ্রহণ করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? সে বলিল, কামীসের দাম দুই দিরহাম, আমার ছেলে আপনার নিকট উহা তিন দিরহামে বিক্রয় করিয়াছে। তিনি বলিলেন, সে আমার নিকট রাজী হইয়া বিক্রয় করিয়াছে, আর আমিও রাজী হইয়া উহা লইয়াছি। (অতএব এই দিরহাম আমি ফেরৎ লইব না।) (মুনতাখাব)

হযরত ফাতেমা ও হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর বিনয়

আতা (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেটি হযরত ফাতেমা (রাঃ) আটা মলিতেন আর তাঁহার কপালের চুল আটার গামলার উপর আঘাত করিতে থাকিত।

মুত্তালিব ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, আরবের শ্রেষ্ঠ মহিলা অর্থাৎ– হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) সাইয়েদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে রাতের প্রথম প্রহরে দুলহান বেশে প্রবেশ করিলেন, আর রাতের শেষ প্রহরে আটা পিষিতে লাগিয়া গেলেন।

হযরত সালমান (রাঃ)এর বিনয়

সালামাহ্ ইজ্‌লী (রহঃ) বলেন, কুদামাহ্ নামক আমার এক বোন–পুত্র গ্রাম হইতে আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমার ইচ্ছা হয় হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করি ও তাঁহাকে সালাম করি। সুতরাং আমরা

তাঁহার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। মাদায়েনে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি তখন বিশ হাজারের সেনানায়ক ছিলেন। তাঁহাকে একটি খাটিয়ার উপর খেজুর পাতা বুনিতেছেন দেখিতে পাইলাম। আমরা তাঁহাকে সালাম করিলাম এবং আমি বলিলাম, হে আবু আব্দিল্লাহ্, আমার এই বোন–পুত্র গ্রাম হইতে আমার নিকট আসিয়াছে এবং আপনাকে সালাম করিবার ইচ্ছা করিয়াছে,। তিনি বলিলেন, ও আলাইহিস সালাম ওরাহমাতুল্লাহ্। আমি বলিলাম, সে বলিতেছে যে, আপনাকে সে মুহাব্বাত করে। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ তাহাকে মুহাব্বাত করুন।

হারিস ইবনে উমায়রাহ্ (রহঃ) বলেন, আমি মাদায়েনে হযরত সালমান (রাঃ)এর নিকট আসিয়া তাহাকে তাহার চামড়া তৈয়ারীর জায়গায় নিজ হাতে চামড়া মলিতেছেন পাইলাম। আমি তাঁহাকে সালাম দিলে তিনি বলিলেন, একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমার নিকট আসিতেছি। আমি বলিলাম, আপনি মনে হয় আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই, তোমাকে (এই দুনিয়াতে) চিনিবার পূর্বেই আমার রূহ তোমার রূহকে চিনিয়াছে। কারণ (রূহের জগতে) সমস্ত রূহগুলি একত্রে ছিল। (সেখানে) যাহারা পরস্পর আল্লাহ্র ওয়াস্তে পরিচিত হইয়াছে তাহারা (এখানে) পরস্পর অনুরাগী হয়। আর যাহারা (সেখানে) আল্লাহ্র ওয়াস্তে পরিচিত হয় নাই, তাহারা (এখানে) পরস্পর বিরাগী হয়। (আবু নুআঈম)

আবু কেলাবাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত সালমান (রাঃ)এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে আটা মলিতে দেখিয়া বলিল, একি? তিনি বলিলেন, খাদেমকে একটি কাজে পাঠাইয়াছি। সুতরাং তাহার জন্য দুই কাজ একত্র করিতে পছন্দ করিলাম না। তারপর সে ব্যক্তি বলিল, অমুক আপনাকে সালাম বলিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কবে আসিয়াছ? সে বলিল, এত দিন হয় আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, জানিয়া রাখ, তুমি এই সালাম না পৌঁছাইলে তাহা এমন হইত যেন তুমি একটি আমানত পৌঁছাইলে না।

আমর ইবনে আবি কুররাহ কিন্দী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা আবু কুররাহ্ নিজের বোনের সহিত হযরত সালমান (রাঃ)এর বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি রাজী হইলেন না, বরং বুক্কাইরাহ্ নামক মুক্তিপ্রাপ্তা এক বাঁদীকে বিবাহ করিলেন।

তারপর আবু কুররাহ্ জানিতে পারিলেন যে, হযরত সালমান ও হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর মধ্যে মনোমালিন্যতো সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব তিনি হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর খোঁজে বাহির হইলেন। জানিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার সব্জি বাগানে আছেন। সেখানে যাইয়া তাঁহাকে এই অবস্থায় পাইলেন যে, তাঁহার সঙ্গে একটি থলি, উহার মধ্যে কিছু সবজি, থলির হাতলের ভিতর নিজের লাঠি ঢুকাইয়া তিনি উহা কাঁধে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। সেখান হইতে আমরা হযরত সালমান (রাঃ)এর বাড়ী আসিলাম। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, আসসলামু আলাইকুম। তারপর আবু কুররাহকে অনুমতি দিলেন। দেখিলেন, (ঘরের ভিতর) একটি চাদর বিছানো আছে এবং শিয়রের নিকট কয়েকটি কাঁচা ইট, ঘোড়ার পিঠে বিছানো হয় এমন একটি কম্বল ওসামান্য কিছু জিনিস ব্যতীত আর কিছুই নাই। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, তোমার বাঁদীর নিজের জন্য পাতা বিছানার উপর বস। (উক্ত বাঁদী সম্ভবত আবু কুররাহএর আযাদ করা বাঁদী হইবে। এই কারণে "তোমার বাঁদী" বলিয়াছেন।) (আবু নুআঈম)

বনু আব্দে কায়েসের এক ব্যক্তি হইতে মাইমুন ইবনে মেহরান (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত সালমান (রাঃ) এক দলের আমীর ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াছি, পায়জামা পরিহিত অবস্থায় গাধার উপর সওয়ার হইয়া আছেন, আর তাঁহার উভয় পায়ের গোছা দুলিতেছে। সৈন্যরা (তাঁহার এই সাধারণ বেশ-ভুষা দেখিয়া ব্যাঙ্গ করিয়া) বলিতে লাগিল, আমীর আসিয়াছে! হযরত সালমান (রাঃ) (তাহাদের এই ব্যাঙ্গোক্তি শুনিয়া বলিলেন, ভাল-মন্দ আজকের পর বৈ নহে। (অর্থাৎ-ভাল-মন্দের বিচার দুনিয়াতে নহে, আখেরাতে হইবে।) (আবু নুআঈম)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আব্দে কায়েসের এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আমি হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর সহিত ছিলাম। তখন তিনি এক জামাতের আমীর ছিলেন। তিনি সৈন্যদের মধ্য হইতে কতিপয় যুবকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় তাহারা (তাঁহাকে দেখিয়া) হাসিয়া উঠিল এবং বলিল, এই হইল তোমাদের আমীর! আমি বলিলাম, হে আবু আব্দিল্লাহ্! আপনি দেখিতেছেন না, ইহারা কি বলিতেছে? তিনি বলিলেন, ছাড় তাহাদেরকে!

ভাল–মন্দের (বিচার) আগামীকল্য হইবে। তুমি যদি মাটি খাইয়া থাকিতে পার তবে তাহাই খাইও, তবুও দুইজনের মাঝে কখনও আমীর হইও না। মজলুম ও বিপদগ্রস্থ লোকের বদ দোয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিও। কারণ তাহাদের দোয়া (কবুল হইতে) কোন বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

সাবেত (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) মাদায়েনের আমীর ছিলেন। তিনি স্থানীয় একপ্রকার উঁচু পায়জামা ও আরবী আবা পরিয়া লোকদের নিকট আসিতেন। লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া বলিত, কুরুক আসিয়াছে, কুরুক আসিয়াছে। হযরত সালমান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহারা কি বলিতেছে? সঙ্গীগণ বলিতেন, তাহারা আপনাকে তাহাদের এক প্রকার খেলনা পুতুল সাদৃশ বলিতেছে। তিনি বলিতেন, তাহাদের উপর কোন বাধ্য বাধকতা নাই। (অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা বলুক।) ভালোর বিচার আগামীকাল (আখেরাতে)ই হইবে।

হুরাইম (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)কে গদীবিহীন গাধার উপর দেখিয়াছি। তাঁহার গায়ে খাট একটি সুম্বুলানী কোর্তা ছিল। তিনি অধিক লোমযুক্ত লম্বা পা বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কোর্তা প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি উঠাইয়া পরিয়াছিলেন। হুরাইম (রহঃ) বলেন, ছোট ছোট ছেলেদেরকে দেখিয়াছি (তাহার এই বেশ ভুষার দরুন) তাহার পিছনে লাফালাফি করিতেছে। আমি বলিলাম, তোমারা আমীরের নিকট হইতে সরিবে না? তিনি বলিলেন, ছাড় ইহাদেরকে। ভাল–মন্দের বিচার তো আগামীকাল হইবে।

সাবেত (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) মাদায়েনের আমীর ছিলেন। শাম দেশীয় বনু তাইমিল্লাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি আন্‌জীর (ডুমুর জাতীয় এক প্রকার মিষ্টি ফল)এর বোঝা লইয়া আসিল। হযরত সালমান (রাঃ) দেশীয় উঁচু পায়জামা ও আরবী আবা পরিয়াছিলেন। উক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে না চিনার দরুন বলিল, আস, আমার বোঝাটি বহন কর। তিনি বোঝা উঠাইয়া চলিলেন। লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং বলিল, ইনি তো আমীর! সে ব্যক্তি (লজ্জিত হইয়া) বলিল, আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। হযরত সালমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, না, আমি তোমার বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছাইব। অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিলেন, আমি একটি নিয়ত করিয়াছি, তোমার বাড়ী পৌঁছার পূর্বে উহা নামাইব না। (ইবনে সা'দ)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) নিজ হাতে উপার্জন করিতেন। যাহা কিছু উপার্জন করিতেন উহা দ্বারা গোশত অথবা মাছ খরিদ করিতেন। তারপর কুষ্ঠ রুগীদের দাওয়াত করিতেন। তাহারা তাঁহার সহিত একত্রে খাইত।

হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর বিনয়

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন কোন (এলাকার জন্য) আমীর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেন, তখন তাহার অঙ্গীকার পত্রে এরূপ লিখিয়া দিতেন যে, "তোমরা তাহার কথা শুনিবে ও তাহাকে মানিয়া চলিবে যতক্ষণ তিনি তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করেন।" সুতরাং যখন তিনি হযরত হোযাইফা (রাঃ)কে মাদায়েনের আমীর নিযুক্ত করিলেন, তখন তাঁহার অঙ্গীকার পত্রে এইরূপ লিখিলেন যে, "তোমরা তাহার কথা শুনিবে ও তাঁহাকে মানিয়া চলিবে এবং তিনি তোমাদের নিকট যাহা চাহেন তাহা দিবে।" হযরত হোযাইফা (রাঃ) তাঁহার সফরের খাদ্য, পানি ইত্যাদি সহ গদী আঁটা গাধার পিঠে চড়িয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট হইতে রওয়ানা হইলেন। তিনি মাদায়েন পৌঁছিলে সেখানকার স্থানীয় ও গ্রামবাসী লোকজন তাঁহাকে স্বাগত জানাইতে আসিল। তিনি তখন গাধার পিঠে গদীর উপর বসিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে একটি রুটি ও এক টুকরা গোশতের হাঁড় ছিল। তিনি তাহাদিগকে অঙ্গীকার পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। তাহারা বলিল, আপনি যাহা চাহেন, বলুন। তিনি বলিলেন, আমি যতদিন তোমাদের মধ্যে থাকিব আমার জন্য খাদ্য চাহি, যাহা আমি খাইব, এবং আমার এই গাধার জন্য খাদ্য চাহি। তারপর তিনি যতদিন আল্লাহ্র ইচ্ছা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে চিঠি লিখিলেন যে, ফিরিয়া আস। (সুতরাং তিনি ফেরৎ রওয়ানা হইলেন।) হযরত ওমর (রাঃ) যখন তাঁহার আগমন সংবাদ পাইলেন, তখন (তাঁহার সঠিক অবস্থা যাচাই–এর উদ্দেশ্যে) রাস্তার উপর এক জায়গায় এমনভাবে বসিয়া রহিলেন, যেন তিনি টের না পান। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) যখন তাঁহাকে সেই অবস্থায় ফিরিতে দেখিলেন যে অবস্থায় তিনি গিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন,

তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার ভাই। (কান্‌য)

অপর এক রেওয়ায়াতে ইবনে সীরীন (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত হোযাইফা (রাঃ) যখন মাদায়েন পৌঁছিলেন, তখন তিনি গাধার পিঠে গদীর উপর বসিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে একখানা রুটি ও একটি হাঁড় ছিল, তিনি গাধার পিঠে বসিয়া উহা খাইতেছিলেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি উভয় পা একদিকে ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন। (আবু নুআঈম)

হযরত জারীর ও হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর বিনয়

সুলাইম—আবুল হুযাইল (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)এর দরজার নিকট বসিয়া কাপড় ইত্যাদির রিপুর কাজ করিতাম। তিনি খচ্চরে চড়িয়া বাহির হইতেন এবং নিজের গোলামকে পিছনে বসাইয়া লইতেন।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) লাকড়ীর বোঝা মাথায় লইয়া বাজারের উপর দিয়া গেলেন। কেহ তাঁহাকে বলিল, আল্লাহ্ তায়ালা তো আপনাকে এই কাজের জন্য লোকজন দিয়াছেন। আপনি কেন এই কাজ করিতে গেলেন? তিনি বলিলেন, আমার উদ্দেশ্য হইল অহঙ্কার দূর করা। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যাহার অন্তরে রাই পরিমাণ অহঙ্কার থাকিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। অপর রেওয়ায়াতে রাই পরিমাণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র বালু কণা পরিমাণ অহঙ্কার বর্ণিত হইয়াছে। (তারগীব)

বিনয়ের মূল

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তিন জিনিষ বিনয়ের মূল। এক—যাহার সহিত সাক্ষাত হয় অগ্রে সালাম দেওয়া। দুই—মজলিসে উচ্চস্থানের পরিবর্তে নিচস্থানের উপর সন্তুষ্ট হওয়া। রিয়া ও সুনামকে অপছন্দ করা। (কান্‌য)

হাস্য ও রসিকতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাস্য রসিকতা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি আমাদের সহিত রসিকতা করেন! তিনি বলিলেন, আমি হক্ব (অর্থাৎ– প্রকৃত ও সত্য) কথা ছাড়া বলি না। (তিরমিযী শামায়েল)

নিজ স্ত্রীর সহিত রসিকতা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হাস্য রসিকতা করিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। সে বলিল, তাহার রসিকতা কিরূপ হইত? তিনি বলিলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোন স্ত্রীকে প্রশস্ত একখানা কাপড় পরাইয়া বলিলেন, ইহা পরিধান কর, ও আল্লাহ্‌র প্রশংসা কর, আর দুলহানের আঁচলের ন্যায় তোমার এই আঁচলকে ছেঁচড়াও। (কান্‌য)

আবু ওমায়েরের সহিত রসিকতা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আবু ওমায়ের নামে আমার এক ভাই ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তাহার দুধ ছাড়ানো হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই আসিতেন, তাহাকে দেখিলে বলিতেন, হে আবু ওমায়ের, নোগাইরের কি হইল? (নোগাইর এক প্রকার লাল ঠোঁট বিশিষ্ট চড়ুইর ন্যায় ছোট পাখী) আবু ওমায়ের উহা লইয়া খেলা করিত। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, কখনও আমাদের ঘরে থাকা অবস্থায় নামাযের সময় হইয়া গেলে তিনি যে চাটাইয়ের উপর বসিতেন, তাঁহার আদেশে উহা ঝাড়িয়া দেওয়া হইত ও উহার উপর পানির ছিটা দেওয়া হইত। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া দাঁড়াইতেন, আমরা তাঁহার পিছনে দাঁড়াইতাম এবং তিনি আমাদের নামায পড়াইতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাহাদের চাটাই খেজুর পাতার হইত। (বিদায়াহ)

ইমাম বোখারী (রহঃ) আল–আদব নামক কিতাবে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সহিত মেলামেশা করিতেন। আমার ছোট ভাইকে বলিতেন, হে আবূ ওমায়ের নোগাইরের কি হইল?

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর ঘরে আসিলেন। আবু ওমায়ের নামক তাঁহার এক ছেলেকে বিষন্ন দেখিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার, আবু ওমায়েরকে বিষন্ন দেখিতেছি? তিনি তাহাকে দেখিলে তাহার সহিত হাস্য রহস্য করিতেন। সকলে বলিল, ইয়া রাসূলল্লাহ্, তাহার সেই ছোট্ট পাখীটি মরিয়া গিয়াছে, যাহার সহিত সে খেলা করিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতে লাগিলেন, হে আবু ওমায়ের, নোগাইরের কি হইল?

এক ব্যক্তির সহিত রসিকতা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরোহনের জন্য একটি বাহন চাহিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমরা তোমাকে একটি উটনীর বাচ্চার উপর আরোহন করাইব। সে বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, উটনীর বাচ্চা দ্বারা আমি কি করিব? তিনি বলিলেন, সকল উট তো উটনীরই বাচ্চা। মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস (রাঃ) হইতেও উক্ত অর্থে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)কে আবেদনকারী বলা হইয়াছে। (বিদায়াহ)

হযরত আনাস (রাঃ)এর সহিত রসিকতা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে "হে দুই কানওয়ালা" বলিয়া ডাকিলেন। আবু উমামা (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ রসিকতা করিয়া বলিয়াছেন।

হযরত যাহের (রাঃ)এর সহিত রসিকতা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যাহের নামে গ্রাম্য এক

ব্যক্তি ছিল। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গ্রাম হইতে (তরিতরকারী ইত্যাদি) হাদিয়া লইয়া আসিত। তিনিও তাহাকে যাইবার সময় (শহরের জিনিষপত্র) ইত্যাদি দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাকে রসিকতা করিয়া) বলিয়াছেন, যাহের আমাদের গ্রাম, আর আমরা তাহার শহর। সে দেখিতে কুৎসিৎ ছিল, তথাপি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে মুহাব্বাত করিতেন। একবার সে বাজারে তাহার সামান বিক্রয় করিতেছিল, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া তাহাকে পিছন দিক হইতে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে, সে তাঁহাকে দেখিতে পারিতে ছিল না। সুতরাং বলিল, কে এই ব্যক্তি? আমাকে ছাড়। অতঃপর ঘাড় ফিরাইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। চিনিবার পর তাহার পিঠের যে অংশ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকের সহিত লাগিয়াছিল তাহা লাগাইয়া রাখিতে সে কোন প্রকার ত্রুটি করিল না। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতে লাগিলেন, কে এই গোলাম খরিদ করিবে? সে বলিল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তবে তো খোদার কসম, আপনি আমাকে অচল (মাল) হিসাবে পাইবেন। তিনি বলিলেন, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট তুমি অচল নহ। অথবা বলিলেন, আল্লাহ্র নিকট তুমি অনেক মূল্যবান। অপর রেওয়ায়াতে তাহার নাম যাহের ইবনে হারাম আশজায়ী বলা হইয়াছে, একজন আরব বেদুঈন, যে সর্বদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কোন ভাল জিনিষ অথবা কোন হাদিয়া লইয়া আসিত। (বিদায়াহ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য বিবিদের সহিত রসিকতা

হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উচ্চ আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। ঘরে ঢুকিয়া তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে চড় মরিবার উদ্দেশ্যে ধরিতে চাহিলেন এবং বলিলেন, তুমি দেখি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আওয়াজ উঁচা করিতেছ!

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বাধা দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) রাগান্বিত হইয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাহার বাহির হইয়া যাইবার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, কেমন, দেখিলে তো ! তোমাকে এই ব্যক্তির হাত হইতে রক্ষা করিলাম। কিছু দিন পর হযরত আবু বকর (রাঃ) আবার অনুমতি চাহিলেন। এইবার আসিয়া দেখিলেন, তাহাদের উভয়ের মধ্যে ভাব হইয়া গিয়াছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আপনাদের এই সন্ধির ভিতর আমাকেও শামিল করুন, যেমন (পূর্বে) আপনাদের লড়াইতে আমাকে শামিল করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমরা (শামিল) করিয়া লইলাম, আমরা (শামিল) করিয়া লইলাম। (বিদায়াহ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কোন এক সফরে গেলাম। তখন আমি অল্পবয়স্কা ছিলাম। শরীর মাংসল ও ভারি ছিল না। তিনি লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা অগ্রে চল। তাহারা আগাইয়া গেলে আমাকে বলিলেন, আস, দৌড় প্রতিযোগিতা করি। প্রতিযোগিতায় আমি অগ্রগামী হইলাম। তিনি নিশ্চুপ রহিলেন, আমাকে কিছু বলিলেন না। পরে যখন আমার শরীর মাংসল ও ভারি হইয়া গেল এবং আমি পূর্বের সেই প্রতিযোগিতার কথাও ভুলিয়া গেলাম, তখন আবার কোন এক সফরে তাঁহার সহিত গেলাম। তিনি লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা অগ্রে চল। তাহারা আগাইয়া গেলে আমাকে বলিলেন, আস, তোমার সহিত দৌড় প্রতিযোগিতা করিব। এইবার প্রতিযোগিতায় তিনি অগ্রগামী হইলেন এবং হাসিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, এই জিত (তোমার) সেই জিতের বদলা। (আহমাদ)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। একজন হুদি গায়ক হুদি (এক প্রকার গীত যাহার সুরের প্রভাবে উটের চলার গতি বাড়িয়া যায়) গাহিয়া মেয়েদের উট চালাইতেছিল অথবা বলিয়াছেন, হাঁকাইতেছিল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারস্থ মেয়েদের বাহন তাঁহার অগ্রে চলিত। তিনি উট চালকের উদ্দেশ্যে বলিলেন, হে আন্

জাশাহ্, তোমার নাশ হউক, কাঁচের বোতলগুলির সহিত কোমল ব্যবহার কর। (মেয়েদেরকে এখানে কাঁচের বোতলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। উটের দ্রুত চলার দরুন মেয়েদের কষ্ট হইবে বিধায় ধীরে চালাইতে বলিলেন।)

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, (কোন এক সফরে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার স্ত্রীগণের নিকট (আগাইয়া) আসিলেন। তাঁহাদের সহিত হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)ও ছিলেন। বলিলেন, "হে আনজাশাহ্ ধীরে, কাঁচের বোতলগুলিকে ধীরে হাঁকাও। "আবু কিলাবাহ্ (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এমন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা তোমাদের কেহ বলিলে তোমরা তাহাকে দোষারোপ করিতে। অথাৎ কাঁচের বোতলগুলিকে ধীরে হাঁকাও।"

হযরত হাসান (রাঃ) বলিয়াছেন, এক বৃদ্ধা মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন যেন আমাকে বেহেশতে দাখেল করেন। তিনি বলিলেন, হে অমুকের মা, বেহেশতে কোন বুড়ী দাখেল হইবে না। (ইহা শুনিয়া) বৃদ্ধা মহিলাটি কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া চলিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে বলিয়া দাও যে, সে বৃদ্ধাবস্থায় বেহেশতে দাখেল হইবে না। বরং আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا

অর্থাৎ—আমি তাহাদিগকে (অর্থাৎ বেহেশতী মেয়েলোকদিগকে) বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহাদিগকে করিয়াছি চিরকুমারী। (শামায়েল)

সাহাবা (রাঃ)দের রসিকতা

হযরত আওফ (রাঃ)এর রসিকতা

হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) বলেন, তবূকের যুদ্ধের সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তিনি একটি চামড়ার তাঁবুর ভিতর অবস্থান করিতেছিলেন। আমি সালাম দিলাম, তিনি জবাব দিয়া বলিলেন, ভিতরে আস। আমি বলিলাম, সম্পূর্ণ (শরীরে)

ভিতরে আসিব কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, তোমার সম্পূর্ণ (শরীরে) ভিতরে আস। সুতরাং আমি ভিতরে গেলাম। ওলীদ ইবনে ওসমান (রহঃ) বলেন, "সম্পূর্ণ শরীরে ভিতরে আসিব কি?" কথাটি তিনি তাঁবু ছোট হওয়ার দরুন (রসিকতা করিয়া) বলিয়াছিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর রসিকতা

হযরত ইবনে আবি মুলাইকাহ (রাঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে কৌতুকপূর্ণ কোন কথা বলিলেন। তাহার মা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এই (কুরাইশ) গোত্রের কিছু কৌতুকপূর্ণ কথা কেনানাহ্ গোত্র হইতে আসিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং আমাদের কিছু কৌতুকের একটি অংশ হইল এই গোত্র।

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর রসিকতা

অপর রেওয়ায়াতে আছে, বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) আপন মেয়ে হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)এর ঘরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কৌতুক করিয়া বলিলেন, খোদার কসম, ব্যাপার এই রকমই যে, আমি যেই আপনাকে (যুদ্ধ হইতে) পরিত্রাণ দিলাম আরবগণও আপনাকে পরিত্রাণ দিল। অন্যথায় আপনার কারণেই শিংওয়ালা ও শিংবিহীন উভয়ে পরস্পর একে অপরকে আঘাত করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথায় হাসিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আবু হানযালাহ্, তুমি এমন কথা বলিতেছ! (কান্‌য)

সাহাবা(রাঃ)দের খুরবুজা ছুড়াছুড়ি

বকর ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা (রাঃ) পরস্পর খরবুজা ছুড়াছুড়ি করিয়া কৌতুক করিতেন। কিন্তু কাজের সময় তাহারাই হইতেন মর্দ বা বীরপুরুষ।

কুররাহ (রহঃ) বলেন, আমি ইবনে সীরীন (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম,

সাহাবারা (রাঃ) কি হাস্য রসিকতা করিতেন? তিনি বলিলেন, তাহারা সাধারণ মানুষের মতই ছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হাস্যচ্ছলে (এই কবিতা) আবৃত্তি করিতেন,—

يُحِبُّ الْخَمْرَ مِنْ مَالِ النَّدَامٰى ۞ وَيَكْرَهُ اَنْ تُفَارِقَهُ الْفُلُوْسُ

অর্থ ঃ সঙ্গীর পয়সায় শরাব পান করিতে ভালবাসে, নিজের পয়সা খরচ করিতে চাহেনা। (বুখারী)

হযরত নুআইমান (রাঃ)এর রসিকতা

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে বসরার দিকে রওয়ানা হইলেন। নুআইমান ও সুওয়াইবেত ইবনে হারমালাহ (রাঃ) তাঁহার সঙ্গী হইলেন। ইহারা উভয়ই বদরী সাহাবী ছিলেন। সফরে খানা–পিনার দায়িত্ব হযরত সুওয়াইবেত (রাঃ)এর উপর ন্যস্ত ছিল। একবার হযরত নুআইমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমাকে খাইতে দাও। তিনি বলিলেন, অপেক্ষা কর, হযরত আবু বকরকে আসিতে দাও। হযরত নুআইমান (রাঃ) অত্যন্ত হাস্যরসিক লোক ছিলেন। কতিপয় লোক সেখানে উট বিক্রয়ের জন্য আসিয়াছিল। তিনি তাহাদের নিকট যাইয়া বলিলেন, তোমরা আমার নিকট হইতে একটি শক্তিশালী আরবী গোলাম খরিদ করিবে কি? তাহারা বলিল, হাঁ, করিব। তিনি বলিলেন, গোলামটি অত্যন্ত বাকপটু। সে হয়ত বলিয়া উঠিবে, "আমি আযাদ অর্থাৎ স্বাধীন লোক, (গোলাম নহি)। এমতাবস্থায় যদি তোমরা তাহাকে লইতে না চাহ তবে এখনই বলিয়া ফেল। পরে লইতে অস্বীকার করিয়া আমার ক্ষতি করিও না। তাহারা বলিল, বরং আমরা খরিদ করিলাম। (পরে অস্বীকার করিব না।) সুতরাং তাহারা উহা দশটি উটের বিনিময়ে খরিদ করিল। হযরত নুআইমান (রাঃ) উটগুলি হাঁকাইয়া লইয়া আসিলেন এবং (সুওয়াইবেত (রাঃ)কে দেখাইয়া) তাহাদিগকে বলিলেন, এই যে সেই গোলাম, তোমরা লইয়া যাও। হযরত সুওয়াইবেত (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, আমি স্বাধীন লোক (গোলাম নহি)। তাহারা বলিল, আমরা তোমার সম্পর্কে পূর্ব হইতেই অবগত আছি। সুতরাং তাহারা তাহার

গলায় রসি বাঁধিয়া (জোরপূর্বক) তাহাকে লইয়া গেল। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিয়া ঘটনা জানিতে পারিলেন এবং সঙ্গীদের লইয়া তাহাদের নিকট গেলেন। উটগুলি ফেরৎ দিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন।

পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করা হইলে তিনিও তাঁহার আশে পাশে সাহাবারা (রাঃ) এই ঘটনা লইয়া এক বৎসর যাবৎ হাসিলেন। (ইসাবাহ্)

হযরত রাবীআহ ইবনে ওসমান (রাঃ) বলেন, এক আরব বেদুঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল। সে তাহার উটটি মসজিদের সম্মুখে বসাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সাহাবাদের মধ্য হইতে কয়েকজন নুআইমান ইবনে আমর (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি যদি এই উটটি জবাই করিতে তবে আমরা খাইতে পারিতাম। কারণ আমাদের গোশত খাইবার খুবই ইচ্ছা হইতেছে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার দাম পরিশোধ করিয়া দিবেন। হযরত রাবীআহ (রাঃ) বলেন, নুআইমান (রাঃ) উহাকে জবাই করিলেন। ইতিমধ্যে বেদুঈন বাহির হইয়া আসিল এবং সে তাহার বাহনটির এই অবস্থা দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, হায় আমার উট জবাই হইয়া গিয়াছে, ইয়া মুহাম্মাদ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া আসিলেন এবং জিজ্ঞসা করিলেন, কে এই কাজ করিয়াছে? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, নুআইমান। তিনি তাহার তালাশে চলিলেন এবং তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দুবাআহ বিনতে যুবাইর (রাঃ)এর ঘরে আছে বলিয়া সন্ধান পাইলেন। নুআইমান (রাঃ) খেজুরের ডাল ও পাতা দ্বারা শরীর ঢাকিয়া সেখানে একটি গর্তের ভিতর আত্মগোপন করিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি তাহার দিকে ইঙ্গিত করিয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আপনি কি তাহাকে দেখিতেছেন? তারপর তাহার অবস্থানের প্রতি আঙ্গুল উঠাইয়া দেখাইয়া দিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া আনিলেন। পাতা ও ময়লা ইত্যাদির দরুন তাহার চেহারা বদলিয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, তুমি কেন এই কাজ করিলে? নুআইমান বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ যাহারা আপনাকে আমার সন্ধান দিয়াছে, তাহারাই আমাকে এই কাজ করিতে বলিয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার

মুখমণ্ডল পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিলেন ও হাসিতে লাগিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের দাম দিয়া দিলেন। (ইসাবাহ্)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুসআব (রহঃ) বলেন, মাখ্রামাহ ইবনে নওফল ইবনে উহাইব যুহরী নামে মদীনাতে একজন বৃদ্ধ ও অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন। একশত পঁচিশ বৎসর তাহার বয়স হইয়াছিল। অন্ধ হওয়ার দরুন ঠাহর করিতে না পারিয়া তিনি একদিন মসজিদের ভিতরেই পেশাব করিবার জন্য উঠিলেন। লোকজন চিৎকার আরম্ভ করিলে নুআইমান ইবনে আমর নাজ্জারী (রাঃ) আসিয়া তাহাকে মসজিদের এক কোণে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, এইখানে বস। তাহাকে সেখানে পেশাব করিতে বসাইয়া দিয়া নুআইমান সরিয়া গেলেন। তিনি সেখানে পেশাব করিতে আরম্ভ করিলে লোকজন আবার চিৎকার করিয়া উঠিল। তিনি পেশাব শেষ করিয়া বলিলেন, তোমাদের নাশ হউক, কে আমাকে এখানে আনিয়া বসাইয়াছে? লোকেরা বলিল, নুআইমান ইবনে আমর। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তার এই করে, সেই করে। আমি আল্লাহর নামে শপথ করিলাম, যদি তাহাকে ধরিতে পারি তবে আমার এই লাঠি দ্বারা তাহাকে এমন মার মারিব যে, যাহা হইবার একটা কিছু হইয়া যাইবে। তারপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল। মাখরামাও সব কথা ভুলিয়া গেলেন। এমতাবস্থায় একদিন হযরত ওসমান (রাঃ) মসজিদের এক কোণে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন। আর তিনি নামাযের মধ্যে কোন দিকে লক্ষ্য করিতেন না। এমন সময় নুআইমান (রাঃ) মাখরামাহ (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, তুমি নুআইমানকে ধরিতে চাহ। তিনি বলিলেন, হাঁ, কোথায় সে? আমাকে দেখাইয়া দাও। সুতরাং তাহাকে লইয়া আসিয়া হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট দাড় করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, ধর, এই সেই ব্যক্তি। মাখরামাহ্ (রাঃ) দুইহাতে লাঠি ধরিয়া হযরত ওসমান (রাঃ)কে এমন জোরে মারিলেন যে, তাঁহার মাথায় যখম হইয়া গেল। তাহাকে বলা হইল যে, তুমি তো আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান (রাঃ)কে মারিয়াছ। এই ঘটনা জানিতে পারিয়া হযরত মাখ্রামাহ্ (রাঃ)এর বংশ বনু যোহরার লোকজন সমবেত হইল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহ্র লা'নত হউক নুআইমানের উপর। ছাড় নুআইমানকে, কারণ সে বদরে শরীক ছিল। (ইসাবাহ্)

দান ও উদারতা

সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা দানশীল ছিলেন। এবং রমযান মাসে যখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ)এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত তখন তিনি সর্বাধিক দান করিতেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) রমযান মাসে প্রত্যেক রাত্রে তাঁহার নিকট আসিয়া কুরআন পাকের দাওর অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি করিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মাল–দৌলতের ব্যাপারে প্রবাহ্মান বায়ু অপেক্ষা অধিক উদার হইয়া যাইতেন।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ কোন জিনিষ চাহিলে কখনও তিনি না বলিতেন না।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) বলিতেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ কিছু চাহিলে তিনি কখনও নিষেধ করিতেন না।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেহ কোন বিষয়ে অনুরোধ করিলে, যদি তিনি উহা করিতে ইচ্ছা করিতেন তবে হাঁ বলিতেন। নতুবা চুপ করিয়া থাকিতেন। কারণ তিনি কোন বিষয়ে না বলিতেন না।

হযরত রুবাইয়্যে' (রাঃ)কে স্বর্ণ দানের ঘটনা

হযরত রুবাইয়্যে' বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফ্রা' (রাঃ) বলেন, হযরত মুআব্বিয ইবনে আফ্রা' (রাঃ) এক সা' (তিন সের ছয় ছটাক) পরিমাণ তাজা খেজুরের উপর কিছু কচি শসা রাখিলেন, এবং আমাকে দিয়া তাহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠাইলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শসা অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। তখন তাঁহার নিকট বাহ্রাইন হইতে কিছু অলঙ্কারাদি আসিয়াছিল। তিনি তাহা হইতে মুষ্টি ভরিয়া আমাকে দান করিলেন। অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি আমাকে দুই হাত

ভরিয়া অলঙ্কার বা স্বর্ণ দিলেন। অপর রেওয়ায়াতে আছে, তারপর বলিলেন, তুমি এইগুলি পরিধান করিও। (বিদায়াহ)

হযরত উম্মে সুম্বুলাহ (রাঃ)কে ময়দান দানের ঘটনা

হযরত উম্মে সুম্বুলাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু হাদিয়া লইয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার বিবিগণ উহা গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, আমরা লইব না। পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে আদেশ করিলে তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে একটি বিরাট উপত্যকা (ময়দান) দান করিলেন। যাহা পরবর্তীকালে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রাঃ) হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) হইতে খরিদ করিয়াছেলেন। (তাবরানী)

সাহাবা (রাঃ)দের দানশীলতা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমি নিয়ত করিয়াছি যে, এই কাপড়খানা আরবের সর্বাধিক দানশীল ব্যক্তিকে দান করিব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই যুবক অর্থাৎ হযরত সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)কে উহা দিয়া দাও। তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সাঈদিয়া নামক কাপড়ের নামকরণ হয়। (মুনতাখাব)

সাহাবা (রাঃ)দের দানশীলতা ও উদারতার আরো বহু ঘটনা মাল খরচের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

অগ্রাধিকার দান

হযরত অব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এক কাল আমাদের এরূপ কাটিয়াছে যে, আমাদের কেহই দিরহাম ও দীনারের ব্যাপারে নিজেকে তাঁহার মুসলমান ভাই অপেক্ষা অধিক হক্বদার মনে করিত না, আর বর্তমানে আমাদের

অবস্থা এরূপ যে, আমাদের নিকট আপন মুসলমান ভাই অপেক্ষা দিরহাম ও দীনার অধিক প্রিয়। (তাবরানী)

কঠিন পিপাসার সময়, কাপড়ের অভাব কালে, আনসারদের ঘটনাবলীতে এবং নিজ প্রয়োজন সত্বেও আল্লাহ্র রাহে খরচের বর্ণনায় অগ্রাধিকারদানের আরও ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

সবর

সর্বপ্রকার রোগের উপর সবর করা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্বর-যন্ত্রণায় সবর

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি জ্বরাক্রান্ত ও শরীর মোবারকের উপর চাদর জড়াইয়া আছেন। তিনি চাদরের উপর হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি তীব্র জ্বর! ইয়া রাসুলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইভাবে আমাদের উপর বালা-মুসীবতকে কঠিন করা হয় এবং আমাদের সওয়াবকে দ্বিগুণ করিয়া দেওয়া হয়। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সর্বাধিক কঠিন বালা-মুসীবত কাহাদিগকে দেওয়া হয়? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নবীগণকে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর কাহাদিগকে? বলিলেন, আলেমদিগকে। জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর কাহাদিগকে? বলিলেন, নেক লোকদিগকে। এমন কি পূর্বে তাহাদের কাহাকেও উকুন দ্বারা এরূপ আক্রান্ত করা হইত যে, উহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়া যাইত। আর কাহাকেও এরূপ অভাবগ্রস্থ করিয়া দেওয়া হইত যে, সে সাধারণ জুব্বা ব্যতীত পরিধানের কিছুই পাইত না, তথাপি তোমাদের কেহ দান পাইয়া যে পরিমাণ আনন্দিত হইয়া থাকে তাহারা মুসীবত গ্রস্থ হইয়া তদপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইত। (কান্য)

হযরত আবু ওবায়দাহ্ ইবনে হোযাইফা (রাঃ) তাঁহার ফুফু হযরত ফাতেমা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা কতিপয় মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে গেলাম। তিনি জ্বরাক্রান্ত ছিলেন। একটি মশকের ভিতর পানি ভরিয়া গাছের সহিত ঝুলাইয়া দিতে

বলিলেন, এবং তিনি উহার নিচে শয়ন করিলেন। জ্বরের তীব্রতার দরুন এইরূপে তাহার মাথায় ফোটা ফোটা পানি ঢালা হইতেছিল। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি আল্লাহ্র নিকট রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করিতেন? তিনি বলিলেন, নবীগণ সর্বাপেক্ষা অধিক মুসীবতগ্রস্থ হইয়া থাকেন। তারপর তাঁহাদের নিকটবর্তীগণ, তারপর তাঁহাদের নিকটবর্তীগণ, তারপর তাঁহাদের নিকটবর্তীগণ। (কান্‌য)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার রাত্রিবেলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেদনা হইতে লাগিলে তিনি বেদনার ফরিয়াদ করিতেছিলেন ও বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন। (ইহা দেখিয়া) হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের কেহ এরূপ করিলে তো আপনি অসন্তুষ্ট হইতেন। তিনি বলিলেন, মুমিনগণের সহিত (এরূপ বিপদ-আপদ ও রোগ-শোকের দ্বারা) কঠোরতা করা হইয়া থাকে। তবে মুমিনের যে কোন কষ্ট হয়—কাঁটা ফুটে বা ব্যথা-বেদনা হয় উহা দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা তাহার গুনাহ্কে দূর করিয়া দেন ও তাহার মরতবা বা মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন। (কান্‌য)

সাহাবা (রাঃ)দের রোগের উপর সবর করা

কোবাবাসীদের জ্বরে সবর করা

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, জ্বর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইবার অনুমতি চাহিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ইহা? জ্বর বলিল, (আমি) উম্মে মিলদাম। তিনি তাহাকে কোবাবাসীদের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। তারপর জ্বরের দরুন তাহাদের যে করুণ অবস্থা হইয়াছিল তাহা আল্লাহ্ জানেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহার ফরিয়াদ করিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা কি চাহ? যদি চাহ আমি আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিতে পারি, তিনি উহা তোমাদের নিকট হইতে সরাইয়া দিবেন। আর যদি চাহ (তোমরা উহাতে আক্রান্ত থাক এবং) তোমাদের জন্য উহা গুনাহ হইতে পবিত্রতার উপায় হউক। তাহারা বলিলেন, সত্যই কি আপনি এরূপ

করিবেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। তাঁহারা বলিলেন, তবে থাক।

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, জ্বর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইবার অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন, কে তুমি? জ্বর বলিল, আমি জ্বর, গোশত ছিলিয়া লই, রক্ত চুষিয়া লই। তিনি বলিলেন, ক্বোবাবাসীদের নিকট যাও। জ্বর তাহাদের নিকট চলিয়া গেল। তারপর ক্বোবা বাসীগণ পাণ্ডুবর্ণ ও ফ্যাকাসে চেহারা লইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং জ্বরের বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট নালিশ জানাইলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা কি চাহ? যদি চাহ আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে পারি, তিনি উহা তোমাদের উপর হইতে দূর করিয়া দিবেন। আর যদি চাহ উহাকে যেমন আছে থাকিতে দাও, তোমাদের অবশিষ্ট গুনাহ্গুলিকে মোচন করিয়া দিবে। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, হাঁ, উহাকে যেমন আছে থাকিতে দিন। (বিদায়াহ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, জ্বর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাকে আপনার সর্বাধিক প্রিয় কাওমের নিকট অথবা বলিল, সর্বাধিক প্রিয় সাহাবীদের নিকট প্রেরণ করুন। তিনি বলিলেন, আনসারদের নিকট যাও। জ্বর তাহাদের নিকট গেল এবং তাহাদিগকে কাহিল করিয়া দিল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদের উপর জ্বরের আক্রমণ হইয়াছে, শেফা লাভের দোয়া করুন। তিনি তাহাদের জন্য দোয়া করিলে উহা দূর হইয়া গেল। একজন মহিলা আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমার জন্যও দোয়া করুন, কারণ আমিও আনসারদের মধ্য হইতে একজন। সুতরাং আমার জন্যও দোয়া করুন, যেমন তাহাদের জন্য করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার নিকট কোন্টা অধিক প্রিয়? আমি তোমার জন্য দোয়া করি আর উহা দূর হইয়া যাক, না তুমি সবর করিবে, আর তোমার জন্য বেহেশ্ত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। মহিলাটি বলিল, না, খোদার কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি সবর করিব। এই কথা তিনবার বলিল। তারপর বলিল, খোদার কসম, আমি কোন মূল্যে তাঁহার বেহেশতের বিনিময় করিব না। (বিদায়াহ)

এক যুবকের জ্বরে সবর করা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক যুবক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত উঠা–বসা করিত। একবার তাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার, অমুককে দেখিতে পাইতেছি না? লোকেরা বলিলেন, তাহার জ্বর হইয়াছে। তিনি বলিলেন, চল তাহাকে দেখিয়া আসি। তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন, যুবকটি কাঁদিয়া উঠিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, কাঁদিও না। জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, জ্বর আমার উম্মতের জাহান্নামের অংশ। (অর্থাৎ দুনিয়াতে জ্বর হইলে আখেরাতে জাহান্নামে জ্বলিতে হইবে না।)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সবর করা

আবু সফর (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অসুখের সময় কতিপয় লোক তাঁহাকে দেখিতে গেল এবং তাহারা বলিল, হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা, আপনাকে দেখিবার জন্য কোন ডাক্তার ডাকিব কি? তিনি উত্তর দিলেন, ডাক্তার আমাকে দেখিয়াছেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তিনি আপনাকে কি বলিয়াছেন? বলিলেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি যাহা ইচ্ছা করিয়া থাকি। (কান্‌য)

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর সবর করা

মুআবিয়া ইবনে কুর্‌রা (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) অসুস্থ হইলে তাঁহার সঙ্গীগণ দেখিতে আসিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু দারদা, আপনার অসুখ কি? তিনি উত্তর দিলেন, আমার গুনাহের অসুখ। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কিসে আগ্রহ? তিনি বলিলেন, বেহেশতের আগ্রহ রাখি। তাহারা বলিলেন, আপনার জন্য কোন ডাক্তার ডাকিব কি? তিনি বলিলেন, তিনিই (অর্থাৎ ডাক্তারই) তো আমাকে শোয়াইয়াছেন। (আবু নুআঈম)

হযরত মুআয (রাঃ)এর প্লেগ রোগে সবর করা

আবদুর রহমান ইবনে গান্‌ম (রহঃ) বলেন, শাম দেশে যখন প্লেগ রোগ

দেখা দিল তখন হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলিলেন, এই প্লেগ একটি আযাব। সুতরাং তোমরা ইহা হইতে ময়দান ও পাহাড়ের দিকে পলায়ন কর। হযরত শুরাহ্বীল ইবনে হাসানা (রাঃ)এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, আমর ইবনে আস মিথ্যা বলিয়াছে। আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভ করিয়াছি তখন আম্‌র তাহার পারিবারের হারানো উট অপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট ছিল। এই প্লেগ তোমাদের নবীর দোয়া, তোমাদের রব্বের রহ্মাত ও তোমাদের পূর্বেকার নেক লোকদের মৃত্যু রোগ। হযরত মুআয (রাঃ)এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি বলিয়া উঠিলেন, আয় আল্লাহ্, মুআযের পরিবারকে ইহা হইতে পূর্ণ অংশ দান করুন। সুতরাং তাঁহার দুই মেয়ে (এই প্লেগ রোগে) ইন্তেকাল করিলেন। তারপর তাঁহার ছেলে আব্দুর রহমান আক্রান্ত হইলেন। তিনি (পিতাকে সম্বোধন করিয়া) বলিলেন—

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

অর্থঃ সত্য আপনার রব্বের পক্ষ হইতে, সুতরাং আপনি কখনই সংশয়ীদের অন্তর্ভূক্ত হইবেন না।

পিতা উত্তরে বলিলেন—

سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ

অর্থ ঃ তুমি ইনশাআল্লাহ্ আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাইবে।

অতঃপর হযরত মুআয (রাঃ)ও আক্রান্ত হইলেন। তাহার হাতের পৃষ্ঠে এই রোগ দেখা দিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, ইহা আমার নিকট লাল উটের পাল লাভ করা অপেক্ষা প্রিয়। তিনি এক ব্যক্তিকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন কাঁদিতেছ? সে বলিল, সেই এলমের জন্য যাহা আপনার নিকট হইতে অর্জন করিতাম। তিনি বলিলেন, কাঁদিও না, কারণ ইব্রাহীম (আঃ) এমন দেশে ছিলেন যেখানে কোন আলেম ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে এলম দান করিয়াছেন। আমি মরিয়া গেলে চার ব্যক্তির নিকট এলম তালাশ করিও, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ),

সালমান (রাঃ) ও আবু দারদা (রাঃ)। (কানয)

অপর এক রেওয়ায়াতে সংক্ষিপ্তভাবে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মুআয (রাঃ), হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ), হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানাহ্ (রাঃ) ও হযরত আবু মালেক আশজায়ী (রাঃ) একই সঙ্গে ও একই দিনে উক্ত প্লেগে আক্রান্ত হন। হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, ইহা তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে রহমাত ও তোমাদের নবীর দোয়া এবং তোমাদের পূর্বেকার নেকলোকদের মৃত্যুরোগ। আয় আল্লাহ্, মুআযের পরিবারকে এই রহমাত হইতে পূর্ণ অংশ দান করুন। অতঃপর সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁহার সর্বাধিক প্রিয় ও প্রথম পুত্র আব্দুর রহমান আক্রান্ত হইলেন। তিনি মসজিদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে কাতর অবস্থায় দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্দুর রহমান, কেমন আছ? উত্তরে পুত্র বলিলেন, আব্বাজান, সত্য আপনার রব্বের পক্ষ হইতে (আসিয়াছে)। সুতরাং আপনি কখনও সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, আর আমাকে ইনশাআল্লাহ্ তুমি ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাইবে। তারপর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেলে রাত্রিতে দাফন না করিয়া পরদিন সকালে দাফন করিলেন। তারপর হযরত মুআয (রাঃ) আক্রান্ত হইলেন। যখন তাঁহার যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল তিনি বলিলেন, "মৃত্যু যন্ত্রণা"। এবং তাঁহার যন্ত্রণা এত বেশী হইল যে, আর কাহারো এরূপ হয় নাই। যখনই তাঁহার জ্ঞান ফিরিত তিনি চক্ষু মেলিতেন আর বলিতেন, হে আমার রব্ব, আপনার (মৃত্যু) ফাঁস আমার গলায় পরাইয়া দিন। আপনার ইয্যতের কসম, আপনি অবশ্যই জানেন যে, আমার অন্তর আপনাকে ভালবাসে। (হাকেম)

হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ও অন্যান্য মুসলমানদের প্লেগরোগে সবর করা

শাহ্র ইবনে হাওশাব (রহঃ) তাঁহার বংশের এক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, যখন প্লেগ তীব্র আকার ধারণ করিল তখন হযরত আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ) লোকদের মধ্যে খোতবা দিবার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন। এবং বলিলেন, হে লোক সকল, এই রোগ তোমাদের জন্য রহমাত, তোমাদের নবীর দোয়া ও তোমাদের পূর্বেকার নেকলোকদের মৃত্যুর কারণ। আর আবু ওবায়দাহ আল্লাহ্র নিকট

(উহা হইতে) তাহার নিজের অংশ চাহিতেছে। সুতরাং তিনি আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলেন। অতঃপর হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন এবং তিনিও খোতবার জন্য উঠিলেন। বলিলেন, হে লোক সকল, এই রোগ তোমাদের জন্য রহমাতস্বরূপ, তোমাদের নবীর দোয়া এবং তোমাদের পূর্ববর্তী নেকলোকদের মৃত্যুর কারণ। আর মুআয আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিতেছে যে, তিনি যেন (উহা হইতে) তাঁহার পরিবারকে অংশ দান করেন। সুতরাং তাঁহার ছেলে আব্দুর রহমান আক্রান্ত হইলেন ও ইন্তেকাল করিলেন। তারপর দাঁড়াইয়া নিজের জন্য দোয়া করিলেন। সুতরাং তাঁহার হাত আক্রান্ত হইল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনি নিজের হাতের প্রতি চাহিতেন ও উহাকে ওলট পালট করিতেন আর বলিতেন, তোমার ভিতর যে রোগ আছে উহার বিনিময়ে আমি দুনিয়ার কোন জিনিষকে পছন্দ করিব না। অতঃপর তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া গেলে হযরত আম্র ইবনে আস (রাঃ) তাঁহার স্থলে লোকদের আমীর নিযুক্ত হইলেন। তিনি লোকদের মধ্যে খোতবা দিবার জন্য দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে লোক সকল, এই রোগ যখন দেখা দেয় তখন উহা অগ্নিশিখার ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং তোমরা পাহাড়ের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ কর। ইহা শুনিয়া হযরত আবু ওয়াসেলাহ হুযালী (রাঃ) বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। খোদার কসম, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভ করিয়াছি তখন তুমি আমার এই গাধা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলে। হযরত আম্র ইবনে আস (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, আমি আপনার কথার প্রতিউত্তর করিব না। তবে খোদার কসম, আমি এখানে অবস্থান করিব না। তারপর তিনি উক্ত স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন, লোকজনও সরিয়া পড়িল এবং বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িল। আর আল্লাহ্ তায়ালা এই বালা দূর করিয়া দিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আমর ইবনে আস (রাঃ)এর উক্ত রায় সম্পর্কে সংবাদ পৌছিলে খোদার কসম, তিনি উহাকে অপছন্দ করেন নাই। (বিদায়াহ)

প্লেগরোগ সম্পর্কে হযরত মুআয (রাঃ)এর উক্তি

আবু কিলাবাহ্ (রহঃ) বলেন, শাম দেশে প্লেগ দেখা দিলে হযরত আম্র

ইবনে আস (রাঃ) বলিলেন, ইহা একটি আযাবস্বরূপ আসিয়াছে। তোমরা পাহাড় এবং ময়দানের দিকে ছড়াইয়া পড়। হযরত মুআয (রাঃ)এর নিকট তাহার এই কথা পৌঁছিলে তিনি উহার সত্যতা স্বীকার করিলেন না। এবং বলিলেন, বরং ইহা শাহাদাত ও রহমাত এবং তোমাদের নবীর দোয়া। আয় আল্লাহ্, মুআয ও তাঁহার পরিবারকে আপনার রহমাত হইতে অংশ দান করুন। আবু কিলাবাহ (রহঃ) বলেন, শাহাদাত ও রহমাত হওয়ার অর্থ তো বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু "তোমাদের নবীর দোয়া" এর অর্থ বুঝিতে পারি নাই। পরবর্তীতে জানিতে পারিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাত্রিতে নামায পড়িতেছিলেন। হঠাৎ তিনি দোয়ার মধ্যে বলিতে লাগিলেন, তবে জ্বর অথবা প্লেগ। এই কথা তিন বার বলিলেন। সকাল বেলা তাঁহার পরিবারের কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনাকে রাত্রিতে একটি দোয়া করিতে শুনিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি শুনিয়াছ কি? বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আমার রব্বের নিকট দোয়া করিয়াছি, যেন, আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এই দোয়া কবুল করিয়াছেন। এবং আমি আল্লাহ্র নিকট এই দোয়া করিয়াছি যে, আমার উম্মতের উপর এমন কোন দুশমনকে আধিপত্য দান না করেন যে তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়। আর এই দোয়া করিয়াছি যে, যেন তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া পরস্পর যুদ্ধের স্বাদ গ্রহণ না করান। কিন্তু তিনি আমার এই দোয়া কবুল করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন অথবা বলিয়াছেন, আমাকে মানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিয়াছি তবে জ্বর অথবা প্লেগ দ্বারা। অর্থাৎ তিন বার বলিয়াছেন। (আহমাদ)

প্লেগরোগে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর আনন্দিত হওয়া

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমওয়াসের প্লেগ হইতে হযরত আবু ওবায়দাহ্ ইবনে জাররাহ (রাঃ) ও তাঁহার পরিবার নিরাপদ ছিলেন। অতঃপর তিনি দোয়া করিলেন যে, আয় আল্লাহ্, আবু ওবায়দার পরিবারকে আপনার (রহমাতের) অংশ দান করুন। সুতরাং হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে ফোঁড়ার ন্যায় দেখা দিল। তিনি উহার প্রতি দেখিতে

লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে বলিল, ইহা তেমন কিছু নহে। তিনি বলিলেন, আমি আশা করি আল্লাহ্ তায়ালা উহাতে বরকত দান করিবেন। আর তিনি অল্প জিনিষে বরকত দান করিলে উহা বেশী হইয়া যায়।

হারেস ইবনে ওমায়ের হারেসী (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাঃ) তাহাকে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন যে, তিনি কেমন আছেন? ইতিপূর্বে তিনি প্লেগ আক্রান্ত হইয়াছিলেন। হযরত আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ) তাঁহার হাতে সৃষ্ট ক্ষত তাহাকে দেখাইলেন। উহা দেখিয়া হারেসের অন্তর উহার ভয়াবহতা উপলব্ধি করিল এবং তিনি আতঙ্কিত হইলেন। তাহার মনের ভাব লক্ষ্য করিয়া হযরত আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ) আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিলেন যে, এই রোগের বিনিময়ে লাল বর্ণের উষ্ট্রপাল লইতেও তিনি রাজী নহেন। (মুনতাখাব)

দৃষ্টি হারাইবার উপর সবর করা

সাহাবা (রাঃ)দের দৃষ্টি হারাইবার উপর সবর করা

হযরত যায়েদ (রাঃ)এর সবর

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, একবার আমার চোখে অসুখ হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিতে আসিলেন এবং বলিলেন, হে যায়েদ, তুমি যদি অন্ধ হইয়া যাও তবে কি করিবে? তিনি বলিলেন, আমি সবর করিব ও সাওয়াবের আশা করিব। তিনি বলিলেন, যদি তোমার চক্ষু নষ্ট হইয়া যায় আর তুমি সবর কর ও সাওয়াবের আশা কর তবে তোমার সাওয়াব হইল বেহেশ্ত।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)কে দেখিবার জন্য তাহার ঘরে গেলাম। তাহার চোখে অসুখ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, হে যায়েদ, যদি তোমার দৃষ্টি নষ্ট হইয়া যায় আর তুমি সবর কর ও সাওয়াবের আশা কর তবে আল্লাহ্র সহিত তোমার এমনভাবে সাক্ষাৎ হইবে যে, তোমার কোন গুনাহ্ অবশিষ্ট থাকিবে না।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হইতে এরূপ

বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অসুস্থতার সময় তাহাকে দেখিতে আসিয়া বলিলেন, তোমার এই অসুখে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না ; কিন্তু তখন তুমি কি করিবে যখন আমার পর বয়স কালে তুমি অন্ধ হইয়া যাইবে? তিনি উত্তর দিলেন, তখন আমি সবর করিব ও সাওয়াবের আশা করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে তো বিনা হিসাবে তুমি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তিনি অন্ধ হইয়া গেলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তিনি অন্ধ হইয়া গেলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তায়ালা আবার তাহার চক্ষু ফিরাইয়া দিলেন এবং তারপর তাঁহার ইন্তেকাল হইল। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার উপর রহম করেন।

অপর একজন সাহাবী (রাঃ)এর সবর

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীর চক্ষু অন্ধ হইয়া গেলে লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে গেল। তিনি বলিলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিবার জন্য এই চক্ষুদ্বয়ের আশা করিতাম। কিন্তু আজ যেহেতু তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং খোদার কসম, আমি এই চক্ষুদ্বয়ের (অন্ধত্বের) বিনিময়ে তাবালার কোন হরিণ গ্রহণ করাও পছন্দ করিব না।

সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের মৃত্যুতে সবর

সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)এর সন্তান বিয়োগে সবর করা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি ইব্রাহীম (রাঃ)কে দেখিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে তাঁহার মৃত্যু যন্ত্রণা হইতেছিল। ইহা দেখিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল এবং তিনি

বলিলেন, চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করিতেছে, অন্তর ব্যথিত হইতেছে, কিন্তু আমরা তাহাই বলিব যাহাতে আমাদের রব্ব সন্তুষ্ট হন। হে ইব্রাহীম, আমরা তোমার মৃত্যুতে শোকাভিভূত।

মাকহুল (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর উপর ভর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইব্রাহীম (রাঃ)এর মৃত্যু যন্ত্রণা হইতেছিল। তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল। ইহা দেখিয়া হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আয় আল্লাহর রাসূল, আপনি তো লোকদিগকে ইহা হইতে বারণ করিয়া থাকেন। এখন যদি মুসলমানগণ আপনাকে কাঁদিতে দেখে তবে তাহারাও কাঁদিতে আরম্ভ করিবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রু থামিলে বলিলেন, ইহা এক প্রকার দয়া। যে ব্যক্তি দয়া করে না তাহার উপরও দয়া করা হয় না। আমরা লোকদেরকে বিলাপ করিতে ও মৃতব্যক্তির এমন প্রশংসা করিতে নিষেধ করি যাহা তাহার মধ্যে ছিল না। তারপর বলিলেন, যদি (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) সকলকে একত্রিত করিবার ওয়াদা ও মৃত্যুর পূর্ব পরিচালিত পথ এবং এই কথা না হইত যে, আমাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের সহিত মিলিত হইবে, তবে তাহার জন্য আমাদের শোকাবেগ ইহার বিপরীত হইত। আমরা অবশ্যই তাহার মৃত্যুতে শোকাভিভূত। চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করিতেছে, অন্তর ব্যথিত হইতেছে, তথাপি আমরা এমন কথা বলিব না যাহাতে আমাদের রব্ব অসন্তুষ্ট হন। তাহার (ইব্রাহীমের) অবশিষ্ট দুধপান বেহেশ্তে পূরণ করা হইবে। (ইবনে সা'দ)

নাতির মৃত্যুতে সবর

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তাঁহার কোন এক মেয়ে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাহার সন্তানের মৃত্যু হইতেছে। তিনি সংবাদদাতাকে বলিলেন, তাহাকে যাইয়া বল যে, আল্লাহ তায়ালা যাহা লইয়া যান তাহা তাহারাই, আর তিনি যাহা দান করেন তাহারও

তাহারই। প্রত্যেক জিনিষের জন্য তাঁহার পক্ষ হইতে সময় নির্ধারিত আছে। তাহাকে বল, যেন সবর করে ও সাওয়াবের আশা করে। সংবাদদাতা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তিনি কসম খাইয়াছেন, আপনাকে অবশ্যই আসিতে হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিলেন এবং তাঁহার সহিত হযরত সাদ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) ও অন্যান্য কিছু লোকও উঠিলেন। হযরত উসামাহ্ (রাঃ) বলেন, আমিও তাহাদের সহিত চলিলাম। শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হইল। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস এরূপ উঠা-নামা করিতেছিল মনে হইল যেন প্রাণ বায়ু একটি পুরাতন মশকের ভিতর রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় ছাপিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। হযরত সাদ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহা দয়া, যাহা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার বান্দাগণের অন্তরে রাখিয়াছেন। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে দয়াবানদের উপরই দয়া করিয়া থাকেন। (কান্‌য)

হযরত হামযা (রাঃ)এর শাহাদাতে সবর

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)এর শাহাদাতের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার (লাশের) নিকট দাঁড়াইলেন। এবং এমন দৃশ্য দেখিলেন যাহা অপেক্ষা মর্মান্তিক দৃশ্য তিনি কখনও দেখেন নাই। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটা-বিকৃত লাশের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমাত বর্ষিত হউক। আমার জানা মতে তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী ও অত্যাধিক সৎকর্মকারী ছিলে। খোদার কসম, তোমার জন্য তোমার পরবর্তীগণ শোক করিবে এই আশঙ্কা না হইলে তোমাকে এইভাবে (মাটির উপর) রাখিয়া দিতে পারিলে আমি খুশী হইতাম, যেন কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে হিংস্র জন্তুর উদর হইতে পুনরুজ্জীবিত করেন। অথবা ইহার ন্যায় কোন কথা বলিয়াছেন। (তারপর বলিলেন,) শুনিয়া রাখ, খোদার কসম,

তোমার লাশের ন্যায় তাহাদের সত্তর জনের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ কর্তন করতঃ বিকৃত করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। তৎক্ষণাৎ জিব্রাঈল (আঃ) এই আয়াত লইয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ হইলেন, এবং পড়িয়া শুনাইলেন—

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ...... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

অর্থ ঃ "আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে উদ্যত হও, তবে ঐ পরিমাণই প্রতিশোধ গ্রহণ কর, যেই পরিমাণ তোমরা অত্যাচারিত হইয়াছ, আর যদি সবর কর, উহা সবরকারীদের জন্য অতি উত্তম কাজ। আর আপনি ধৈর্য ধরুন, এবং আপনার ধৈর্য ধারণ হইবে কেবল আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যে, আর তাহাদের (বিরোধিতার) উপর দুঃখিত হইবেন না। এবং তাহারা যে সমস্ত চক্রান্ত করিতেছে উহার দরুন সংকীর্ণমনা হইবেন না।"

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে বিরত রহিলেন ও কসমের কাফ্ফারা দিলেন। (বায্যার)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত হামযা (রাঃ)এর নিকট দাঁড়াইলেন ও তাহার সহিত যে নির্মম ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা দেখিলেন তখন বলিলেন, যদি আমাদের মেয়েদের শোক–দুঃখের আশংকা না হইত তবে আমি তাহাকে দাফন না করিয়া এইভাবেই রাখিয়া দিতাম। তাহার শরীর হিংস্র জন্তু ও পাখির পেটে যাইত আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে সেখান হইতে পুনরুজ্জীবিত করিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি তাহার এই দৃশ্য দেখিয়া মর্মাহত হইলেন। এবং বলিলেন, আমি যদি তাহাদের উপর বিজয় লাভ করি তবে তাহাদের ত্রিশজনের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ কাটিয়া বিকৃত করিব। আল্লাহ্ তায়ালা উক্ত বিষয়ের উপর এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাহাকে কেবলার দিকে রাখা হইল এবং নয় তাকবীরের সহিত তাহার জানাযার নামায

পড়িলেন। তারপর শহীদগণকে একত্রিত করা হইল। এক একজন শহীদকে আনিয়া তাহার (হযরত হামযা (রাঃ)এর) পার্শ্বে রাখা হইত আর তিনি হযরত হামযা ও অন্যান্য শহীদগণের উপর নামায পড়িতেন। এইরূপে বাহাত্তর বার নামায পড়িলেন। অতঃপর তাহার সঙ্গীদিগকে দাফন করিলেন। কোরআনের উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদিগকে মাফ করিয়া দিলেন ও তাহাদের দেহ বিকৃত করিবার ইচ্ছাও পরিত্যাগ করিলেন। (তাবরানী)

হযরত যায়েদ (রাঃ)এর শাহাদাতে শোক ও সবর

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমার পিতার শাহাদাতের পর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। পরদিন আমি আবার তাঁহার নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, গতকাল তোমার সাক্ষাতে যেরূপ ব্যথিত হইয়াছি আজও তোমার সাক্ষাতে আমি সেরূপ ব্যথিত।

খালেদ ইবনে শুমাইর (রহঃ) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)এর শাহাদাতের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের (অর্থাৎ যায়েদ (রাঃ)এর পরিবারবর্গের) নিকট আসিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ)এর মেয়ে তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সজোরে কাঁদিয়া উঠিলেন। হযরত সাদ ইবনে উবাদাহ্ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ইহা কি? তিনি জবাব দিলেন, ইহা হাবীবের (অর্থাৎ বন্ধুর) প্রতি হাবীবের ব্যাকুলতা।

হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)এর মৃত্যুতে শোক ও সবর

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)কে চুমা দিয়াছেন। তিনি কাঁদিতেছিলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বহিতেছিল। অপর এক রেওয়ায়তে আছে যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্রু হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)এর গালের উপর গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়াছি। (ইসাবাহ)

মউতের উপর সাহাবা (রাঃ)দের সবর করা

হযরত উম্মে হারেসাহ (রাঃ)এর সবর

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হারেসাহ ইবনে সুরাক্বাহ্ (রাঃ) বদর যুদ্ধের দিন শহীদ হইয়াছেন। তিনি সেদিন পর্যবেক্ষক দলে ছিলেন। অজ্ঞাত এক তীর আসিয়া তাহার শরীরে লাগিল এবং তিনি শহীদ হইলেন। শাহাদাতের পর তাহার মা আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ হারেসার খবর বলুন, যদি সে বেহেশতে যাইয়া থাকে তবে আমি সবর করিব। অন্যথায় আল্লাহ্ তায়ালা দেখিয়া লইবেন, আমি কি করি। অর্থাৎ বিলাপ করিব। তখনও বিলাপ করা হারাম হইয়াছিল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার নাশ হউক! তুমি কি পাগল হইয়াছ! উহা (এক বেহেশত নহে বরং) আট বেহেশত। আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ ফেরদাউস লাভ করিয়াছে। (বিদায়াহ)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তাহার মা বলিলেন, যদি সে বেহেশতে যাইয়া থাকে তবে আমি সবর করিব। আর যদি তাহা না হয় তবে আমি তাহার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উম্মে হারেসাহ, বেহেশতের ভিতর অনেক বেহেশত রহিয়াছে। আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ ফেরদাউস লাভ করিয়াছে। অপর এক রেওয়ায়তে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উম্মে হারেসাহ্! উহা একটি বেহেশত নহে, বরং অনেক বেহেশত। আর সে সর্বোচ্চ ফেরদাউসে পৌঁছিয়াছে। তাহার মা বলিলেন, তবে আমি সবর করিব। (কান্‌য)

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হারেসার মা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি সে বেহেশতে যাইয়া থাকে তবে আমি কাঁদিব না, দুঃখ করিব না। আর যদি সে দোযখে যাইয়া থাকে তবে যতদিন দুনিয়াতে বাঁচিয়া থাকিব তাহার জন্য কাঁদিব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উম্মে হারেস অথবা হারেসাহ্, উহা একটি বেহেশত নহে বরং অনেক বেহেশতের মধ্যে একটি বেহেশত। আর হারেসাহ সর্বোচ্চ ফেরদাউসে পৌঁছিয়াছে। (ইহা শুনিয়া) হারেসার মা হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, বাহবা, বাহবা হে হারেসাহ্! (কান্‌য)

হযরত উম্মে খাল্লাদ (রাঃ)এর সবর

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে সিমাস (রাঃ) বলেন, বনু কোরাইযার যুদ্ধের দিন খাল্লাদ নামক একজন আনসারী শহীদ হইলেন। তাহার মায়ের নিকট সংবাদ পৌঁছানো হইল। কেহ বলিল, হে উম্মে খাল্লাদ, খাল্লাদ শহীদ হইয়াছে। তাহার মা নেকাব পরিয়া বাহির হইলেন। কেহ বলিল, খাল্লাদ শহীদ হইয়াছে আর তুমি নেকাব পরিয়া আছ! তিনি উত্তর দিলেন, আমি খাল্লাদকে হারাইলেও আমার লজ্জাতো হারাই নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি বলিলেন, জানিয়া রাখ, সে (অর্থাৎ খাল্লাদ) দুই শহীদের সওয়াব লাভ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ইহার কারণ কি? বলিলেন, কারণ আহলে কিতাবগণ তাহাকে কতল করিয়াছে। (কান্‌য)

হযরত উম্মে সুলাইম ও হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর সবর

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) হযরত আনাসের পিতার (অর্থাৎ তাহার স্বামী) নিকট আসিয়া বলিলেন, আজ আমি আপনার নিকট এমন খবর আনিয়াছি যাহা আপনার পছন্দ হইবে না। সে বলিল, তুমি এই আরব বেদুঈনের (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট হইতে সর্বদা আমার অপছন্দ খবর লইয়া আস। তিনি বলিলেন, আরব বেদুইন বটে তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে বাছাই করিয়াছেন ও পছন্দ করিয়া নবী বানাইয়াছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, কি খবর লইয়া আসিয়াছ? বলিলেন, শরাব হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে বলিল, তবে তোমার ও আমার মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল। অতঃপর সে মুশরিক অবস্থায়ই মারা গেল। তাহার মারা যাওয়ার পর আবু তালহা (বিবাহের প্রস্তাব) লইয়া উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, তুমি মুশরিক, তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে না। তিনি বলিলেন, না, খোদার কসম, তোমার উদ্দেশ্য ইহা নহে। উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, তবে আমার উদ্দেশ্য কি? তিনি বলিলেন, তুমি সোনা–রূপা চাহিতেছ। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে ও আল্লাহর নবীকে সাক্ষ্য রাখিয়া বলিতেছি, যদি তুমি ইসলাম

গ্রহণ কর তবে তোমার ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে (বিবাহতে) রাজী আছি। আবু তালহা বলিলেন, তবে আমাকে এই ব্যাপারে কে সাহায্য করিবে? উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, হে আনাস, উঠ, তোমার চাচার সঙ্গে যাও। তিনি উঠিলেন, এবং আমার কাঁধে হাত রাখিয়া চলিলেন। আমরা যখন আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হইলাম, তিনি আমাদের কথাবার্তা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, এই যে, আবু তালহার চক্ষুদ্বয়ের মাঝে ইসলামের ইয্যত প্রকাশ পাইতেছে। অতঃপর তিনি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলেন এবং বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রসূল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। পরবর্তীকালে উম্মে সুলাইমের গর্ভে তাহার একটি ছেলে সন্তান জন্ম লাভ করিল। ছেলেটি যখন হাটিতে আরম্ভ করিল তখন সে পিতার অন্তর কাড়িয়া লইল। অতঃপর একদিন আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে এই দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লইলেন। আবু তালহা (রাঃ) ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উম্মে সুলাইম, আমার বেটা কেমন আছে। তিনি জবাব দিলেন, পূর্বাপেক্ষা ভাল আছে। তারপর বলিলেন, আজ আপনি দুপুরের খাওয়ায় অনেক দেরী করিয়া ফেলিয়াছেন, আপনি কি খানা খাইবেন না? উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলেন, তারপর তাহার সম্মুখে দুপুরের খানা প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম এবং বলিলাম, হে আবু তালহা, কোন কাওম কাহারো নিকট হইতে কোন জিনিষ ধার আনিয়াছে। তারপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় অনেকদিন যাবৎ উক্ত জিনিষটি তাহাদের নিকট রহিয়াছে। অতঃপর মালিক তাহাদের নিকট উক্ত জিনিষটি চাহিয়া পাঠাইল এবং লইয়া গেল। এখন (ধার করা জিনিষটির জন্য) ইহাদের কি অস্থির হওয়া উচিত হইবে? তিনি উত্তর দিলেন, না। উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, আপনার ছেলে দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় সে? বলিলেন, এই যে, সে এই ছোট কামরার ভিতর আছে। তিনি যাইয়া কাপড় সরাইয়া দেখিলেন ও ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন পড়িলেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া উম্মে

সুলাইমের কথাগুলি তাঁহাকে বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। তিনি বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আমাকে হক দিয়া পাঠাইয়াছেন, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তায়ালা সন্তানের মৃত্যুতে তাহার দরুন তাহার গর্ভে একটি ছেলে সন্তান ঢালিয়া দিয়াছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, তারপর তিনি একটি ছেলে সন্তান প্রসব করিলেন। আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আনাস, তুমি তোমার মায়ের নিকট যাইয়া বল, ছেলের নাড়ী কাটা হইলে তাহাকে কোন কিছু খাওয়াইবার পূর্বে যেন আমার নিকট পাঠাইয়া দেয়। তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম (রাঃ) শিশুকে আমার দুই হাতের উপর দিলেন। আমি উহাকে আনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে রাখিলাম। তিনি বলিলেন, আমার নিকট তিনটি আজওয়া খেজুর আন। আমি উহা লইয়া আসিলাম। তিনি উহার বিচি ফেলিয়া নিজের মুখের ভিতর লইয়া চিবাইলেন। তারপর শিশুর মুখ খুলিয়া তাহার মুখে দিলেন। সে উহা চুষিতে লাগিল। (ইহা দেখিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আনসারী তাই খেজুর ভালবাসে। তারপর বলিলেন, তোমার মায়ের নিকট যাইয়া বল, "আল্লাহ্ তায়ালা উহার মধ্যে তোমার জন্য বরকত দান করেন ও তাহাকে (পিতা–মাতার) অনুগত ও মুত্তাকী বানান।" (বায্যার)

অপর এক রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, আবু তালহা বিবাহের পয়গাম দিলে উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে? অথচ তুমি এক টুকরা কাষ্ঠখণ্ডের এবাদত কর যাহা আমার ওমুক গোলাম টানিয়া বেড়ায়।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আবু তালহা (রাঃ)এর এক ছেলে অসুস্থ হইয়াছিল। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ছেলে কেমন আছে? উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, সে পূর্বাপেক্ষা আরামে আছে। তারপর তাহার জন্য রাত্রের খাবার আনিলেন। তিনি খাইলেন এবং পরে স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলেন। সবশেষে উম্মে সুলাইম বলিলেন, ছেলেকে দাফন করুন। সকাল বেলা হযরত আবু তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া ঘটনা বলিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি রাত্রে মিলিত হইয়াছ? আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ্, উভয়ের জন্য বরকত দান করুন। সুতরাং উম্মে সুলাই (রাঃ)এর একটি ছেলে হইল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আবু তালহা (রাঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি উহার খেয়াল রাখ ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাও। তিনি উহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া গেলেন এবং উম্মে সুলাইম (রাঃ) তাহার সহিত কয়েকটি খেজুর দিয়া দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার সঙ্গে কিছু আছে কি? বলিলেন, হাঁ, কয়েকটি খেজুর আছে। তিনি খেজুরগুলি লইয়া চিবাইলেন এবং নিজের মুখ হইতে লইয়া শিশুর মুখে দিলেন। (এইরূপে) তাহ্নিক করিয়া তাহার নাম 'আব্দুল্লাহ্' রাখিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হয়ত আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তাহাদের এই রাত্রিতে বরকত দান করিবেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, একজন আনসারী সাহাবী বলিয়াছেন, আমি তাহাদের এই ছেলের নয়টি সন্তান দেখিয়াছি, যাহারা প্রত্যেকেই কোরআন পড়িয়াছে। (বুখারী)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সবর

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, তায়েফের যুদ্ধের দিন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর (রাঃ)এর শরীরে একটি তীর লাগিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের চল্লিশ দিন পর উহা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল এবং তাহার ইন্তেকাল হইল। (তাহার ইন্তেকালের পর) হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে গেলেন এবং বলিলেন, হে প্রিয় বেটি, খোদার কসম, (তাহার মৃত্যুতে সবরের দরুন) এরূপ মনে হইতেছে যেন একটি বকরির কান ধরিয়া আমাদের ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যিনি আপনার হৃদয়কে (সবর দ্বারা) দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন ও সঠিক পথের পরিপক্ক এরাদা দান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বাহির হইয়া

গেলেন এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হে প্রিয় বেটি, তোমাদের কি এরূপ সন্দেহ হয় যে, তোমরা তাহাকে জীবিত দাফন করিয়া ফেলিয়াছ? তিনি বলিলেন, "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন", কিরূপ কথা বলিতেছেন, আব্বা জান! হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি বিতাড়িত শয়তান হইতে। হে প্রিয় বেটি, প্রত্যেকের উপর দুই রকমের প্রভাব হইয়া থাকে এক—ফেরেশতার প্রভাব, দুই—শয়তানের প্রভাব। বর্ণনাকারী বলেন, সেই তীর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট রক্ষিত ছিল। পরবর্তীকালে যখন সকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল তাঁহার নিকট আসিল তখন তিনি উহা তাহাদের সম্মুখে বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি এই তীর চিনিতে পারে? বনু আজলানের সাদ' ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) বলিলেন, এই তীর আমিই প্রস্তুত করিয়াছি, উহার পালক ও পশ্চাদ্ভাগ আমিই লাগাইয়াছি এবং আমিই উহা নিক্ষেপ করিয়াছি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, এই তীরই আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু বকরকে শহীদ করিয়াছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য যিনি তাহাকে তোমার দ্বারা (শাহাদাতের) সম্মান দান করিয়াছেন আর তোমাকে তাহার দ্বারা অপমানিত করেন নাই। নিশ্চয়ই তিনি প্রশস্ত প্রাঙ্গণের অধিকারী। অপর রেওয়ায়তে আছে যে, আর তোমাকে তাহার দ্বারা অপমানিত করেন নাই। কারণ তিনি তোমাদের উভয়ের জন্য প্রশস্ত। (হাকেম)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর সবর

হযরত আম্র ইবনে সাঈদ (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)এর যখন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিত তিনি উহাকে কাপড়ের টুকরাতে জড়ানো অবস্থায় আনাইয়া শুকিতেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কেন এরূপ করেন? তিনি জবাব দিলেন, তাহার যদি কিছু ঘটে, (অর্থাৎ মৃত্যু হইয়া যায়) তবে উহার পূর্বেই যেন আমার অন্তরে তাহার প্রতি মুহাব্বত জন্মে।

হযরত আবু যার (রাঃ)এর সবর

হযরত আবু যার (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁহাকে কেহ বলিল,

আপনার তো কোন সন্তান জীবিত থাকে না। তিনি বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি তাহাদিগকে এই অস্থায়ী জগত হইতে উঠাইয়া লইয়া চিরস্থায়ী জগতে জমা করিতেছেন। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর সবর

হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কোন মুসীবত আসিলে বলিতেন, আমি তো যায়েদ ইবনে খাত্তাবের মুসীবতের উপর ধৈর্য ধারণ করিয়াছি। তিনি তাঁহার ভাই যায়েদের 'হত্যাকারীকে দেখিয়া বলিলেন, তোমার নাশ হউক ! তুমি আমার ভাইকে কতল করিয়াছ। যখনি পুবালি বাতাস বহে তাহার কথা আমার স্মরণ হয়। (হাকেম)

হযরত সাফিয়্যা (রাঃ)এর সবর

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত হামযা (রাঃ) শহীদ হইবার পর হযরত সাফিয়্যা (রাঃ) তাহাকে তালাশ করিতে আসিলেন। তিনি জানিতেন না তাঁহার কি হইয়াছে। হযরত আলী ও হযরত যুবাইর (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাত হইল। হযরত আলী (রাঃ) হযরত যুবাইর (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার মাকে তাঁহার খবর দাও। হযরত যুবাইর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে বলিলেন, তুমিই বরং তোমার ফুফুকে বল। ইতিমধ্যে হযরত সাফিয়্যা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হামযার কি হইয়াছে? তাহারা এমন ভাব দেখাইলেন যেন তাহারা জানেন না। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। তিনি বলিলেন, আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, মাথা না খারাপ হইয়া যায়। সুতরাং তিনি তাঁহার বুকের উপর হাত রাখিয়া দোয়া করিলেন। তারপর হযরত সাফিয়্যা (রাঃ) সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া ইন্না লিল্লাহ্ পড়িলেন ও কাঁদিয়া উঠিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা (রাঃ)এর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ কাটিয়া তাহাকে বিকৃত করা হইয়াছিল। বলিলেন, "মেয়েদের কান্না–কাটির আশঙ্কা না হইলে আমি তাহাকে (দাফন না করিয়া) এরূপই রাখিয়া দিতাম যেন (কিয়ামতের দিন) পশু–পাখির উদর

হইতে বাহির করিয়া তাহাকে জীবিত করা হয়।" তারপর তাহাকে ও শহীদগণকে নামাযে জানাযার জন্য রাখিতে আদেশ করিলেন। সুতরাং হযরত হামযা (রাঃ) ও অন্যান্য নয় জনকে একত্রে রাখা হইল। তিনি সাত তাকবীরে জানাযার নামায পড়িলেন। তারপর হযরত হামযাকে রাখিয়া বাকী নয়জনকে উঠাইয়া নেওয়া হইল (এবং অন্য) নয়জনকে রাখা হইল। তিনি উহাদের উপর সাত তাকবীরে জানাযার নামায পড়িলেন। পুনঃরায় হযরত হামযাকে রাখিয়া নয়জনকে উঠাইয়া নেওয়া হইল এবং পরবর্তী নয়জনকে রাখা হইল। উহাদের উপর সাত তাকবীরে নামায পড়িলেন। এইরূপে সকলের উপর নামায শেষ করিলেন। (মুনতাখাব)

হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন একজন মেয়েলোক দ্রুত অগ্রসর হইল এবং শহীদগণের নিকট পৌঁছিবার উপক্রম হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করিলেন না যে, মেয়েরা শহীদদিগকে দেখিতে পায়। অতএব তিনি বলিলেন, মেয়ে লোকটিকে বাধা দাও। মেয়ে লোকটিকে বাধা দাও।" হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি চিনিতে পারিলাম যে, তিনি আমার মা সাফিয়্যা (রাঃ)। আমি দ্রুত তাহার প্রতি অগ্রসর হইলাম। তিনি শহীদগণের নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই আমি তাহার নিকট পৌঁছিয়া গেলাম। তিনি খুবই শক্তিশালী মহিলা ছিলেন। সুতরাং আমার বুকের উপর ধাক্কা মারিয়া বলিলেন, সরিয়া যাও, তোমার যমীন নহে। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি দাঁড়াইয়া গেলেন ও দুইখানা কাপড় বাহির করিলেন এবং বলিলেন, আমি আমার ভাইয়ের শাহাদাতের সংবাদ পাইয়াছি। অতএব এই দুইখানা কাপড় তাহার (কাফনের) জন্য আনিয়াছি। তোমরা তাহাকে ইহাতে কাফন দিও।' হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত হামযা (রাঃ)কে কাফন দিবার জন্য কাপড় দুইখানা লইয়া আসিলাম। কিন্তু দেখিলাম তাহার পার্শ্বে একজন আনসারী শহীদ হইয়া পড়িয়া আছেন। হযরত হামযার সহিত যেরূপ করা হইয়াছে তাহার সহিতও সেরূপ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইহা নীচতা বোধ হইল ও শরম লাগিল যে, হামযাকে দুই কাপড়ে কাফন দিব আর আনসারী'র জন্য কোন কাফনই নাই।

আমরা বলিলাম, একখানা হযরত হামযা (রাঃ)এর জন্য ও একখানা আনসারীর জন্য। আমরা কাপড় দুইখানা মাপিয়া দেখিলাম, একখানা বড় ও একখানা ছোট। অতএব আমরা উভয়ের মধ্যে লটারি করিলাম এবং উভয়কে তাহার অংশের কাপড়ে কাফন দিলাম। (বায্যার)

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত হামযা (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনায় এরূপ বর্ণিত আছে যে, হযরত সাফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) তাঁহার ভাইকে দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলে হযরত যুবাইর (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, আয় আম্মাজান, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিতেছেন। তিনি বলিলেন, কেন? আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার ভাইয়ের লাশকে বিকৃত করা হইয়াছে। আর ইহা তো আল্লাহর জন্য হইয়াছে। যাহা কিছু ঘটিয়াছে উহাতে কি আমরা সন্তুষ্ট নহি? ইনশাআল্লাহ্, আমি অবশ্যই সবর করিব ও সওয়াবের আশা করিব।' হযরত যুবাইর (রাঃ) আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদ জানাইলে তিনি বলিলেন, তাহার পথ ছাড়িয়া দাও।' হযরত সাফিয়্যা (রাঃ) হামযা (রাঃ)এর নিকট আসিলেন ও ইন্না লিল্লাহ্ পড়িলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাঁহাকে দাফন করা হইল। (ইবনে ইসহাক)

স্বামীর মৃত্যুতে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর সবর

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সালামা (রাঃ) একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে আসিয়া বলিলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এমন একটি কথা শুনিয়াছি যাহাতে আমার খুবই খুশী লাগিতেছে। তিনি বলিয়াছেন, যে কোন মুসলমানের কোন মুসীবত হয়, আর সে উক্ত মুসীবতের সময় "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়িয়া এই দোয়া পড়ে—

اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

অর্থাৎ আয় আল্লাহ্ আমাকে এই মুসীবতের সওয়াব দান করুন ও উহার পরিবর্তে উহা হইতে উত্তম জিনিষ দান করুন।

তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার প্রার্থিত বস্তু তাহাকে দান করিবেন।' হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি উক্ত দোয়া তাহার নিকট হইতে মুখস্ত করিয়া রাখিলাম। যখন আবু সালামা (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইল তখন আমি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন পড়িয়া বলিলাম,—

اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

তারপর মনে মনে বলিলাম, আমার জন্য আবু সালামা হইতে উত্তম কোথা হইতে আসিবে? ইহার পর আমার ইদ্দাতের দিন পূর্ণ হইয়া গেলে একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দ্বারে আসিয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। আমি একটি চামড়া পাকানোর কাজ করিতেছিলাম' পাতা ইত্যাদি হইতে হাত ধুইয়া তাহাকে অনুমতি দিলাম এবং তাহার বসিবার জন্য খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার গদি বিছাইয়া দিলাম। তিনি উহার উপর বসিলেন, এবং আমাকে বিবাহের পয়গাম দিলেন। তিনি কথা শেষ করিলে আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার প্রতি অনাগ্রহের তো কোন কারণ আমার মধ্যে নাই, তবে আমি একজন অত্যন্ত আত্মাভিমানিনী মেয়ে লোক। আমার আশংকা হয় হয়ত আপনার সহিত এমন ব্যবহার করিয়া বসি আর আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে উহার জন্য আযাব দেন। তদুপরি আমার বয়স হইয়াছে ও সন্তান–সন্ততি আছে। তিনি বলিলেন, তুমি আত্মাভিমানের কথা বলিয়াছ, উহা আল্লাহ্ তায়ালা তোমার ভিতর হইতে দূর করিয়া দিবেন।' আর বয়সের কথা বলিয়াছ, তোমার যেরূপ বয়স হইয়াছে আমারও বয়স হইয়াছে। তুমি সন্তানের কথা বলিয়াছ, তোমার সন্তান আমারই সন্তান। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমর্পণ করিলাম। আর আল্লাহ্ তায়ালা আমার জন্য আবু সালমা হইতে উত্তম— রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করিলেন। (বিদায়াহ)

স্ত্রীর মৃত্যুতে হযরত উসাইদ (রাঃ)এর সবর

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা একবার হজ্ব অথবা ওমরা হইতে

ফিরিলাম। যুল হুলাইফাতে পৌছিয়া সকলের আত্মীয়–স্বজনের সহিত সাক্ষাত হইল। আনসারদের ছেলেরা তাহাদের আত্মীয়–স্বজনের সহিত দেখা করিতে লাগিল। হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ)এর সহিত তাহার আত্মীয়দের সাক্ষাৎ হইলে তাহারা তাহার স্ত্রীর ইন্তেকালের খবর দিল। তিনি (এই সংবাদ পাইয়া) চাদর দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, আল্লাহ্ আপনাকে মাফ করুন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ও বহুদর্শী প্রবীণ ব্যক্তি হইয়া একজন মেয়েলোকের জন্য কাঁদিতেছেন! হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি মাথা হইতে কাপড় সরাইয়া বলিলেন, আমার জিন্দিগীর কসম, আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর (ইন্তেকালের) পর কাহারো জন্য আমার কাঁদা উচিত নহে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ তাহার সম্পর্কে যে উচ্চ কথা বলিবার বলিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সম্পর্কে কি বলিয়াছেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সা'দ ইবনে মুআযের ওফাতে আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই সকল কথা–বার্তার সময় তিনি আমার ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝখানে চলিতে ছিলেন। (কান্‌য)

অপর রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিলেন, আমার কাঁদা উচিত নহে কি? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সা'দ ইবনে মুআযের ইন্তেকালে আরশের পায়া পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে। অন্য রেওয়ায়াতে আছে তিনি বলিয়াছেন, আমি কেন কাঁদিব না? অথচ আমি শুনিয়াছি........।

ভাইয়ের মৃত্যুতে সবর

আওন (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট যখন তাঁহার ভাই উতবাহ্ (রাঃ)এর মৃত্যু সংবাদ পৌছিল তিনি কাঁদিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কাঁদিতেছেন? তিনি জবাব দিলেন, বংশের দিক হইতে সে আমার ভাই এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর হিসাবে সে আমার সঙ্গী তথাপি আমি ইহা পছন্দ করি না যে, আমি

তাঁহার পূর্বে মৃত্যুবরণ করি। বরং আমি আগে মৃত্যুবরণ করি আর সে সওয়াবের আশায় সবর করে, ইহা অপেক্ষা সে আগে মৃত্যুবরণ করে আর আমি সওয়াবের আশায় সবর করি ইহা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট তাহার ভাই উতবাহ্ (রাঃ)এর মৃত্যু সংবাদ পৌছিল তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইল। এবং তিনি বলিলেন, ইহা (অর্থাৎ অশ্রু) আল্লাহ্র দেওয়া একটি রহমাত, যাহা বনি আদম সংবরণ করিতে পারে না।'

বোনের মৃত্যুতে সবর

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সুলাইত (রাঃ) বলেন, আমি আবু আহমাদ ইবনে জাহাশ (রাঃ)কে দেখিয়াছি, হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)এর খাটিয়া কাঁধে লইয়াছেন। অথচ তিনি অন্ধ ছিলেন, আর কাঁদিতেছিলেন। আর হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, হে আবূ আহমাদ, খাটিয়ার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াও, লোকদের কারণে তোমার কষ্ট হইবে।' লোকেরা হযরত যায়নাব (রাঃ)এর খাটিয়ার নিকট ভীড় জমাইয়া ছিল। হযরত আবূ আহমাদ (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর, এই সেই মহিলা যাহার বরকতে আমরা সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করিয়াছি। আর এই (কান্না) আমার অন্তর্জ্বালাকে ঠাণ্ডা করিবে।' হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, 'সংযত হও, সংযত হও।'

হযরত ওমর (রাঃ)এর মৃত্যুতে মুসলমানদের সবর

হযরত আহ্নাফ ইবনে কায়েস (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "কুরাইশগণ সকল লোকের মাথা (অর্থাৎ সর্দার)। তাহাদের যে কেহ কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করিবে লোকদের একদল ও তাহার পিছন পিছন উক্ত দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে।" হযরত আহনাফ (রাঃ) বলেন, কিন্তু আমি তাঁহার ছুরিকাহত হইবার পূর্ব পর্যন্ত এই কথার মর্ম বুঝিতে পারি নাই। ছুরিকাহত হইবার পর যখন তাঁহার মৃত্যুর সময় সন্নিকট হইল, তিনি হযরত সুহাইব (রাঃ)কে তিন দিন লোকদের নামায পড়াইতে বলিলেন, এবং যতক্ষণ

না লোকেরা কাহাকেও নিজেদের খলীফা নিযুক্ত করিয়া লয়, তাহাদিগকে খানা তৈয়ার করাইয়া খাওয়াইতে আদেশ করিলেন। অতএব তাহারা যখন তাঁহার জানাযা হইতে ফিরিলেন, খানা আনা হইল এবং দস্তরখানা বিছানো হইল। কিন্তু লোকেরা শোক–দুঃখের দরুন খাওয়া হইতে বিরত রহিল। হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) বলিলেন, 'হে লোক সকল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আমরা খাওয়া দাওয়া করিয়াছি। হযরত আবূবকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের পরও আমরা খাওয়া দাওয়া করিয়াছি। খাওয়া ব্যতীত কোন উপায় নাই, কাজেই খাইতে আরম্ভ কর।' তারপর তিনি হাত বাড়াইলেন ও খাইতে আরম্ভ করিলেন। লোকেরাও হাত বাড়াইল ও খাইতে আরম্ভ করিল। আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর কথা "কুরাইশগণ লোকদের মাথা" ইহার তাৎপর্য তখন বুঝিতে পারিলাম। (কান্‌য)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সান্ত্বনা দান

হযরত আবু উয়াইনাহ্ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন কোন শোকার্তকে সান্ত্বনা দিতেন তখন বলিতেন, সবর করিলে মুসীবত অবশিষ্ট থাকে না। আর অধৈর্যতার মধ্যে কোন ফায়েদা নাই। মৃত্যুর পূর্বাবস্থা অতি সহজ, কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তীকাল অত্যন্ত কঠিন। তোমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারানোর কথা স্মরণ কর, তোমাদের মুসীবাত হালকা হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সওয়াবকে বাড়াইয়া দিবেন।'

হযরত আলী (রাঃ)এর সান্ত্বনা দান

সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) হযরত আশআস ইবনে কায়েস (রাঃ)কে তাহার ছেলের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া বলিলেন, যদি দুঃখ কর তবে রক্তের সম্পর্ক উহার হক রাখে। আর যদি সবর কর তবে তোমার ছেলের বদলা আল্লাহ্‌র নিকট পাইবে। অবশ্য যদি সবর কর তথাপি তক্বদীরের লেখন তোমার উপর আসিবে, কিন্তু তুমি সাওয়াব পাইবে। আর যদি অধৈর্য হও তথাপি তক্বদীরের লেখন তোমার উপর আসিবে, কিন্তু তুমি গুনাহ্‌গার হইবে।' (কান্‌য)

সর্বপ্রকার বালা-মুসীবতের উপর সবর করা

একজন আনসারী মহিলার সবর

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকাকালীন একজন আনসারী মহিলা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এই খবীস (শয়তান বা জ্বীন) আমাকে কাহিল করিয়া দিয়াছে। তিনি বলিলেন, 'যদি এই অবস্থার উপর সবর করিয়া থাক তবে কেয়ামতের দিন তুমি এমন অবস্থায় উঠিবে যে, তোমার কোন গুনাহ্ অবশিষ্ট থাকিবে না ও তোমার কোন হিসাব হইবে না।' মহিলাটি বলিলেন, 'সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক্ক দিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ পর্যন্ত সবর করিব।' তারপর বলিলেন, কিন্তু আমার ভয় হয় যে, এই খবীস আমাকে উলঙ্গ করিয়া না দেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য দোয়া করিলেন। ইহার পর যখনই উহা আসিবার আশঙ্কা হইত তিনি আসিয়া কাবা শরীফের গিলাফ ধরিতেন, আর উহাকে বলিতেন, 'অপদস্ত হ।' সুতরাং উহা চলিয়া যাইত।

আতা (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে বলিলেন, তোমাকে বেহেশতী মেয়েলোক দেখাইব কি? আমি বলিলাম, অবশ্যই। তিনি বলিলেন, এই কৃষ্ণকায় মেয়ে লোকটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, 'আমি অজ্ঞান হইয়া যাই ও আমার ছতর খুলিয়া যায়, আমার জন্য দোয়া করুন।' তিনি বলিলেন, 'যদি চাহ সবর কর বেহেশত পাইবে। আর যদি চাহ আল্লাহ্র নিকট তোমার জন্য দোয়া করি তুমি রোগমুক্ত হইবে।' সে বলিল, না, বরং আমি সবর করিব; কিন্তু দোয়া করুন যেন আমার ছতর খুলিয়া না যায়। তিনি উহার জন্য দোয়া করিয়া দিলেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে এইরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর ইমাম বোখারী (রহঃ) আতা (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সেই উম্মে যুফার (রাঃ)কে দেখিয়াছেন। লম্বা ও কৃষ্ণকায় একজন মেয়েলোক, কাবা শরীফের গিলাফের সহিত লাগিয়া রহিয়াছেন। (বিদায়াহ)

এক ব্যক্তির ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

জাহিলিয়্যাতের যুগে দেহপশারিনী এক মেয়েলোক ছিল। একবার তাহার পাশ দিয়া একলোক যাইতেছিল অথবা মেয়েটি লোকটির পাশ দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় লোকটি তাহার দিকে হাত বাড়াইল। মেয়েটি বলিল, 'ছাড়, আল্লাহ্ তায়ালা শিরক্‌কে দূর করিয়া দিয়াছেন, ইসলাম আনয়ন করিয়াছেন।' (ইহা শুনিয়া) সে তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং তাহার দিকে দেখিতে দেখিতে ফিরিয়া চলিল। এরূপ চলিতে যাইয়া তাহার চেহারা একটি দেওয়ালের সহিত ধাক্কা লাগিল। অতঃপর সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, 'তুমি এমন বান্দা যাহার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা মঙ্গল চাহিয়াছেন। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা যখন কোন বান্দার মঙ্গল চাহেন তখন তাহার গুনাহের শাস্তি জলদি (দুনিয়াতেই) দিয়া দেন। আর যখন তিনি কোন বান্দার অমঙ্গল চাহেন তখন তাহার গুনাহ্‌কে জমা করিয়া রাখেন, এবং কেয়ামতের দিন তাহাকে উহার সাজা দিবেন।

মসীবতের ব্যাখ্যা

আব্দুল্লাহ্ ইবনে খলীফা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত একটি জানাযায় শরীক ছিলাম। তাঁহার জুতার ফিতা ছিড়িয়া গেলে তিনি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন পড়িলেন। তারপর বলিলেন, যে কোন বিষয় তোমার খারাপ লাগে উহাই তোমার মুসীবাত।'

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ)এর চটির ফিতা ছিড়িয়া গেলে তিনি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন পড়িলেন। লোকেরা বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি চটির (সামান্য) ফিতার জন্য ইন্না লিল্লাহ পড়িতেছেন! তিনি বলিলেন, মুমিনের যে কোন বিষয় খারাপ লাগে উহাই মুসীবাত। (কান্‌য)

সবরের প্রতি উৎসাহ দান

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রাঃ) রুমীদের বিপুল বাহিনী ও তাহাদের আক্রমণের আশংকা জানাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট চিঠি লিখিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জবাবে লিখিলেন, "আম্মা বাদ, মুমিন

বান্দার উপর যখনই কোন কঠিন অবস্থা আসে আল্লাহ্ তায়ালা উহার পর মুক্তির পথ খুলিয়া দেন। এক কষ্ট, দুই স্বস্তির উপর প্রবল হইতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালা আপন কিতাবে বলিতেছেন,—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! স্বয়ং ধৈর্য অবলম্বন কর ও জেহাদে ধৈর্য রাখ এবং জেহাদের জন্য প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহ্কে ভয় করিতে থাক, যেন তোমরা পূর্ণ সফলকাম হও। (কান্‌য)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর সবর

আব্দুর রহমান ইবনে মাহ্দী (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)এর মধ্যে এমন দুইটি জিনিষ ছিল যাহা হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)এর মধ্যে ছিল না। এক, নিজের জানের উপর এমন ধৈর্য যে, শেষ পর্যন্ত মজলুম অবস্থায় শহীদ হইয়া গেলেন। দুই, এক কোরআনের উপর সকলকে একত্রিত করা। (আবু নুআঈম)

শোকর

সাইয়্যেদিনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের শোকর

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বাহির হইয়া নিজের ছোট কামরার দিকে গেলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া কেবলামুখী হইলেন ও সেজদায় পড়িয়া গেলেন। এত দীর্ঘ সেজদা করিলেন যে, আমি ভাবিলাম, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে সেজদারত অবস্থায় (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া বসিলাম। তিনি মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, আব্দুর রহমান। তিনি বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এরূপ সেজদা করিয়াছেন যে, আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, হয়ত বা আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে সেজদারত অবস্থায় (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, জিব্রাঈল (আঃ) আসিয়া আমাকে সুসংবাদ দিয়াছেন যে, আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি তোমার উপর দরূদ পড়িবে আমি তাহার উপর রহমত নাযিল করিব। আর যে কেহ তোমাকে সালাম দিবে আমি তাহাকে সালাম দিব।" সুতরাং আমি উহার শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহকে সেজদা করিলাম। (আহমাদ)

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া দেখিলাম, তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি সোবহে সাদেক পর্যন্ত দাঁড়াইয়াই রহিলেন। অতঃপর এরূপ সেজদা করিলেন যে, আমার মনে হইল, সেজদার ভিতর তাঁহাকে (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। তারপর (সেজদা হইতে উঠিয়া) তিনি বলিলেন, জান কি, ইহা কিসের জন্য? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি তিনবার অথবা চারবার একই কথা পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "আমার পরওয়ারদিগার যতক্ষণ চাহিয়াছেন আমি নামায পড়িয়াছি। অতঃপর আমার নিকট আমার পরওয়ারদিগার আসিয়াছেন। (অর্থাৎ তাহার খাছ তাজাল্লী হইয়াছে অথবা তাহার পক্ষ হইতে কোন ফেরেশতা আসিয়াছেন।)তিনি আমাকে (দীর্ঘ কথাবার্তার পর) সর্বশেষ বলিয়াছেন, "তোমার উম্মাত সম্পর্কে কি করিব? "আমি বলিয়াছি, "আয় পরওয়ারদিগার, আপনিই ভাল জানেন।" তিনি তিন অথবা চার বার এই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া সর্বশেষ আবার বলিলেন, "তোমার উম্মাত সম্পর্কে কি করিব?" আমি বলিলাম, "আয় পরওয়ারদিগার, আপনিই ভাল জানেন।" তিনি বলিলেন, "আমি তোমার উম্মাতের ব্যাপারে তোমাকে দুঃখ দিব না।" এই জন্য আমি আমার পরওয়ারদিগারের উদ্দেশ্যে সেজদা করিলাম। আমার পরওয়ারদিগার গুণগ্রাহী, তিনি শোকর গুযারদিগকে ভালবাসেন। (তাবরানী)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইতেছে। ওহী নাযিল হওয়া শেষ হইলে তিনি

হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, আমার চাদর দাও।" তারপর তিনি বাহির হইয়া মসজিদে গেলেন। দেখিলেন, সেখানে কিছু লোক বসিয়া আছে। তাহারা ব্যতীত মসজিদে আর কেহ নাই। তিনি তাহাদের এক পার্শ্বে বসিয়া গেলেন। উক্ত মজলিসের আলোচনাকারী তাহার আলোচনা শেষ করিলে তিনি সূরা আলিফ লা–ম মী–ম সেজদা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তারপর এত দীর্ঘ সেজদা করিলেন যে, দুই মাইল দূর হইতেও লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং (চারিদিকে) লোকদের মধ্যে তাঁহার সেজদা সম্পর্কে আলোচনা হইতে লাগিল (ও লোকজন সমবেত হইতে লাগিল)। এতলোকের সমাগম হইল যে, মসজিদ সংকুলান হইতেছিল না। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার ঘরের লোকদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হও, কারণ, আমি আজ তাহার এমন অবস্থা দেখিতেছি যাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঠাইলে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি এত দীর্ঘ সেজদা করিয়াছেন ! তিনি বলিলেন, আমার পরওয়ারদিগার আমাকে আমার উম্মাত সম্পর্কে যাহা দান করিয়াছেন উহার শোকর হিসাবে তাঁহাকে সেজদা করিয়াছি। (আমার উম্মতের) সত্তর হাজার বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার উম্মাত তো ইহা অপেক্ষা অধিক ও উত্তম। আপনি যদি আরো বেশী চাহিতেন। তিনি দুই বার অথবা তিনবার পুনঃ পুনঃ চাহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার পিতা–মাতা আপনার উপর কোরবান হউক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার (সম্পূর্ণ) উম্মাতই আপনি চাহিয়া লইয়াছেন। (তাবরানী)

বিকলাঙ্গকে দেখিয়া শোকর

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, বিকলাঙ্গ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়া গেল। তিনি সওয়ারী হইতে নামিয়া সেজদায় পড়িয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন এবং সওয়ারী হইতে নামিয়া সেজদায় গেলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) তাহার নিকট দিয়া গেলেন, এবং তিনিও সওয়ারী হইতে নামিয়া সেজদায় গেলেন। (তাবরানী)

মৌখিক শোকর

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁহার পরিবার হইতে এক জামাত পাঠাইলেন এবং বলিলেন, আয় আল্লাহ্ (আপনি যদি) ইহাদিগকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনেন তবে আমি আপনার উপযুক্ত শোকর আদায় করিব। তারপর তাহারা কিছুদিনের মধ্যে নিরাপদে ফিরিয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,—

الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى سَابِغِ نِعَمِ اللّٰهِ

অর্থ ঃ আল্লাহর সর্বাঙ্গীন সকল নেয়ামতের উপর আল্লাহ্রই জন্য সকল প্রশংসা। আমি বলিলাম, আপনি না বলিয়াছিলেন যে, যদি আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনেন তবে তাঁহার উপযুক্ত শোকর আদায় করিব? তিনি বলিলেন, আমি কি তাহা আদায় করি নাই? (কান্‌য)

সাহাবা (রাঃ)দের শোকর

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দেওয়া একটি খেজুরের উপর শোকর

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন ভিখারী আসিল। তিনি তাহাকে একটি খেজুর দিতে বলিলেন। সে খেজুরটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারপর আরেক জন আসিল। তিনি তাহাকে একটি খেজুর দিতে বলিলেন। সে (খেজুর লইয়া শোকর সূচক) বলিল, সুবহানাল্লাহ্, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে একটি খেজুর! তিনি বাঁদীকে বলিলেন, যাও, উম্মে সালামাকে বল, তাহার নিকট যে চল্লিশটি দেরহাম রাখা আছে তাহা যেন ইহাকে দিয়া দেয়।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন ভিখারী আসিল। তিনি তাহাকে একটি খেজুর দিলেন। সে ব্যক্তি (তাচ্ছিল্যের সূরে) বলিল, সুবহানাল্লাহ্ নবীকুলের এক নবী একটি মাত্র খেজুর সদকা করিতেছে! নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি জান না ইহার ভিতর বহু যার্‌রা বিদ্যমান আছে? তারপর আরেকজন আসিয়া চাহিল। তিনি তাহাকে একটি খেজুর দিলেন। সে বলিল, নবী কুলের

এক নবীর পক্ষ হইতে একটি খেজুর! যতদিন জীবিত থাকিব এই খেজুর আমার নিকট হইতে পৃথক হইবে না, আমি সারা জীবন ইহার বরকত লইব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আরো কিছু দিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর অল্প কিছু দিনের ভিতর সে ধনী হইয়া গেল। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর শোকর

সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) দাজ্‌নান নামক স্থান অতিক্রম কালে বলিলেন, এই জায়গায় একদিন আমি খাত্তাবের জানোয়ার চরাইতাম। খোদার কসম, আমার জানা মতে সে (অর্থাৎ খাত্তাব) অত্যন্ত কঠিন মেজাজ ও কঠোর ভাষী ছিল। আর আজ আমি উম্মাতে মুহাম্মাদীর দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়াছি। তারপর উপমাস্বরূপ এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

لَا شَيْءَ فِيمَا تَرَى إِلَّا بَشَاشَتُهُ ‏ يَبْقَى الْإِلٰهُ وَيُودِي الْمَالُ وَالْوَلَدُ

অর্থাৎ—যাহা কিছু তুমি দেখিতেছ তাহা উহার চাকচিক্য-বৈ কিছুই নহে, শুধু আল্লাহ্ বাকী থাকিবেন। আর মাল-আওলাদ সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

তারপর ‘চল’ বলিয়া নিজের উটকে হাঁকাইলেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যদি দুইটি বাহন পাইতাম, একটি শোকরের ও অপরটি সবরের, তবে নির্দ্বিধায় যে কোন একটিতে সওয়ার হইয়া যাইতাম।

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক নেয়ামতের পরিচয় দান ও উহার শোকরের প্রতি উৎসাহ দান

ইকরামা (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একজন কুষ্ঠ, অন্ধ, বধির ও বোবা লোকের নিকট দিয়া যাইবার সময় নিজের সঙ্গীদিগকে বলিলেন, তোমরা এই লোকটির মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার কোন নেয়ামত দেখিতে পাইতেছ কি? তাহারা বলিল, না। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে আল্লাহ্র নেয়ামত বিদ্যমান আছে। তোমরা দেখিতেছনা, সে অনায়াসে প্রস্রাব করিতে

পারে এবং সহজে তাহার প্রস্রাব নির্গত হইয়া যায়? ইহাও আল্লাহ্ তায়ালার একটি নেয়ামত। (কান্‌য)

ইব্রাহীম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) শুনিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি এরূপ দোয়া করিতেছে, আয় আল্লাহ্, আমি চাহি যে, আমার জান ও মাল আপনার রাস্তায় শেষ হইয়া যাক। তিনি বলিলেন, তোমরা কি চুপ থাকিতে পার না? যদি পরীক্ষা আসে তবে সবর করিবে। আর যদি নিরাপদ থাক তবে শোকর করিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি শুনিয়াছেন, হযরত ওমর (রাঃ)কে কেহ সালাম দিল। তিনি তাহার সালামের জবাব দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ? সে বলিল, আপনার নিকট আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমার নিকট ইহারই আশা করিয়াছি। (কান্‌য)

হাসান বিসরী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর নিকট চিঠি লিখিলেন যে, দুনিয়ার রিযিকের উপর সন্তুষ্ট থাক। কারণ পরম করুণাময় পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন বান্দার রিযিককে অপর বান্দা অপেক্ষা বাড়াইয়া দিয়াছেন। যাহার রিযিক বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাকে পরীক্ষা করিতে চাহেন যে, সে কিরূপ শোকর করে। আর আল্লাহ্‌র শোকর এই যে, তাহার দেওয়া রিযিক ও নেয়ামতের মধ্যে তিনি যে হক্ক নির্ধারণ করিয়াছেন উহা আদায় করা। অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, শোকরকারীগণ বর্ধিত নেয়ামতপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং (তোমরা শোকর করিয়া) বর্ধিত নেয়ামত অন্বেষণ কর। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন,—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

অর্থ ঃ যদি তোমরা শোকর কর তবে তোমাদিগকে অধিক নেয়ামত দান করিব।

হযরত ওসমান (রাঃ)এর শোকর

সুলাইমান ইবনে মূসা (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)কে সংবাদ দেওয়া হইল যে, কতিপয় লোক খারাপ কাজে লিপ্ত হইয়াছে। তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, তাহারা পূর্বেই সরিয়া পড়িয়াছে। তিনি সেখানে (তাহাদের সরাব পানের ন্যায়) খারাপ কাজের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তবে খারাপ কাজে লিপ্ত অবস্থায় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ার উপর আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করিলেন ও (শুকরিয়া স্বরূপ) একটি গোলাম আযাদ করিলেন।

শোকর সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, নেয়ামত শোকরের সহিত সংযুক্ত, আর শোকর নেয়ামত বৃদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট। উভয়ই একই দড়িতে বাঁধা। যতক্ষণ বান্দার পক্ষ হইতে শোকর বন্ধ না হয় আল্লাহর পক্ষ হইতে নেয়ামত বৃদ্ধি ও বন্ধ হয় না।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বলিয়াছেন, এমন কখনও হয় না যে, আল্লাহ্ তায়ালা (কাহারো জন্য) শোকরের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন আর (নেয়ামত) বৃদ্ধির দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, দোয়ার দ্বার উন্মুক্ত করিলেন, আর কবুলের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, তাওবার দ্বার উন্মুক্ত করিলেন আর মাগফিরাতের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি তোমাদের সম্মুখে (ইহার স্বপক্ষে) আল্লাহ্র কিতাব হইতে তেলাওয়াত করিতেছি। আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন,—

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব।

তিনি বলিতেছেন—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

অর্থ ঃ যদি তোমরা শোকর কর তবে তোমাদিগকে অধিক নেয়ামত দান করিব।

তিনি বলিতেছেন—

اذكروني اذكركم

অর্থ ঃ তোমরা আমার স্মরণ কর আমিও তোমাদিগকে স্মরণ রাখিব।

তিনি আরও বলিতেছেন—

ومن يعمل سوء او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম করে, অথবা নিজ নফসের উপর জুলুম করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে আল্লাহ্‌কে অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় পাইবে। (কান্‌য)

শোকর সম্পর্কে হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন রাত্র বা সকাল আমার এরূপ কাটে যে, লোকেরা আমার উপর অবাঞ্ছিত কোন মুসীবত আসিতে না দেখে, ইহাকে আমি আমার উপর আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত মনে করি। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি খানা-পিনা ব্যতীত আল্লাহ্ তায়ালার আর কোন নেয়ামত নিজের উপর দেখিতে পায় না তাহার জ্ঞান কমিয়া গিয়াছে ও আযাব উপস্থিত হইয়া গিয়াছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন বান্দা বিশুদ্ধ পানি পান করিল, আর তাহা অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং (পুনরায়) অনায়াসে তাহা শরীর হইতে বাহির হইল, তাহার উপর শোকর করা ওয়াজিব হইয়া গেল। (কান্‌য)

হযরত আসমা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর শাহাদাতের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া কোন জিনিষ তাঁহার নিকট হইতে হারাইয়া গেল। তিনি উহা তালাশ করিতে লাগিলেন। তারপর যখন পাইলেন তখন (শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে) সেজদায় পড়িয়া গেলেন। (তাবরানী)

আজর বা সওয়াবের প্রতি আগ্রহ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়াবের প্রতি আগ্রহ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধে আমাদের প্রতি তিনজনের জন্য একটি করিয়া উট ছিল। হযরত আবু লুবাবাহ্ (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একই উটে শরীক ছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়দল চলিবার পালা আসিলে তাহারা দুইজন বলিলেন, আপনার পরিবর্তে আমরা পায়দল চলিব। তিনি বলিলেন, তোমরা আমার অপেক্ষা শক্তিশালী নহ, আর আমি তোমাদের অপেক্ষা সওয়াবের কম আগ্রহী নহি। (বিদায়াহ)

সাহাবা (রাঃ)দের সওয়াবের প্রতি আগ্রহ

সাহাবা (রাঃ)দের বসিয়া অপেক্ষা দাঁড়াইয়া নামায পড়িবার প্রতি আগ্রহ

হযরত মুত্তালিব ইবনে আবি ওদাআহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বসিয়া নামায পড়িতে দেখিয়া বলিলেন, বসিয়া নামায আদায়কারী, দাঁড়াইয়া নামায আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাইবে। (ইহা শুনিয়া) লোকেরা দাঁড়াইয়া নামায আদায়ের প্রতি আগ্রহী হইয়া পড়িল।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করিলেন, তখন উহা জ্বর উপদ্রুত এলাকা ছিল। লোকজন জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে

প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লোকেরা বসিয়া বসিয়া নামায আদায় করিতেছে। তিনি বলিলেন, বসিয়া নামায আদায়কারী দাঁড়াইয়া নামায আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাইবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসিলেন তখন তিনি ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) মদীনার জ্বরে আক্রান্ত হইলেন এবং তাহারা এই রোগে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা আপন নবী হইতে এই জ্বর দূর করিয়া দিলেন। কিন্তু সাহাবা (রাঃ) (দুর্বলতার দরুন) বসিয়া নামায আদায় করিতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে এইরূপে নামায পড়িতে দেখিয়া বলিলেন, জানিয়া রাখ, বসিয়া নামায আদায়কারী দাঁড়াইয়া নামায আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাইবে। (ইহা শুনিয়া) মুসলমানগণ অধিক সওয়াবের আশায় দুর্বলতা ও রোগ সত্ত্বেও দাঁড়াইয়া নামায আদায়ের কষ্ট করিতে লাগিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত রবীআহ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত রাবীআহ্ ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি সারাদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিতাম। তারপর এশার নামায পড়িয়া যখন তিনি ঘরে প্রবেশ করিতেন তখন আমি তাঁহার ঘরের দরজায় এই আশায় বসিয়া থাকিতাম যে, হয়ত আল্লাহ্র রাসূলের কোন প্রয়োজন হইতে পারে। সেখানে বসিয়া আমি শুনিতে পাইতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী পড়িতেছেন। তারপর একসময় আমি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম অথবা আমার চোখে ঘুম চাপিয়া আসিত আর আমি ঘুমাইয়া পড়িতাম। একদিন তিনি আমার প্রতি তাঁহার হক মনে করিয়া ও আমার খেদমত দেখিয়া বলিলেন, হে রাবীআহ্ ইবনে কা'ব, আমার নিকট চাহ, আমি তোমাকে দিব। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার বিষয়ে আমি একটু ভাবিয়া দেখি। তারপর আপনাকে তাহা জানাইব। অতঃপর আমি মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, দুনিয়া তো দূর হইয়া যাইবে শেষ হইয়া যাইবে, এবং আমি এখানে যথেষ্ট পরিমাণ রিযিক পাইতেছি

ও পাইতে থাকিব। তারপর ভাবিলাম, আমি আল্লাহ্র রাসূলের নিকট আমার আখেরাতের জন্য চাহিব। কারণ তিনি আল্লাহ্র নিকট অতি উচ্চাসনে আসীন। সুতরাং আমি তাঁহার নিকট আসিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাবীআহ্, কি স্থির করিয়াছ? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ, আমি আপনার নিকট ইহাই চাহি যে, আপনি আমার জন্য আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট সুপারিশ করিবেন যেন তিনি আমাকে আগুন হইতে মুক্তিদান করেন। তিনি বলিলেন, রাবীআহ্, কে তোমাকে এমন কথা শিখাইয়াছে? আমি বলিলাম, না, সেই পাক যাতের ক্বসম, যিনি আপনাকে হক্ক দিয়া প্রেরণ করিছেন, আমাকে কেহ শিখায় নাই। তবে আপনি যখন আমাকে বলিলেন, "আমার নিকট চাহ, আমি তোমাকে দিব," আর আপনি আল্লাহ্র নিকট অতি উচ্চাসনে আসীন, তখন আমি আমার এই বিষয়ে ভাবিয়া দেখিলাম, দুনিয়া তো দূর হইয়া যাইবে ও শেষ হইয়া যাইবে। আর এখানে আমার রিযিক আমার নিকট আসিতে থাকিবে। সুতরাং ভাবিলাম, আল্লাহর রাসূলের নিকট আমার আখেরাতের জন্য চাহিব। হযরত রাবীআহ্ (রাঃ) বলেন, শুনিয়া তিনি দীর্ঘক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। তারপর বলিলেন, আমি (তাহাই) করিব তবে তুমি অধিক পরিমাণে সেজদা (অর্থাৎ নামায আদায়) করিয়া আমাকে তোমার স্বপক্ষে সাহায্য কর।

মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাবীআহ্ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রাত্রি যাপন করিতাম, এবং তাঁহার ওযুর পানি আনিয়া দিতাম ও অন্যান্য কাজ করিয়া দিতাম। তিনি (একদিন) আমাকে বলিলেন, 'আমার নিকট চাহ। আমি বলিলাম, 'বেহেশ্তে আপনার সঙ্গলাভ চাহি।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা ব্যতীত আর কিছু কি? আমি বলিলাম, ইহাই চাহি। তিনি বলিলেন, তুমি অধিক পরিমাণ সেজদা (অর্থাৎ–নামায আদায়) করিয়া আমাকে তোমার স্বপক্ষে সাহায্য কর। (তারগীব)

হযরত আবদুল জাব্বার ইবনে হারেস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আব্দুল জাব্বার ইবনে হারেস ইবনে মালেক হাদাসী ও মানারী (রাঃ) বলেন, আমি 'সারাত' এলাকা হইতে প্রতিনিধি স্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। আমি নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরবীয় কায়দায় "আন্‌ঈম সাবাহান" (অর্থাৎ সুপ্রভাত) বলিয়া অভিবাদন" করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ্ আয্‌যা ও জাল্লা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁহার উম্মাতকে ইহার পরিবর্তে সালাম দান করিয়াছেন, সুতরাং তাহারা পরস্পর সালাম করিয়া থাকে।' আমি বলিলাম, 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জবাব দিলেন, ওয়া আলাইকাস্‌সলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? আমি বলিলাম, জাব্বার ইবনে হারেস। তিনি বলিলেন, 'তুমি আব্দুল জাব্বার ইবনে হারেস।' আমি বলিলাম, 'আমি আব্দুল জাব্বার ইবনে হারেস।' অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইলাম। আমার বাইআতের পর কেহ তাঁহাকে বলিল যে, এই মানারী তাহার কাওমের ঘোড় সওয়ারদের এক জন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি ঘোড়া দান করিলেন। আমি তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার সহিত জেহাদে শরীক হইতাম। একদিন তিনি আমার ঘোড়ার ডাক শুনিতে না পাইয়া বলিলেন, কি ব্যাপার, হাদাসী লোকটির ঘোড়ার ডাক শুনিতে পাই না? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, জানিতে পারিলাম, উহার ডাকে আপনার কষ্ট হয়, কাজেই আমি উহাকে খাসী করিয়া দিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া খাসী করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তারপর আমাকে কেহ বলিল, তোমার চাচাতো ভাই তামীম দারীর ন্যায় তুমিও যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে লিখিত কোন পরওয়ানা চাহিয়া লইতে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি নগদ (এই দুনিয়ার কোন বিষয়) চাহিয়াছেন, না বাকী (আখেরাতের কোন বিষয়) চাহিয়াছেন? তাহারা বলিল, বরং তিনি নগদ (দুনিয়ার কোন বিষয়) চাহিয়াছেন। আমি বলিলাম, নগদ (দুনিয়া) হইতেই তো আমি বিমুখ হইয়া আসিয়াছি। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহাই চাহিব যেন আগামীকাল (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌র সম্মুখে তিনি আমাকে সাহায্য করেন। (মুন্‌তাখাব)

হযরত আমর ইবনে তাগলিব (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আম্‌র ইবনে তাগ্‌লিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে দিলেন আর কিছু লোককে দিলেন না। যাহাদিগকে দেন নাই তাহারা যেন অসন্তুষ্ট হইল। তিনি বলিলেন, "আমি একদল লোককে তাহাদের অস্থিরতা ও অধৈর্যতার আশঙ্কায় দিয়া থাকি; আর একদল লোককে তাহাদের অন্তরে আল্লাহর দেওয়া পুণ্য ও অভাবশূন্যতার উপর ভরসা করিয়া ছাড়িয়া দেই। আম্র ইবনে তাগলিব সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত।" হযরত আম্র (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার বিনিময়ে আমি লাল বর্ণের উটও পছন্দ করিব না। (বিদায়াহ)

হযরত আলী ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

আম্র ইবনে হাম্মাদ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছে যে, হযরত আলী ও হযরত ওমর (রাঃ) তওয়াফ শেষে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন, এক বেদুঈন তাহার মাকে নিজ পিঠের উপর বহন করিয়া এইরূপ ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে যাইতেছে,—

اَنَا مَطِيَّتُهَا لَا اَنْفِرُ ؛ وَاِذَا الرِّكَابُ ذُعِرَتْ لَا اَذْعَرُ

وَمَا حَمَلَتْنِي وَاَرْضَعَتْنِي اَكْثَرُ ؛ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

অর্থ ঃ আমি তাহার এমন বাহন যে লাফালাফি করে না, যখন (লোকদের) বাহনগুলি ভীত হয় তখন আমি ভীত হই না, তিনি আমাকে যে পরিমাণ বহন করিয়াছেন ও দুধ পান করাইয়াছেন তাহা ইহা অপেক্ষা অধিক, লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে আবু হাফস, চলুন, আমরাও তওয়াফ করি, হয়ত রহমত নাযিল হইবে আর আমাদিগকেও শামিল করিয়া লইবে। সেই ব্যক্তি মাকে পিঠে লইয়া তওয়াফ করিতে আরম্ভ করিল ও ছড়া পড়িতে লাগিল,—

اَنَا مَطِيَّتُهَا لَا اَنْفِرُ ؛ وَاِذَا الرِّكَابُ ذُعِرَتْ لَا اَذْعَرُ

وَمَا حَمَلَتْنِي وَاَرْضَعَتْنِي اَكْثَرُ ؛ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

হযরত আলী (রাঃ) (তাহার প্রতি উত্তরে) বলিতে লাগিলেন,—

إِنْ تَبَرَّهَا فَاللّٰهُ اَشْكَرُ يَجْزِيكَ بِالْقَلِيلِ الْأَكْثَرَ

অর্থ ঃ যদি তুমি তাহার সহিত সদ্ব্যবহার কর তবে আল্লাহ্ তায়ালা উহার সমুচিৎ মূল্য দানকারী, তোমাকে অল্পের বিনিময়ে তিনি অনেক সওয়াব দান করিবেন। (কান্‌য)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

মাইমূন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেন, (খারেজী নেতা) নাজদাহ্ হারুরী'র অনুচরগণ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) উটের পালের নিকট দিয়া যাইবার সময় উটগুলি হাঁকাইয়া লইয়া গেল। রাখাল আসিয়া বলিল, হে আবু আব্দির রহমান, উটের পরিবর্তে সওয়াবের আশা করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার কি হইয়াছে? সে বলিল, নাজ্‌দার অনুচরগণ নিকট দিয়া যাইবার সময় সেগুলি লইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, তোমাকে রাখিয়া শুধু উট কিরূপে লইয়া গেল? সে বলিল, তাহারা আমাকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাদের হাত হইতে পালাইয়া আসিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাদের সহিত না যাইয়া আমার নিকট কেন আসিয়াছ? সে বলিল, যেহেতু আপনি আমার নিকট তাহাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই, সত্যই কি আমি তাহাদের অপেক্ষা তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে (জবাবে) উহার উপর কসম খাইল। তিনি বলিলেন, আমি উট সহ তোমার ব্যাপারেও সওয়াবের আশা করিতেছি। তারপর তাহাকে (গোলামী হইতে) মুক্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার সেই উটের নাম উল্লেখ করিয়া বলিল, আপনার সেই উট লইতে চাহেন কি? আপনার সেই উট বাজারে বিক্রয় হইতেছে। তিনি বলিলেন, আমার চাদর দাও। তারপর চাদর কাঁধে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরক্ষণেই আবার বসিয়া গেলেন ও চাদর রাখিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, আমি তো সওয়াবের আশা করিয়াছি, সুতরাং আবার কেন উহা চাহিব! (আবু নুআঈম)

সওয়াবের আশায় বিবাহ করা

হযরত আম্র ইবনে দীনার (রাঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) চাহিলেন, বিবাহ করিবেন না। কিন্তু হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, বিবাহ কর। যদি তোমার সন্তান হইয়া মারা যায় তবে তুমি সওয়াব পাইবে। আর যদি তাহারা বাঁচিয়া থাকে তবে তোমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিবে। (ইবনে সা'দ)

হযরত আম্মার (রাঃ)এর সওয়াবের আশা

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আব্যা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) সিফ্ফীনের (যুদ্ধের) দিকে চলিতে চলিতে ফোরাত নদীর তীরে পৌঁছিয়া বলিয়াছেন, আয় আল্লাহ্, আমি যদি জানিতাম যে, এই পাহাড় হইতে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া পড়িয়া গেলে আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন তবে আমি তাহাই করিতাম। আর যদি জানিতাম যে, বিরাট অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া উহাতে ঝাপাইয়া পড়িলে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন তবে আমি তাহাই করিতাম। আয় আল্লাহ্, যদি জানিতাম, নিজেকে পানিতে ফেলিয়া ডুবাইয়া দিলে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন তবে তাহাই করিতাম। আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লড়াই করিব। যেহেতু আপনার সন্তুষ্টি লাভই আমার উদ্দেশ্য সেহেতু আশা করি আমাকে বঞ্চিত করিবেন না। (ইবনে সা'দ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)এর সওয়াবের আশা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আম্র ইবনে আস (রাঃ) বলিয়াছেন, অদ্যকার কোন নেক আমল আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে উহার দ্বিগুণ আমল অপেক্ষা পছন্দনীয়। কারণ আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম তখন আখেরাত আমাদিগকে চিন্তাযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, দুনিয়া আমাদিগকে চিন্তাযুক্ত করে নাই। আর আজ দুনিয়া আমাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। (অর্থাৎ—তখনকার যুগে নেক আমল কোন কঠিন বিষয় ছিল না কিন্তু বর্তমানে নেক আমল করা অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন, আর কঠিন কাজে সওয়াব বেশী।) (আবু নুআঈম)

এবাদতে পরিশ্রম

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবাদতে পরিশ্রম

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা

আলকামাহ্ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি (এবাদতের জন্য) কোন বিশেষ দিন পালন করিতেন? তিনি বলিলেন, না। তাহার সকল আমলই নিয়মিত ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা পারিতেন, তোমাদের কে তাহা পারিবে?

হযরত মুগীরাহ (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত মুগীরাহ্ ইবনে শো'বা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে এত দীর্ঘ কেয়াম করিলেন যে, তাহার পাদ্বয় ফাটিয়া গেল। তাঁহাকে বলা হইল, আল্লাহ্ তায়ালা কি আপনার অতীত ভবিষ্যতের সকল গুনাহ্ মাফ করিয়া দেন নাই? তিনি বলিলেন, আমি কি শোকর গুযার বান্দা হইব না। (বিদায়াহ)

সাহাবা (রাঃ)দের এবাদতে পরিশ্রম

হযরত ওসমান (রাঃ)এর পরিশ্রম

যুবাইর ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) তাহার রুহাইমাহ্ নামক এক দাদি হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ) সর্বদা রোযা রাখিতেন ও রাত্রের প্রথমাংশের কিছু সময় ব্যতীত সারা রাত্র নামাযে দাঁড়াইয়া থাকিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর পরিশ্রম

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এরূপ এবাদত করিয়াছেন যে, কেহ এরূপ করিতে পারে নাই। একবার (তওয়াফের স্থানে) এরূপ ঢল হইল যে, লোকদের তওয়াফ বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) সাঁতার কাটিয়া তওয়াফের সাত চক্কর পুরা করিলেন। কাতান ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) একাধারে

সাতদিন (সেহরী ও ইফতার ব্যতীত) এরূপ রোযা রাখিতেন যে, তাহার নাড়ী শুকাইয়া গেল।

হিশাম ইবনে ওরওয়া (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) একাধারে সাতদিন (সেহরী ও ইফতার ব্যতীত) রোযা রাখিতেন পরবর্তী কালে অধিক বয়স হইয়া গেলে তিনি সাতদিনের পরিবর্তে তিন দিন করিয়া রোযা রাখিতেন। (মুনতাখাব)

বীরত্ব

সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বীরত্ব

হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সর্বাধিক দানশীল এবং সর্বাপেক্ষা বীর বা সাহসী ছিলেন। একবার রাত্রি কালে (বিকট এক আওয়াজ শুনিয়া) মদীনাবাসী ভীত হইল এবং সকলে আওয়াজের প্রতি ছুটিল। পথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফিরিয়া আসিতে দেখা গেল। তিনি সর্বাগ্রে আওয়াজের দিকে গিয়াছিলেন। এবং তিনি কাঁধে তলোওয়ার ঝুলাইয়া হযরত আবূ তালহা (রাঃ)এর একটি ঘোড়ায় জ্বীন ব্যতিরেকে সওয়ার হইয়া গিয়াছিলেন। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকদিগকে) বলিতেছিলেন, 'কোন ভয় নাই, কোন ভয় নাই। আবু তাল্হা (রাঃ)এর ঘোড়া অত্যন্ত ধীরগতি ছিল। তিনি তাহার ঘোড়া সম্পর্কে বলিলেন, আমি ইহাকে সমুদ্রের ন্যায় পাইয়াছি। অথবা বলিলেন, ইহাতো সমুদ্র। অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন পাইয়াছি।

মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার মদীনাবাসী ভীত হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ তালহা (রাঃ)এর নিকট হইতে একটি ঘোড়া চাহিয়া লইয়া সওয়ার হইয়া গেলেন, যাহার নাম মান্দুব ছিল। তারপর (ফিরিয়া আসিয়া) বলিলেন, আমরা ভয়ের কিছু পাই নাই, আর এই ঘোড়াকে সমুদ্রের ন্যায় পাইয়াছি।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করিলে আমরা

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের আক্রমণ হইতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। তিনি আক্রমণে সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ছিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত বারা (রাঃ)এর বর্ণনা

আবূ ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি শুনিয়াছেন, কায়েস গোত্রীয় এক ব্যক্তি হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) কে প্রশ্ন করিল যে, 'হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফেলিয়া আপনারা পলায়ন করিয়া ছিলেন কি? তার জবাবে হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পলায়ন করেন নাই। হাওয়াযেন গোত্রীয়গণ দক্ষ তীরন্দাজ ছিল। আমরা যখন তাহাদের উপর আক্রমণ করিলাম তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল। আর আমরা গনীমতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। তারপর তাহারা তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার দেখিয়াছি। উহার লাগাম হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) ধরিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বলিতেছিলেন, "আমি নবী, ইহা মিথ্যা নহে।'

বোখারী শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, "আমি নবী, মিথ্যাবাদী নহি, আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।"

অপর রেওয়ায়াতে আছে, অতঃপর তিনি আপন খচ্চর হইতে অবতরণ করিলেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তারপর তিনি খচ্চর হইতে অবতরণ করিয়া আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করত বলিলেন, "আমি নবী, ইহা মিথ্যা নহে, আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান, আয় আল্লাহ্, আপনার মদদ নাযিল করুন।"

হযরত বারা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তীব্র আক্রমণের সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। আর যে তাঁহার বরাবরে দাঁড়াইত তাহাকেই বাহাদুর মনে করা হইত। (বিদায়াহ)

হযরত আবূ বকর, ওমর, আলী, তাল্‌হা, যুবাইর, সা'দ, হামযা, আব্বাস, মুআয ইবনে আম্‌র, মুআয ইবনে আফরা, আবু দুজানা, কাতাদাহ্, সালামা ইবনে আকওয়া, আবু হাদরাদ, খালিদ ইবনে ওলীদ, বারা ইবনে মালিক, আবু মিহ্‌জান, আম্মার ইবনে ইয়াসির, আম্‌র ইবনে মা'দিকারাব ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) প্রমুখগণের বীরত্বের ঘটনাবলী "জেহাদে সাহাবাদের বীরত্বের" বর্ণনায় পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে।

পরহেযগারী

সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরহেযগারী

আমর ইবনে শুআইব তাহার পিতা ও তিনি তাহার পিতামহ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রাত্রিবেলা নিজের পার্শ্বদেশের নীচে একটি খেজুর পাইলেন এবং উহা খাইলেন। তারপর সারা রাত্র তিনি আর ঘুমাইতে পারেন নাই। তাঁহার কোন এক স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি সারা রাত্র জাগিয়া কাটাইলেন, কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন, আমি আমার পার্শ্বদেশের নীচে একটি খেজুর পাইয়া খাইয়া ফেলিয়াছি। তারপর এই চিন্তা করিয়া যে, আমাদের ঘরে কিছু সদকার খেজুর আছে, এই আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, উহা সেই সদকার খেজুর না হয়। (অর্থাৎ এই আশঙ্কায় সারা রাত্র ঘুম হয় নাই।) (বিদায়াহ)

সাহাবা (রাঃ)দের পরহেযগারী

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরহেযগারী

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত আর কেহ খানা খাইয়া উহা বমি করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। একবার তাঁহার নিকট খানা আনা হইলে তিনি উহা খাইলেন। তারপর তাঁহাকে বলা হইল যে, উহা নো'মান (রাঃ) আনিয়াছিল। শুনিয়া তিনি বলিলেন, তোমরা আমাকে ইবনে নো'মানের জোতির্বিদ্যার উপার্জন খাওইয়াছ? তারপর বমি করিয়া ফেলিয়া দিলেন। (আহমাদ)

আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইবনে নুআইমান (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্য হইতে একজন ছিলেন। তিনি এক কাওমের নিকট আসিলেন। তাহারা বলিল, গর্ভধারণ করে না এরূপ মেয়েলোকের কোন চিকিৎসা আপনার জানা আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, উহা কি? তিনি বলিলেন,—

يَا اَيَّتُهَا الرَّحِمُ الْعَقُوقُ صَهْ لِدَاهَا دُفُوقٌ وَتُحَرَّمُ مِنَ الْعُرُوقِ
يَا لَيْتَهَا فِي الرَّحِمِ الْعَقُوقِ، لَعَلَّهَا تَعْلَقُ اَوْ تُفِيقُ

অতঃপর তাহারা তাহাকে বিনিময়স্বরূপ কিছু বকরি ও ঘী দিল। তিনি তন্মধ্য হইতে কিছু হযরত আবু বকর (রাঃ)কে দিলেন। তিনি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিলেন এবং তারপর (জানিতে পারিয়া) বমন করিয়া ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমরা আমাদের নিকট কোন জিনিষ লইয়া আস আর জানাও না যে, কোথা হইতে উপর্জন করিয়াছ? (মুন্‌তাখাব)

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, হযরত আবূ বকর (রাঃ)এর এক গোলাম ছিল, যে তাঁহার জন্য খাদ্যশষ্য আনয়ন করিত। একদিন রাত্রে তাঁহার জন্য সে খাদ্য আনিল। তিনি উহা হইতে এক লোকমা গ্রহণ করিলেন। গোলাম বলিল, কি ব্যাপার, আপনি তো প্রত্যেক রাত্রেই খাদ্য সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, অদ্য রাত্রে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না? তিনি উত্তর দিলেন, 'অধিক ক্ষুধা আমাকে এরূপ করিতে বাধ্য করিয়াছে। বল, কোথা হইতে ইহা আনিয়াছ? সে বলিল, ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়্যাতের যুগে আমি এক কাওমের নিকট গিয়াছিলাম এবং তাহাদের (কোন রোগ ব্যাধির) জন্য মন্ত্র পড়িয়াছিলাম। তাহারা আমাকে কিছু দিবে বলিয়া ওয়াদা করিয়াছিল। অদ্য যখন আমি তাহাদের নিকট গেলাম, দেখিলাম তাহাদের সেখানে বিবাহের উৎসব হইতেছে। তাহারা (তথা হইতে) এই খাদ্য সামগ্রী আমাকে দিয়াছে।

তিনি (শুনিয়া) বলিলেন, তুমি তো আমাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলে। অতঃপর গলার ভিতর হাত ঢুকাইয়া বমন করিতে চাহিলেন কিন্তু বাহির হইতেছিল না বিধায় কেহ বলিল, পানি পান করা ব্যতীত ইহা বাহির হইবে না। তিনি এক পাত্র পানি চাহিলেন। তারপর পানি পান করিতে লাগিলেন ও বমন করিতে থাকিলেন। এইরূপে সম্পূর্ণ বাহির করিয়া ফেলিলেন। কেহ তাঁহাকে বলিল, আল্লাহ্ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন, এক লোকমার জন্য এত কষ্ট করিলেন! তিনি জবাবে বলিলেন, জীবনের বিনিময়ে হইলেও উহাকে বাহির করিতাম। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে শরীর হারাম দ্বারা গঠিত হইবে উহার জন্য আগুনই অধিক উপযুক্ত।" সুতরাং আমার আশঙ্কা হইল যে, এই লোকমা দ্বারা আমার শরীরের কোন অংশ না গঠিত হয়। (আবু নুআঈম)

হযরত ওমর (রাঃ)এর পরহেযগারী

যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একবার দুধ পান করিলেন, যাহা তাহার নিকট খুবই সুস্বাদু মনে হইল। তিনি যে ব্যক্তি তাঁহাকে এই দুধ পান করাইয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই দুধ কোথায় পাইয়াছ? সে জানাইল যে, কোন এক পানির ঘাটে কতিপয় সদকার উট উপস্থিত হইয়াছিল। রাখালগণ উহার দুধ দোহন করিতেছিল। তন্মধ্য হইতে আমাদের জন্যও তাহারা দোহন করিল। আমি উহা আমার এই পাত্রে রাখিয়াছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) (মুখের ভিতর) আঙ্গুল ঢুকাইয়া বমন করিয়া ফেলিলেন। (বায়হাক্বী)

হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখ্‌রামাহ (রাঃ) বলেন, আমরা পরহেযগারী শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর সাহচর্যে পড়িয়া থাকিতাম। (ইবনে সা'দ)

হযরত আলী (রাঃ)এর পরহেযগারী

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) একদা কুফা হইতে বাহির হইয়া এক দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং পানি চাহিলেন। একটি মেয়ে লোটা ও রুমাল

লইয়া আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাড়ী কাহার? সে বলিল, ওমুক কাসতালের (দিরহাম ও দীনার পরখকারী)। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কাসতালের কূয়া হইতে পান করিও না এবং শুল্ক উসূলকারীর ঘরের ছায়াতে দাঁড়াইও না।

হযরত মুআয (রাঃ)এর পরহেযগারী

ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর দুই স্ত্রী ছিলেন। যেদিন যাহার পালা হইত সেদিন তিনি অন্যজনের ঘরে অযুও করিতেন না। শাম দেশের প্লেগ রোগে উভয়ের ইন্তেকাল হইয়া গেলে লোকদের ব্যস্ততার দরুন উভয়কে একই কবরে দাফন করা হইল। উহাদের কাহাকে আগে কবরে রাখিবেন এই ব্যাপারেও তিনি লটারি করিলেন। (আবু নুআঈম)

মালেক ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর দুই বিবি ছিলেন। যেদিন যাহার পালা হইত সেদিন তিনি অপর জনের ঘরে পানিও পান করিতেন না। (আবূ নুআঈম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর পরহেযগারী

তাঊস (রহঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমরা আরাফাতে অবস্থানকালে হযরত ওমর (রাঃ)কে তালবিয়া পড়িতে শুনিয়াছি।" একব্যক্তি তাঁহাকে (ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে) জিজ্ঞাসা করিল, যখন সেখান হইতে রওয়ানা হইয়াছেন তখন কি তিনি তালবিয়া পড়িয়াছেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, জানিনা। তাঁহার এই পরহেযগারীর উপর লোকেরা বিস্মিত হইল। (অর্থাৎ অজানা বিষয়ে অনর্থক নিজের জ্ঞান প্রকাশ না করিয়া জানি না বলিয়া দেওয়া খোদাভীতিরই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এরূপ বিষয়ে খোদাভীতি বিরল বলিয়া লোকেরা বিস্মিত হইল।)

তাওয়াক্কুল

সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওয়াক্কুল

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নাজ্দ এলাকায় জেহাদে গেলেন। ফিরিবার পথে বৃক্ষ পরিপূর্ণ এক ময়দানে দ্বিপ্রহরের আরামের সময় হইল। লোকেরা বিভিন্ন গাছের ছায়ায় ছড়াইয়া পড়িল। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একটি গাছের সহিত নিজের তরবারী ঝুলাইয়া রাখিয়া উহার ছায়াতে আরাম করিলেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা সামান্য সময় ঘুমাইয়াছি মাত্র, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে ডাকিলেন। আমরা তাঁহার ডাকে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাঁহার নিকট এক বেদুঈন বসিয়া আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার নিদ্রাবস্থায় এই ব্যক্তি আমার তরবারী উন্মুক্ত করিয়াছে। আমি জাগ্রত হইয়া দেখি তাহার হাতে উন্মুক্ত তরবারী। অতঃপর সে বলিল, কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে? আমি বলিলাম, আল্লাহ! সে (পুনরায়) বলিল, কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে? আমি বলিলাম, আল্লাহ! তারপর সে তরবারী বন্ধ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার এইরূপ কার্যকলাপ সত্বেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কোন শাস্তি প্রদান করিলেন না। (বোখারী ও মুসলিম)

বাইহাক্বী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহারিব ও গাত্ফানদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তাহারা মুসলমানদিগকে অন্যমনস্ক দেখিল। সুতরাং তাহাদের মধ্য হইতে গাওরাস ইবনে হারিস নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার নিকট আসিয়া তরবারী উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্! তৎক্ষণাৎ তাহার হাত হইতে তরবারী পড়িয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারী উঠাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে? সে বলিল, আপনি

উত্তম তরবারী ধারণকারী হউন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর সাক্ষ্য দিবে? সে বলিল, না। তবে আমি আপনার সহিত এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, 'আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না ও যাহারা আপনার সহিত যুদ্ধ করে তাহাদিগকে সাহায্য করিব না।' তিনি তাহার পথ ছাড়িয়া দিলেন। সে তাহার সঙ্গীগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে তোমাদের নিকট আসিয়াছি। তারপর হযরত জাবের (রাঃ) সালাতুল খাওফের উল্লেখ করিয়াছেন।

সাহাবা (রাঃ)দের তাওয়াক্কুল

হযরত আলী (রাঃ)এর তাওয়াক্কুল

ইয়াহইয়া ইবনে মুররাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) রাত্রিবেলা মসজিদে যাইয়া নফল নামায পড়িতেন। আমরা তাঁহাকে পাহারা দিতে আসিলাম। তিনি নামায শেষে আমাদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেন বসিয়া আছ? আমরা বলিলাম, আপনাকে পাহারা দিতেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আসমানবাসী হইতে আমাকে পাহারা দিতেছ, না যমীনবাসী হইতে? আমরা উত্তর দিলাম, বরং যমীনবাসী হইতে। তিনি বলিলেন, যমীনে কিছুই ঘটিতে পারে না যতক্ষণ না আসমানে উহার ফয়সালা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন যাহারা তাহার বিপদ আপদ কে দূর করেন ও তাহাকে হেফাযত করেন, যতক্ষণ না তাক্দীর উপস্থিত হয়। আর যখন তাক্দীরের লেখনী উপস্থিত হয় তখন তাঁহারা তাক্দীর ও উক্ত ব্যক্তির মধ্য হইতে সরিয়া যান। আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে আমার উপর একটি মজবুত ঢাল রহিয়াছে। যখন আমার মৃত্যুর সময় আসিবে তখন উহা সরিয়া যাইবে। কেহ ঈমানের স্বাদ লাভ করিতে পারিবে না যতক্ষণ না সে এই বিশ্বাস রাখিবে যে, যে বিপদ আসিবার তাহা টলিবে না আর যাহা টলিবার তাহা কখনও তাহার উপর আসিবে না।' (আবু দাউদ)

হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জীবনের শেষ রাত্রিতে হযরত আলী (রাঃ) অস্থির হইয়া পড়িলেন। ইহাতে তাঁহার পরিবারস্থ লোকজন শঙ্কিত হইলেন ও একে অপরকে গোপনে সংবাদ

দিয়া তাহার নিকট সমবেত হইলেন এবং তাঁহাকে (ঘর হইতে বাহির না হইবার জন্য) কসম দিলেন। তিনি বলিলেন, 'প্রত্যেক বান্দার সহিত দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা বিপদ–আপদকে দূর করিতে থাকেন যতক্ষণ না তাক্দীর উপস্থিত হয়। যখন তাক্দীরের লেখনী উপস্থিত হয় তখন তাহার ও তাক্দীরের মধ্য হইতে তাহারা সরিয়া যান।' তারপর তিনি মসজিদের উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হইলেন ও শাহাদাত বরণ করিলেন। (ইবনে আসাকির ও আবু দাউদ)

আবু মিজলায (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আলী (রাঃ) মসজিদে নামায পড়িতেছিলেন, এমন সময় মুরাদ গোত্রীয় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, আপনি সাবধান হউন, কারণ মুরাদ গোত্রীয় কতিপয় লোক আপনাকে কতল করিতে চাহিতেছে। তিনি বলিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন, যাহারা তাক্দীর ব্যতীত সকল বিপদ–আপদ হইতে তাহাকে হেফাযত করিয়া থাকেন। আর যখন তাক্দীর উপস্থিত হয় তখন তাহারা তাক্দীর ও তাহার মধ্য হইতে সরিয়া যান। আর মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময় একটি মজবুত ঢাল।' (ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির)

ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসীর (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ)কে কেহ বলিল, আমরা আপনাকে পাহারা দিব কি? তিনি বলিলেন, "মানুষকে তাহার সুনির্দিষ্ট মৃত্যুর সময়ই পাহারা দিতেছে।" (আবু নুআঈম)

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, দুই ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট বিবাদ মিমাংসার জন্য আসিল। তিনি একটি দেয়ালের নিচে বসিলেন। এক ব্যক্তি বলিল, আমীরুল মুমিনীন, দেয়াল ধ্বসিয়া পড়িতেছে! তিনি বলিলেন, যাও, হেফাযতের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তারপর উভয়ের মধ্যে মিমাংসা করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা উঠিয়া যাইবার পর দেয়ালটি পড়িয়া গেল। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর তাওয়াক্কুল

আবু যাব্ইয়াহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইলে হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁহাকে দেখিতে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার অসুখ কি? তিনি বলিলেন, আমার গুনাহ্। জিজ্ঞাসা

করিলেন, কোন খাহেশ আছে কি? বলিলেন, আমার পরওয়ারদিগারের রহমতের খাহেশ। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার জন্য কোন ডাক্তার ডাকিব কি? তিনি বলিলেন, ডাক্তারইত আমাকে অসুখ দিয়াছে। বলিলেন, আপনার জন্য কোন অনুদানের কথা বলিব কি? তিনি জবাব দিলেন, আমার উহার প্রয়োজন নাই। তিনি বলিলেন, আপনার পরে আপনার মেয়েদের কাজে লাগিবে। জবাব দিলেন, আপনি কি আমার মেয়েদের জন্য অভাবের আশঙ্কা করিতেছেন? আমি আমার মেয়েদিগকে প্রত্যহ রাত্রিতে সূরায়ে ওয়াকেয়া পড়িতে বলিয়াছি। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ রাত্রে সূরায়ে ওয়াকেয়া পড়িবে তাহার কখনও অভাব হইবে না। (ইবনে আসাকির)

পূর্বে সর্বপ্রকার রোগের উপর সবরের বর্ণনায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ) সম্পর্কেও সূরায়ে ওয়াকেয়ার উল্লেখ ব্যতিরেকে অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা

তাক্বদীর সম্পর্কে সাহাবা(রাঃ)দের বিভিন্ন উক্তি

হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমার পছন্দনীয় অথবা অপছন্দনীয় যে কোন অবস্থায়ই আমার সকাল হোক না কেন আমি উহার কোন পরওয়া করি না। কারণ আমি জানি না, মঙ্গল কি আমার পছন্দের মধ্যে নিহিত আছে, না আমার অপছন্দের মধ্যে। (কান্‌য)

হযরত হাসান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কেহ হযরত আলী (রাঃ)কে বলিল যে, হযরত আবু যার (রাঃ) বলিয়াছেন, দারিদ্রতা আমার নিকট সচ্ছলতা অপেক্ষা পছন্দনীয়, অসুস্থতা আমার নিকট সুস্থতা অপেক্ষা প্রিয়। তিনি বলিলেন, আল্লাহ পাক আবু যারের উপর রহম করুন। আমি বলিব, যে ব্যক্তি তাহার জন্য আল্লাহ্‌র উত্তম নিবার্চনের উপর নিজেকে সঁপিয়া দেয়, সে আল্লাহ্‌র নির্বাচিত অবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থার কখনও আকাঙ্খা করে না। আর ইহাই তাক্বদীর সংঘটিত অবস্থার উপর রাজী থাকার সীমারেখা। (ইবনে আসাকির)

ইবনে আসাকিরের অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী

(রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের ফায়সালা মোতাবেক আগত অবস্থার উপর রাজী থাকে সে সওয়াব লাভ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের ফয়সালা মোতাবেক আগত অবস্থার উপর রাজী থাকে না তাহার নেক আমল বরবাদ হইয়া যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি এই আফসোস করিবে যে, হায়! যদি সে দুনিয়াতে জীবন ধারণ পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিত! দুনিয়ার সকাল–সন্ধ্যা যে কোন অবস্থায় কাটে উহাতে শুধু মনের সামান্য কষ্ট ব্যতীত কাহারো আর কোন ক্ষতি হয় না। আল্লাহ্ পাকের ফয়সালাকৃত বিষয়ে "হায় এমন যদি না হইত" বলা অপেক্ষা উত্তম হইল, কেহ জ্বলন্ত কয়লা মুখে ধারণ করে যতক্ষণ না উহা নিভিয়া যায়। (আবু নুআঈম)

তাক্বওয়া

তাক্বওয়া সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

কুমাইল ইবনে যিয়াদ (রহঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত আলী (রাঃ)এর সঙ্গে বাহির হইলাম। তিনি এক ময়দানে পৌঁছিয়া একটি কবরস্থানের দিকে ফিরিলেন এবং বলিলেন, হে ক্ববরবাসী, হে জরা–জীর্ণ, হে নির্জনবাসী, তোমাদের কি খবর? আমাদের খবর তো এই যে, (তোমাদের পরিত্যাক্ত) ধন–সম্পদ বন্টন হইয়া গিয়াছে, সন্তানাদি এতীম হইয়া গিয়াছে, স্ত্রীগণ অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতো আমাদের খবর। তোমাদের খবর কি? তারপর আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, হে কুমাইল, যদি তাহাদের জবাব দিবার অনুমতি থাকিত তবে তাহারা বলিত, উত্তম সম্বল তাক্বওয়া। অতঃপর তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, হে কুমাইল, কবর হইল আমলের সিন্দুক। মৃত্যুর সময় সব জানিতে পারিবে। (ইবনে আসাকির)

কায়েস ইবনে আবি হাযিম (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা (জাহেরী) তাক্বওয়া অপেক্ষা আমল কবুল হওয়ার এহ্তেমাম কর। কারণ তাক্বওয়ার সহিত আমল কখনও কম হয় না। আর যে আমল কবুল হইয়াছে উহা কিরূপে কম হইবে? (আবু নুআঈম)

আব্দে খায়ের (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তাকওয়ার সহিত আমল কম হয় না। আর যে আমল কবুল হইয়াছে উহা কিরূপে কম (বলিয়া গণ্য) হইবে? (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক আমার কোন্ আমল কবুল করিতেছেন ইহা জানিতে পারা আমার নিকট যমীন ভরা স্বর্ণ অপেক্ষা প্রিয়। (ইবনে আসাকির)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, জ্ঞানবান ও হুঁশিয়ার লোকদের নিদ্রা যাওয়া ও রোযা ভঙ্গ করা কতই না উত্তম। তাহারা অজ্ঞ ও বেওকুফদের রাত্রি জাগরণ ও রোযা রাখাকে দোষ দেয় কিরূপে! অথচ তাকওয়া ও একীনওয়ালা ব্যক্তির ক্ষুদ্রতম নেক আমল মূর্খলোকদের এবাদত অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বড়, উত্তম ও পাহাড়সমূহ অপেক্ষা ভারী। (আবু নুআঈম)

ইবনে আবি হাতেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক আমার কোন একটি নামায কবুল করিয়াছেন ইহা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত জানিতে পারা আমার নিকট দুনিয়া ও তন্মধ্যে অবস্থিত সকল জিনিষ অপেক্ষা প্রিয়। কারণ আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন—

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তায়ালা মুত্তাকীদের আমলই কবুল করিয়া থাকেন। (সুতরাং কাহারো আমল কবুল হওয়া তাহার মুত্তাকী হওয়ার প্রমাণ।)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের যে কেহ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কোন (হারাম) বস্তুকে ত্যাগ করে, তবে আল্লাহ্ তায়ালা ধারণাতীত রূপে উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু তাহাকে দান করেন। আর যে, কেহ সাধারণ মনে করিয়া কোন হারাম বস্তু গ্রহণ করে তবে আল্লাহ্ পাক তাহার জন্য ধারণাতীত রূপে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করেন। (কান্য)

খোদা ভীতি

সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোদা ভীতি

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি দেখিতেছি বার্ধক্যে উপনীত হইয়া গিয়াছেন! তিনি উত্তর দিলেন, সূরা হুদ, ওয়াকেয়া, ওয়াল মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলূন ও ইযাশ্‌শামসু কুব্বেরাত আমাকে বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার বার্ধক্য আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি উত্তর দিলেন, সূরা হুদ ও উহার সাদৃশ্য সূরাগুলি অর্থাৎ সূরা ওয়াকেয়া, আম্মা ইয়াতাসা আলূন ও ইযাশ্‌শামসু কুব্বেরাত আমাকে বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছে। (বাইহাক্বী)

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কিরূপে আয়েশ করিতে পারি, অথচ শিঙ্গাওয়ালা (ফেরেশতা) কখন তাহার প্রতি আদেশ হইবে এই অপেক্ষায় শিঙ্গা মুখে পুরিয়া লইয়াছে, কপাল ঝুকাইয়া ফেলিয়াছে ও কান খাড়া করিয়াছে। মুসলমানগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা কি পড়িব? তিনি বলিলেন, পড়—

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থ ঃ আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনিই উত্তম সাহায্যকারী আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করিলাম। (আহমাদ ও তিরমিযী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ক্বারীকে

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমাদের নিকট শিকলসমূহ ও অগ্নিকুণ্ড রহিয়াছে।

পড়িতে শুনিয়া বেহুঁশ হইয়া গেলেন। (কান্‌য)

সাহাবা (রাঃ)দের খোদাভীতি

এক আনসারী যুবকের খোদাভীতি

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক আনসারী যুবকের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় পয়দা হইল। সে দোযখের আলোচনা শুনিয়া কাঁদিত। তাহার এই ভয় ও কান্নাকাটি তাহাকে ঘরে আবদ্ধ করিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার সম্পর্কে আলোচনা হইলে তিনি তাহার বাড়ীতে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। আর এই অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হইয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের সঙ্গীকে (জানাযার জন্য) প্রস্তুত কর। ভয় তাহার কলিজাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছে। (বাইহাক্বী)

হযরত হোযাইফা (রাঃ) হইতেও উক্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট আসিলেন। তাঁহার প্রতি যুবকের দৃষ্টি পড়িতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, আর এই অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হইয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের সঙ্গীকে (জানাযার জন্য) প্রস্তুত কর। দোযখের ভয় তাহার কলিজাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছে। সেই পাক যাতের ক্বসম, যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে দোযখ হইতে পানাহ্ দিয়াছেন। যে যাহার আশা করে সে উহা পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর যে কোন জিনিষকে ভয় করে সে উহা হইতে পলায়ন করিয়া থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াত নাযিল করিলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

অর্থ ঃ ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদিগকে ও তোমাদের পরিজনদিগকে

সেই অগ্নি হইতে রক্ষা কর—যাহার ইন্ধন মানুষ ও প্রস্তরসমূহ হইবে।

তখন একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা তাঁহার সাহাবাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিলেন। এক যুবক উহা শুনিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মুবারক তাহার দিলের উপর রাখিয়া দেখিলেন, স্পন্দন বাকি আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে যুবক, বল, লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ। সে উহা বলিল। তিনি তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিলেন। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এই সুসংবাদ কি আমাদের মধ্য হইতে শুধু তাহারই জন্য? তিনি বলিলেন, তোমরা কি আল্লাহ্ তায়ালার কালাম শুন নাই—

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدِ ـ

অর্থ ঃ ইহা উহাদের প্রত্যেকের জন্য যাহারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে। (তারগীব)

হযরত ওমর (রাঃ)এর ভয় ও আশা

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার অসুস্থ হইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিতে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ওমর, নিজকে কেমন পাইতেছ? তিনি বলিলেন, আমি আশা করিতেছি ও ভয় করিতেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মুমিনের অন্তরে যখন আশা আর ভয় একত্রিত হয় তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাহার আশার বস্তু তাহাকে দান করেন ও তাহার ভয়ের বস্তু হইতে তাহাকে নিরাপত্তা দান করেন। (বাইহাক্বী)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলিয়াছেন, দেখিতেছ না, আল্লাহ তায়ালা কঠোরতার আয়াতের সহিত নম্রতার আয়াত, নম্রতার আয়াতের সহিত কঠোরতার আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন? যেন মুমিন (তাহার রহমতের প্রতি) আগ্রহী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

(তাহার আযাবের কথা স্মরণ করিয়া) ভীতও হয়। সুতরাং সে আল্লাহ্র নিকট অন্যায় আশা করিবে না এবং নিজেকে আপন হাতে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিবে না। (কান্‌য)

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর খোদা ভীতির আরো ঘটনাবলি খলীফাদের খোদা ভীতির বর্ণনায় উল্লেখ হইয়াছে।

হযরত ওসমান (রাঃ)এর ভয়

আব্দুল্লাহ্ ইবনে রূমী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার অবস্থান যদি বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে হয়, আর আমি জানিনা যে, কোন্ দিকে আমার জন্য আদেশ হইবে তবে উহা জানিবার পূর্বেই আমি নিজের জন্য ছাই হইয়া যাওয়া শ্রেয় মনে করিব। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর ভয়

কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জার্‌রাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয়, যদি আমি একটি ভেড়া হইতাম, আর আমার মালিক আমাকে জবাই করিয়া আমার গোশত খাইয়া ফেলিত, আর আমার শুরুয়া পান করিয়া ফেলিত।

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)এর ভয়

কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলিয়াছেন, হায়, আমি যদি কোন টিলার উপর ছাই হইয়া পড়িয়া থাকিতাম আর জোর বাতাসের দিন বাতাস আমাকে উড়াইয়া ছড়াইয়া দিত। (মুনতাখাব)

কাতাদাহ্ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলিয়াছেন, হায়, আমি যদি ছাই হইতাম, আর বাতাস আমাকে উড়াইয়া দিত। (ইবনে সা'দ)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর ভয়

আমের ইবনে মাসরুক্ব (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সম্মুখে বলিল, আমি আসহাবে ইয়ামীনদের (অর্থাৎ ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্ত সাধারণ মুমিনীনদের) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর সন্তুষ্ট নহি বরং আমি তো মুকাররাবীনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে অধিক পছন্দ করি। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু এইখানে এক ব্যক্তি আছে, যাহার পছন্দ হইল, মৃত্যুর পর যদি তাহার পুনরুত্থান না হইত। অর্থাৎ এই কথা তিনি নিজের সম্পর্কে বলিলেন। (আবু নুআঈম)

অপর এক রেওয়ায়াতে হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি আমাকে বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝখানে দাঁড় করানো হয় আর বলা হয় যে, তোমাকে এখতিয়ার দেওয়া হইল, বেহেশত ও দোযখের যে কোন একটি তোমার অধিক পছন্দ হয় বাছিয়া লও অথবা ছাই হইয়া যাও, তবে আমি ছাই হইয়া যাওয়াকেই পছন্দ করিব। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু যার (রাঃ)এর ভয়

হযরত আবু যার (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, খোদার ক্বসম আমি যাহা জানি যদি তোমরা তাহা জানিতে তবে তোমরা তোমাদের বিবিদের সহিত হাসি–তামাশা করিতে না এবং তোমাদের বিছানায় আরাম করিতে না। খোদার ক্বসম, আমার ইচ্ছা হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে যে দিন সৃষ্টি করিয়াছেন সেদিন যদি তিনি আমাকে এমন একটি বৃক্ষরূপে সৃষ্টি করিতেন যাহা কাটিয়া ফেলা হয় এবং উহার ফল খাওয়া হয়। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু দারদা ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ভয়

হিযাম ইবনে হাকীম (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, মৃত্যুর পর তোমরা যাহা দেখিবে তাহা যদি তোমরা জানিতে তবে মনের মত খানা খাইতে না, মনের মত পান করিতে না। আর না ছায়া

গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করিতে। বরং বুক চাপড়াইয়া নিজের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে ময়দানের দিকে বাহির হইয়া পড়িতে। হায়, আমি যদি বৃক্ষ হইতাম, যাহা কাটিয়া খাইয়া ফেলা হয়। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, হায়, আমি যদি আমার পরিবারের একটি ভেড়া হইতাম। তাহাদের ঘরে মেহমান আসিত, আর তাহারা আমার গলায় ছুরি চালাইয়া আমাকে জবাই করিত। তারপর নিজেরা খাইত আর (মেহমানকে) খাওয়াইয়া ফেলিত। (ইবনে আসাকির)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, হায়, আমি যদি এই খাম্বা হইতাম। (ইবনে সা'দ)

হযরত মুআয (রাঃ)এর ভয়

তাউস (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) আমাদের এলাকায় আসিলেন। আমাদের মুরুব্বিশ্রেণীর লোকরা বলিলেন, আপনি যদি বলেন, তবে আমরা এই পাথর ও কাঠ দ্বারা আপনার জন্য একটি মসজিদ বানাইয়া দিব। তিনি জবাব দিলেন, আমার এই আশঙ্কা হয় যে, কেয়ামতের দিন আমাকে উহা পিঠের উপর বহন করিবার আদেশ না করা হয়। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ভয়

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কা'বা শরীফের ভিতর প্রবেশ করিলেন, আমি তাঁহাকে সেজদারত অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছি যে, (আয় আল্লাহ্) আপনি অবশ্যই জানেন, কোরাইশের সহিত এই দুনিয়া লইয়া ঝগড়া করা হইতে আপনার ভয়ই আমাকে বিরত রাখিয়াছে। (আবু নুআঈম)

আবু হাযিম (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বেহুঁশ অবস্থায় পড়িয়া থাকা ইরাকবাসী এক লোকের নিকট দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কি হইয়াছে? লোকেরা বলিল, ইহার সম্মুখে কোরআন পড়া হইলে তাহার এই অবস্থা হয়। তিনি বলিলেন, আমরাও অবশ্যই আল্লাহ্কে ভয় করি কিন্তু (এইরূপ বেহুঁশ হইয়া) পড়িয়া যাই না। (আবু নুআঈম)

হযরত সাদ্দাদ (রাঃ)এর ভয়

হযরত সাদ্দাদ ইবনে আওস আনসারী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন বিছানায় যাইতেন, এপাশ ওপাশ করিতেন, তাহার ঘুম আসিত না, তখন তিনি বলিতেন, আয় আল্লাহ্, আগুনের ভয় আমার ঘুম উড়াইয়া দিয়াছে। তারপর উঠিয়া সকাল পর্যন্ত নামায পড়িতে থাকিতেন। (আবু নুআঈম)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ভয়

আমর ইবনে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, খোদার ক্বসম, আমার ইচ্ছা হয়, আমি যদি একটি বৃক্ষ হইতাম। খোদার ক্বসম, আমার ইচ্ছা হয়, আমি যদি একটি মাটির ডেলা হইতাম। খোদার ক্বসম, আমার ইচ্ছা হয় যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে কখনও কিছুই সৃষ্টি না করিতেন। (ইবনে সা'দ)

ইবনে আবি মুলাইকাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ইন্তেকালের পূর্বে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার নিকট গেলেন এবং প্রশংসা করিতে যাইয়া বলিলেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন, হে আল্লাহ্র রাসূলের বিবি। আপনি ব্যতীত আর কোন কুমারীকে তিনি বিবাহ করেন নাই। আসমান হইতে আপনার পবিত্রতা (সম্পর্কে আয়াত) নাযিল হইয়াছে। তাহার চলিয়া যাওয়ার পর হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) গেলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমার প্রশংসা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ আমি কাহারো নিকট আমার প্রশংসা শুনিতে চাহি না, বরং আমার ইচ্ছা হয়, হায়, আমি যদি একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতাম। (ইবনে সা'দ)

ক্রন্দন

সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রন্দন

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে বলিলেন, আমাকে কোরআন পড়িয়া শুনাও। আমি

বলিলাম, আমি আপনাকে কুরআন পড়িয়া শুনাইব? অথচ আপনারই উপর কুরআন নাযিল হইয়াছে! তিনি বলিলেন, অপরের নিকট হতে শুনিতে আমার ভাল লাগে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি সূরা নিসা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। আমি যখন এই আয়াত—

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ شَهِيْدًا.

অর্থ ঃ সুতরাং ঐ সময়েই বা কি অবস্থা হইবে? যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে এক একজন সাক্ষী উপস্থাপিত করিব, এবং আপনাকে তাহাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব।

পর্যন্ত পৌছিলাম, তিনি বলিলেন, যথেষ্ট হইয়াছে। আমি তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। (বুখারী)

সাহাবা (রাঃ)দের ক্রন্দন

আসহাবে সুফফাদের ক্রন্দন

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত—

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ

অর্থ ঃ তবে কি তোমরা এই কথায় বিস্মিত হইতেছ, এবং হাসিতেছ, আর কাঁদিতেছ না?

নাযিল হইল, আসহাবে সুফ্ফা (রাঃ) এমনভাবে কাঁদিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের কান্নার আওয়াজ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাদের সহিত কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনের দরুন আমরাও কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদিবে সে দোযখে প্রবেশ করিবে না, আর যে ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজ (তওবা ব্যতীত) বারংবার করিতে থাকে সে বেহেশতে প্রবেশ

করিবে না। আর তোমরা যদি গুনাহ্ না কর, তবে আল্লাহ্ তায়ালা এমন জাতি পয়দা করিবেন, যাহারা গুনাহ্ করিবে অতঃপর তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। (বাইহাকী)

একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির ক্রন্দন

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত—

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

অর্থ ঃ উহার ইন্ধন মানুষ ও প্রস্তর সম্পহ হইবে।

তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, দোযখের আগুনকে এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করার পর উহা লাল বর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করা হইলে উহা সাদা বর্ণ ধারণ করিয়াছে। পুনরায় এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করার পর উহা কালো বর্ণ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে উহা কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। উহার শিখা কখনও নির্বাপিত হয় না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তি বসিয়াছিল। সে উচ্চস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অবতীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সম্মুখে এই ক্রন্দনরত ব্যক্তিটি কে? তিনি জবাব দিলেন, হাবশাবাসী এক ব্যক্তি। এবং তাহার প্রশংসা করিলেন। জিব্রাঈল (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা বলিতেছেন, আমার ইজ্জতের ক্বসম, আমার জালালের ক্বসম এবং আপন আরশের উপর আমার উচ্চাসনের ক্বসম, যে কোন বান্দার চক্ষু দুনিয়াতে আমার ভয়ে ক্রন্দন করিবে আমি বেহেশতে তাহার হাস্যকে বৃদ্ধি করিয়া দিব।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ক্রন্দন

হযরত কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রহঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে (মদীনায়) আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)কে

তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পাইলাম। দেখিলাম, তিনি আল্লাহ্ তায়ালার উত্তম প্রশংসা করিলেন ও অত্যাধিক ক্রন্দন করিলেন। (মুনতাখাব)

হযরত ওমর (রাঃ)এর ক্রন্দন

হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) জুমআর খোতবায় সূরা কুব্বেরাত পড়িতেছিলেন। যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌছিলেন—

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

অর্থ ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আমল সমূহ জানিতে পারিবে যাহা লইয়া সে আসিয়াছে।

তখন কান্নার দরুন সূরা শেষ করিতে পারিলেন না।

হাসান (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একদিন এই আয়াত পড়িলেন—

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আপনার রব্বের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হইবে, উহাকে কেহই টলাইতে পারিবে না।

এবং ভয়ের চোটে তাঁহার শরীর এরূপ ফুলিয়া গেল যে, বিশ দিন পর্যন্ত তিনি অসুস্থ রহিলেন।

ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাদিগকে ফজরের নামায পড়াইলেন। নামাযে তিনি সূরা ইউসুফ আরম্ভ করিলেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌছিলেন—

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

অর্থ ঃ আর শোকে তাঁহার চক্ষুদ্বয় সাদা হইয়া গেল, এবং তিনি শোক সংবরণ করিতে ছিলেন।

কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। (কান্নার দরুন) আর সম্মুখে পড়িতে পারিলেন

না। সুতরাং রুকু করিলেন। (মুনতাখাব)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে হাদ (রহঃ) বলেন, ফজরের নামাযে আমি সর্বশেষ কাতার হইতে হযরত ওমর (রাঃ)এর কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাইতেছিলাম। তিনি সূরা ইউসূফ পড়িতেছিলেন। যখন এই আয়াতে পৌঁছিলেন—

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

অর্থ ঃ 'আমি আমার শোক ও দুঃখের অভিযোগ কেবল আল্লাহ্র সমীপেই করিতেছি।'

কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। (মুন্তাখাব)

হিশাম ইবনে হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) কোন আয়াত পড়িতে যাইয়া কখনও কান্নায় তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিত। আর তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িয়া যাইতেন। তারপর ঘরে পড়িয়া থাকিতেন। আর লোকেরা তাঁহাকে অসুস্থ মনে করিয়া দেখিতে যাইত। (আবু নুআঈম)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর ক্রন্দন

হযরত ওসমান (রাঃ)এর গোলাম হানী (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) যখন কোন ক্ববরের নিকট দাঁড়াইতেন, কাঁদিয়া দাড়ি ভিজাইয়া ফেলিতেন। কেহ তাঁহাকে বলিল, আপনি বেহেশত ও দোযখের কথা শুনিয়া এত কাঁদেন না, ক্ববরের কথায় এত কাঁদেন কেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, ক্ববর আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যে প্রথম মনযিল। যে ব্যক্তি এই মনযিলে নাজাত পাইয়া যাইবে পরবর্তী মনযিলগুলি তাহার জন্য অতি সহজ হইবে। আর যে ব্যক্তি এইখানে আটকা পড়িয়া যাইবে পরবর্তীগুলি তাহার জন্য আরও কঠিন হইবে। তিনি আরো বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, ক্ববর অপেক্ষা ভয়ানক দৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই। হানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে কবরের নিকট এই কবিতা পাঠ করিতে শুনিয়াছি—

فَاِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِىْ عَظِيْمَةٍ ؛ وَاِلَّا فَاِنِّىْ لَا اِخَالُكَ نَاجِيًا

অর্থাৎ–তুমি যদি কবরে নাজাত পাইয়া যাও তবে বড় বিপদ হইতে নাজাত পাইয়া গেলে। অন্যথা তুমি নাজাত পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

হযরত মুআয (রাঃ)এর ক্রন্দন

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)এর নিকট যাইয়া দেখিলেন, তিনি কাঁদিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন কাঁদিতেছ? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে একটি হাদীস শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, সামান্যতম রিয়াও শিরক। আর আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় বান্দা তাহারাই যাহারা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলে এবং নিজেকে এরূপ গোপন রাখে যে, অনুপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে কেহ তালাশ করে না আর উপস্থিত হইলে কেহ চিনে না। ইহারাই হেদায়াতের ইমাম ও এলমের চেরাগ।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ক্রন্দন

কাসেম ইবনে আবি বায্যাহ্ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এমন একব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যিনি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে শুনিয়াছেন যে, তিনি সূরা মুতাফ্ফিফীন তেলাওয়াত করিতে যাইয়া যখন এই আয়াতে পৌছিলেন—

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ .... يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ ঃ যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হইবে বিশ্ব পালনকর্তার সম্মুখে।

কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িয়া গেলেন এবং (কান্নার দরুন) সম্মুখে আর পড়িতে পারিলেন না। (আবু নুআঈম)

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) যখনই সূরা বাকারার এই শেষ দুই আয়াত পড়িতেন—

اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

অর্থ ঃ 'যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব লইবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।'

কাঁদিতেন, আর বলিতেন, এই হিসাব বড় কঠিন। (আহমাদ)

নাফে' (রহঃ) হইতে আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখন এই আয়াত পড়িতেন—

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

অর্থ ঃ যাহারা মুমিন, তাহাদের জন্য কি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে উহার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসে নাই?

এত কাঁদিতেন যে, কান্না থামাইতে সক্ষম হইতেন না। (আবু নুআঈম)

ইউসুফ ইবনে মাহাক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত হযরত ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি আপন সঙ্গীদিগকে ওয়াজ করিতে ছিলেন। আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)এর প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। (ইবনে সা'দ)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রাঃ) এই আয়াত শেষ পর্যন্ত পড়িলেন—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

অর্থ ঃ 'সুতরাং ঐ সময়ইবা কি অবস্থা হইবে? যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে এক একজন সাক্ষী উপস্থাপিত করিব, এবং আপনাকে তাহাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব।

শুনিয়া হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) এত কাঁদিলেন যে, চোখের পানিতে তাহার দাড়ি ও বুক ভাসিয়া গেল। বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর পার্শ্ববর্তী লোকটি বর্ণনা করিয়াছে যে, আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, ওবায়েদ ইবনে ওমায়েরকে দাঁড়াইয়া বলি যে, আপনার ওয়াজ বন্ধ করুন, আপনি তো এই শায়েখকে কষ্ট দিতেছেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ক্রন্দন

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি মুলাইকা (রহঃ) বলেন, মক্কা হইতে মদীনা যাওয়ার পথে আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর সহিত ছিলাম। যখন কোন জায়গায় অবস্থান করিতেন, অর্ধরাত্রি এবাদতে কাটাতেন। বর্ণনাকারী আইয়ূব (রহঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কোরআন পড়া কেমন হইত? বলিলেন, একবার তিনি এই আয়াত পড়িলেন—

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

অর্থ ঃ 'আর মৃত্যুকষ্ট প্রকৃতপক্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; ইহা সেই বস্তু যাহা হইতে তুমি এড়াইয়া চলিতে।

তিনি উক্ত আয়াতকে তরতীলের সহিত ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিলেন এবং কান্নার পরিমাণ বাড়াইতে লাগিলেন। (আবু নুআঈম)

আবু রাজা (রহঃ) বলেন, (অধিক পরিমাণে ক্রন্দনের দরুন) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর এই জায়গা অর্থাৎ চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইবার জায়গায় পুরাতন সুতার ন্যায় (দাগ) হইয়া গিয়াছিল। (আবু নুআঈম)

হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর ক্রন্দন

ওসমান ইবনে আবি সাওদাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামেত (রাঃ)কে মসজিদের এই দেয়ালের উপর দেখিয়াছি, যাহার অপর দিক ওয়াদিয়ে জাহান্নাম নামে অভিহিত। তিনি উহার উপর নিজের বুক রাখিয়া কাঁদিতেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবুল ওয়ালীদ, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, এই সেই জায়গা যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নাম দেখিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছেন। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে আমর (রাঃ)এর ক্রন্দন

ইয়া'লা ইবনে আতা (রহঃ) তাহার মাতা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ)এর জন্য সুরমা বানাইতেন। হযরত ইবনে

আমর (রাঃ) অধিক পরিমাণে কান্নাকাটি করিতেন। কখনো আপন ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কাঁদিতে থাকিতেন। অধিক কান্নার দরুন তাঁহার চক্ষু হইতে পুঁজ নির্গত হইত। ইয়ালা ইবনে আতা (রহঃ) বলেন, আমার মা তাঁহার জন্য সুরমা তৈয়ার করিয়া দিতেন। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ)এর ক্রন্দন

মুসলিম ইবনে বিশ্‌র (রহঃ) বলেন, হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) তাঁহার অসুখের সময় কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু হোরাইরা, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের এই দুনিয়ার জন্য কাঁদিতেছি না। আমি তো এই জন্য কাঁদিতেছি যে, আমার সফর অতি দীর্ঘ কিন্তু সম্বল অতি কম। আমি অদ্য এমন এক টিলার উপর অবস্থান করিতেছি, যাহা বেহেশত ও দোযখের দিকে নামিয়া গিয়াছে। জানিনা, আমাকে কোন্ দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। (ইবনে সা'দ)

চিন্তা-ভাবনা ও উপদেশ গ্রহণ

সাহাবা (রাঃ)দের চিন্তা-ভাবনা ও উপদেশ গ্রহণ

হযরত আবু রায়হানা (রাঃ)এর চিন্তা-ভাবনা

হযরত আবু রায়হানা (রাঃ)এর গোলাম বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত আবু রায়হানা (রাঃ) জেহাদ হইতে ফিরিয়া রাত্রের খানা খাইলেন। তারপর অযূ করিয়া আপন মুসল্লার উপর নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং সূরা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মুআযযিন ফজরের আযান দেওয়া পর্যন্ত নিজ স্থানে নামাযে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার স্ত্রী বলিলেন, হে আবু রায়হানা, আপনি জেহাদ করিয়াছেন এবং ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। আপনার উপর আমাদের কি কোন হক নাই? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই, খোদার কসম; কিন্তু যদি তোমার কথা স্মরণ থাকিত তবে অবশ্যই আমার উপর তোমার হক হইত। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি জিনিষ আপনাকে আমার কথা ভুলাইয়া দিয়াছে? তিনি বলিলেন, বেহেশত ও উহার ভোগ বিলাস সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, উহার মধ্যে এরূপ চিন্তামগ্ন ছিলাম যে, মুআযযিনের আওয়াজে উহা ভঙ্গ হইল। (এসাবাহ)

হযরত আবু যার (রাঃ)এর চিন্তা

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে' (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু যার (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর তাঁহার এবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্যে হযরত উম্মে যার (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি আপনার নিকট এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছি যে, আপনি আমাকে হযরত আবু যার (রাঃ)এর এবাদাত সম্পর্কে বলিবেন। বলিলেন, তিনি সারা দিন শুধু চিন্তা করিয়া কাটাইতেন। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর চিন্তা ও উপদেশ গ্রহণ

আওন ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উতবা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত উম্মে দারদা (রাঃ)কে হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর সর্বোৎকৃষ্ট আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাঁহার (সর্বোৎকৃষ্ট আমল) চিন্তা করা ও শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করা ছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উম্মে দারদারেকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর সর্বাধিক আমল কি ছিল? তিনি বলিলেন, শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ। (আবু নুআঈম)

সালেম ইবনে আবি জা'দাহ্ (রহঃ) হইতেও অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে হযরত উম্মে দারদা (রাঃ) "চিন্তা করা" বলিয়াছেন। (আবু নুআঈম)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, সামান্য সময় চিন্তা করা সারারাত এবাদত অপেক্ষা উত্তম।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, কিছুলোক আছে যাহারা মঙ্গলের চাবি ও অমঙ্গলের জন্য তালাস্বরূপ। ইহার বিনিময়ে তাহাদের জন্য সওয়াব রহিয়াছে। আর কতিপয় লোক অমঙ্গলের চাবি ও মঙ্গলের জন্য তালা স্বরূপ। আর ইহার বিনিময়ে তাহাদের জন্য রহিয়াছে গুনাহের বোঝা। সামান্য সময় চিন্তা করা সারারাত্র এবাদত অপেক্ষা উত্তম। (কান্‌য)

হাবীব ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) জেহাদে যাইবার এরাদা করিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল,

আমাকে নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, তুমি সুখের সময় আল্লাহ্‌কে ইয়াদ করিও, তিনি দুঃখের সময় তোমাকে স্মরণ রাখিবেন। দুনিয়ার কোন জিনিষের প্রতি যখন তোমার মন আকৃষ্ট হয় তখন উহার (অর্থাৎ দুনিয়ার জিনিষের) পরিণতির প্রতি চিন্তা করিও। (আবু নুআঈম)

সালেম ইবনে আবি জা'দাহ (রহঃ) বলেন, কর্মরত দুইটি (হালের) বলদ হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট দিয়া যাইতেছিল। একটি কাজ করিতে লাগিল, আর অপরটি থামিয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, ইহার মধ্যেও শিক্ষণীয় জিনিষ রহিয়াছে। (অর্থাৎ যে থামিয়া গেল সে কৃষকের মার খাইল, আর যে কাজ করিতেছিল সে মার খাইল না। (আবু নুআঈম)

নফসের মুহাসাবা (হিসাব গ্রহণ)

মুহাসাবা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর গোলাম বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর খাতিরে নিজের নফসের উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে আপন অসন্তুষ্টি হইতে নিরাপদ রাখিবেন। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

সাবিত ইবনে হাজ্জাজ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদিগকে ওজন করা হইবার পূর্বে তোমরা নিজের নফসের ওজন কর। তোমাদের হিসাব লওয়া হইবার পূর্বে আপন নফসের হিসাব লও। কারণ আগামীকালের (কেয়ামতের) হিসাব অপেক্ষা আপন নফসের হিসাব লওয়া তোমাদের জন্য অতি সহজ। বড় হাজিরির জন্য (তাক্‌ওয়া ও আমল দ্বারা) সুসজ্জিত হও।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ

অর্থ ঃ যেই দিন তোমাদিগকে (হিসাবের জন্য উপস্থিত করা হইবে,

তোমাদের কোন বিষয় গোপন থাকিবে না। (আবু নুআঈম)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর সহিত বাহির হইলাম। তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করিলেন। তিনি বাগানের ভিতরে ছিলেন। (আর আমি বাহিরে।) আমার ও তাঁহার মধ্যে দেয়ালের আড়াল ছিল। দেয়ালের অপর পার্শ্ব হইতে আমি শুনিতে পাইলাম, তিনি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আমীরুল মুমিনীন (হইয়াছ?), খোদার কসম, তুমি হয় আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিবে আর না হয় অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে আযাব দিবেন। (মুনতাখাব)

চুপ থাকা ও যবানের হেফাজত করা

সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুপ থাকা

ইমাম আহমাদ ও তাবরানী (রহঃ) সেমাক (রহঃ) হইতে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সেমাক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জাবের ইবনে সমুরাহ্ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তিনি অধিক সময় চুপ করিয়া থাকিতেন।

হযরত আবু মালেক আশজায়ী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা বলিয়াছেন, আমরা বালকগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসিতাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক নিরব থাকিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। তাঁহার সাহাবা (রাঃ) কথা বলিতেন। তাহাদের অনেক কথার পর তিনি একটু মুচ্‌কি হাসিতেন। (তাবারানী)

হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইলেন এবং আপন বাহনের উপর সওয়ার হইয়া চলিলেন। সাহাবা (রাঃ)ও তাঁহার সহিত ছিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন না। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করি যেন আপনার

(মৃত্যুর) দিনের পূর্বে আমাদের (মৃত্যুর) দিন আনয়ন করেন। যদি বিপরিত ঘটে—আল্লাহ্ এমন না দেখান—তবে আপনার পরে আমরা কি আমল করিব? হযরত মুআয (রাঃ) বলেন, তারপর আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার পিতা মাতা আপনার উপর কোরবান হউন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করিব কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র রাহে জেহাদ তো অতি উত্তম জিনিষ তবে লোকদের জন্য ইহা অপেক্ষা মজবুত জিনিষ রহিয়াছে। হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, রোযা ও সদকা? তিনি বলিলেন, রোযা ও সদকা অতি উত্তম জিনিষ তবে লোকদের জন্য ইহা অপেক্ষা মজবুত জিনিষ রহিয়াছে। হযরত মুআয (রাঃ) জানা মত সকল ভাল কাজের কথা একে একে উল্লেখ করিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বারই বলিলেন, তবে লোকদের জন্য ইহা অপেক্ষা মজবুত জিনিষ রহিয়াছে। হযরত মুআয (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, লোকদের জন্য ইহা অপক্ষো মজবুত জিনিষ কি রহিয়াছে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, ভাল কথা ব্যতীত চুপ থাকা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের জিহবা যে সকল কথা বলে উহার উপর কি আমাদিগকে পাকড়াও করা হইবে? রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাঃ)এর উরুর উপর চাপড় মারিয়া বলিলেন, তোমার মা তোমাকে হারাক,—এবং আরো যাহা আল্লাহ্ চাহিয়াছেন বলিয়াছেন—একমাত্র মানুষের মুখের কথাই তো তাহাদিগকে উপুড় করিয়া দোযখে ফেলিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে, আর না হয় মন্দ কথা হইতে চুপ থাকে। ভাল কথা বল, লাভবান হইবে। মন্দ কথা হইতে চুপ থাক, নিরাপদ থাকিবে। (তাবরানী)

সাহাবা (রাঃ)দের চুপ থাকা

একজন শহীদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি শহীদ হইল। কোন একজন মহিলা তাহার জন্য কাঁদিল এবং বলিল, হায়রে শহীদ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলিলেন, থাম, তুমি কি জান, সে শহীদ কিনা! হয়ত সে বে–ফায়দা কোন কথা বলিয়াছে, আর এমন জিনিষের ব্যাপারে কৃপণতা করিয়াছে, যাহাতে তাহার কোন কম হইত না। (আবু ইয়ালী)

অপর রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ওহোদের যুদ্ধে আমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি শহীদ হইলে ক্ষুধার দরুন পেটে পাথর বাঁধা অবস্থায় তাহাকে পাওয়া গেল। তাহার মাতা তাহার মুখমণ্ডল হইতে ধুলা–বালি মুছিয়া দিয়া বলিল, হে আমার বেটা বেহেশত তোমার জন্য সুখময় হউক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি জান! হয়ত সে বেফায়দা কোন কথা বলিয়াছে, আর এমন জিনিষ হইতে বিরত রহিয়াছে যাহাতে তাহার কোন ক্ষতি হইত না। (আবু ইয়ালা)

হযরত আম্মার (রাঃ)এর চুপ থাকা

খালেদ ইবনে নুমাইর (রহঃ) বলেন, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) দীর্ঘ সময় চুপ থাকিতেন এবং চিন্তিত ও ভারাক্রান্ত থাকিতেন। তাহার কথা–বার্তার মধ্যে বেশীর ভাগই তিনি আল্লাহ্‌র নিকট নিজের ব্যাপারে ফেৎনা হইতে পানাহ্ চাহিতেন। (আবু নুআঈম)

আবু ইদ্রীস খাওলানী (রহঃ) বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে প্রবেশ করিয়া এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, তাঁহার সম্মুখের দন্তদ্বয় অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং দীর্ঘসময় চুপ করিয়া থাকেন। আর তাঁহার সহিত সেখানে আরও লোকজন রহিয়াছে। তাহাদের কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তাহারা তাঁহার শরনাপন্ন হয় এবং তাঁহার রায়ের উপর সন্তুষ্ট হইয়া যায়। আমি উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে বলা হইল, ইনি হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)। (হাকেম)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আপন জিহ্বা ধরিয়া টানা

আসলাম (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)এর প্রতি উঁকি দিয়া দেখিলেন, তিনি আপন জিহ্বা টানিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা, আপনি কি

করিতেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইহাই তো আমাকে যত বিপদে ফেলিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, শরীরের এমন কোন অংশ নাই যে, জিহ্বার তেজস্বীতার অভিযোগ না করে। (আবু ইয়ালা)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর আপন জিহ্বাকে শাসন

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একবার সাফা পাহাড়ে আরোহন করিলেন এবং আপন জিহ্বা ধরিয়া বলিলেন, হে জিহ্বা, ভাল কথা বল, লাভমান হইবে। মন্দ কথা হইতে চুপ থাক, লজ্জিত হইবে না, নিরাপদ থাকিবে। তারপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আদম সন্তানের বেশীর ভাগ গুনাহ্ জিহ্বার দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। (তাবারানী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আপন জিহ্বাকে শাসন

সাঈদ জারীরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে দেখিয়াছি, আপন জিহ্বার পার্শ্ব ধরিয়া বলিতেছেন, তোমার নাশ হউক, ভাল কথা বল, লাভবান হইবে। মন্দ কথা হইতে চুপ থাক নিরাপদ থাকিবে। এক ব্যক্তি বলিল, হে ইবনে আব্বাস, কি ব্যাপার! আপন জিহ্বা ধরিয়া এমন কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন বান্দা আপন জিহ্বা অপেক্ষা অন্য কাহারো উপর এত অধিক ক্ষোভ প্রকাশ করিবে না। (আবু নুআঈম)

হযরত শাদ্দাদ (রাঃ)এর ঘটনা

সাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন, হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) একদিন তাঁহার সঙ্গীদের একজনকে বলিলেন, খানা আন, উহাতে মশগুল হই। ইহা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গীদের একজন বলিল, আপনার সাহচর্যে থাকাকালীন এযাবৎ আপনার নিকট এরূপ (অসংযত) কথা আর শুনি নাই। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদের পর আজ পর্যন্ত আমার মুখ হইতে লাগাম ও বল্গাহীন কোন কথা বাহির হয় নাই। খোদার কসম,

আজকের এই কথা ব্যতীত কোন অসতর্ক কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইবে না। (আবু নুআঈম)

সুলাইমান ইবনে মূসা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) একদিন বলিলেন, খানা আন, খেলা করি। সুলাইমান (রহঃ) বলেন, লোকেরা তাঁহাকে এই কথার উপর ধরিল। তিনি বলিলেন, আবু ইয়ালা (অর্থাৎ নিজে)কে দেখ, তাহার (মুখ) হইতে কি বাহির হইতেছে! তারপর বলিলেন, হে আমার ভাতিজাগণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হওয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত ইহা ব্যতীত লাগাম ও বল্গাহীন কোন কথা বলি নাই। আস, তোমাদিগকে হাদীস শুনাইব। ইহা ছাড়, আর ইহা অপেক্ষা উত্তম জিনিষ গ্রহণ কর—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ التَّثَبُّتَ فِى الْاَمْرِ وَنَسْأَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَنَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَنَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَنَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا تَعْلَمُ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا تَعْلَمُ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট নেক কাজে দৃঢ়তা চাহি, এবং হেদায়াতের পরিপক্কতা চাহি, আপনার নেয়ামতের শোকর ও উত্তমরূপে এবাদতের তৌফিক চাহি, আর আপনার নিকট পবিত্র অন্তর ও সত্যবাদী জিহ্বা চাহি, এবং আপনার জানামত সকল মঙ্গল চাহি, ও আপনার জানা মত সকল মন্দ হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহি।

ইহা গ্রহণ কর আর উহা ছাড়িয়া দাও। (আবু নুআঈম)

আবু নুআঈম হইতে অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিলেন, আমার সেই কথা ভুলিয়া যাও। আর আমি এখন যাহা বলিব উহা স্মরণ রাখ। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন লোকজন স্বর্ণ–রূপা (কোষাগারে) জমা করে তখন তোমরা

এই কলেমাগুলি (অন্তরে) জমা কর—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ

বাকী অংশ উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী। তবে শেষাংশে অতিরিক্ত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

অর্থাৎ আপনার জানামত সকল গুনাহ হইতে ক্ষমা চাহি, কারণ আপনি গায়েবের সকল বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

জিহ্বা সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সতর্কবানী

ঈসা ইবনে উক্‌বাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সেই পাক যাতের ক্বসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, জিহ্বা অপেক্ষা দীর্ঘকাল বন্দী করিয়া রাখার উপযুক্ত যমীনের বুকে আর কোন বস্তু নাই। (আবু নুআঈম)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে অনর্থক কথা হইতে সাবধান করিতেছি। তোমাদের কাহারো জন্য প্রয়োজন পরিমাণ কথাই যথেষ্ট।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন তাহারাই সর্বাধিক গুনাহ লইয়া উপস্থিত হইবে যাহারা (দুনিয়াতে) বাতিল বিষয় লইয়া অধিক আলোচনা করিয়া থাকে। (তাবরানী)

চুপ থাকার প্রতি হযরত আলী (রাঃ)এর উৎসাহ দান

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, জিহ্বা শরীরের পরিচালক। জিহ্বা সঠিক চলিলে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সঠিক চলে। জিহ্বা ওলট পালট হইলে শরীরের কোন অঙ্গই আর ঠিক চলে না।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, নিজেকে গোপন কর, তোমার কোন আলোচনা হইবে না। চুপ থাক, নিরাপদ থাকিবে। অপর রেওয়ায়াতে

আছে, তিনি বলিয়াছেন, চুপ থাকা বেহেশতে লইয়া যাইবে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন—

لا تُفْشِ سِرَّكَ اِلَّا اِلَيْكَ — فَاِنَّ لِكُلِّ نَصِيْحٍ نَصِيْحاً

فَاِنِّي رَأَيْتُ غُوَاةَ الرِّجَال لَا يَدَعُوْنَ اَدِيْماً صَحِيْحاً

অর্থ ঃ নিজের গোপন কথা নিজের কাছে ব্যতীত কাহারো নিকট প্রকাশ করিও না। কারণ প্রত্যেক হিতাকাঙ্খীর জন্য অপর হিতাকাঙ্খী রহিয়াছে, আমি ভ্রষ্ট লোকদিগকে দেখিয়াছি, তাহারা কোন চামড়াকেই অক্ষত ছাড়ে না। (কানযুল উম্মাল)

চুপ থাকার প্রতি হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উৎসাহ দান

ইবনে আসাকির (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা চুপ থাকা শিক্ষা কর, যেমন তোমরা কথা বলা শিক্ষা করিয়া থাক। কারণ চুপ থাকা বিরাট ধৈর্যের কাজ। বলিবার পরিবর্তে শুনিবার অধিক আগ্রহী হও। এমন বিষয়ে কথা বলিও না যাহাতে তোমার কোন লাভ নাই। অনর্থক হাসিও না, আর বিনা প্রয়োজনে হাঁটিও না।

আবু নুআঈম (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহর নিকট মুমিনের শরীরে জিহ্বা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কোন মাংসপিণ্ড নাই। কারণ উহার কারণেই তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। আর আল্লাহর নিকট কাফেরের শরীরে জিহ্বা অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত আর কোন মাংসপিণ্ড নাই। কারণ উহার কারণেই তাহাকে দোযখে প্রবেশ করাইবেন।

জিহ্বার হেফাজত সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আনাস (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, বান্দার শরীরে জিহ্বাই সর্বাপেক্ষা পবিত্র রাখার উপযুক্ত। (আবু নুআঈম)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন, আপন জিহ্বাকে হেফাজত না করিয়া বান্দা আল্লাহ্কে ভয় করিতে পারে না।

কথা-বার্তা

সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা-বার্তা

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে কথা বলিতেন যে, যদি কেহ তাহার কথাগুলি গণনা করিতে চাহিত তবে গণনা করিতে পারিত। (বুখারী)

বোখারী হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি কি তোমাকে আশ্চর্যের কথা বলিব? অমুকের বাপ আমার হুজরার নিকট আসিয়া বসিল এবং এমনভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল যেন আমি শুনিতে পাই। আমি তাসবীহ পাঠে রত ছিলাম। কিন্তু আমার তাসবীহ পাঠ শেষ হইবার পূর্বেই সে হাদীস বর্ণনা শেষ করিয়া চলিয়া গেল। আমি যদি তাহাকে পাইতাম তবে প্রতিবাদ করিতাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ন্যায় এরূপ দ্রুত কথা বলিতেন না। ইমাম আহমাদ, মুসলিম ও আবু দাউদ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে অমুকের বাপ-এর পরিবর্তে আবু হোরায়রা (রাঃ)এর উল্লেখ রহিয়াছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা পৃথক পৃথক হইত এবং প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিত। এরূপ দ্রুত হইত না।

হযরত জাবের (রাঃ) অথবা হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া হইত। (আবু ইয়ালা)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলিতেন, তিন বার বলিতেন, আর যখন কোন কাওমের নিকট আসিয়া (অনুমতি চাহিয়া) সালাম করিতেন তখন তিনবার সালাম করিতেন।

হযরত সুমামাহ্ ইবনে আনাস (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) যখন কথা বলিতেন, তিন বার বলিতেন। এবং তিনি বলিয়াছেন,

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলিতেন, তিন বার বলিতেন এবং তিনবার (সালাম করিয়া) অনুমতি চাহিতেন। (আহমাদ)

অপর এক রেওয়ায়াতে সুমামাহ্ (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলিতেন, প্রত্যেকটি কথা পুনঃ পুনঃ তিনবার করিয়া বলিতেন, যাহাতে শ্রোতা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে পারে। (তিরমিযী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমাকে সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থসম্পন্ন কালাম দান করা হইয়াছে, এবং (শত্রুর অন্তরে) আতঙ্ক (সৃষ্টি করার) দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে। আর ঘুমন্ত অবস্থায় আমার নিকট যমীনের সকল (রত্ন) ভাণ্ডারের চাবি আনা হইয়াছে এবং আমি উহা স্বহস্তে ধারণ করিয়াছি। (আহমাদ ও বুখারী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বসিয়া কথা বলিতেন প্রায়ই আকাশের দিকে তাকাইতেন। (আবু দাঊদ)

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মনতুষ্টির উদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তির দিকে মুখ করিয়া কথা বলিতেন। তিনি কথা–বার্তায় আমার দিকে মুখ করিয়া কথা বলিতেন। ইহাতে আমার ধারণা হইল যে, আমিই বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ আমি উত্তম, না আবু বকর উত্তম? তিনি জবাব দিলেন, আবু বকর। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি উত্তম, না ওমর উত্তম? তিনি বলিলেন, ওমর। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি উত্তম, না ওসমান উত্তম? তিনি বলিলেন, ওসমান। আমি যতবারই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি সত্য বলিয়াছেন। কিন্তু পরে আমার মনে হইয়াছে যে, যদি তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করিতাম (তবেই ভাল ছিল)।

মুচকি হাসি ও হাসি

সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুচকি হাসি ও হাসি

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ মুখ খুলিয়া হাসিতে কখনও দেখি নাই যে, আলজিভ দেখা যায়। তবে তিনি মুচকি হাসিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারিস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক মুচকি হাসিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। (তিরমিযী)

তিরমিযী হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মাত্র মুচকি হাসিতেন।

সেমাক ইবনে হারব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, অনেক। তিনি সূর্য উদয় পর্যন্ত ফজরের নামাযের জায়গা হইতে উঠিতেন না। সূর্য উদয়ের পর উঠিয়া যাইতেন। সাহাবা (রাঃ) আলোচনা করিতেন, কখনও জাহিলিয়াতের কোন বিষয় লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইত আর তাঁহারা হাসিতেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মুচকি হাসিতেন। (মুসলিম)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, সেমাক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে তিনি দীর্ঘ সময় চুপ থাকিতেন ও কম হাসিতেন। তাঁহার সাহাবা (রাঃ) কখনও তাঁহার সম্মুখে কবিতা আবৃত্তি করিতেন, কখনও তিনি তাহাদের কোন বিষয়ে কথা বলিতেন, আর তাহারা হাসিতেন, আর তিনি কখনও মুচকি হাসিতেন। (বিদায়াহ)

হুসাইন ইবনে ইয়াযীদ কালবী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুখ খুলিয়া হাসিতে দেখি নাই, তবে তিনি মুচকি হাসিতেন। কখনও ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিতেন। (আবু নুআঈম)

আমরাহ্ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম,

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বিবিগণের সহিত নিরিবিলিতে কিরূপ আচরণ করিতেন? তিনি বলিলেন, তোমাদের পুরুষদের মতই একজন পুরুষালী আচরণ করিতেন, তবে তিনি সর্বাপেক্ষা মেহেরবান ও কোমল (প্রাণ) ছিলেন। সর্বদা হাসি খুশি থাকিতেন। (হাকেম)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন ওহী আসিত অথবা তিনি যখন ওয়াজ করিতেন তখন তুমি তাঁহাকে দেখিলে বলিতে আসন্ন আযাব সম্পর্কে কোন কাওমের একজন ভীতি প্রদর্শনকারী। আর যখন উক্তভাব কাটিয়া যাইত তখন দেখিলে বলিতে তিনি সর্বাপেক্ষা সুপ্রসন্ন ও সর্বাধিক হাস্যময় ও সর্বাপেক্ষা হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তি।

আবু উমামাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা হাস্য মুখ ও সর্বাধিক সৎস্বভাবের অধিকারী ছিলেন। (তাবরানী)

হযরত সা'দ (রাঃ)এর তীর নিক্ষেপের ঘটনা

আমের ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খন্দকের যুদ্ধের দিন এমনভাবে হাসিতে দেখিয়াছি যে, তাঁহার দান্দান মুবারক প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল। আমের বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি কারণে হাসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তির নিকট একটি ঢাল ছিল। হযরত সা'দ (রাঃ) দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। সে নিজের ললাট ঢাকিবার উদ্দেশ্যে ঢাল এদিক ওদিক করিতেছিল। সা'দ (রাঃ) ধনুকে তীর যোজন করিয়া নিশানা করিলেন এবং উক্ত ব্যক্তি ঢাল হইতে মাথা উঠাইবা মাত্র তিনি তীর নিক্ষেপ করিলেন। তীর সোজা তাহার কপালে বিদ্ধ হইতে ভুল হইল না। আর সে পা উপর দিক করিয়া উল্টাইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাহার দান্দান মুবারক প্রকাশ হইয়া পড়িল। আমের বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি কারণে হাসিলেন? তিনি বলিলেন, সা'দের লোকটির উপর এরূপ তীর নিক্ষেপ করার উপর। (তিরমিযী)

এক সাহাবীর রমযানে স্ত্রী সহবাসের ঘটনা

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি, আমি রমযান মাসে নিজ পরিবারের সহিত সহবাস করিয়াছি। তিনি বলিলেন, একটি গোলাম আযাদ কর। সে বলিল, আমার সে ক্ষমতা নাই। তিনি বলিলেন, তবে দুইমাস একাধারে রোযা রাখ। সে বলিল, আমার সে শক্তি নাই। তিনি বলিলেন, তবে ষাট মিসকীনকে খানা খাওয়াও। সে বলিল, আমার নিকট এত পরিমাণ খাদ্যও নাই। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ এক আরাক (টুকরি) খেজুর আনিল। বর্ণনাকারী ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, আরাক শব্দের অর্থ খেজুর পাতার বুনা টকুরী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোথায় সেই প্রশ্নকারী? (তারপর তাহাকে টুকরি দিয়া বলিলেন,) এইগুলি সদকা করিয়া দাও। সে বলিল, আমা অপেক্ষা অভাবি লোকের উপর সদকা করিব কি? খোদার কসম, মদীনার এই দুই প্রস্তরময় যমীনের মাঝে আমার পরিবার অপেক্ষা অভাবী আর কেহ নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার কথা শুনিয়া) এমন ভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাহার দান্দান মুবারক প্রকাশ হইয়া গেল। বলিলেন, তবে তোমরাই খাও। (বুখারী)

সর্বশেষ বেহেশতীর ঘটনা

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে খুব ভালরূপে জানি, যে সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর সেই ব্যক্তি সম্পর্কেও জানি যাহাকে সর্বশেষ দোযখ হইতে বাহির করা হইবে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে। তাহার সম্মুখে তাহার ছোট ছোট গুনাহগুলি উত্থাপন করিবার ও বড় বড় গুনাহগুলি গোপন রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে। তাহাকে তাহার ছোট ছোট গুনাহগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কি অমুক দিন অমুক গুনাহ্ কর নাই? সে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিবে। কারণ অস্বীকারের কোন উপায় থাকিবে না। আর কবীরা গুনাহের ব্যাপারে ভীত হইবে, (না জানি উহার দরুন কি অবস্থা হয়)। তারপর আদেশ হইবে, তাহার প্রত্যেক গুনাহের

পরিবর্তে একটি করিয়া নেকী দিয়া দাও। ইহা শুনিয়া সে বলিয়া উঠিবে, আমার আরও অনেক গুনাহ্ রহিয়াছে, যাহা আমি এইখানে দেখিতেছি না। হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পর্যন্ত বলিয়া এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাহার দান্দান মুবারক প্রকাশ হইয়া পড়িল। (হাসির কারণ ছিল, যে গুনাহ্র ব্যাপারে ভীত ছিল সে উহা প্রকাশে আগ্রহী হইয়া উঠিল।) (তিরমিযী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি সেই ব্যক্তিকে জানি যে দোযখ হইতে সর্বশেষ বাহির হইবে। সে বসিয়া মাটি হেঁচড়াইয়া দোযখ হইতে বাহির হইয়া আসিবে। তাহাকে বলা হইবে, যাও, বেহেশতে প্রবেশ কর। সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে যাইয়া দেখিবে, লোকেরা স্বস্বস্থান দখল করিয়া লইয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া বলিবে, আয় পরওয়ারদিগার, লোকেরা তো স্বস্বস্থান দখল করিয়া লইয়াছে। (অর্থাৎ সেখানে তো কোন জায়গা খালি নাই) তাহাকে বলা হইবে, দুনিয়ার প্রশস্ততা তোমার স্মরণ আছে কি? সে বলিবে, হাঁ। তখন তাহাকে বলা হইবে, তোমার মনের সকল আরজু–আকাঙ্খা ব্যক্ত কর। সে উহা ব্যক্ত করিবে। তাহাকে বলা হইবে, তুমি যাহা ব্যক্ত করিয়াছ তৎসহ দুনিয়ার দশগুণ বড় বেহেশত তোমাকে দেওয়া হইল। সে বলিবে, আপনি সকল বাদশাহের বাদশাহ হইয়া আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছেন? (অর্থাৎ সেখানে তো সামান্যতম জায়গাও নাই অথচ আপনি দুনিয়ার দশগুণ দান করিতেছেন?) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, (সেই ব্যক্তির এই কথা নকল করিতে যাইয়া) আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ভাবে হাসিতে দেখিলাম যে, তাঁহার দান্দান মুবারক প্রকাশ হইয়া পড়িল। (তিরমিযী)

গাম্ভীর্য

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাম্ভীর্য

হযরত খারেজা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মজলিসে সর্বাপেক্ষা গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিলেন। শরীরের কোন অংশকে অসংযতভাবে বাহির করিয়া রাখিতেন না। (শিফা)

হযরত মুআয (রাঃ)এর গাম্ভীর্য

শাহ্‌র ইবনে হাওশাব (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মজলিসে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) থাকিলে সকলে তাহার প্রতি ভয়ে ভয়ে চাহিতেন। (আবু নুআঈম)

আবু মুসলিম খাওলানী (রহঃ) বলেন, আমি হিমসের মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে প্রায় ত্রিশ জনের মত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স্ক সাহাবা (রাঃ) রহিয়াছেন। তন্মধ্যে সুর্মা বর্ণের চক্ষু ও উজ্জ্বল দন্তবিশিষ্ট এক যুবক রহিয়াছেন। তিনি কথা বলেন না, চুপ করিয়া আছেন। যখন অন্যান্যদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয় তাঁহারা তাঁহার সরণাপন্ন হন ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমি আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? সে বলিল, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)। শুনিয়া আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি মুহাব্বত পয়দা হইল। তাঁহাদের মজলিস শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি তাহাদের সহিত রহিলাম। (আবু নুআঈম)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, একদিন আবু মুসলিম (রহঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের সহিত মসজিদে প্রবেশ করিলেন। সেদিন সাহাবা (রাঃ)দের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেলাফত আমলের প্রারম্ভিক কাল ছিল। তিনি বলেন, তাঁহাদের এক মজলিসে বসিলাম, যাহাতে ত্রিশজনের অধিক সাহাবা ছিলেন। তাহারা প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। উক্ত মজলিসে অত্যাধিক শ্যামলা বর্ণের মিষ্টভাষী উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট, সর্বাপেক্ষা কমবয়স্ক এক যুবক বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের কোন হাদীস সম্পর্কে সংশয় হইলে তাঁহারা তাঁহার সরণাপন্ন হন ও তিনি তাঁহাদের হাদীস বলিয়া দেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা না করিলে তিনি কোন কথা বলেন না। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি মুআয ইবনে জাবাল। (আবু নুআঈম)

ক্রোধ দমন

সাহাবা (রাঃ)দের ক্রোধ দমন

আবু বারযাহ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে গালাগালি করিল। আবু বারযাহ বলিলেন, আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব কি? তিনি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কাহারো জন্য জায়েয নাই। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, বান্দা যাহা কিছু গলাধঃকরণ করে তন্মধ্যে দুধ ও মধু গলাধঃকরণ অপেক্ষাও উত্তম হইল ক্রোধ গলাধঃকরণ করা।

আত্মমর্যাদাবোধ

হযরত উবাই (রাঃ)এর আত্মমর্যাদাবোধ

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ওমুক ব্যক্তি আমার পিতার স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করে। ইহা শুনিয়া হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমি হইলে তাহাকে তরবারী দ্বারা শেষ করিয়া দিতাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া বলিলেন, হে উবাই, তোমার মধ্যে কি আশ্চর্য মর্যাদা বোধ! আমি তোমার অপেক্ষা অধিক মর্যাদা বোধ রাখি আর আল্লাহ তায়ালা আমার অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবোধ রাখেন।

হযরত সা'দ (রাঃ)এর আত্মমর্যাদাবোধ

হযরত মুগীরাহ (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ) বলিলেন, আমি যদি কোন পুরুষকে আমার স্ত্রীর সহিত দেখি তবে অবশ্যই তরবারীর ধারালো অংশের আঘাতে তাহাকে শেষ করিয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁহার এই উক্তি পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদা বোধ দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছ? খোদার কসম, আমি তাহার অপেক্ষা অধিক আত্মমর্যাদা বোধ রাখি। আর আল্লাহ্ তায়ালা আমার অপেক্ষা অধিক আত্মমর্যাদা বোধ রাখেন। আর আত্মমর্যাদা

বোধের কারণেই আল্লাহ্ তায়ালা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ফাহেশা কাজ হারাম করিয়া দিয়াছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তওবাকে সর্বাধিক ভালবাসেন বলিয়া ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী (নবী–রসূল)গণকে পাঠাইয়াছেন। এবং আল্লাহ্ তায়ালা প্রশংসাকে সর্বাধিক ভালবাসেন বলিয়া বেহেশতের ওয়াদা করিয়াছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি যদি আমার পরিবারের সহিত কোন পুরুষকে পাই তবে কি চারজন সাক্ষী আনয়নের পূর্বে তাহাকে ছুঁইবোও না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। তিনি উত্তর দিলেন, কখনও নহে; বরং সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক্ক দিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি তাহাকে ইহার পূর্বেই তরবারী দ্বারা শেষ করিয়া দিব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের সরদার কি বলিতেছে, শুন! অবশ্যই সে অত্যন্ত আত্মমর্যাদা বোধ রাখে তবে আমি তাহার অপেক্ষা অধিক আত্মমর্যাদা বোধ রাখি এবং আল্লাহ্ তায়ালা আমার অপেক্ষা অধিক আত্মমর্যাদা বোধ রাখেন। (মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এক সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে (সা'দ (রাঃ)কে) তিরস্কার করিবেন না, তিনি একজন অত্যন্ত আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। খোদার কসম, তিনি কখনও কুমারী ব্যতীত বিবাহ করেন নাই, আর তাহার অত্যাধিক আত্মমর্যাদা বোধের দরুন তাহার তালাক দেওয়া কোন মহিলাকে আমরা কখনও বিবাহ করিতে সাহস পাই নাই। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ খোদার কসম, আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি যে, ইহা (অর্থাৎ চারজন সাক্ষী হাজিরের বিধান) হক্ক, এবং ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হুকুম। কিন্তু আমি আশ্চর্য বোধ করিতেছি এই জন্য যে, আমি যদি কোন নষ্টা মেয়েলোকের উরুর উপর উরু রাখিয়া কোন পুরুষকে পড়িয়া থাকিতে দেখি তবে তাহাকে কোনরূপ তাড়া না দিয়া এবং নাড়া না দিয়া চার জন সাক্ষী আনিতে যাইব? খোদার কসম, আমি সাক্ষী আনিতে আনিতে তো সে আপন কার্য সমাধা করিয়া ফেলিবে। (আবু ইয়ালা)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর আত্মমর্যাদাবোধ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রাত্রিবেলা তাহার নিকট হইতে বাহির হইলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, (এইরূপ বাহির হইয়া যাওয়াতে) তাঁহার প্রতি আমার অভিমান হইল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? হে আয়েশা তোমার কি অভিমান হইতেছে? আমি বলিলাম, আপনার ন্যায় পুরুষের উপর আমার ন্যায় মেয়ের কেন অভিমান হইবে না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার নিকট তোমার শয়তান উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সহিত কি শয়তান আছে? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, আপনার সহিতও কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, যাহাতে আমি নিরাপদ রহিয়াছি। (মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)কে বিবাহ করিলেন, তখন তাহার রূপের বর্ণনা শুনিয়া আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইলাম। তারপর আমি কৌশলে তাহাকে দেখিলাম। দেখিয়া মনে হইল, তাহার রূপ বর্ণনা যাহা শুনিয়াছি, তাহা অপেক্ষা তিনি বহুগুণে বেশী সুন্দরী ও রূপবতী। সুতরাং আমি হযরত হাফসা (রাঃ)এর নিকট ইহার আলোচনা করিলাম। ইহারা উভয়ে একহাত ছিলেন। তিনি বলিলেন, না, খোদার কসম, আত্মাভিমানের দরুনই আপনার এমন মনে হইয়াছে। লোকেরা যেমন বর্ণনা দিয়াছে তিনি তেমন সুন্দরী নহেন। অতঃপর কৌশল করিয়া হযরত হাফসাকেও দেখাইলাম। তিনি দেখিয়া বলিলেন, আমি তাহাকে দেখিয়াছি, না, খোদার কসম, আপনি যেমন বলিতেছেন তেমন তো নহেই বরং উহার কাছাকাছিও নহে। তবে সুন্দরী বটে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, পরে আমি তাহাকে দেখিয়াছি। আমার জীবনের কসম, হযরত হাফসা (রাঃ) যেমন বলিয়াছেন তেমনই মনে হইয়াছে। আসলে আত্মাভিমানের দরুন আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল। (ইবনে সা'দ)

আত্মমর্যাদাবোধহীনতার প্রতি তিরস্কার

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মেয়েদের সম্পর্কে আমার নিকট কি এই সংবাদ পৌঁছে নাই যে, তাহারা বাজারে আজমী (অনারব) লোকদের সহিত ভীড় করিয়া থাকে? তোমাদের কি আত্মমর্যাদা বোধ নাই? যাহার আত্মমর্যাদা বোধ নাই তাহার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, আত্মমর্যাদা বোধ দুই প্রকার মাত্র। একটি উত্তম স্বভাব হিসাবে গণ্য যাহার কারণে মানুষ তাহার পরিবারের ইসলাহ্ করিতে অনুপ্রাণিত হয়। আর অপরটি (শরীয়ত বিরোধী বলিয়া) তাহাকে দোযখে লইয়া যায়। (কান্‌য)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান

পূর্বেকার বাহাত্তর দলের দুই দল সম্পর্কিত হাদীস

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, হে ইবনে মাসউদ! আমি বলিলাম, লাব্বায়েক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি এইরূপে তিন বার ডাকিলেন। তারপর বলিলেন, জান, সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, যদি লোকেরা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকে তবে তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমল হিসাবে উত্তম হইবে সেই তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি। তারপর বলিলেন, হে ইবনে মাসউদ! আমি বলিলাম, লাব্বায়েক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, জান, 'সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী কে?' আমি বলিলাম, 'আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি বলিলেন, 'যখন লোকদের মধ্যে হক্ব লইয়া মতানৈক্য দেখা দেয় তখন যে ব্যক্তি হক্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারে সেই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। যদিও সে আমলে দুর্বল হইয়া থাকে, আর যদিও সে (আমল করিতে এত অক্ষম হয় যে,) মাটির সহিত কোমরের নিম্মাংশ হেঁচড়াইয়া চলিয়া থাকে। আমার পূর্বেকার লোকেরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে শুধু তিন দলই নাজাত পাইয়াছে। একদল যাহারা (কাফের) ও জালিম) বাদশাহদের মুখামুখি হইয়া তাহাদের সহিত নিজেদের দ্বীনের খাতিরে অথবা ঈসা ইবনে মারইয়াম

আলাইহিস সালামের দ্বীনের খাতিরে লড়াই করিয়াছে। পরিণামে জালিম বাদশাগণ তাহাদিগকে ধরিয়া কতল করিয়াছে কিম্বা করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। আরেক দল, যাহাদের মধ্যে না এরূপ জালিম বাদশাদের সম্মুখীন হইবার সামর্থ ছিল আর না তাহাদের এরূপ হিম্মাত ছিল যে, তাহাদের মাঝে অবস্থান করিয়া আল্লাহ্র প্রতি ও ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের দ্বীনের প্রতি তাহাদিগকে দাওয়াত দিবে, অতএব তাহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে ও সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,—

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ

অর্থাৎ 'আর তাহারা বৈরাগ্যকে নিজেরা প্রবর্তন করিয়া লইল, আমি তাহাদের উপর উহা বিধিবদ্ধ করি নাই, কিন্তু তাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য উহা অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু উহা তাহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই, সুতরাং তাহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে আমি তাহাদিগকে তাহাদের বিনিময় প্রদান করিয়াছি। আর তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নাফরমান।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছে ও আমাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং আমার অনুসরণ করিয়াছে সেই (নিজেদের প্রবর্তিত) বৈরাগ্যকে যথাযথ পালন করিয়াছে। আর যাহারা আমার অনুসরণ করে নাই তাহারাই ধ্বংস হইয়াছে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, একদল, যাহারা অত্যাচারী রাজা বাদশাদের মুকাবিলায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিয়াছে, পরিণামে তাহাদিগকে ধরিয়া কতল করা হইয়াছে ও করাত দ্বারা চিরিয়া ফেলা হইয়াছে অথবা আগুন দ্বারা জীবন্ত জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সকল অত্যাচারের উপর সবর করিয়াছে। এই রেওয়ায়াতের বাকি অংশ উপরোল্লেখিত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (তাবরানী)

দুই নেশার হাদীস

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট পথের উপর পরিচালিত হইতে থাকিবে যতদিন না তোমাদিগকে দুই নেশায় পাইয়া বসে। এক—অজ্ঞতার নেশা। দুই—দুনিয়ার মুহাব্বাতের নেশা। আর তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের বাধা প্রদান করিতে থাকিবে এবং আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করিতে থাকিবে। কিন্তু যখন তোমাদিগকে দুনিয়ার মুহাব্বাত পাইয়া বসিবে তখন আর তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করিবে না এবং আল্লাহ্র রাহে জেহাদও করিবে না। সেই সময় যাহারা কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী কথা বলিবে বা আমল করিবে তাহারা প্রথম যুগের মুহাজিরীন ও আনসারদের সমতুল্য হইবে। (বায্যার)

আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর নিকট প্রিয় বানাইবার মেহনত

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে এমন লোকদের কথা বলিব কি, যাহারা নবী অথবা শহীদ নহে অথচ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য নির্ধারিত নূরের মিম্বারে তাহাদিগকে উপবিষ্ট দেখিয়া ও তাহাদের পরিচয় লাভ করিয়া নবী ও শহীদগণ পর্যন্ত তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিতে থাকিবেন? সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কাহারা হইবে? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, যাহারা আল্লাহ্র বান্দাগণকে আল্লাহ্র নিকট প্রিয় বানাইবার মেহনত করিতে থাকে এবং আল্লাহ্কে তাহার বান্দাগণের নিকট প্রিয় বানাইবার চেষ্টা করিতে থাকে। আর কল্যাণ কামনায় যমীনের বুকে চলা-ফেরা করে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ্কে তাহার বান্দাগণের নিকট প্রিয় বানাইবার বিষয়টি তো বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর নিকট কিরূপে প্রিয় বানাইবে? তিনি বলিলেন, (উহার পদ্ধতি হইল) তাহাদিগকে আল্লাহ্র পছন্দনীয় কাজের আদেশ করিবে ও আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ হইতে বিরত রাখিবে। সুতরাং যখন তাহারা আল্লাহ্র হুকুমকে মানিয়া চলিবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগকে ভালবাসিবেন। (বাইহাকী)

লোকেরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান কখন ছাড়িয়া দিবে

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, লোকেরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করা কখন ছাড়িয়া দিবে, অথচ উহা নেক লোকদের সকল নেক আমলের সরদার? তিনি বলিলেন, যখন তাহাদের ঐ অবস্থা হইবে যাহা বনী ইসরাঈলদের হইয়াছিল। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বনি ইসরাঈলদের কি হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, যখন তোমাদের নেককারগণ (হক্ব কথা বলিতে) বদকারদের সহিত শিথিলতা করিবে, তোমাদের দুষ্টলোকগণ ফিকাহ্ হাসিল করিবে ও কম বয়স্কদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে সেই সময় ফেৎনা তোমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে। তোমরা বারং বার ফেৎনায় নিপতিত হইবে আর ফেৎনাও বারং বার তোমাদের উপর ঝাপাইয়া পড়িবে। (তাবরানী)

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

কায়েস ইবনে আবু হাযেম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার পর মিম্বারে উঠিয়া আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করিলেন। তারপর বলিলেন, হে লোকসকল, তোমরা এই আয়াত পড়িয়া থাক—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ নিজেদের (সংশোধন করার) চিন্তা কর, যখন তোমরা (দ্বীনের) পথে চলিতেছ তখন যে পথভ্রষ্ট হয় তাহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই।"

কিন্তু তোমরা ইহাকে বেজায়গায় ব্যক্ত করিয়া থাক। (অর্থাৎ ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাক।) আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে

শুনিয়াছি যে, যখন মানুষ অসৎ কাজ হইতে দেখিয়া উহাকে পরিবর্তন করিবে না, তখন আল্লাহ্ তায়ালা অতিসত্বর সাধারণভাবে সকলের উপর আযাব নাযিল করিবেন। (বাইহাক্বী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যেদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা নিযুক্ত হইলেন, সেদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের উপর বসিয়া আল্লাহ্ তায়ালার হামদ ও সানা পড়িলেন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের যে স্থানে বসিতেন উহার প্রতি হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া বলিলেন, আমি আমার হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে এই স্থানে বসিয়া এই আয়াতের—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ

তাফসীর বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি। তিনি আমাদিগকে ইহার তাফসীর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, হাঁ, যখন কোন কাওমের মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ হইতে থাকে ও নোংরা কার্যকলাপ দ্বারা পরিবেশ দুষিত হইতে থাকে আর তাহারা উহাকে পরিবর্তন বা সংশোধন করে না বা উহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে না তখন আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই সাধারণভাবে সকলের উপর আযাব নাযিল করেন এবং অতঃপর তাহাদের দোয়া কবুল করেন না। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) উভয় কানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া বলিলেন, আমি যদি আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহা না শুনিয়া থাকি তবে আমার দুই কান যেন বধির হইয়া যায়। (কানযুল উম্মাল)

বাইহাক্বী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন জাতির মধ্যে কতিপয় লোক গুনাহের কাজ করে, আর তাহারা উহাদের উপর ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও উহাকে পরিবর্তন বা সংশোধনের চেষ্টা না করে তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের উপর আযাব নাযিল করিবেন। অতঃপর উহা দূর করিবেন না।

হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের আদেশ

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা যখন কোন অসভ্য কমীনাকে (গালিগালাজ করিয়া) লোকদের আবরু নষ্ট করিতে দেখ তখন উহার প্রতিবাদ কেন কর না? তাহারা বলিল, আমরা তাহার মুখকে ভয় করি। তিনি বলিলেন, তোমাদের এই নিরব ভূমিকার দরুণ তো তোমরা কেয়ামতের দিন (অন্যান্য নবীদের পক্ষে) সাক্ষী হইতে পারিবে না। (কান্‌য)

হযরত ওসমান (রাঃ) বলিয়াছেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক। অন্যথায় তোমাদের অসৎদিগকে তোমাদের উপর প্রবল করিয়া দেওয়া হইবে। তখন তোমাদের নেককারগণ তাহাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করিবেন, কিন্তু উহা কবুল করা হইবে না। (কান্‌য)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উৎসাহ দান

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাকিবে এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে মেহনত করিতে থাকিবে অন্যথায় বিভিন্ন জাতি তোমাদের উপর চড়াও হইবে এবং তাহারা তোমাদিগকে সাজা দিবে, আর আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগকে সাজা দিবেন। (ইবনে আবি শাইবাহ্)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাকিবে, অন্যথায় তোমাদের অসৎ লোকদিগকে তোমাদের উপর প্রবল করিয়া দেওয়া হইবে। তখন তোমাদের নেক লোকগণ দোয়া করিবেন, কিন্তু উহা কবুল হইবে না। (ইবনে আবি শাইবাহ্)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি আপন খোত্‌বায় বলিয়াছেন, হে লোক সকল, তোমাদের পূর্বেকার উম্মাত এইজন্য ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহারা গুনাহে লিপ্ত হইত আর নেককার ও আলেমগণ তাহাদিগকে নিষেধ করিত না। তাহারা যখন গুনাহের কাজে সীমা অতিক্রম করিল আর নেককার ও আলেমগণ তাহাদিগকে বাধা দিল না তখন আযাব তাহাদিগকে ধরিল। সুতরাং তোমাদের

উপর তাহাদের ন্যায় আযাব নাযিল হইবার পূর্বে তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক। আর জানিয়া রাখ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করা না কাহারো রিযিক বন্ধ করিয়া দেয় আর না মৃত্যু সন্নিকট করিয়া দেয়। (কান্‌য)

এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, জেহাদ তিন প্রকার—হাতের জেহাদ, মুখের জেহাদ ও দিলের জেহাদ। সর্বপ্রথম যে জেহাদ বন্ধ হইয়া যাইবে তাহা হইল হাতের জেহাদ। তারপর মুখের জেহাদ। তারপর দিলের জেহাদ। সুতরাং যখন দিল সৎকে সৎ ও অসৎকে অসৎ মনে করিবে না তখন উহাকে উপুড় করিয়া দেওয়া হইবে ও উহার উপরকে নিচ করিয়া দেওয়া হইবে। (বাইহাক্বী)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, সর্বপ্রথম যে জেহাদ করিতে তোমরা অক্ষম হইবে তাহা হইল হাতের দ্বারা জেহাদ। অতঃপর তোমাদের দিলের দ্বারা জেহাদ। আর যে দিল সৎকে সৎ ও অসৎকে অসৎ বলিয়া চিনিতে পারে না উহার উপরকে নিচ করিয়া উপুড় করিয়া দেওয়া হয়, যেমন থলি উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া ফেলা হয়। (কান্‌য)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

তারেক ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, ইতরীস ইবনে উরকূব শাইবানী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে না সে ধ্বংস হইয়াছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলিলেন, বরং যাহার দিল সৎকে সৎ ও অসৎকে অসৎ বুঝে না সে ধ্বংস হইয়াছে। (তাবরানী)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তিন প্রকারের মানুষ ব্যতীত আর কাহারো মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। এক—যে ব্যক্তি কোন জামাতকে আল্লাহর রাহে লড়াই করিতে দেখিয়া নিজেও আপন জান মাল লইয়া জেহাদে শরীক হইয়া গেল। দুই—যে ব্যক্তি আপন জিহ্বা দ্বারা জেহাদ করিল এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ

করিল। তিন—যে ব্যক্তি নিজ অন্তর দ্বারা হক্ককে চিনিতে পারিল। (তাবরানী)

ইবনে আসাকির (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, মুনাফিকদের সহিত আপন হস্ত দ্বারা জেহাদ কর। আর যদি তাহা না পার তবে অন্ততঃপক্ষে তাহাদের সম্মুখে ভ্রুকুঞ্চিত করিতে পারিলেও কর। (কান্‌য)

ইবনে আবি শাইবাহ্ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তুমি যদি অসৎকাজ হইতে দেখ, আর উহা পরিবর্তন বা সংশোধনের তোমার কোনরূপ ক্ষমতা না থাকে তবে তোমার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তায়ালা যেন জানিতে পারেন যে, তুমি উহাকে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করিতেছ। (কান্‌য)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি গুনাহের স্থলে উপস্থিত থাকিয়া যদি উহাকে ঘৃণা বা অপছন্দ করিয়া থাকে তবে সে সেখানে অনুপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় (বেগুনাহ) হইবে। আর যদি অনুপস্থিত থাকিয়াও উহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তবে সে উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় (গুনাহগার) হইবে। (কান্‌য)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, নেকলোকগণ একের পর এক চলিয়া যাইবেন। সংশয়ীগণ অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে, যাহাদের নিকট সৎ অসতের কোন ভেদাভেদ থাকিবে না। (আবু নুআঈম)

হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর উক্তি

আবুর রাকাদ (রহঃ) বলেন, আমি আমার মালিকের সহিত বাহির হইলাম। আমি অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম। অতঃপর আমি হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর মজলিসে পৌঁছিয়া শুনিলাম, তিনি বলিতেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে কথা বলিলে কেহ মুনাফিক সাব্যস্ত হইত, তাহা আমি তোমাদের কাহারো মুখ হইতে একই মজলিসে চার চার বার উচ্চারণ হইতে শুনিতেছি। তোমরা সৎকাজের আদেশ করিবে, অসৎকাজে নিষেধ করিবে, নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করিবে, অন্যথায় আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের সকলকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিবেন অথবা তোমাদের দুষ্ট লোকদিগকে

তোমাদের শাসক নিযুক্ত করিয়া দিবেন। অতঃপর তোমাদের নেক লোকগণ দোয়া করিবেন কিন্তু তাহা কবুল হইবে না। (আবু নুআঈম)

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তায়ালার লা'নত হোক তাহাদের উপর যাহারা আমাদের দলভুক্ত নহে। খোদার কসম, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করিবে, অসৎকাজে বাধা প্রদান করিবে অন্যথায় তোমরা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইবে। অতঃপর তোমাদের অসৎলোকগণ সৎলোকদের উপর বিজয়ী হইবে এবং তাহাদিগকে এরূপ কতল করিবে যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিবার আর কেহ্ অবশিষ্ট থাকিবে না। তখন তোমরা আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিবে, কিন্তু তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার দরুন তিনি উহা কবুল করিবেন না।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের উপর এমন যুগ আসিবে যখন তোমাদের নিকট উত্তম ব্যক্তি সেই হইবে যে সৎকাজের আদেশ না করে ও অসৎকাজে নিষেধ না করে। (আবু নুআঈম)

হযরত আদি ও হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের অদ্যকার সৎকাজ বিগত যুগে অসৎ বলিয়া গণ্য করা হইত। আর তোমাদের অদ্যকার অসৎ আগামীতে সৎ হিসাবে পরিগনিত হইবে। যতদিন তোমরা অসৎকে অসৎ বলিয়া মনে করিতে থাকিবে ও সৎকে অসৎ মনে না করিবে, আর তোমাদের আলেমগণ কোন রূপ শৈথিল্য ব্যতিরেকে তোমাদের মাঝে নসীহত করিতে থাকিবেন, ততদিন তোমরা কল্যাণের উপর থাকিবে। (ইবনে আসাকির)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি এরূপ সৎকাজের আদেশও করি যাহা নিজে করি না (অর্থাৎ নিজে করিবার ক্ষমতা রাখি না)। তথাপি এই সৎকাজে আদেশের বিনিময়ে আল্লাহ্র নিকট আমি সওয়াবের আশা রাখি। (ইবনে আসাকির)

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক নিজ পরিবারকে অসৎকাজে নিষেধ করা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন

লোকদেরকে কোন জিনিষ হইতে নিষেধ করিতে চাহিতেন, প্রথমে নিজ পরিবারস্থ লোকদিগকে নিষেধ করিতেন। তিনি বলিতেন, আমি কাহারো সম্পর্কে যদি জানিতে পারি যে, সে আমার নিষেধকৃত কাজ করিয়াছে, তবে আমি তাহাকে দ্বিগুণ সাজা দিব। (ইবনে আসাকির)

ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, হযরত হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) কতিপয় লোক সঙ্গে লইয়া সৎ কাজের আদেশ করিতেন। আর হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, আমি ও হিশাম জীবিত থাকিতে এরূপ (অসৎকাজ সংঘটিত) হইতে পরিবে না। (কান্‌য)

হযরত ওমায়ের (রাঃ)এর অসিয়ত

আবু জা'ফর খাত্‌মী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহার দাদা ওমায়ের ইবনে হাবীব ইবনে খুমাশাহ্ (রাঃ) সাবালক অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাইয়াছেন। তিনি আপন ছেলেকে অসীয়ত করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, হে বেটা, অসৎলোকের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিও, কারণ তাহাদের সংসর্গ (চারিত্রিক) রোগ (সৃষ্টি করে)। আর যে ব্যক্তি অসৎলোকদের (কটু কথার জবাব না দিয়া) সহ্য করিয়া যাইবে সে (পরে) আনন্দ লাভ করিবে, আর যে তাহাদের কথার জবাব দিবে সে পরে আফসোস করিবে। আর যে অসৎলোকদের অল্প দুর্ব্যবহারে তৃপ্ত হয় না, সে অধিক দুর্ব্যবহারে তৃপ্ত হইবে। তোমাদের যে কেহ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করিতে ইচ্ছা করে সে যেন নিজেকে অত্যাচার সহ্যের অভ্যস্ত বানায় ও আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হইতে সওয়াবের পূর্ণ আশা করে। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পূর্ণ সওয়াবের আশা করিবে অত্যাচারে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না।

হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ)এর আশঙ্কা

আব্দুল আযীয ইবনে আবি বাকরাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) বনু গুদানাহ্ গোত্রীয় এক মহিলাকে বিবাহ করিলেন। তারপর উক্ত মহিলাটির ইন্তেকাল হইলে তাহাকে করবস্থানে লইয়া গেলেন। মহিলার ভাইগণ তাহাকে জানাযার নামায পড়াইতে বাধা দিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,

তোমরা আমাকে বাধা দিও না, কারণ আমি তোমাদের অপেক্ষা নামায পড়াইবার অধিক হক্ব রাখি। সুতরাং তাহারা বলিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি নামায পড়াইলেন ও কবরে নামিলেন। তাহার ভাইয়েরা তাঁহাকে সজোরে ধাক্কা দিল। তিনি পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তাঁহাকে তাহার পরিবারের নিকট উঠাইয়া আনা হইল। সে সময় ঘরে তাহার বিশজন ছেলেমেয়ে ছিল। আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, আমি তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। তাহারা তাহার জন্য চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি সামান্য জ্ঞান ফিরিতেই বলিলেন, তোমরা আমার জন্য চিৎকার করিও না। খোদার ক্বসম, (আজ) যে কোন জান বাহির হওয়া অপেক্ষা আবু বাকরার জান বাহির হইয়া যাওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলেই ঘাবড়াইয়া গেল এবং তাহারা বলিল, হে আব্বাজান, কি কারণে? তিনি বলিলেন, আমার আশঙ্কা হয়, এমন সময় না আসিয়া পড়ে যখন আমি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করিতে না পারি। আর (যেদিন এমন হইবে) সেদিন কোন কল্যাণ অবশিষ্ট থাকিবে না। (তাবরানী)

অত্যাচারের আশঙ্কায় অসৎকাজে বাধা প্রদান না করা

আলী ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সম্মুখে আব্দুর রহমান ইবনে আশআসের (বিদ্রোহের) দরুন গ্রেপ্তারকৃত লোকদিগকে উপস্থিত করা হইতেছিল তখন আমিও তাহার সহিত মহলের ভিতর উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) আসিলেন। তিনি নিকটবর্তী হইলে হাজ্জাজ তাঁহাকে বলিল, "তারপর! ওরে খবীস! ওরে ফেৎনাকারী! কখনও আলী ইবনে আবি তালেবের দলে, কখনও আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরের দলে কখনও ইবনে আশআসের দলে। শুনিয়া রাখ, সেই পাক যাতের ক্বসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই তোমার এরূপ মূলোৎপাটন করিব, যেরূপ আঠাকে মূলোৎপাটন করিয়া ফেলা হয়। আর তোমার এরূপ চামড়া খুলিয়া লইব, যেরূপ গোসাপের চামড়া খুলিয়া লওয়া হয়।' হযরত আনাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা আমীরের ভাল করুন, আমীর

কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন? হাজ্জাজ বলিল, আল্লাহ্ তোমার কান বধির করুক, তোমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছি। হযরত আনাস (রাঃ) ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন পড়িলেন। তারপর তাহার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, যদি আমার সন্তানদের কথা স্মরণ না হইত, আর তাহাদের প্রতি আশঙ্কা না হইত, তবে আজ তাহাকে আমার এই স্থানে এমন কথা বলিতাম যাহার পর সে আমাকে কখনও যিন্দা ছাড়িত না। (তাবারানী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হাজ্জাজকে খোতবা দিতে শুনিয়াছি। সে আপন খোতবায় এমন কথা বলিয়াছে যাহা আমার নিকট অপছন্দ লাগিয়াছে। আমি তাহাকে বাধা দিতে চাহিলাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস স্মরণ করিয়া বাধা দিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মুমিনের জন্য নিজকে অপদস্থ করা উচিত নহে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, নিজেকে কিরূপে অপদস্থ করিবে? তিনি বলিলেন, নিজেকে এমন বিপদের সম্মুখীন করে যাহা বরদাস্ত করিবার শক্তি তাহার নাই। (বায্যার)

নির্জনতা

হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, অসৎ সংসর্গ হইতে একাকী থাকার মধ্যে শান্তি রহিয়াছে। অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, নির্জনতা হইতে তোমরা আপন আপন অংশ গ্রহণ কর। (কান্য)

মুআফা ইবনে এমরান (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একদল লোকের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, যাহারা এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছিল যাহাকে শরীয়ত অনুযায়ী কোন সাজার জন্য ধরা হইয়াছিল। তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, এই সকল চেহারার জন্য কোন মারহাবা না হোক, যাহাদিগকে অমঙ্গল ব্যতীত আর কোথাও দেখা যায় না। (কান্য)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি ও অসিয়ত

আদাসা তায়ী (রহঃ) বলেন, আমি সেরাফ নামক স্থানে ছিলাম। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সেখানে আসিলে আমার পরিবার কিছু জিনিষ দিয়া আমাকে তাঁহার খেদমতে পাঠাইল। আর আমাদের কতিপয় গোলাম যাহারা চার দিনের দূরত্ব একস্থানে উট চরাইত, তাহারা একটি পাখী শিকার করিয়া আনিয়াছিল। আমি উহা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পাখী কোথা হইতে আনিয়াছ? আমি বলিলাম, ইহা আমাদের কতিপয় গোলাম আনিয়াছে, যাহারা চার দিনের দূরত্ব একস্থানে উট চরায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয় আমি যদি এমন জায়গায় থাকিতাম যেখানে ইহা শিকার করা হইয়াছে, আর আল্লাহ্র সহিত মিলিত হওয়া পর্যন্ত আমি কাহারো সহিত কোন কথা না বলিতাম এবং আমার সহিতও কেহ না বলিত। (তাবরানী)

কাসেম (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে বলিল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, তোমার ঘর যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয়, আর তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ এবং নিজের গুনাহকে স্মরণ করিয়া ক্রন্দন কর। (আবু নুআঈম)

ইসমাঈল ইবনে আবি খালেদ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) আপন ছেলে আবু ওবাইদাকে তিনটি কথা বলিলেন, হে বেটা, তোমাকে আল্লাহ্র তাক্বওয়ার অসিয়াত করিতেছি, আর তোমার ঘর যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয় এবং নিজের গুনাহের উপর ক্রন্দন করিতে থাক। (আবু নুআঈম)

নির্জনতা অবলম্বনে সাহাবা (রাঃ)দের আগ্রহ

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার যদি প্রয়োজন পরিমাণ মাল হইত আর আমি আমার দরজা বন্ধ করিয়া দিতাম, যাহাতে আল্লাহ্র সহিত মিলিত হওয়া পর্যন্ত কেহ আমার নিকট না আসিতে পারে, আর আমাকেও কাহারো নিকট যাইতে না হয়। (হাকেম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি ওয়াস ওয়াসার ভয় না হইত তবে এমন দেশে চলিয়া যাইতাম যেখানে পরিচিত কেহ না থাকে। মানুষকে

তো মানুষেই খারাপ করে। (কান্‌য)

মালেক (রহঃ) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, হযরত আবুল জাহাম ইবনে হারিস ইবনে সাম্মাহ্ (রাঃ) আনসাদের মজলিসে বসিতেন না। তাহাকে এরূপ নিঃসঙ্গতার কথা বলা হইলে তিনি বলিতেন, মানুষের সহিত মেলামেশা নিঃসঙ্গতা অপেক্ষা খারাপ। (কান্‌য)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, মুসলমান ব্যক্তির ঘর তাহার জন্য কি সুন্দর এবাদতখানা! যেখানে সে আপন নফস চক্ষু ও লজ্জাস্থানকে সংযত রাখিতে পারে। বাজারে বসা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে। কারণ উহা তোমাকে অনর্থক ও বেকার জিনিষে লিপ্ত করিবে। (ইবনে আসাকির)

হযরত মুআয (রাঃ)এর নির্জনতা অবলম্বন

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আম্‌র (রাঃ) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। দেখিলেন, তিনি দরজায় দাঁড়াইয়া হাত নাড়িতেছেন, যেন আপন মনের সহিত কথা বলিতেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বলিলেন, হে আবু আবিদর রহমান, আপনার কি হইয়াছে, আপন মনে কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন, কি করিব? আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি, আল্লাহ্‌র দুশমন (শয়তান) আমাকে উহা হইতে সরাইতে চাহিতেছে। সে বলিতেছে, ঘরে বসিয়া আর কতকাল কষ্ট করিবে। মজলিসে যাও না? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় বাহির হয় সে আল্লাহ্‌র দায়িত্বে থাকে। যে ব্যক্তি কোন অসুস্থকে দেখিতে যায় সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। যে ব্যক্তি সকালে অথবা বিকালে মসজিদের দিকে যায় সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। যে ব্যক্তি ইমামের (শাসকের) নিকট যায় তাহাকে সাহায্য ও সম্মান করিবার উদ্দেশ্যে সে আল্লাহ্‌র দায়িত্বে থাকে। আর যে ব্যক্তি নিজ ঘরে বসিয়া থাকে, কাহারো নিন্দা গায় না সে আল্লাহ্‌র দায়িত্বে থাকে। এখন আল্লাহ্‌র দুশমন (শয়তান) আমাকে আমার ঘর হইতে মজলিসে লইয়া যাইতে চাহিতেছে। (তাবরানী)

অল্পে তুষ্টি

অল্পে তুষ্টির প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর উৎসাহ দান

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওবায়েদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আহনাফ (রাঃ)এর গায়ে একটি কোর্তা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আহনাফ, এই কোর্তা কত দ্বারা খরিদ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, বার দেরহাম দ্বারা। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার নাশ হোক, ছয় দেরহামে কেন খরিদ করিলে না? আর অতিরিক্ত দেরহাম তোমার জানা মত অন্য প্রয়োজনে খরচ করিতে পারিতে। (কান্‌য)

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর নিকট লিখিলেন, তুমি দুনিয়াতে আপন রিযিকের উপর সন্তুষ্ট থাক। কারণ খোদায়ে রহমান কোন কোন বান্দার রিযিক তাহার অপর বান্দার উপর বাড়াইয়া দিয়াছেন, বরং প্রত্যেককে উহা দ্বারা পরীক্ষা করিতেছেন। যাহার রিযিক বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা হইল এই যে, সে উহার মধ্যে কিরূপ শোকর করে। আর উহার শোকর হইল আল্লাহ্‌র দেওয়া রিযিক ও নেয়ামতের মধ্যে তাঁহার ফরজকৃত হক আদায় করা। (কান্‌য)

হযরত আলী (রাঃ)এর অল্পেতুষ্টি ও অসিয়ত

আবু জাফর (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) শুষ্ক কয়েকটি খেজুর খাইয়া উহার উপর পানি পান করিলেন। তারপর আপন পেটের উপর চাপড় মারিয়া বলিলেন, যাহার পেট তাহাকে আগুনে (দোযখে) প্রবেশ করায় আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে রহমত হইতে দূরে রাখেন। অতঃপর এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

فَاِنَّكَ مَهْمَا تُعْطِ بَطْنَكَ سُؤْلَهٗ وَفَرْجَكَ نَالَا مُنْتَهَى الذَّمِّ اَجْمَعَا

অর্থাৎ তুমি যখনই তোমার পেট ও লজ্জাস্থানের বাসনা পূর্ণ করিবে তখনই উহারা উভয়েই চূড়ান্ত দুর্নাম অর্জন করিবে।

শা’বী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, হে আদম সন্তান, তুমি আজকের দিনে আগামীকল্যের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইও না। আগামীকল্য

যদি তোমার মৃত্যু না হয় তবে অবশ্য তোমার রিযিক তোমার নিকট পৌঁছিবে। আর জানিয়া রাখ, তুমি তোমার জন্য নির্ধারিত রিযিকের অতিরিক্ত মাল উপার্জন করিতে পারিবে না। অবশ্য যদি তুমি পরের মালের খাজাঞ্চী হও তবে আলাদা কথা। (কান্‌য)

হযরত সা'দ (রাঃ)এর অসিয়ত

ইবনে আসাকির (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'দ (রাঃ) আপন ছেলেকে বলিয়াছেন, হে বেটা, তুমি যদি ধনী হইতে চাহ, তবে উহা অল্পে তুষ্টির মধ্যে তালাশ কর। কারণ যাহার অল্পে তুষ্টি নাই মাল–দৌলত তাহাকে ধনী বানাইতে পারে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের বিবাহের তরীক্বাহ

নবী করীম (সাঃ)এর সহিত হযরত খাদীজা (রাঃ)এর বিবাহ

হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ) অথবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা(রাঃ)দের মধ্য হইতে কোন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরি চরাইতেন। তারপর বকরি চরানো ছাড়িয়া তিনি এবং তাঁহার এক সঙ্গী উট চরাইতে আরম্ভ করিলেন। তারপর তাহারা মজদুরির বিনিময়ে হযরত খাদীজা (রাঃ)এর বোনের কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। একবার তাহারা এক সফর শেষ করিয়া ফিরিলে তাহাদের কিছু মজদুরি তাহার নিকট বাকী রহিয়া গেল। তাঁহার সঙ্গী হযরত খাদীজা (রাঃ)এর বোনের নিকট যাইয়া মজদুরির জন্য তাগাদা দিত। সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিত আপনিও চলুন। তিনি বলিতেন, তুমি যাও, আমার শরম লাগে। একবার তাঁহার সঙ্গী তাগাদা করিতে আসিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, মুহাম্মাদ কোথায়? সে উত্তর দিল, আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, কিন্তু তিনি বলেন, তাঁহার শরম লাগে। হযরত খাদীজা (রাঃ)এর বোন বলিল, আমি তাঁহার ন্যায় অধিক লজ্জাশীল, চরিত্রবান এবং এরূপ এরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই। ইহা শুনিয়া তাহার বোন—হযরত খাদীজা

(রাঃ)এর মনে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হইল। তিনি তাঁহার নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আপনি আমার পিতার নিকট আমাকে বিবাহের পয়গাম দিন। তিনি উত্তর দিলেন, তোমার পিতা তো ধনী লোক, তিনি এই পয়গামে রাজী হইবেন না। হযরত খাদীজা (রাঃ) বলিলেন, আপনি আসিয়া দেখা করুন ও পয়গাম দিন। বাকী কাজ আমার দায়িত্বে রহিল। কিন্তু আপনি তাহার নেশা অবস্থায় আসিবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাই করিলেন এবং তিনি আসিলে তাঁহার নিকট বিবাহ দিয়া দিলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ)এর পিতা পরদিন সকাল বেলা মজলিসে বসিলে কেহ বলিল, আপনি খুব ভাল করিয়াছেন, মুহাম্মাদের নিকট (খাদিজাকে) বিবাহ দিয়া দিয়াছেন। পিতা শুনিয়া বলিলেন, সত্যই কি আমি এরূপ করিয়াছি? সকলে বলিল, হাঁ। তিনি উঠিয়া হযরত খাদীজা (রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকে বলে, আমি তোমাকে মুহাম্মাদের নিকট বিবাহ দিয়াছি, ইহা কি সত্য? হযরত খাদীজা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, তবে আপনি আপনার পূর্ব সিদ্ধান্তকে দুর্বল করিবেন না। কারণ মুহাম্মাদ এই রকম এই রকম গুণাবলীর অধিকারী। তিনি তাহাকে এইভাবে বুঝাইতে থাকিলেন। অবশেষে তিনি রাজী হইয়া গেলেন। তারপর হযরত খাদীজা (রাঃ) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই উকিয়া (একুশ তোলা) পরিমাণ স্বর্ণ অথবা রূপা পাঠাইয়া বলিলেন, ইহা দ্বারা এক জোড়া কাপড় খরিদ করিয়া আমাকে হাদিয়া দিন এবং একটি দুম্বা ও এই, এই জিনিষ খরিদ করুন। তিনি তাহাই করিলেন, (তাবরানী)

বায্যারের এক রেওয়ায়াতে তাঁহার নেশার সময়ের পরিবর্তে তাহার খুশীর সময় আসিবেন ও এক জোড়া কাপড় খরিদ করিয়া আমাকে এর পরিবর্তে তাহাকে (অর্থাৎ পিতাকে) হাদিয়া দিন বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমাদও তাবরানী (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণনাকারী হাম্মাদ (রহঃ)এর ধারণা মতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা (রাঃ) সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাহার পিতা এই বিবাহে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং হযরত খাদীজা (রাঃ) খানা ও শারাব তৈয়ার করিয়া

তাহার পিতা ও কোরাইশের কিছু লোককে দাওয়াত করিলেন। তাহারা খাওয়া দাওয়া শেষে সরাব পান করিল এবং যখন তাহাদের নেশা ধরিল, হযরত খাদীজা (রাঃ) (পিতাকে) বলিলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আমাকে বিবাহের পয়গাম দিতেছেন, আপনি আমাকে তাঁহার নিকট বিবাহ দিয়া দিন। তাহার পিতা বিবাহ দিয়া দিলেন। তারপর তিনি তাহাকে খালুক (এক প্রকার খুশবু) মাখিয়া দিলেন ও এক জোড়া নূতন কাপড় পরাইয়া দিলেন। সে যুগে বিবাহের পর মেয়েদের আপন পিতার সহিত এরূপ করিবার রীতি ছিল। অতঃপর তাহার নেশা কাটিয়া গেলে নিজের শরীরে খুশবু ও নতুন কাপড় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কি হইয়াছে? এইগুলি কি? হযরত খাদীজা (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্‌র নিকট বিবাহ দিয়াছেন। পিতা বলিলেন, আবু তালেবের এতীম ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট আমি বিবাহ দিব! অসম্ভব, আমার জীবনের শপথ! হযরত খাদীজা (রাঃ) বলিলেন, আপনার কি লজ্জা হয় না? আপনি কি লোকদিগকে আপন নেশার অবস্থা জানাইয়া কোরাইশের নিকট নিজেকে হেয় করিতে চাহিতেছেন? এইরূপে বুঝাইয়া বুঝাইয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে রাজী করিয়া ফেলিলেন।

নাফীসাহ (রহঃ) বলেন, হযরত খাদীজা (রাঃ)কে আল্লাহ্ তায়ালা যে সম্মান ও কল্যাণ দান করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত তিনি একজন বিচক্ষণ হুঁশিয়ার ও শরীফ মহিলা ছিলেন। তখনকার সময়ে তিনি কোরাইশের মধ্যে উচ্চবংশীয়া ও উচ্চ সম্মানিতা ছিলেন। মাল দৌলতের দিক দিয়াও সকলের উপরে ছিলেন। তাঁহার বংশের সকলেই পারিলে তাহাকে বিবাহ করিতে আগ্রহী ছিল। তাহারা ইহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছে এবং মালও খরচ করিয়াছে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার শাম দেশীয় সফর হইতে ফিরিয়া আসার পর হযরত খাদীজা (রাঃ) আমাকে তাঁহার নিকট তাঁহার দিলের ইচ্ছা জানিবার জন্য পাঠাইলেন। সুতরাং আমি যাইয়া বলিলাম, হে মুহাম্মাদ, আপনি কেন বিবাহ করেন না? তিনি বলিলেন, আমার হাতে তো এত মাল নাই যে, বিবাহ করিব। আমি বলিলাম, কেহ যদি আপনার এই দায়িত্ব গ্রহণ করে, এবং রূপ ও মাল এবং সম্মান ও সমবংশীয় সম্বন্ধের প্রতি যদি আপনাকে আহবান করে, তবে আপনি রাজী আছেন, কি? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

কে সেই মহিলা? আমি বলিলাম, খাদীজা। তিনি বলিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? নাফীসাহ বলেন, আমি বলিলাম, তাহা আমার দায়িত্বে। তিনি বলিলেন, তবে আমিও রাজী আছি। নাফীসাহ্ বলেন, আমি হযরত খাদীজা (রাঃ)কে যাইয়া সংবাদ দিলাম। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, অমুক সময় আপনি উপস্থিত হইবেন। অতঃপর হযরত খাদীজা (রাঃ) তাহাকে বিবাহ দিবার জন্য তাহার চাচা আমর ইবনে আসাদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার চাচা উপস্থিত হইলেন, এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার চাচাদের সহিত উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে একজন বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। অতঃপর আমর ইবনে আসাদ আরবের একটি প্রবাদ বাক্য বলিলেন, ইহা এমন নর যাহার নাকে আঘাত করা হইবে না। (অর্থাৎ উপযুক্ত সম্বন্ধ হইয়াছে, ইহা প্রত্যাখ্যান করা যায় না।) বিবাহের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স পঁচিশ বৎসর ও হযরত খাদীজা (রাঃ) চল্লিশ বৎসর বয়স্কা ছিলেন। তিনি ফীলের ঘটনার পনের বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (ইবনে সা'দ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত আয়েশা ও সাওদা (রাঃ)এর বিবাহ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত খাদীজা (রঃ)এর ইন্তেকালের পর হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতে হাকীম ইবনে আওকাস (রাঃ) মক্কাতেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি বিবাহ করিবেন না? তিনি বলিলেন, কাহাকে? খাওলা (রাঃ) বলিলেন, কুমারী চাইলে কুমারী আর বিধবা চাহিলে বিধবা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমারী হইলে কে? খাওলা (রাঃ) বলিলেন, আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তির মেয়ে আয়েশা বিনতে আবি বকর (রাঃ)। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বিধবা কে? খাওলা (রাঃ) বলিলেন, সাওদা বিনতে যামআহ্ (রাঃ)। আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছে ও আপনার দ্বীনে আপনার অনুসারী হইয়াছে। তিনি বলিলেন, যাও, উভয়ের নিকট আমার পয়গাম দাও। হযরত খাওলা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘরে গেলেন। ঘরে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর

মা হযরত উম্মে রোমান (রাঃ)কে পাইলেন। বলিলেন, হে উম্মে রোমান, আল্লাহ্ তায়ালা কতই না খায়ের ও বরকত তোমাদের ঘরে দিয়াছেন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আয়েশার জন্য পয়গাম দিয়া পাঠাইয়াছেন। উম্মে রোমান (রাঃ) বলিলেন, আমিও ইহাই চাহিয়াছি, তবে একটু অপেক্ষা কর, আবু বকর আসিতেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিলে খাওলা (রাঃ) বলিলেন, হে আবু বকর, আল্লাহ্ তায়ালা কতই না খায়ের ও বরকত আপনাদের ঘরে দান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আয়েশার জন্য পয়গাম দিয়া পাঠাইয়াছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আয়েশা কি তাঁহার জন্য দুরুস্ত হইবে? সে তো তাঁহার ভাইয়ের মেয়ে। খাওলা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, যাইয়া বল, তুমি আমার ইসলামী ভাই, আর আমিও তোমার অনুরূপ ভাই, সুতরাং তোমার মেয়ে আমার জন্য দুরুস্ত হইবে। তিনি আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)কে জানাইলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলে বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। (তাবরানী)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে যাইয়া বল যে, আমি তোমার ও তুমি আমার ইসলামী ভাই; আর তোমার মেয়ে আমার জন্য দুরুস্ত আছে। খাওলা (রাঃ) ফিরিয়া আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)কে জানাইলে তিনি তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। হযরত উম্মে রোমান (রাঃ) বলেন, মুত্ইম ইবনে আদি ইতিপূর্বে নিজের ছেলের জন্য আয়েশার বিষয়ে প্রস্তাব দিয়াছিল। খোদার কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ) কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন নাই। সুতরাং তিনি মুতইম ইবনে আদির নিকট গেলেন। তাহার নিকট তাহার স্ত্রী অর্থাৎ উক্ত ছেলের মাও উপস্থিত ছিল। মুতইম ইবনে আদির স্ত্রী সেখানে হযরত আবু বকর (রাঃ)কে এমন কিছু কথা বলিয়াছিল যাহাতে মুতইমের সহিত ওয়াদার দরুন তাহার অন্তরে যে দ্বিধা ছিল তাহা দূর হইয়া গেল। কারণ হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন মুতইমকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,

এই মেয়ের বিবাহের বিষয়ে তুমি কি বল? তখন সে তাহার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি কি বল? তাহার স্ত্রী হযরত আবু বকর (রাঃ)এর দিকে ফিরিয়া বলিল, আমরা যদি এই ছেলেকে এখানে বিবাহ করাই তবে তুমি তাহাকে তোমার ধর্মে ধর্মান্তর করাইয়া ফেলিবে। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) মুতইমের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, তুমি কি বল? সে বলিল, আমার স্ত্রীকে যাহা বলিতে শুনিয়াছ। অতঃপর তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহার অন্তরে সেই ওয়াদার দরুন যে দ্বিধা ছিল তাহা আল্লাহ্ তায়ালা দূর করিয়া দিলেন। অতএব খাওলা (রাঃ)কে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তিনি ডাকিয়া আনিলে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশার সহিত তাঁহার বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বয়স তখন ছয় বৎসর ছিল। অতঃপর খাওলা (রাঃ) হযরত সাওদা বিনতে যামআহ্ (রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা কতই না খায়ের ও বরকত তোমার মধ্যে দান করিয়াছেন! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন উহা কি? খাওলা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার প্রতি তাঁহার পয়গাম দিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমিও তাহাই চাহিয়াছি। যাও, আমার পিতার নিকট বল। তাহার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অধিক বয়সের দরুন অচল হইয়া গিয়াছিলেন। আর সে জন্যই হজ্বে যাইতে পারেন নাই। হযরত খাওলা (রাঃ) তাহার নিকট যাইয়া জাহিলিয়াতের নিয়মে তাহাকে অভিবাদন জানাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? উত্তর দিলেন, আমি খাওলা বিনতে হাকীম। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর লইয়া আসিয়াছ? বলিলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ সাওদার প্রতি পয়গাম দিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, সম্মানিত সম্বন্ধ, তবে তোমার বান্ধবী কি বলে? বলিলেন, সে ইহা পছন্দ করিয়াছে। পিতা বলিলেন, তাঁহাকে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তিনি আসিলে সাওদা (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। পরে তাহার ভাই আব্দ ইবনে যামআহ হজ্ব হইতে ফিরিয়া (এই বিবাহের কথা শুনিয়া দুঃখে ও আফসোসে) আপন মাথায় ধুলা ছিটাইতে লাগিল। পরবর্তীকালে মুসলমান

হইবার পর তিনি বলিয়াছেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাওদার বিবাহের কথা শুনিয়া দুঃখ করিয়া আপন মাথায় ধুলা ছিটাইয়া ছিলাম, আমার জীবনের কসম, সেদিন আমি একটা নিরেট মুর্খ ছিলাম।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হিজরতের পর আমরা যখন মদীনায় আসিলাম, তখন সুনূহ নামক স্থানে বনু হারিস ইবনে খাযরাজ গোত্রের নিকট উঠিলাম। একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে আসিলেন। আমি তখন খেজুরের ডালে বাঁধা দোলনায় দোল খাইতেছিলাম। এমন সময় আমার মা আসিয়া আমাকে দোলনা হইতে নামাইয়া লইয়া গেলেন। আমার মাথায় ঘাড় পর্যন্ত ছোট ছোট চুল ছিল। তিনি আমার চুল আঁচড়াইয়া দিলেন ও পানি দ্বারা আমার মুখমণ্ডল ধুইয়া দিলেন। তারপর আমাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। দরজার নিকট পৌঁছিয়া দাঁড়াইলাম। (খেলাধুলার দরুন) আমার তখনও জোরে জোরে শ্বাস ওঠানামা করিতেছিল। উহা শান্ত হইলে তিনি আমাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরের একটি খাটের উপর বসিয়া আছেন, তাহার আশে পাশে অনেক আনসারী পুরুষ ও মহিলারাও আছেন। আমার মা আমাকে একটি ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া বলিলেন, ইহারা আপনার পরিবার। আল্লাহ্ তায়ালা ইহাদের মধ্যে আপনার জন্য বরকত দান করুন ও ইহাদের জন্য আপনার মধ্যে বরকত দান করুন।

অতঃপর পুরুষ ও মহিলাগণ সেখান হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে আমার সহিত বাসর কাটাইলেন। আমার বিবাহে না কোন উট জবাই হইয়াছে আর না ছাগল জবাই হইয়াছে। বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন তাহার কোন বিবির ঘরে যাইতেন সেদিন হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) খাঞ্চায় করিয়া কিছু খানা তাঁহার ঘরে পাঠাইতেন। হযরত সা'দ (রাঃ) সেদিন সে খানা আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার বয়স তখন সাত বৎসর হইয়াছিল। (বুখারী ইত্যাদি হইতে সহী রেওয়ায়াতে উক্ত সময়ে তাহার বয়স নয় বৎসর বর্ণিত হইয়াছে।)

হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হাফসা (রাঃ)এর স্বামী খুনাইস ইবনে হুযাফাহ (রাঃ) মদীনাতে ইন্তেকাল করিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। হযরত হাফসা (রাঃ) বিধবা হইবার পর হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত হযরত ওসমান (রাঃ)এর দেখা হইল। তিনি বলিলেন, তুমি যদি চাহ হাফসাকে তোমার নিকট বিবাহ দিয়া দিব। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আমি একটু ভাবিয়া দেখি। তারপর কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, আমার বিবাহ না করাই সমীচীন মনে হইতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, তারপর আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলাম, আপনি যদি চাহেন হাফসাকে আপনার সহিত বিবাহ দিয়া দিব। তিনি নিশ্চুপ রহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)এর জবাব অপেক্ষা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর চুপ থাকাতে আমার অন্তরে অধিক ব্যথা লাগিল। কিছু দিন পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য পয়গাম দিলেন এবং তাঁহার নিকট তাহাকে বিবাহ দিয়া দিলাম। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত আমার দেখা হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, হাফসার ব্যাপারে আমার চুপ থাকাতে তুমি মনে ব্যথা পাইয়াছ হয়ত। আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে এই জন্য জবাব দেই নাই, যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমি জানিতে পারিয়াছি। সুতরাং আমি তাঁহার গোপন কথা ফাঁস করিতে চাহি নাই। তিনি যদি পরিত্যাগ করিতেন তবে অবশ্যই আমি তাহাকে গ্রহণ করিতাম। (বুখারী ও নাসায়ী)

বাইহাক্বী ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত ওসমান (রাঃ)এর জবাব সম্পর্কে অভিযোগ করিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, হাফসার বিবাহ ওসমান অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তির সহিত হইবে। আর ওসমানের বিবাহ হাফসা অপেক্ষা উত্তম মেয়ের সহিত হইবে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান (রাঃ)এর সহিত নিজের মেয়েকে বিবাহ দিলেন।

উম্মে সালামা বিনতে আবি উমাইয়াহ (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তাহার ইদ্দাত পূর্ণ হইলে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে বিবাহের পয়গাম দিলেন। কিন্তু তিনি তাহার সহিত বিবাহে রাজী হইলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট বিবাহের পয়গাম দিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বল আমি অতিশয় আত্মাভিমানিনী আর আমি সন্তান সন্ততির জননী, আমার কোন ওলী উপস্থিত নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাহাকে বল, তুমি যে আত্মাভিমানের কথা বলিয়াছ, আমি আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিব তাহা দূর হইয়া যাইবে। আর তোমার সন্তান সন্ততি, উহাদেরও ব্যবস্থা করা হইবে। আর তোমার কোন ওলী উপস্থিত নাই বলিয়াছ, অবশ্য উপস্থিত ও অনুপস্থিত তোমার কোন ওলীই ইহাতে আপত্তি করিবেন না। অতঃপর হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) আপন ছেলে ওমরকে বলিলেন, উঠ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ পড়াইয়া দাও। অতএব সে বিবাহ পড়াইয়া দিল। (নাসায়ী)

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি মদীনায় আসিবার পর লোকদের নিকট নিজের পরিচয় দিতে যাইয়া বলিলেন যে, তিনি আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরার মেয়ে। লোকেরা তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। কিছু দিন পর যখন কতিপয় লোক হজ্বের উদ্দেশ্যে যাইতেছিল তখন লোকেরা (তাহার কথার সত্যতা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে) তাহাকে বলিল, (মক্কায় অবস্থিত) তোমার পরিবার পরিজনের নিকট চিঠি লিখিয়া দাও। তিনি তাহাদিগকে চিঠি লিখিয়া দিলেন। অতঃপর তাহারা মদীনায় ফিরিয়া আসিয়া তাহার কথার সত্যতা স্বীকার করিল, আর লোকের নিকট তাহার সম্মানও বাড়িয়া গেল।

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) বলেন, (আমার মেয়ে) যায়নাব প্রসব হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিয়া আমাকে বিবাহের পয়গাম দিলেন। আমি বলিলাম, আমার ন্যায় বয়সী মেয়েলোককে

কি কেহ বিবাহ্ করে? আমার মধ্যে কোন সন্তান সম্ভাবনা নাই, উপরন্তু আমি অতিশয় আত্মভিমানিনী ও সন্তান সন্ততির মা। তিনি বলিলেন, আমি তো তোমার অপেক্ষা বয়স্ক। আর আত্মাভিমান, আল্লাহ্ তায়ালা উহা দূর করিয়া দিবেন। আর সন্তান সন্ততি, তাহারা আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের দায়িত্বে থাকিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর তিনি তাহার নিকট আসা যাওয়া করিতেন (কিন্তু রাত্রি যাপন করিতেন না) এবং (তাহার কোলের মেয়েটি সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতেন, যানাব (অর্থাৎ যায়নাব) কোথায়? অবশেষে একদিন হযরত আম্মার (রাঃ) আসিয়া মেয়েটিকে এই বলিয়া লইয়া গেলেন যে, মেয়েটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বাধা হইতেছে। কারণ হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) উহাকে দুধ পান করাইতেন (বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা নিকট রাত্রি যাপন করিতেন না)। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যানাব কোথায়? হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)এর বোন ক্বারীবাহ বিনতে আবি উমাইয়াহ্ (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, ইবনে ইয়াসির উহাকে লইয়া গিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আজ রাত্রে তোমাদের নিকট আসিব। হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি যাঁতার নিচে চামড়া বিছাইয়া ঘড়ার মধ্য হইতে কিছু যবের দানা বাহির করিলাম। আর কিছু চর্বি বাহির করিলাম। (তারপর উহা মিলাইয়া রান্না করিলাম)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি যাপন করিলেন। সকাল বেলা তিনি বলিলেন, তোমার বংশে যেহেতু তোমার যথেষ্ট সম্মান রহিয়াছে, সুতরাং তুমি যদি চাহ তোমার জন্য একাধারে সাতদিনের পালা নির্ধারণ করিতে পারি। তবে তোমার জন্য সাত দিন করিলে অন্যান্য বিবিদের জন্যও সাতদিন করিয়া হইবে। (ইবনে আসাকির)

উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবি সুফিয়ান (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ

ইসমাঈল ইবনে আম্র (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উম্মে হাবীবাহ

বিনতে আবি সুফিয়ান (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি হাবশায় থাকাকালীন হঠাৎ একদিন আবরাহা নামক এক বাঁদী হাবশার বাদশাহ—নাজাশী (রহঃ)এর পক্ষ হইতে সংবাদ লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। বাদশাহের কাপড়, তৈল ও খুশবু এই বাঁদীর দায়িত্বে ছিল। সে আসিয়া ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিল। আমি তাহাকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া সে বলিল, বাদশাহ্ আপনার নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁহার সহিত আপনার বিবাহ পড়াইয়া দিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, আমি আবরাহাকে বলিলাম, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে শুভসংবাদ দান করুন! তারপর সে বলিল, বাদশাহ্ বলিতেছেন, আপনাকে বিবাহ দিবার জন্য আপনি কাহাকেও উকিল নিযুক্ত করুন। হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, আমি খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)কে ডাকিয়া তাহাকে উকিল নিযুক্ত করিলাম। আর আবরাহাকে (এই সুসংবাদে আনন্দিত হইয়া পুরস্কারস্বরূপ) রূপার দুইখানা চুড়ি ও দুইখানা রূপার খাড়ু যাহা আমার শরীরে ছিল, আর আমার পায়ের প্রত্যেক আঙ্গুল হইতে আঙ্গটি খুলিয়া তাহাকে দিয়া দিলাম। সন্ধ্যার পর নাজাশী হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) ও উপস্থিত অন্যান্য মুসলমানদিগকে হাজির হইতে বলিলেন। অতঃপর নাজাশী (রহঃ) এইরূপ খোতবা পাঠ করিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْمُؤْمِنِ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّهُ الَّذِىْ بَشَّرَ بِهٖ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ، اَمَّا بَعْدُ:

তারপর বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবি সুফিয়ানকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। আমি তাঁহার আদেশ যথাযথ পালন করিলাম। এবং তাহার মোহরানাস্বরূপ চার শত দীনার দিলাম। তারপর তিনি সকলের সম্মুখে দীনারগুলি ঢালিয়া দিলেন। অতঃপর খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) খোতবা পাঠ

করিলেন—

الْحَمْدُ لِلّٰهِ اَحْمَدُهٗ وَاَسْتَغْفِرُهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. اَمَّا بَعْدُ

তারপর বলিলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দিলাম এবং উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবি সুফিয়ানকে তাঁহার নিকট বিবাহ দিয়া দিলাম, আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বরকত দান করুন।"

নাজাশী (রহঃ) দীনারগুলি হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর নিকট হস্তান্তর করিলেন, এবং তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। তারপর তাহারা উঠিতে চাহিলে নাজাশী (রহঃ) বলিলেন, আপনারা বসুন। বিবাহের পর খানা খাওয়া নবীদের সুন্নাত। সুতরাং তিনি খানা আনাইলেন। তাহারা খানা খাইয়া উঠিয়া গেলেন। (বিদাইয়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, আমি একদিন আমার স্বামী ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশকে অত্যন্ত খারাপ ও কুশ্রী অবস্থায় স্বপ্নে দেখিয়া ভীত হইলাম। মনে মনে বলিলাম, খোদার কসম, নিশ্চয়ই তাহার অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সকাল বেলা দেখি, সত্যই সে বলিতেছে, হে উম্মে হাবীবাহ, আমি দ্বীন সম্পর্কে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, নাসরানী দ্বীন অপেক্ষা উত্তম আর কোন দ্বীন নাই। সুতরাং আমি পূর্বে উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তারপর দ্বীনে মুহাম্মাদী গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু এখন আমি পুনরায় নাসরানী দ্বীন গ্রহণ করিয়াছি। আমি বলিলাম, খোদার কসম, তোমার (কপালে) মঙ্গল (লেখা হয়) নাই। তারপর আমি স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা বলিলাম। কিন্তু সে উহার কোন পাত্তা দিল না। শারাব পানে মশগুল হইয়া গেল এবং শেষ পর্যন্ত এই অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করিল। তারপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, কেহ যেন আমাকে ডাকিয়া বলিতেছে,

হে উম্মুল মুমিনীন! আমি ঘাবড়াইয়া গেলাম এবং উহার ব্যাখ্যা এই করিলাম যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ করিবেন। তিনি বলেন, তারপর আমার ইদ্দাত পূর্ণ হইতেই দেখি, নাজাশী (রহঃ)এর সংবাদবাহক আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তারপর হাদীসের বাকী অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে, তবে এই রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, আমার নিকট (মোহরানার) মাল পৌঁছিলে আমি আবরাহা—যে আমাকে সুসংবাদ দিয়াছিল, তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলাম, সেদিন আমার নিকট তেমন কোন মাল ছিল না তথাপি যৎসামান্য যাহা পারিয়াছি তোমাকে দিয়াছি। এখন তুমি এই পঞ্চাশ দীনার গ্রহণ কর, নিজ প্রয়োজনে খরচ করিও। সে একটি কৌটা বাহির করিল যাহার মধ্যে আমার দেওয়া সব কিছুই ছিল। সে উহা আমাকে ফেরৎ দিয়া বলিল, বাদশাহ্ আমাকে কড়া নির্দেশ দিয়াছেন যে, আপনার নিকট হইতে যেন কোন কিছু গ্রহণ করিয়া আপনার ক্ষতি না করি। আর আমিই বাদশাহের কাপড় ও তৈলাদির দায়িত্বে নিয়োজিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের অনুসারী হইয়াছি। আল্লাহ্র জন্য ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। বাদশাহ্ তাহার বেগমদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে, তাহাদের নিকট যত আতর আছে সবই যেন আপনার জন্য পাঠাইয়া দেয়। সুতরাং পরদিন উদ, ওয়ারস, আম্বর ও যাবাদ—বিভিন্ন প্রকারের আতর বিপুল পরিমাণে আমার নিকট পৌঁছিয়া গেল। আমি এই সব কিছু লইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়াছি। এবং তিনি আমাকে এই সমস্ত ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু নিষেধ করেন নাই।

তারপর আবরাহা আমাকে বলিল, আপনার নিকট আমার একটি প্রয়োজন আছে। আর তাহা এই যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার সালাম পৌঁছাইবেন এবং তাঁহাকে বলিবেন যে, আমি তাহার দ্বীনের অনুসরণ করিয়াছি। হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, তারপর সে আমার খুবই খাতির যত্ন করিল, এবং সেই আমার সব কিছু গোছ গাছ করিয়া দিয়াছিল। আর যখনই আমার নিকট আসিত, বলিত, আপনার নিকট আমার প্রয়োজনটি ভুলিয়া যাইবেন না।

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম, আমি তাঁহাকে বিবাহের পয়গাম কিরূপে পৌঁছিয়া ছিল এবং আবরাহা কি কি করিয়াছিল সকল কথা বলিলাম। তিনি (শুনিয়া) মুচ্‌কি হাসিলেন। তারপর আমি তাহার সালাম পৌঁছাইলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সালামের জবাব দিলেন, ওয়া আলাইহাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত যায়নাব (রাঃ)এর ইদ্দাত পূর্ণ হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ (রাঃ)কে বলিলেন, যাও, যায়নাবকে আমার পক্ষ হইতে বিবাহের পয়গাম দাও। হযরত যায়েদ (রাঃ) তাহার নিকট এমন সময় আসিলেন যখন তিনি আটা খামির করিতে–ছিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন, তাহাকে দেখামাত্র আমার অন্তরে তাহার প্রতি এমন ভক্তি পয়দা হইয়া গেল যে, আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিতেছিলাম না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং আমি পিছু হটিয়া আসিলাম ও তাহার দিকে পিঠ দিয়া দাঁড়াইলাম। এবং বলিলাম, হে যায়নাব, সুসংবাদ গ্রহণ কর, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার নিকট বিবাহের পয়গাম দিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি আমার পরওয়ারদিগারের সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ করিব না। তারপর তিনি নিজ মুসল্লায় (নামাযে) দাঁড়াইয়া গেলেন। আর এ দিকে কোরআন নাযিল হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি ব্যতিরেকেই তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যায়নাব (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন আমাদিগকে এই উপলক্ষে রুটি–গোশত খাওয়াইলেন। খাওয়ার পর লোকজন বাহির হইয়া আসিলে কিছু লোক ঘরের ভিতর বসিয়া আলাপ করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আমিও তাহার পিছন

পিছন চলিলাম। তিনি তাঁহার অন্যান্য বিবিগণের একেকজনের ঘরে যাইয়া তাহাদিগকে সালাম করিতে লাগিলেন। আর তাঁহারাও জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার পরিবারকে কেমন পাইলেন? অতঃপর আমার স্মরণ নাই, আমিই তাহাকে খবর দিলাম, অথবা আর কেহ খবর দিল যে, লোকজন ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। অতএব তিনি যাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমিও তাহার সহিত ঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে তিনি আমার ও তাঁহার মাঝে পরদা ফেলিয়া দিলেন। তারপর পরদা সম্পর্কে আয়াত নাযিল হইল এবং লোকদিগকে আল্লাহ্ তায়ালা যাহা নসীহত করিবার তাহা করিলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ .... بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ٥

অর্থ ঃ 'হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর গৃহসমূহে প্রবেশ করিও না, কিন্তু যখন তোমাদিগকে আহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হয় (তখনও) এইরূপে (প্রবেশ হওয়া আবশ্যক) যে, উহা (খাদ্য) তৈয়ারীর প্রতীক্ষায় না থাকিতে হয়, অবশ্য যখন তোমাদিগকে (খাওয়ার জন্য) ডাকা হইবে, তখন প্রবেশ করিও, অতঃপর যখন আহার সমাপ্ত কর, তখন উঠিয়া চলিয়া যাইও এবং কথোপকথনে লিপ্ত হইয়া বসিয়া থাকিও না, ইহা নবীর পক্ষে কষ্টকর হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি তোমাদের খাতির করেণ (তাই কিছু বলেন না,) আর আল্লাহ তায়ালা পরিস্কার কথা বলিতে লজ্জাবোধ করেন না, আর যখন তোমরা তাঁহাদের নিকট কিছু চাহিবে তখন পর্দার বাহির হইতে চাহিও, ইহা তোমাদের অন্তরসমূহ ও তাহাদের অন্তরসমূহ পবিত্র থাকার উত্তম উপায়। এবং তোমাদের পক্ষে জায়েয নহে যে, রাসূলুল্লাহ্কে কষ্ট দাও, এবং ইহাও জায়েয নহে যে, তোমরা তাঁহার পর কখনও তাঁহার বিবিগণকে নেকাহ্ কর, ইহা আল্লাহ্র নিকট অতীব গুরুতর ব্যাপার। (এবং এই সম্পর্কে মুখে কিছু প্রকাশ করা কিংবা অন্তরে ইচ্ছা পোষণ করাও পাপ) যদি তোমরা (এই সম্বন্ধে) কোন কিছু প্রকাশ কর কিংবা উহা গোপন রাখ তবে আল্লাহ্ (এতদুভয় সহ) প্রত্যেক বিষয়েই খুব অবগত আছেন।'

ইমাম বুখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)কে বিবাহ করার পর রুটি ও গোশত দ্বারা ওলীমা করিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, লোকদিগকে খাওয়ার জন্য ডাকিতে আমাকে পাঠান হইল। লোকরা একদল আসিয়া খাওয়া শেষ করিয়া বাহির হইয়া যাইত। তারপর আর একদল আসিত এবং খাওয়ার পর বাহির হইয়া যাইত। এইভাবে ডাকিয়া আনিতে আনিতে আমি আর কাহাকেও পাইলাম না। অতএব আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমি ডাকিবার মত আর কাহাকেও পাইতেছি না। তিনি বলিলেন, তোমাদের খাবার উঠাইয়া লও। অতঃপর তিন ব্যক্তি ঘরের ভিতর বসিয়া আলাপে রত হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাদিগকে আলাপ রত দেখিয়া) ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে গেলেন এবং বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম, আহলাল বাইত ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হযরত আয়েশা (রাঃ) জবাব দিলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুলল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু; আপনার পরিবারকে কেমন পাইলেন? আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে বরকত দান করুন। এইরূপে একে একে সকল বিবির ঘরে গেলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)কে যেরূপ বলিয়াছেন তাহাদিগকেও সেইরূপ বলিলেন। আর তাহারাও হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ন্যায় প্রতি উত্তর করিলেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, উক্ত তিনজন ঘরের ভিতর পূর্বের ন্যায় আলাপে রত আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত লাজুক ছিলেন। তিনি পুনরায় হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরের দিকে রওয়ানা হইলেন। ইতিমধ্যে আমার স্মরণ নাই আমি অথবা আর কেহ তাঁহাকে এই সংবাদ দিল যে, তাহারা বাহির হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং এক পা দরজার চৌখাটে রাখিয়া অপর পা বাহিরে থাকিতেই আমার ও তাহার মধ্যে পরদা ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর পরদার আয়াত নাযিল হইল।

ইবনে আবি হাতেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন স্ত্রীগণের মধ্য হইতে নব বিবাহিতা কোন এক জনের সহিত বাসর রাত্রির দিন হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) (খেজুর, ঘী ও পনীর দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার

খাদ্য) হাইস তৈয়ার করিলেন এবং উহা একটি পাত্রে ঢালিয়া আমাকে বলিলেন, যাও, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়া আস এবং তাঁহাকে বলিও যে, আমাদের পক্ষ হইতে এই যৎসামান্য জিনিষ তাঁহার জন্য।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সে সময় অভাবের দরুন লোকদের অতিকষ্টে দিন কাটিতেছিল। আমি উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর দেওয়া হাইস লইয়া উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এইগুলি উম্মে সুলাইম আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। তিনি আপনাকে সালাম বলিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, আমাদের পক্ষ হইতে যৎসামান্য তাঁহার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তারপর বলিলেন, ইহা ঘরের এক কোণায় রাখ, এবং কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যাও, অমুক অমুককে এবং মুসলমানদের মধ্য হইতে যাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয় তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। সুতরাং যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদিগকেও যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল এরূপ সকলকে আমি দাওয়াত দিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, ঘর, সুফ্ফা ও হুজরা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু ওসমান, তাহারা কতজন ছিলো। তিনি বলিলেন, তিনশতের কাছাকাছি।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আন। আমি উহা তাঁহার নিকট আনিলাম। তিনি উহার উপর আপন হাত মুবারক রাখিয়া আল্লাহ্ তায়ালার নিকট যাহা খুশী দোয়া করিলেন। তারপর বলিলেন, "দশ দশ জন করিয়া গোলাকার হইয়া বসিয়া যাও এবং বিসমিল্লাহ্ বলিয়া খাইতে আরম্ভ কর, আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্মুখ হইতে খাইবে।" অতএব তাহারা বিসমিল্লাহ্ বলিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং সকলেই খাওয়া শেষ করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, উঠাইয়া রাখ। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি পাত্রটি লইলাম এবং উহার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু আমি বলিতে পারিতেছি না যে, যখন রাখিয়াছি তখন বেশী ছিল, না যখন উঠাইয়াছি তখন বেশী ছিল। তারপর সকলেই চলিয়া গেলে কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে বসিয়া আলাপে রত হইল। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিবির ঘরে সকলকে লইয়া খাওয়া দাওয়া করিলেন তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহারা দীর্ঘ সময় আলাপে রত রহিল যাহাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট হইল। তিনি সর্বাপেক্ষা লাজুক ছিলেন। আর তাহারাও যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্টের কথা বুঝিতে পারিতেন তবে তাহাদের নিকটও ইহা কষ্টকর হইত। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া অন্যান্য বিবিদের প্রত্যেকের ঘরে গেলেন ও তাহাদিগকে সালাম করিলেন। তারপর তাহারা যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফিরিয়া আসিতে দেখিল তখন তাঁহাকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়াছে ভাবিয়া তাহারা দ্রুত দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তিনি আসিয়া পরদা ফেলিয়া দিলেন এবং ঘরে প্রবেশ করিলেন। তখন আমি হুজরার ভিতর ছিলাম। ঘরে প্রবেশ করিবার কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন নাযিল করিলেন। আর তিনি এই আয়াত পড়িতে পড়িতে বাহির হইয়া আসিলেন—

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ

(আয়াত দ্বয়ের অর্থ পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে।)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সকলের পূর্বে তিনি এই আয়াত আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন, আর আমিই সর্বাগ্রে উহা শুনিয়াছি।

(মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী ও বুখারী)

সফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই ইবনে আখ্তাব (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, খাইবারের বন্দীদিগকে একত্রিত করা হইলে হযরত দেহইয়াহ্ (রাঃ) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, বন্দীদের মধ্য হইতে আমাকে একটি বাঁদী দান করুন। তিনি বলিলেন, যাও, তুমি একটি লইয়া লও। তিনি সফিয়্যাহ্ বিনতে হুয়াইকে লইলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র নবী, আপনি দেহইয়াকে দান করিয়াছেন! বর্ণনাকারী ইয়াকুব (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ

আপনি বনু কুরাইযা ও বনু নযীরের সর্বাপেক্ষা সম্মানিতা মহিলা সফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াইকে দিয়া দিয়াছেন, অথচ এই মেয়ে তো একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বলিলেন, তাহাকে উক্ত মেয়ে সহ ডাকিয়া আন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মেয়েকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি বন্দীদের মধ্য হইতে ইহাকে ব্যতীত অন্য একজন লইয়া লও। পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া বিবাহ করিয়াছেন। (আবু দাউদ)

বুখারী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা যখন খাইবারে আসিলাম, আর আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (খাইবারের) কিল্লার উপর বিজয় দান করিলেন তখন কেহ সফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবের রূপ ও সৌন্দর্য্যের কথা তাঁহার নিকট আলোচনা করিল। তাহার স্বামী খাইবার যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। সে সময় তিনি নববিবাহিতা দুলহান বেশে ছিলেন। তাহার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজের জন্য বাছিয়া লইলেন। তারপর তিনি তাহাকে লইয়া রওয়ানা হইলেন এবং 'সাদ্দাস সাহ্বা' নামক স্থানে পৌঁছিলে হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ) হায়েজ হইতে পবিত্র হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাহার সহিত প্রথম রাত্রি যাপন করিলেন। অতঃপর তিনি এই উপলক্ষে হাইস (এক প্রকার খাদ্যদ্রব্য) তৈয়ার করিয়া ছোট একটি চামড়ার দস্তরখানার উপর তাহা রাখিলেন, এবং আমাকে বলিলেন, তোমার আশে পাশে যাহারা আছে তাহাদিগকে দাওয়াতের সংবাদ দাও। ইহাই হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ)এর ওলীমাহ ছিল। তারপর আমরা মদীনার পথে রওয়ানা হইলাম। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি নিজের আবা দ্বারা তাঁহার পিছনে হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ)এর জন্য আড়াল তৈয়ার করিতেন এবং তিনি নিজ হাটু ভাঁজ করিয়া বসিয়া যাইতেন, আর হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ) তাঁহার হাটুর উপর পা রাখিয়া উটের উপর চড়িতেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার ও মদীনার মধ্যবর্তী একস্থানে তিন দিন অবস্থান করিয়া হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ)এর সহিত প্রথম রাত্রি যাপন

করিলেন। আমি মুসলমানদিগকে তাঁহার ওলীমার দাওয়াত দিয়াছি। আর এই ওলীমায় কোন রুটি বা গোশত ছিল না, বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)কে ছোট ছোট দস্তরখানা বিছাইবার আদেশ করিলেন। উহা বিছানো হইলে তিনি উহার উপর খেজুর, পনীর ও ঘী ঢালিয়া দিলেন। মুসলমানরা আলোচনা করিলেন, ইনি অর্থাৎ হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ) কি উম্মুল মুমিনীনগণের মধ্য হইতে একজন হইলেন, না তাঁহার বাঁদী হিসাবে থাকিলেন? কেহ কেহ বলিলেন, যদি তিনি পর্দা করেন তবে তো উম্মুল মুমিনীনগণের মধ্য হইতে একজন বুঝা যাইবে। আর যদি পর্দা না করেন, তবে বাঁদী হিসাবে বুঝা যাইবে। অতঃপর যখন রওয়ানা হইলেন, তখন তিনি তাহাকে নিজের পিছনে বসাইলেন এবং পর্দা টানিয়া দিলেন। (বুখারী)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, হযরত সফিয়্যাহ্ বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব (বন্দিনী হিসাবে) যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন তখন নিজের জন্য কিছু অংশ পাইবার আশায় অনেক লোকের সহিত আমিও সেখানে উপস্থিত হইলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবু হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, তোমরা তোমাদের মায়ের নিকট হইতে চলিয়া যাও। তারপর এশার সময় আমরা উপস্থিত হইলে তিনি নিজের চাদরের এক কোণায় দেড় মুদ (সোয়াসের) পরিমাণ আজওয়া খেজুর লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের মায়ের ওলীমা খাও। (আহমাদ)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ)এর চোখে নীল দাগ দেখিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার চোখে এই নীল দাগ কিসের? তিনি বলেন, আমি বলিলাম, আমি আমার স্বামীকে একদিন বলিলাম, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমার কোলে চাঁদ আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা শুনিয়া আমার গালে চড় মারিয়া বলিল, তুই মদীনার বাদশাহকে পাইবার আশা করিতেছিস? হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ) বলেন, আমার পিতা ও স্বামীকে হত্যা করার দরুন আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা ঘৃণিত আর কেহ ছিল না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট নিজের অনুপায়ের

জন্য মার্জনা চাহিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, হে সফিয়্যাহ্, তোমার পিতা আমার বিরুদ্ধে সমগ্র আরবকে একত্রিত করিয়াছে এবং এই করিয়াছে, এই করিয়াছ। অবশেষে আমার অন্তর হইতে সেই ঘৃণা দূর হইয়া গেল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাত্রে হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিলেন, সে রাত্রে হযরত আবু আইউব (রাঃ) দরজায় পাহারারত রহিলেন। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া তিনি তাকবীর দিলেন। তাহার সহিত তরবারী ছিল। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ্, সফিয়্যাহ্ যেহেতু নব পরিণীতা আর তাহার পিতা, ভাই ও স্বামীকে আপনি কতল করিয়াছেন, সেহেতু আপনাকে তাহার পক্ষ হইতে নিরাপদ মনে করিতেছিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া হাসিলেন এবং তাহার প্রশংসা করিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু আইউব (রাঃ) ইহাও বলিলেন যে, যদি সে সামান্য নড় চড় করিত তবে আমি আপনার নিকটেই ছিলাম। (হাকেম)

আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ) যখন খাইবার হইতে আসিলেন তখন হারেসাহ ইবনে নু'মান (রাঃ)এর একটি ঘরে তাহাকে রাখা হইল। আনসারী মেয়েরা এই সংবাদ পাইয়া তাহার রূপ ও সৌন্দর্য দেখিবার জন্য আসিল। হযরত আয়েশা (রাঃ)ও নেকাব পরিয়া দেখিতে আসিলেন। তিনি যখন দেখিয়া বাহির হইলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহার পিছু পিছু চলিলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা, কেমন দেখিলে? তিনি জবাব দিলেন, এক ইহুদিনীকে দেখিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এমন বলিও না, কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। আর তাহার ইসলাম উত্তম হইয়াছে। (ইবনে সা'দ)

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) হইতে সহী সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ) যখন আসিলেন, তখন তাহার কানে স্বর্ণের দুল ছিল। তিনি তাহা হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত মেয়েদিগকে দিয়া দিলেন। (এসাবাহ)

হযরত জুআইরিয়া বিনতে হারিস খুযাইয়াহ (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনুমুস্তালিক গোত্রের বন্দীদিগকে (মুজাহিদগণের মধ্যে) বন্টন করিলেন, তখন জুআইরিয়া বিনতে হারিস (রাঃ) হযরত সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শিমাস (রাঃ)এর অংশে অথবা তাহার চাচাতো ভাইয়ের অংশে পড়িলেন। হযরত জুআইরিয়া (রাঃ) তাহার সহিত মুক্তিপণ করিলেন। তিনি এরূপ সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী ছিলেন যে, যে কেহ তাহাকে দেখিত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যাইত। তিনি তাহার মুক্তিপণের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, তাহাকে আমার হুজরার দরজায় দেখিয়া আমার খারাপ লাগিল। আমার মন বলিল, আমি যেরূপ তাহাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছি, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাকে দেখিয়া সেরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িবেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি নিজ কওমের সরদার হারিস ইবনে আবি দেরার–এর মেয়ে জুআইরিয়া। আমার বিপদের কথা আপনার অজানা নহে। আমি সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শিমাস অথবা বলিলেন, তাহার চাচাত ভাইয়ের অংশে পড়িয়াছি। এবং আমি তাহার সহিত নিজের জন্য মুক্তিপণে আবদ্ধ হইয়াছি। আপনার নিকট আমার মুক্তিপণের ব্যাপারে সাহায্য চাহিতে আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা অপেক্ষা উত্তম জিনিষে তুমি রাজী হইবে কি? তিনি বলিলেন, উহা কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, আমি তোমার পক্ষ হইতে পণ আদায় করিয়া দিয়া তোমাকে বিবাহ করি। হযরত জুআইরিয়া (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি উহাতে রাজী আছি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, লোকদের মধ্যে এই খবর প্রচার হইয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুআইরিয়া বিনতে হারিসকে বিবাহ করিয়াছেন। লোকেরা বলিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুর বংশ!! সুতরাং তাহারা আপন আপন বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহ করার

দরুন বনু মুসতালিকের একশত পরিবার মুক্তি লাভ করিল। আমি আপন কাওমের জন্য তাহার ন্যায় বরকতময় মেয়ে আর দেখি নাই। (বিদায়াহ)

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, হযরত জুআইরিয়া বিনতে হারিস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিবার পূর্বে তিন রাত্রি এই স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন ইয়াসরাব অর্থাৎ মদীনা হইতে চাঁদ আসিয়া আমার কোলের উপর পড়িয়াছে। আমি এই স্বপ্ন কাহাকেও জানানো পছন্দ করিতেছিলাম না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটিল। আমরা যখন বন্দী হইলাম তখন আমি আমার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবার আশা করিতে লাগিলাম। তিনি বলেন, সুতরাং (যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়া বিবাহ করিলেন। আর খোদার কসম, আমি আমার কাওমের ব্যাপারে তাঁহার নিকট কোন সুপারিশ করি নাই। বরং মুসলমানরা নিজেরাই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমার এক চাচাত বোন আসিয়া আমাকে এই বিষয়ে সংবাদ দিবার পূর্বে আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। অতঃপর আমার কাওমের মুক্তি সংবাদ পাইয়া আমি আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করিয়াছি। (বিদায়াহ্)

হযরত মাইমূনাহ্ বিনতে হারিস হেলালিয়াহ (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ

ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, হুদাইবিয়ার পরবর্তী বৎসর সপ্তম হিজরীর জিলকদ মাসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। (গত বৎসর) এই মাসেই মুশরিকগণ তাঁহাকে মসজিদে হারাম হইতে বাধা দিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াজুজ নামক স্থানে পৌঁছিয়া হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)কে হযরত মুইমূনাহ্ বিনতে হারিস ইবনে হাযান আমেরিয়্যাহ (রাঃ)এর নিকট অগ্রে পাঠাইলেন। তিনি তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে বিবাহের পয়গাম দিলেন। হযরত মাইমূনাহ (রাঃ) নিজের বিষয়টি হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)এর দায়িত্বে দিলেন। কারণ তাহার বোন

উম্মুল ফজল হযরত আব্বাস (রাঃ)এর স্ত্রী ছিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন। ইহার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারেফ নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করিলেন। হযরত মাইমূনা (রাঃ) সেখানে পৌঁছিলে তিনি তাহার সহিত সারেফেই প্রথম রাত্রি যাপন করিলেন। আর আল্লাহ তায়ালা তক্বদীরে এ রকমই লিখিয়াছিলেন যে, হযরত মাইমূনাহ্ (রাঃ) ইহার কিছুকাল পর সেই জায়গায়ই ইন্তেকাল করিলেন যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত প্রথম রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইমূনাহ্ (রাঃ)কে বিবাহ করার পর তিনদিন মক্কা শরীফে অবস্থান করিলেন। তৃতীয় দিন হুওয়াইতাব ইবনে আব্দুল উয্যা কুরাইশদের একদল লইয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহারা বলিল, আপনার সময় শেষ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনি আমাদের শহর হইতে বাহির হইয়া যান। তিনি বলিলেন, তোমরা যদি আমাকে তোমাদের মধ্যে থাকিয়া বাসর রাত্রি যাপনের সুযোগ দাও, আর আমি তোমাদের জন্য খানা প্রস্তুত করি এবং তোমরাও উহাতে শরীক হও তবে তোমাদের কি ক্ষতি? তাহারা বলিল, আপনার খানার আমাদের প্রয়োজন নাই, আপনি আমাদের শহর হইতে বাহির হইয়া যান। অতএব তিনি হযরত মাইমূনাহ্ বিনতে হারিস (রাঃ)কে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং সারেফ নামক স্থানে পৌঁছিয়া তাহার সহিত প্রথম রাত্রি যাপন করিলেন। (ইবনে শিহাব)

হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)এর বিবাহ

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর জন্য (অন্যান্যদের পক্ষ হইতে) বিবাহের পয়গাম আসিলে আমাকে আমার এক বাঁদী বলিল, আপনি কি জানেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর জন্য পয়গাম আসিয়াছে? আমি বলিলাম, না। সে বলিল, (অন্যান্যদের পক্ষ হইতে) তাহার জন্য পয়গাম আসিয়াছে। আপনি কেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট যান না? হয়ত আপনার নিকট বিবাহ দিয়া দিবেন। আমি বলিলাম, আমার নিকট কি কিছু আছে যে, আমি বিবাহ করিব? সে বলিল, আপনি যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যান তবে আপনার সহিত বিবাহ দিয়া দিবেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, সে আমাকে এইরূপে আশা দিতে লাগিল যে, শেষ পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আমার মুখ বন্ধ হইয়া গেল। খোদার কসম, তাঁহার বুযুর্গী ও ভয়ে আমি বাকশক্তি হারাইয়া ফেলিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেন আসিয়াছ? কোন প্রয়োজন আছে কি? হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি নিশ্চুপ রহিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি বোধ হয় ফাতেমার জন্য বিবাহের পয়গাম দিতে আসিয়াছ। আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কি এমন কিছু আছে যাহা দ্বারা তাহাকে হালাল করিবে? (অর্থাৎ মোহর দিবার মত কিছু আছে কি?) আমি বলিলাম, না, খোদার কসম, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে যে লৌহ বর্ম দিয়াছিলাম, তাহার কি হইল? হযরত আলী (রাঃ) বলেন, সেই পাক যাতের কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, উহা একটি হুতামী অর্থাৎ হুতামা ইবনে মুহারিব গোত্রের তৈরী বর্ম ছিল, যাহার দাম চার দেরহামও হইবে না। (অপরাপর সহীহ রেওয়ায়াত অনুযায়ী উহার মূল্য চারশত আশি দেরহাম ছিল।) আমি বলিলাম, উহা আমার নিকট আছে। তিনি বলিলেন, আমি তোমার নিকট তাহাকে বিবাহ দিয়া দিলাম। সুতরাং তুমি উহা তাহার নিকট পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে তোমার জন্য হালাল কর। ইহাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর মোহর।

হযরত বুরাইদাহ্ (রাঃ) বলেন, কিছু সংখ্যক আনসারী (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করুন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আবুতালিবের বেটা কি প্রয়োজনে আসিয়াছে? তিনি জবাব দিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেটি ফাতেমার জন্য বিবাহের

পয়গাম লইয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মারহাবান ওয়া আহলান! অতিরিক্ত আর কিছুই বলিলেন না। হযরত আলী (রাঃ) বাহির হইয়া সেই আনসারীদের নিকট গেলেন, যাহারা তাহার অপেক্ষায় ছিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর? তিনি বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না, তবে তিনি আমাকে শুধু "মারহাবান ওয়া আহলান" বলিয়াছেন। তাহারা বলিলেন, আপনার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে দুইটির একটিই যথেষ্ট ছিল, তথাপি তিনি আপনাকে আহাল ও মারহাবা উভয়টাই দান করিয়াছেন। তারপর বিবাহ হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আলী, নব পরিণীতার জন্য ওলীমা করা জরুরী। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট একটি ভেড়া আছে। আর কয়েকজন আনসারী (রাঃ) মিলিয়া কয়েক সের জোয়ার একত্র করিলেন। অতঃপর প্রথম মিলনের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত আলী (রাঃ)কে) বলিলেন, আমি আসিবার পূর্বে তুমি কিছু করিও না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পানি আনাইয়া উহা দ্বারা অযূ করিলেন এবং তারপর অবশিষ্ট পানি হযরত আলী (রাঃ)এর শরীরে ছিটাইয়া দিয়া এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ بِنَائِهِمَا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, ইহাদের উভয়ের মধ্যে বরকত দান করুন, আর ইহাদের এই মিলনের মধ্যে বরকত দান করুন। (তাবারানী)

অপর এক রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, কয়েকজন আনসারী (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি যদি ফাতেমাকে বিবাহের পয়গাম দিতেন। এই রেওয়ায়াতের শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এইরূপ দোয়া বর্ণিত হইয়াছে—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ شِبْلَيْهِمَا

অর্থাৎ আয় আল্লাহ্, ইহাদের উভয়ের মধ্যে বরকত দান করুন, আর ইহাদের সিংহসম উভয় সন্তানের মধ্যে বরকত দান করুন। (তাবরানী ও বায্যার)

রাইয়ানী ও ইবনে আসাকির হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে দোয়াটি এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِىْ بِنَائِهِمَا وَ وَبَارِكْ لَهُمَا فِىْ نَسْلِهِمَا

অর্থাৎ আয় আল্লাহ্ ইহাদের মধ্যে বরকত দান করুন, ইহাদের উপর বরকত দান করুন, ইহাদের উভয়ের মিলনে বরকত দান করুন ও ইহাদের বংশধরের মধ্যে বরকত দান করুন।

অপর এক রেওয়ায়াতে এরূপ দোয়া বর্ণিত হইয়াছে—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ شَمْلِهِمَا

অর্থাৎ ইহাদের সহবাসের মধ্যে বরকত দান করুন।

হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) বলেন, হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে যখন হযরত আলী (রাঃ)এর ঘরে রুখসাত করা হইল তখন তাহার ঘরে বিছানো একটি চাটাই, খেজুরের ছাল ভর্তি একটি বালিশ, একটি মটকা ও একটি কলসী ব্যতীত আর কিছুই আমরা পাই নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমি আসা পর্যন্ত তুমি কোন কিছু করিও না, অথবা বলিয়াছেন, তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট যাইও না। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ভাই এখানে আছে কি? হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) যিনি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর মা—একজন হাবশা নিবাসী নেককার মহিলা ছিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে আপনার ভাই অথচ তাহার স্ত্রী আপনার বেটি? (হিজরতের পর) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃ সম্পর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। আর নিজের সহিত হযরত আলী (রাঃ)এর ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)এর জবাবে তিনি বলিলেন, হে উম্মে আইমান, ইহা জায়েয আছে। হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

একটি পাত্রে পানি আনাইলেন। তারপর যাহা আল্লাহ্ চাহিলেন (দোয়া ইত্যাদি) পড়িলেন। এবং হযরত আলী (রাঃ)এর সিনা ও চেহারা মুছিয়া দিলেন। অতঃপর ফাতেমা (রাঃ)কে ডাকিলেন। তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন, লজ্জায় তাহার পায়ের সহিত চাদর জড়াইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত পানি হইতে কিছুটা তাহার উপর ছিটাইয়া দিলেন এবং আল্লাহ্ যাহা চাহিলেন দোয়া করিলেন। তারপর তাহাকে বলিলেন, জানিয়া রাখ, আমার পরিবারস্থদের মধ্য হইতে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তির নিকট তোমাকে বিবাহ দিতে আমি কোনরূপ ত্রুটি করি নাই। অতঃপর তিনি পর্দা অথবা দরজার পিছনে কাহারো ছায়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? জবাব আসিল, আসমা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আসমা বিনতে উমাইস কি? জবাব দিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ্র সম্মানে আসিয়াছ কি? তিনি জবাব দিলেন হাঁ, নব পরিণীতা যুবতী মেয়েদের বাসর রাত্রিতে তাহাদের কাছাকাছি কোন অভিজ্ঞা মহিলা থাকা প্রয়োজন, যাহাতে কোন প্রয়োজন হইলে তাহাকে বলিতে পারে। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, তিনি আমার জন্য এমন দোয়া করিলেন, যাহা আমার নিকট আমার সকল আমল অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। তারপর হযরত আলী (রাঃ)কে "তোমার পরিবারকে লও" বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং আপন বিবিদের হুজরার দিকে যাইতে যাইতে তিনি উভয়ের জন্য দোয়া করিতেছিলেন।

হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) হইতে অপর রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাসর রাত্রিতে আমি নিকটে ছিলাম। সকাল বেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া দরজায় আঘাত করিলে হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, হে উম্মে আইমান, আমার ভাইকে ডাক। উম্মে আইমান (রাঃ) (বিস্মিত হইয়া) বলিলেন, আপনার ভাই, অথচ আপনার মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। তিনি বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। (উপস্থিত অন্যান্য) মেয়েরা নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। তিনি এক কোণায় বসিলেন। তারপর হযরত আলী (রাঃ) উপস্থিত হইলে তিনি তাহার জন্য দোয়া করিলেন এবং সমান্য পানি

তাহার শরীরে ছিটাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, ফাতেমাকে ডাক। তিনি লজ্জায় ঘর্মাক্ত ও জড়সড় হইয়া আসিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন, শান্ত হও, আমার পরিবারস্থদের মধ্য হইতে আমার নিকট সর্বপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তির নিকট আমি তোমাকে বিবাহ দিয়াছি। (তাবরানী)

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বিবাহ দিলেন, তখন পানি আনাইয়া উহাতে কুলি করিলেন এবং হাত মুবারক দ্বারা সেই পানি তাহার অর্থাৎ হযরত (আলী (রাঃ)এর বুকে ও কাঁধে ছিটাইয়া দিলেন, এবং কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বেরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু বেরাব্বিন নাস পড়িয়া তাহাকে দম করিলেন। (ইবনে আসাকির)

আলবা ইবনে আহমার (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁহার মেয়ে ফাতেমা (রাঃ)এর জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছি। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আলী (রাঃ) তাহার একটি বর্ম ও অন্যান্য কিছু জিনিষ বিক্রয় করিয়া চারশত আশি দেরহাম পাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উহার এক–তৃতীয়াংশ দ্বারা খুশবু ও বাকী দুই অংশ দ্বারা কাপড় খরিদ করিতে বলিলেন, এবং তিনি এক কলসী পানিতে কুলি করিয়া উহা দ্বারা উভয়কে গোসল করিতে বলিলেন। আর হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বলিলেন, তাঁহাকে জানানোর পূর্বে যেন তিনি সন্তানকে দুধ পান না করান। কিন্তু হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত হুসাইন (রাঃ)কে পুর্বেই দুধ পান করাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশ্য হযরত হাসান (রাঃ)এর জন্মের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য এমন কিছু করিয়াছিলেন যাহা তিনি ব্যতীত কেহ জানেনা। এই কারণেই উভয়ের মধ্যে হযরত হাসান (রাঃ) অধিক এল্‌মের অধিকারী হইয়াছিলেন। (আবু ইয়ালা)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর বিবাহে উপস্থিত ছিলাম। আমরা ইহা অপেক্ষা উত্তম বিবাহ আর দেখি নাই। আমরা খেজুর ছালের বিছানা বিছাইয়া খেজুর ও কিসমিস আনিয়া খাইলাম। আর বিবাহের রাত্রিতে হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর

বিছানা ছিল একটি ভেড়ার চামড়া। (বায্যার)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে যৌতুক হিসাবে একটি চাদর, একটি মশক ও ইযখির নামক একপ্রকার ঘাস ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ দিলেন। (বাইহাক্বী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে হযরত আলী (রাঃ)এর ঘরে দিলেন, তখন যৌতুক হিসাবে তাহার সহিত একটি খামীল, (অর্থাৎ চাদর) খেজুর ছাল ও ইয্খির (একপ্রকার ঘাস) ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ ও একটি মশক দিলেন। আতা (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, খামীল কি জিনিষ? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, চাদর। তাহারা উক্ত চাদর অর্ধেক বিছাইতেন ও অর্ধেক গায়ে দিতেন। (তাবরানী)

হযরত রাবীয়াহ আসলামী (রাঃ)এর বিবাহ

হযরত রাবীয়াহ আসলামী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিতাম। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, হে রাবীয়াহ, তুমি বিবাহ করিবে না? আমি বলিলাম, না খোদার ক্বসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি বিবাহ করিতে চাহিনা, আর আমার নিকট স্ত্রীর ভরণ–পোষণের মত কিছু নাই। এবং আপনাকে ছাড়িয়া অন্য কিছুতে মশগুল হওয়া আমি পছন্দ করি না। তিনি আমার কথার কোন প্রতিউত্তর করিলেন না। (কিছুদিন পর) আবার তিনি আমাকে বলিলেন, 'হে রাবীয়াহ, বিবাহ করিবে না?' আমি বলিলাম, আমি বিবাহ করিতে চাহি না, আর আমার নিকট স্ত্রীর ভরণ–পোষণের মত কিছু নাই। আর আপনাকে ছাড়িয়া অন্য কিছুতে মশগুল হওয়া আমি পছন্দ করি না। তিনি নিরব রহিলেন। তারপর আমি মনে মনে ভাবিলাম, খোদার ক্বসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দুনিয়া–আখেরাতের কল্যাণ সম্পর্কে আমার অপেক্ষা অধিক অবগত। খোদার ক্বসম, যদি তিনি পুনরায় আমাকে বলেন, বিবাহ করিবে না? তবে আমি বলিব, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার যাহা ইচ্ছা, আদেশ করুন। সুতরাং তিনি আবার আমাকে বলিলেন, 'হে রাবীয়াহ, বিবাহ করিবে না? আমি বলিলাম,

হাঁ, যাহা ইচ্ছা আমাকে আদেশ করুন।' তিনি আনসারদের এক মহল্লার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, অমুকের বাড়ী যাও। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহাদের যাতায়াত কম ছিল। বলিলেন, তাহাদিগকে যাইয়া বল যে, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, এবং অমুক মেয়েকে (অর্থাৎ তাহাদেরই কোন মেয়ে) আমার নিকট বিবাহ দিবার আদেশ করিয়াছেন।' আমি সেখানে গেলাম এবং তাহাদিগকে বলিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন এবং অমুক মেয়েকে আমার নিকট বিবাহ দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।' তাহারা (শুনিয়া) বলিল, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"ও তাঁহার সংবাদবাহক উভয়কে মারহাবা। খোদার কসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত ব্যক্তি তাহার প্রয়োজন মিটাইয়াই ফিরিবে।" অতএব তাহারা আমাকে বিবাহ করাইয়া দিল এবং যথেষ্ট খাতির যত্ন করিল। আর তাহারা এই সংবাদের পক্ষে আমার নিকট কোন প্রমাণও চাহিল না। অতঃপর আমি মলিন মুখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। এবং বলিলাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ্, আমি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিকট গিয়াছি, তাহারা আমাকে বিবাহ করাইয়া দিয়াছে ও খাতির যত্ন করিয়াছে এবং তাহারা এই সংবাদের পক্ষে আমার নিকট কোন প্রমাণও চাহে নাই। কিন্তু আমার নিকট মোহর দিবার মত কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'হে বুরাইদাহ্ আসলামী, তোমরা সকলে মিলিয়া তাহার জন্য একদানা স্বর্ণ জোগাড় কর।' তাহারা একদানা পরিমাণ স্বর্ণ জোগাড় করিল। আমি তাহা লইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, "ইহা লইয়া তাহাদের নিকট যাও এবং বল যে, ইহা তাহার মোহর।" আমি তাহা লইয়া তাহাদের নিকট আসিলাম এবং বলিলাম, ইহা তাহার মোহর। তাহারা তাহা গ্রহণ করিল এবং সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, অনেক, অতি উত্তম। তারপর আবার আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বিষন্ন মুখে হাজির হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে রাবীয়াহ, কি ব্যাপার, বিষন্ন কেন?' আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি তাহাদের ন্যায় ভদ্র পরিবার আর দেখি নাই। আমি

যাহা লইয়া গিয়াছি তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া ও উত্তম মনে করিয়া বলিয়াছে, "অনেক, অতি উত্তম।" কিন্তু আমার নিকট ওলীমা করিবার মত কিছু নাই। তিনি বলিলেন, 'হে বুরাইদাহ্, তাহার জন্য একটি বকরি জোগাড় কর।" সুতরাং তাহারা আমার জন্য একটি মোটা তাজা ভেড়া জোগাড় করিল। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আয়েশার নিকট যাইয়া বল, যেন খাদ্যের থলিটা দিয়া দেয়।' হযরত রবীয়াহ (রাঃ) বলেন, 'আমি তাহার নিকট আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিলাম। তিনি বলিলেন, এই সেই থলি যাহাতে সাত সা' (সাড়ে তেইশ সের পরিমাণ) যব আছে। খোদার কসম, খোদার কসম, আজ আমাদের নিকট ইহা ব্যতীত আর কোন খাদ্য নাই। তুমি লইয়া যাও। আমি উহা লইয়া আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত আয়েশা (রাঃ)এর কথাগুলি ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, 'ইহা তাহাদের নিকট লইয়া যাও এবং তাহাদিগকে বল, ইহা দ্বারা রুটি বানাইয়া লয় ও এই ভেড়ার গোশত রান্না করিয়া লয়।' অতঃপর আমি উহা তাহাদের নিকট লইয়া গেলে তাহারা বলিল, রুটি আমরা বানাইয়া দিব তবে ভেড়া তোমরা সামলাও। হযরত রাবীয়াহ (রাঃ) বলেন, আমিও আসলাম গোত্রীয় কয়েকজন মিলিয়া ভেড়াটি জবাই করিলাম এবং উহার চামড়া ছিলিয়া রান্না করিলাম। রুটি ও গোশতের ব্যবস্থা হইয়া গেলে আমরা ওলীমা করিলাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করিলাম।

তারপর হযরত রাবীয়াহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি জমিন দিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)কেও একটি জমিন দিলেন। দুনিয়া আসিল, আর আমরা একটি খেজুর গাছ লইয়া বিবাদে লিপ্ত হইলাম। আমি বলিলাম, উহা আমার সীমানায়। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, উহা আমার সীমানায়। আমার ও তাঁহার মধ্যে উহা লইয়া কথা বাড়াবাড়ি হইল। তিনি আমাকে এমন কথা বলিলেন, যাহাতে আমার মনে ব্যথা লাগিল। তিনি লজ্জিত হইয়া আমাকে বলিলেন, হে রাবীয়াহ, তুমিও আমাকে এরূপ কথা বলিয়া দাও, যাহাতে বদলা হইয়া যায়। আমি বলিলাম না, আমি এরূপ করিব না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমাকে

অবশ্যই বলিত হইবে, অন্যথায় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করিব। আমি বলিলাম, না, আমি তাহা করিবার ব্যক্তি নহি। হযরত রবীয়াহ (রাঃ) বলেন, তিনি জমিন ছাড়িয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রওয়ানা দিলেন। আর আমিও তাঁহার পিছন পিছন রওয়ানা হইলাম। ইতিমধ্যে আসলাম গোত্রীয় কতিপয় লোক আমার নিকট আসিয়া বলিল, আল্লাহ তায়ালা আবু বকর (রাঃ)এর উপর রহম করুন।' তিনি কি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নালিশ করিবেন? তিনি তো নিজেই যাহা বলিবার বলিলেন। আমি বলিলাম, 'তোমরা জান ইনি কে? ইনি আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। গুহার মধ্যেকার দুইজনের দ্বিতীয় ব্যক্তি, মুসলমানদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। খবরদার! তিনি যেন পশ্চাত ফিরিয়া দেখিতে না পান যে, তোমরা আমাকে তাহার বিরুদ্ধে সাহায্য করিতেছ। তবে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। আর তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার অসন্তুষ্টির দরুন তিনিও অসন্তুষ্ট হইবেন। এবং উহাদের উভয়ের অসন্তুষ্টির দরুন আল্লাহ্ তায়ালা অসন্তুষ্ট হইবেন। আর রাবীয়াহ ধ্বংস হইবে।' তাহারা বলিল, তবে আপনি আমাদিগকে কি করিতে বলেন? বলিলেন, তোমরা ফিরিয়া যাও। হযরত আবু বকর (রাঃ)—তাঁহার উপর আল্লাহ্ তায়ালার রহমত বর্ষিত হউক—রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলিলেন, আর আমি একাই তাঁহার পিছন পিছন চলিলাম। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া যাহা ঘটিয়াছিল ঠিক তাহাই বর্ণনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া আমার প্রতি মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাবীয়াহ্, তোমার ও সিদ্দীকের মধ্যে কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এই, এই হইয়াছে এবং তিনি আমাকে এমন এক কথা বলিয়াছেন যাহাতে আমার মনে ব্যথা লাগিয়াছে। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, আমি তোমাকে যেমন বলিয়াছি বদলাস্বরূপ তুমিও আমাকে তেমনই বলিয়া দাও। আমি অস্বীকার করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তুমি ঠিক করিয়াছ। তাহার প্রতি উত্তর করিও না বরং এরূপ বল যে, হে আবু বকর, আল্লাহ্

আপনাকে মাফ করুন।' বর্ণনাকারী হাসান (রহঃ) বলেন, অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। (আহমাদ, তাবরানী)

হযরত জুলাইবীব (রাঃ)এর বিবাহ

হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রাঃ) বলেন, জুলাইবীবের স্বভাব এই ছিল যে, মেয়েদের নিকট যাইত এবং তাহাদের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তাহাদের সহিত তামাশা করিত। সুতরাং আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, জুলাইবীবকে তোমাদের নিকট কখনও আসিতে দিবে না। যদি সে তোমাদের নিকট আসে তবে আমি এই করিব, এই করিব। হযরত আবু বারয়াহ (রাঃ) বলেন, আনসারদের নিয়ম এই ছিল যে, তাহাদের কাহারো ঘরে কোন মেয়ে বিধবা হইলে সর্বপ্রথম তাহারা দেখিতেন, তাহার প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন আগ্রহ আছে কি না। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক আনসারীকে বলিলেন, তোমার মেয়েকে আমার নিকট বিবাহ দাও। আনসারী বলিলেন, অবশ্যই, সাদরে ও সানন্দে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, আমি আমার জন্য চাহিতেছি না। আনসারী বলিলেন, তবে কাহার জন্য? তিনি বলিলেন, 'জুলাইবীবের জন্য।' আনসারী বলিলেন, আমি মেয়ের মায়ের সহিত পরামর্শ করিব।' অতঃপর তাহার মাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার মেয়ের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিতেছেন। মা বলিল, অবশ্যই, সানন্দে। আনসারী বলিলেন, তিনি নিজের জন্য চাহিতেছেন না বরং জুলাইবীবের জন্য চাহিতেছেন।' মা বলিল, জুলাইবীবের জন্য! ইস্! জুলাইবীবের জন্য! ইস্! না, খোদার কসম, আমরা তাহার নিকট বিবাহ দিব না।' মেয়ের মায়ের মতামত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইবার জন্য আনসারী উঠিবার ইচ্ছা করিলে মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাদের নিকট কে প্রস্তাব দিয়াছেন? তাহার মা জানাইলে মেয়ে বলিল, আপনারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করিবেন? আমাকে তাহার হাতে সমর্পন করিয়া দিন। নিশ্চয় তিনি কখনও আমাকে বরবাদ করিবেন না।' তাহার পিতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া সংবাদ বলিলেন

এবং বলিলেন যে, তাহার সম্পর্কে আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন। তিনি জুলাইবীবের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন।

হযরত আবু বারযাহ (রাঃ) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জেহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে বিজয় দান করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কাহাকেও হারাইয়াছ কি? তাহারা বলিলেন, না। তিনি বলিলেন, কিন্তু আমি জুলাইবীবকে পাইতেছি না। তাহাকে তালাশ কর।' তাহারা তালাশ করিয়া দুশমনের সাতটি লাশের নিকট তাহাকে পাইলেন, যাহাদিগকে তিনি কতল করিয়াছেন এবং অতঃপর তাহারা তাহাকে কতল করিয়াছে। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এই যে, তাহাকে দুশমনের সাতটি লাশের নিকট পাওয়া গিয়াছে, যাহাদিগকে তিনি কতল করিয়াছেন এবং অতঃপর তাহারা তাহাকে কতল করিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, 'সাতজনকে কতল করিয়াছে তারপর তাহারা তাহাকে কতল করিয়াছে! সে আমার ও আমি তাহার।' এই কথা দুইবার অথবা, তিনবার বলিলেন। অতঃপর তাহাকে নিজের বাহুর উপর লইলেন। তাহার জন্য কবর খনন করা হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহুদ্বয় ব্যতীত তাহার জন্য কোন খাটিয়া ছিল না। তারপর তাহাকে কবরে রাখিলেন। বর্ণনাকারী তাহার গোসল সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নাই। বর্ণনাকারী সাবেত (রহঃ) বলেন, আনসারদের মধ্যে এই বিধবার ন্যায় আর কোন বিধবা অধিক খরচকারিণী ছিল না।

ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি তালহা (রহঃ) সাবেত (রহঃ)কে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার (বিধবার) জন্য কি দোয়া করিয়াছিলেন তাহা জান কি? তিনি এই দোয়া করিয়াছিলেন—

اَللّٰهُمَّ صُبَّ عَلَيْهَا الْخَيْرَ صَبًّا وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا كَدًّا

অর্থাৎ—আয় আল্লাহ্ তাহার উপর খায়ের অর্থাৎ মাল দৌলত ঢালিয়া দিন, এবং তাহার জীবনকে তিক্ত ও দুর্বিষহ করিবেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, আনসারদের মধ্যে আর কোন বিধবা তাহার অপেক্ষা এত অধিক খরচকারিণী ছিল না।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর বিবাহ

আবু আব্দুর রহমান সুলামী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সালমান (রাঃ) কিন্দার এক মহিলাকে বিবাহ করিলেন এবং শ্বশুরালয়েই তাহার সহিত প্রথম রাত্রি যাপন করিলেন। বাসর রাত্রিতে তাঁহার সঙ্গীগণও তাঁহার সহিত গেলেন। তিনি স্ত্রীর ঘরের নিকট পৌঁছিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ফিরিয়া যাও, তোমাদিগকে আল্লাহ্ তায়ালা আজর দান করুন। জাহেল লোকদের ন্যায় তিনি সঙ্গীদিগকে স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তারপর ঘরের দিকে চাহিলেন। ঘর (পর্দা ইত্যাদি দ্বারা) সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের ঘর কি জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে, না কা'বা শরীফ কিন্দাতে স্থানান্তরিত হইয়াছে? তাহারা বলিলেন, আমাদের ঘর জ্বরাক্রান্তও হয় নাই আর কা'বা শরীফও কিন্দাতে স্থানান্তরিত হয় নাই। অতঃপর দরজার পর্দা ব্যতীত সমস্ত পর্দা সরাইয়া ফেলা হইলে তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া বহু আসবাবপত্র দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এইগুলি কাহার? তাহারা বলিলেন, এইগুলি আপনার ও আপনার স্ত্রীর আসবাবপত্র। তিনি বলিলেন, আমার প্রাণ প্রিয় (রাসূলুল্লাহ্) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাকে এরূপ ওসিয়াত করেন নাই, বরং তিনি তো আমাকে এই অসিয়াত করিয়া গিয়াছেন যে, দুনিয়াতে আমার সম্বল যেন একজন মুসাফিরের সম্বল ব্যতীত না হয়। তারপর তিনি অনেক খেদমতগার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল খেদমতগার কাহার জন্য? তাহারা বলিলেন, ইহারা আপনার ও আপনার স্ত্রীর খেদমতগার। তিনি বলিলেন, আমাকে তো আমার প্রাণপ্রিয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অসিয়াত করেন নাই, বরং তিনি আমাকে এই অসিয়াত করিয়াছেন যে, আমি যাহাকে বিবাহ করিতে পারি বা বিবাহ দিতে পারি এমন ব্যতীত কাহাকেও (ঘরে) না রাখি। যদি আমি ইহার অধিক কাহাকেও রাখি, আর তাহারা যেনা করে তবে তাহাদের (গুনাহের) সমপরিমাণ বোঝা আমার উপরও হইবে এবং ইহাতে তাহাদের (গুনাহের) বোঝা হইতে কোনরূপ কম করা হইবে না। অতঃপর তাঁহার স্ত্রীর নিকট উপস্থিত অন্যান্য মেয়েলোকদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, তোমরা কি এখান হইতে চলিয়া যাইবে? এবং আমার ও আমার স্ত্রীর জন্য ঘর খালি করিবে? তাহারা বলিল, হাঁ,

এবং তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে তিনি দরজার নিকট যাইয়া উহা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং পর্দা ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর আপন স্ত্রীর নিকট আসিয়া বসিলেন এবং তাহার কপালের চুলের উপর হাত বুলাইয়া বরকতের জন্য দোয়া করিলেন। অতঃপর তাহাকে বলিলেন, আমি যদি তোমাকে কোন বিষয়ে আদেশ করি তুমি কি তাহা মান্য করিবে? স্ত্রী বলিলেন, আপনি মাননীয় ব্যক্তির আসনে বসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমার প্রাণপ্রিয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই নসীহত করিয়াছেন যে, আমি যখন আমার পরিবারের সহিত মিলিত হই তখন যেন আমরা উভয়ে আল্লাহ্ পাকের এবাদতের উপর মিলিত হই। সুতরাং তিনি নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার স্ত্রীও নিজ মুসল্লায় দাঁড়াইয়া গেলেন। উভয়েই যতটা পারিলেন নামায পড়িলেন। তারপর একজন পুরুষ স্ত্রীর সহিত যে বাসনা পূর্ণ করে তিনিও তাহার সে বাসনা পূর্ণ করিলেন। সকাল বেলা তিনি নিজ সঙ্গীগণের নিকট গেলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার স্ত্রীকে কেমন পাইলেন? তিনি তাহাদের এই প্রশ্ন এড়াইয়া গেলেন। তারপর তাহারা পুনরায় প্রশ্ন করিল, তিনি এবারও এড়াইয়া গেলেন। তাহারা আবার প্রশ্ন করিলে তিনি আবারও এড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা পর্দা, ঘর ও দরজা এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে উহার ভিতর সংঘটিত কার্যাদি গোপন থাকে। যাহা প্রকাশ্যে ঘটে তোমরা শুধু তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে পার। আর যাহা গোপনে সংঘটিত হয় তাহা সম্পর্কে কেহ জিজ্ঞাসা করিও না। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি (স্ত্রীর সহিত) গোপন বিষয় অন্যের নিকট বলে তাহার উদাহরণ সেই দুই গাধার ন্যায় যাহারা পথের মাঝে (লোক সম্মুখে) সঙ্গমে লিপ্ত হয়। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সালমান (রাঃ) কোন এক সফর হইতে ফিরিয়া আসিলে হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি আল্লাহ্ তায়ালার কতই না পছন্দনীয় বান্দা! হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাকে (আপনার কোন মেয়ের সহিত) বিবাহ করাইয়া দিন। তিনি এই ব্যাপারে নিশ্চুপ রহিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন,

আপনি আমাকে আল্লাহ্‌র জন্য পছন্দনীয় বান্দা মনে করেন, আর নিজের জন্য কি পছন্দ করেন না? তারপর সকাল বেলা হযরত সালমান (রাঃ)এর নিকট হযরত ওমর (রাঃ)এর বংশের লোকেরা আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি কোন প্রয়োজনে আসিয়াছ? তাহারা বলিল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সেই প্রয়োজন? তাহা পূর্ণ করা হইবে। তাহারা বলিল, আপনি আপনার প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন। (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট দেওয়া বিবাহের প্রস্তাব।) তিনি বলিলেন, খোদার ক্বসম, আমি তাঁহার আমীরী বা তাহার বাদশাহীর দরুন এই প্রস্তাব দেই নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি একজন নেককার লোক, হয়ত আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার ও আমার মধ্য হইতে কোন নেক সন্তান পয়দা করিতে পারেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর হযরত সালমান (রাঃ) কিন্দায় বিবাহ করিলেন। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর বিবাহ

সাবেত বুনানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবুদারদা (রাঃ) হযরত সালমান (রাঃ)এর পক্ষ হইতে বনুলাইস গোত্রীয় কোন মেয়ের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিবার উদ্দেশ্যে তাহার সহিত গেলেন। তিনি সেখানে যাইয়া হযরত সালমান (রাঃ) এর ফজীলত ও তাঁহার ইসলামে অগ্রগামী হওয়ার কথা উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন, তিনি তোমাদের অমুক মেয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। তাহারা শুনিয়া বলিল, আমরা সালমানের নিকট বিবাহ দিব না, তবে আপনার নিকট দিতে প্রস্তুত আছি। সুতরাং তাহারা তাঁহার নিকট বিবাহ দিয়া দিল। তিনি (বিবাহের পর) সেখান হইতে বাহিরে আসিয়া হযরত সালমান (রাঃ)কে বলিলেন, এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা আপনার নিকট বলিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? হযরত আবু দারদা (রাঃ) তাহাকে বিস্তারিত ঘটনা বলিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, বরং আমার জন্য ইহা লজ্জার বিষয় যে, যাহাকে আল্লাহ্ তায়ালা আপনার জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন আমি তাহার জন্য প্রস্তাব দিতেছি। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নিজ মেয়ে দারদাকে বিবাহ দান

সাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন, ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া (রাঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট তাহার মেয়ে দারদার জন্য প্রস্তাব পাঠাইলে তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অতঃপর ইয়াযীদের সঙ্গীদের মধ্য হইতে একজন অতিসাধারণ ব্যক্তি ইয়াযীদকে বলিল, "আল্লাহ্ তায়ালা আপনার ভাল করুন, আপনি কি আমাকে অনুমতি দান করিবেন যে, তাহাকে বিবাহ করি? ইয়াযীদ বলিল, দূর হও, তোমার নাশ হউক! সে ব্যক্তি বলিল, আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন। ইয়াযীদ বলিল, আচ্ছা! সাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন, উক্ত ব্যক্তি প্রস্তাব দিলে হযরত আবু দারদা (রাঃ) তাহার নিকট বিবাহ দিয়া দিলেন। অতঃপর লোকদের মধ্যে ইহা প্রচার হইতে লাগিল যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) ইয়াযীদের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া একজন সাধারণ ও গরীব মুসলমানের নিকট আপন মেয়েকে বিবাহ দিয়াছেন। হযরত আবুদারদা (রাঃ) শুনিয়া বলিলেন, আমি দারদার জন্য মঙ্গল কামনা করিয়াছি। কারণ ইয়াযীদের সহিত বিবাহ হইলে পর যখন খোজা প্রহরীগণ দারদার মাথার নিকট দণ্ডায়মান হইত, আর সুসজ্জিত ঘর দরজা যখন তাহার চক্ষু ধাঁধাইয়া দিত তখন দারদার কি অবস্থা হইত? তাহার দ্বীন তখন কোথায় থাকিত?

হযরত আলী (রাঃ)এর নিজ মেয়ে উম্মে কুলসূম (রাঃ)কে বিবাহ দান

হযরত আবু জা'ফর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট তাঁহার মেয়ের জন্য প্রস্তাব দিলেন। তিনি বলিলেন, সে তো ছোট। কেহ হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল যে, হযরত আলী (রাঃ) বিবাহ না দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি পুনরায় তাহার সহিত কথা বলিলে হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। যদি সে রাজী হয় তবে আপনার স্ত্রী হইবে। তিনি মেয়েকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) (তাহাকে যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে) তাহার পায়ের কাপড় উত্তোলন করিলেন। মেয়ে বলিল, ছাড়ুন। যদি আপনি আমীরুল

মুমিনীন না হইতেন তবে আপনার চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিতাম। (কান্‌য)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) উম্মে কুলসূম (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট প্রস্তাব দিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমি আমার মেয়েদিগকে হযরত জা'ফরের ছেলেদের জন্য রাখিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট তাহাকে বিবাহ্ দাও। খোদার কসম, তাহার যথাযথ সম্মান রক্ষা যমীনের বুকে আমার ন্যায় আর কেহ করিতে পারিবে না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তবে আমি বিবাহ দিয়া দিলাম। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) মুহাজিরীনদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে মুবারকবাদ দাও। তাহারা মুবারক বাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কাহাকে বিবাহ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আলীর মেয়েকে। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমার বংশ ও সম্পর্ক ব্যতীত সকল বংশ ও সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহার সহিত আমি এক সম্বন্ধ পূর্বে স্থাপন করিয়াছি এবং চাহিলাম যে, এই সম্বন্ধও হউক। (ইবনে সা'দ)

আতা খোরাসনী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার মোহর চল্লিশ হাজার দিয়াছেন।

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ)এর নিজ মেয়েকে বিবাহ দান

শা'বী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আম্‌র ইবনে হোরাইস (রাঃ) হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ)এর নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি যদি আমার ফয়সালার উপর রাজী হও তবে বিবাহ্ দিতে পারি। হযরত আম্‌র (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন। উহা কি? তিনি বলিলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে।' সুতরাং আমার ফয়সালা হইল, তুমি তাহাকে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর মোহর অর্থাৎ চারশত আশি দেরহাম দিবে।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আম্‌র ইবনে হোরাইস (রাঃ) হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ)এর নিকট প্রস্তাব পাঠাইলে তিনি বলিলেন, আমার ফয়সালার উপর রাজী হইলে বিবাহ দিতে পারি। হযরত আম্‌র (রাঃ) বলিলেন, আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা কি? তাহা বলুন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতস্বরূপ আমি চারশত আশি দেরহামের ফয়সালা করিতেছি। (ইবনে আসাকির)

হযরত বেলাল (রাঃ) ও তাঁহার ভাইয়ের বিবাহ

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত বেলাল (রাঃ) ও তাহার ভাই ইয়ামানের এক পরিবারের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিতে যাইয়া বলিলেন, আমি বেলাল আর এই ব্যক্তি আমার ভাই। আমরা হাবশা নিবাসী দুই জন গোলাম ছিলাম। আমরা গোমরাহ ছিলাম, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। আমরা গোলাম ছিলাম, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছেন। যদি তোমরা আমাদের নিকট বিবাহ দাও তবে আল্ হামদুলিল্লাহ্। আর যদি না দাও তবে আল্লাহু আকবার।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত বেলাল (রাঃ)এর একভাই নিজেকে আরবী বলিয়া দাবী করিতেন। সুতরাং একজন আরব মহিলার জন্য বিবাহের প্রস্তাব করিলে তাহারা বলিল, যদি হযরত বেলাল (রাঃ) উপস্থিত হন তবে আমরা তোমার নিকট বিবাহ দিব। হযরত বেলাল (রাঃ) উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিলেন, এবং বলিলেন, আমি বেলাল ইবনে রাবাহ্ আর এই ব্যক্তি আমার ভাই। সে চরিত্র ও দ্বীন হিসাবে ভাল নহে। তবে তোমরা যদি চাহ তাহার নিকট বিবাহ দিতে পার। আর যদি না দিতে চাহ তবে নাও দিতে পার। তাহারা বলিল, আপনি যাহার ভাই, তাহার নিকট আমরা বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছি। অতঃপর তাহারা তাহার নিকট বিবাহ দিয়া দিল। (ইবনে সা'দ)

বিবাহে কাফেরদের অনুকরণ হইতে বাধা প্রদান

ওরওয়া ইবনে রুওয়াইম (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্

ইবনে কুরত সুমালী (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর পক্ষ হইতে হিমসের শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি একদিন রাত্রিবেলা হিমস শহরে লোকদের অবস্থা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট দিয়া একদল বরযাত্রী গমন করিল। তাহারা সম্মুখ ভাগে আগুন জ্বালাইয়া লইয়া যাইতেছিল। তিনি তাহাদিগকে চাবুক মারিতে আরম্ভ করিলে তাহারা তাহাদের দুলহানকে ফেলিয়া পলাইয়া গেল। সকাল বেলা তিনি মিম্বারে আরোহন করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার হামদ ও সানা পড়িয়া বলিলেন, আবু জান্দালাহ্ (রাঃ) উমামাহ্ (রাঃ)কে বিবাহ করিলেন, এবং মাত্র কয়েক মুষ্টি খাদ্য তৈয়ার করিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা আবু জান্দালার উপর রহম করুন এবং উমামার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আর তোমাদের গত রাত্রের বরযাত্রীর উপর লা'নত বর্ষণ করুন। তাহারা আগুন জ্বালাইয়া কাফেরদের অনুকরণ করিয়াছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের আলোকে নির্বাপিত করিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে কুরত (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন। (এসাবাহ্)

মোহর

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহর

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহর বার উকিয়া ও এক নশ্ব অর্থাৎ মোট পাঁচ শত দিরহাম ছিল। তিনি বলিয়াছেন, এক উকিয়ায় চল্লিশ ও এক নশ্বে বিশ দিরহাম হয়। (ইবনে সা'দ)

অধিক মোহর সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি ও একজন কুরাইশী মহিলার প্রতিবাদ

মাসরুক (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) মিম্বারে আরোহণ করিয়া বলিলেন, "আমি জানিনা, কে চারশত দিরহামের অতিরিক্ত মোহর দিয়াছে! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) চারশত দিরহাম বা উহা অপেক্ষাও কম দিতেন। যদি অধিক মোহর দেওয়ার মধ্যে

কোন প্রকার তাক্বওয়া বা সম্মান থাকিত তবে কখনও তোমরা এই ব্যাপারে তাহাদের অপেক্ষা অগ্রগামী হইতে পারিতে না।" অতঃপর তিনি মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলে একজন কুরাইশী মহিলা তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কি লোকদিগকে চারশত দিরহামের অধিক মেয়েদের মোহর বাড়াইতে নিষেধ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। মহিলা বলিলেন, আপনি কি কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালার বাণী শুনিতে পান নাই?

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا

অর্থ ঃ আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে চাও। আর তোমরা সেই একজনকে রাশি রাশি ধন-সম্পদ প্রদান করিয়া থাক, তবুও তোমরা উহা হইতে কিছুই ফেরৎ লইও না।

হযরত ওমর (রাঃ) শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, আয় আল্লাহ্, মাফ করুন, প্রত্যেক ব্যক্তি ওমর অপেক্ষা (দ্বীন সম্পর্কে) অধিক জ্ঞানী। তারপর পুনরায় মিম্বারে আরোহণ করিয়া বলিলেন, হে লোক সকল, আমি তোমাদিগকে মেয়েদের মোহরের বিষয়ে চারশতের অধিক করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বলিতেছি যে, নিজের মাল হইতে খুশীমনে তাহাদিগকে যাহার যত ইচ্ছা হয় দিতে পারিবে। (কান্‌য)

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) খোতবা দিতে যাইয়া আল্লাহ্ তায়ালার হামদ ও সানার পর বলিলেন, শুনিয়া রাখ, তোমরা মেয়েদের মোহর অতি মাত্রায় ধার্য করিও না। আর যদি আমি জানিতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পরিমাণ মোহর দিয়াছেন, অথবা তাহার পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে উহার অধিক কেহ্ দিয়াছে, তবে উহার অতিরিক্ত অংশ বাইতুল মালে জমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলে একজন কুরাঈশী মহিলা সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ্‌র কিতাব অধিক অনুসরণ যোগ্য, না আপনার কথা অধিক অনুসরণীয়? আপনি ক্ষণিক পূর্বে লোকদিগকে মেয়েদের মোহর অতি মাত্রায় ধার্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অথচ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার কিতাবে বলিতেছেন—

وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا

অর্থাৎ আর তোমরা সেই একজনকে রাশি রাশি ধন–সম্পদ প্রদান করিয়া থাক তবুও তোমরা উহা হইতে কিছুই ফেরৎ লইও না।

হযরত ওমর (রাঃ) ইহা শুনিয়া দুইবার অথবা তিনবার বলিলেন, প্রত্যেকেই ওমর অপেক্ষা জ্ঞানী। অতঃপর তিনি মিম্বারে ফিরিয়া আসিয়া লোকদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে মেয়েদের মোহর অতিমাত্রায় ধার্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন যাহার যত ইচ্ছা দিতে পারে।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছিলেন, যদি মোহর (অধিক ধার্য করা) আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের উপায় হইত তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে ও স্ত্রীগণ ইহার অধিক যোগ্য ছিলেন। (কান্‌যুল উম্মাল)

হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক মোহরের পরিমাণ ধার্য

ইবনে সীরীন (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) দুই হাজার পর্যন্ত মেয়েদের মোহর ধার্য করার অনুমতি দিয়াছিলেন। আর হযরত ওসমান (রাঃ) চার হাজার পর্যন্ত অনুমতি দিয়াছিলেন। (কান্‌য)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর মোহর প্রদান

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সফিয়্যাহ (বিনতে আবু ওবায়েদ সাকাফী) (রাঃ)কে চারশত দিরহামের উপর বিবাহ করিলেন। সাফিয়্যাহ (রাঃ) সংবাদ পাঠাইলেন যে, ইহা আমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে না। সুতরাং তিনি তাহাকে হযরত ওমর (রাঃ)এর অজ্ঞাতে আরও দুইশত বাড়াইয়া দিলেন। (কান্‌য)

হযরত হাসান (রাঃ)এর মোহর প্রদান

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) এক মহিলাকে

বিবাহ করিলেন এবং মোহরস্বরূপ তাহার নিকট একশত দাসী ও প্রত্যেক দাসীর হাতে এক হাজার দিরহাম দিয়া পাঠাইলেন। (তাবরানী)

স্ত্রী পুরুষ ও বালকদের পরস্পর আচার ব্যবহার

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত সাওদা (রাঃ)এর পরস্পর ব্যবহার

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু হারিরা (আটা ও দুধ দ্বারা তৈরী এক প্রকার হালুয়া) প্রস্তুত করিয়া তাহার নিকট আনিলাম। সেখানে হযরত সাওদা (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উভয়ের মাঝখানে ছিলেন। আমি হযরত সাওদা (রাঃ)কে খাইতে বলিলাম; কিন্তু তিনি খাইতে অস্বীকার করিলেন। আমি বলিলাম, আপনাকে অবশ্যই খাইতে হইবে, নতুবা আমি আপনার মুখে মাখিয়া দিব। কিন্তু তিনি তবুও অস্বীকার করিলেন। আমি হারিরার মধ্যে হাত ডুবাইয়া তাহার চেহারায় লেপিয়া দিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পক্ষ হইয়া হাসিলেন। তারপর নিজ হাতে তাহার জন্য পাত্র ধরিয়া তাহাকে বলিলেন, তুমিও তাহার চেহারায় মাখিয়া দাও। সুতরাং তিনি আমার মুখে মাখিয়া দিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তাহার পক্ষে হাসিলেন। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) (হুজরা শরীফের নিকট দিয়া) কাহাকেও হে আব্দুল্লাহ! হে আব্দুল্লাহ! বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে যাইতেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবিলেন, হয়ত তিনি ভিতরে প্রবেশ করিবেন। অতএব আমাদিগকে বলিলেন, যাও, তোমরা তোমাদের চেহারা ধুইয়া ফেল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে ভয় পাইতেছেন দেখিয়া সেইদিন হইতে আমিও তাহাকে ভয় করিতে লাগিলাম। (আবু ইয়া'লা)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অর্থাৎ হযরত সাওদা (রাঃ)এর জন্য আপন হাটু ভাঁজ করিয়া দিলেন, যেন তিনি আমার নিকট হইতে প্রতিশোধ লইতে পারেন।

সুতরাং তিনি পাত্র হইতে কিছু হারীরা লইয়া আমার মুখে মাখিয়া দিলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া উঠিলেন।

হযরত সাওদা (রাঃ)এর সহিত হযরত আয়েশা ও হাফসা (রাঃ)এর আচরণ

আবু ইয়া'লা (রহঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাসী হযরত রাযীনাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার হযরত সাওদা ইয়ামানিয়া (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সেখানে হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। হযরত সাওদা (রাঃ) সাজিয়া গুজিয়া পারিপাটি অবস্থায় আসিয়াছিলেন। তিনি ইয়ামানী কামীস ও ইয়ামানী ওড়না পরিয়াছিলেন। চোখের দুই কোণায় ফোঁড়ার ন্যায় মাকাল ও জাফরান দ্বারা প্রস্তত দুইটি টিপ ছিল। বর্ণনাকারিণী উলাইলাহ (রহঃ) বলেন, আমি মেয়েদেরকে উহা দ্বারা সাজ করিতে দেখিয়াছি। তাহার এই সাজ গোজ দেখিয়া হযরত হাফসা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া আমাদের মাঝে তাহাকে এইরূপ ঝলমল করিতে দেখিবেন। উম্মুল মুমিনীন (রাঃ) বলিলেন, হে হাফসা, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কিন্তু হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, আমি অবশ্যই তাহার এই সাজসজ্জা নষ্ট করিয়া ছাড়িব। হযরত সাওদা (রাঃ) একটু কানে কম শুনিতেন। তিনি উভয়কে আলাপ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি আলাপ করিতেছেন? হযরত হাফসা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে সাওদা, কানা দাজ্জাল বাহির হইয়াছে। হযরত সাওদা (রাঃ) বলিলেন, সত্যই কি? এবং তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন, তবে আমি কোথায় লুকাইব? হযরত হাফসা (রাঃ) খেজুর পাতার একটি ছোট ঘর দেখাইয়া বলিলেন, ওই ঘরটিতে লুকাও। ঘরটি ময়লা ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি উক্ত ঘরে যাইয়া লুকাইলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া দেখিলেন, ইহারা উভয়ে হাসিতেছেন এবং অত্যাধিক হাসির দরুন কথা বলিতে পারিতেছেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাসির কারণ কি? তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা হাত দ্বারা

ছোট ঘরটির প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। তিনি সেখানে যাইয়া হযরত সাওদা (রাঃ)কে ভয়ে কাঁপিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সাওদা, তোমার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কানা দাজ্জাল নাকি বাহির হইয়াছে! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া বলিলেন, এখনও বাহির হয় নাই, তবে অবশ্যই বাহির হইবে। এখনও বাহির হয় নাই তবে অবশ্যই বাহির হইবে। অতঃপর তাহাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তাহার কাপড় হইতে ময়লা ও মাকড়সার জাল ঝাড়িয়া দিতে লাগিলেন।

তাবারানী হইতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, হযরত হাফসা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া দেখিবেন, আমরা কিরূপ ময়লা ও অপচ্ছিন্ন আর এই মেয়েটি আমাদের মাঝে ঝলমল করিতেছে!

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার ব্যবহার

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন, এমন সময় বাহিরে লোকজন ও ছোট ছেলেমেয়েদের শোরগোল শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন, একটি হাবশী মেয়ে নাচিতেছে আর তাহাদের চারিপার্শ্বে লোকজন ভীড় করিয়া আছে। তিনি বলিলেন, হে আয়েশা, আস, দেখ। আমি তাহার কাঁধের উপর মুখ রাখিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমি তাহার কাঁধ ও মাথার মাঝখান দিয়া দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দেখিতে থাকিলাম। তিনি বলিতেন, হে আয়েশা তৃপ্ত হইয়াছ? আমি তাঁহার অন্তরে আমার স্থান যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে বলিতাম, না। খোদার কসম। (দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকার দরুন) আমি তাঁহাকে বারংবার পা বদল করিতে দেখিয়াছি। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া লোকজন ও ছেলেরা পালাইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি মানুষ ও জ্বিন শয়তানদিগকে দেখিলাম যে, তাহারা ওমরকে দেখিয়া পলায়ন করিল। (ইবনে আসাকির)

বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, খোদার কসম, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি আমার হুজরার দরজায় দাঁড়াইতেন, আর হাবশীগণ মসজিদে বর্শা খেলিত। তিনি আমাকে তাঁহার চাদর দ্বারা পর্দা করিয়া দিতেন যেন আমি তাহার কাঁধ ও কানের মাঝখান দিয়া উহাদের খেলা দেখিতে পারি। অতঃপর যতক্ষণ না আমি পরিতৃপ্ত হইয়া ফিরিতাম, ততক্ষণ তিনি আমার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতেন। সুতরাং খেলার প্রতি আগ্রহী কম বয়সী একটি মেয়ে কত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, তাহা তোমরা আন্দাজ করিয়া দেখ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাও ও তাঁহার স্ত্রীগণের পারস্পরিক আচার ব্যবহার

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)এর নিকট দেরী করিতেন এবং তাহার নিকট মধু পান করিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি ও হাফসা (রাঃ) আমরা উভয়ে স্থির করিলাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যাহার নিকটই আসিবেন আমরা প্রত্যেকেই বলিব, আপনার নিকট হইতে মাগাফিরের গন্ধ পাইতেছি, আপনি কি মাগাফির খাইয়াছেন? (মাগাফির এক প্রকার গাছের বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়) অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের একজনের নিকট আসিলে তিনি উক্ত কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, না, বরং আমি তো যায়নাব বিনতে জাহাশের নিকট মধু পান করিয়াছি। তবে আর কখনও উহা পান করিব না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এই আয়াতসমূহ নাযিল হয়—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

অর্থঃ 'হে নবী যেই বস্তুকে আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করিয়াছেন, আপনি কেন (কসম করিয়া) উহাকে (নিজের উপর) হারাম করিতেছেন, আপন স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে? আর আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল দয়ালু।

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের কসমসমূহ ভঙ্গ করা (এবং উহার কাফফারার পন্থা) নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। আর আল্লাহ্ তায়ালাই তোমাদের কার্য নির্বাহক, আর তিনি মহাজ্ঞানী, অতিশয় হেকমতওয়ালা। আর যখন রসূল নিজের কোন স্ত্রীর নিকট গোপনে একটি কথা বলিলেন, অতঃপর যখন সে উহা অন্যের নিকট বলিয়া দিল, আর আল্লাহ তায়ালা (ওহীর মাধ্যমে) রাসুলকে উহা জানাইয়া দিলেন, তখন তিনি কতক কথা বলিয়া দিলেন, আর কতক কথা এড়াইয়া গেলেন। অতঃপর যখন তিনি সেই স্ত্রীকে উহা জানাইলেন, তখন সে বলিল, কে আপনাকে ইহা জানাইয়া দিল? তিনি বলিলেন, যিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল, তিনিই আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন। (হে নবীর স্ত্রীদ্বয়) যদি তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর তবে (উত্তম, কেননা) তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের প্রতি) ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

আয়াতের এই অংশে "যদি তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর তবে উত্তম, কেননা) তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের প্রতি) ঝুকিয়া পড়িয়াছে" হযরত আয়েশা ও হাফসা (রাঃ)কে সম্বোধন করা হইয়াছে। আর আয়াতের এই অংশে "আর যখন রাসূল নিজের কোন স্ত্রীর নিকট গোপনে একটি কথা বলিলেন", রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা "বরং আমি তো মধু পান করিয়াছি"কে বুঝানো হইয়াছে।

ইব্রাহীম ইবনে মূসা (রহঃ) হিসাম (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়াতের উক্ত অংশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা "আর কখনও পান করিব না, আমি কসম করিলাম। সুতরাং তুমি আর কাহাকেও বলিও না"কে বুঝানো হইয়াছে।

বুখারী (রহঃ) হইতে অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি ও মধু পছন্দ করিতেন। আর তিনি আসরের নামাযের পর বিবিদের একেকজনের ঘরে যাইতেন। হয়ত বা কাহারো নিকট বসিতেন। একবার তিনি হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ)এর ঘরে গেলেন। তিনি তাঁহাকে অন্যদিন অপেক্ষা বেশী দেরী করাইলেন। ইহাতে আমার অভিমান হইল। আমি দেরী হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, হযরত হাফসা (রাঃ)এর কাওমের

কোন মহিলা তাহাকে একপট মধু হাদিয়া দিয়াছে, আর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহা হইতে পান করাইয়াছিলেন। মনে মনে বলিলাম, আমি অবশ্যই তাঁহার জন্য একটা কৌশল করিব। সুতরাং সাওদা বিনতে যাম্আহ (রাঃ)কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার নিকট আসিলে বলিবে, আপনি কি মাগাফির খাইয়াছেন? তিনি বলিবেন, না। তুমি বলিবে, তবে ইহা কিসের দুর্গন্ধ পাইতেছি? তিনি হয়ত বলিবেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করাইয়াছে। তুমি বলিবে, মৌমাছি হয়ত উরফুত (মাগাফিরের গাছ)এর রস চুষিয়াছিল। আমি ও তদ্রূপ বলিব, আর তুমিও হে সফিয়্যাহ, এইরূপ বলিবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত সাওদা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে, এ সকল কথাবার্তার পরক্ষণেই হঠাৎ যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমার ইচ্ছা হইয়াছিল তুমি আমাকে যাহা বলিয়াছ, সকল কথা তাঁহাকে জানাইয়া দেই। কিন্তু তোমার ভয়ে বলিতে পারি নাই। অতঃপর তিনি যখন তাঁহার নিকটবর্তী হইলেন, হযরত সাওদা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি কি মাগাফির খাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, না! সাওদা (রাঃ) বলিলেন, তবে আপনার নিকট হইতে কিসের দুর্গন্ধ পাইতেছি? তিনি বলিলেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করাইয়াছে। সাওদা (রাঃ) বলিলেন, মৌমাছি, উরফুতের রস চুষিয়াছে হয়ত। তারপর তিনি যখন আমার নিকট আসিলেন আমিও তদ্রূপ বলিলাম। তিনি ঘুরিয়া হযরত সাফিয়্যাহ (রাঃ)এর নিকট গেলে তিনিও তাঁহাকে অনুরূপ বলিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (পরদিন) হযরত হাফসা (রাঃ)এর নিকট গেলেন, তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে সররত দিব কি? তিনি বলিলেন, আমার আর দরকার নাই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত সাওদা (রাঃ) বলিতে লাগিলেন, খোদার কসম, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বঞ্চিত করিয়াছি। আমি তাহাকে বলিলাম, চুপ করুন।

বিবিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নারাজী বা অসন্তোষের ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমার দীর্ঘ দিনের আরজু ছিল যে,

হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের মধ্য হইতে সেই দুইজনের কথা জিজ্ঞাসা করি যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর (তবে উত্তম, কেননা) তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের প্রতি) ঝুকিয়া পড়িয়াছে।

অতএব একবার হযরত ওমর (রাঃ) হজ্ব করিলেন। আমিও হজ্ব করিলাম। অতঃপর ফিরিবার পথে এক জায়গায় তিনি রাস্তা হইতে সরিয়া গেলেন। আমিও পানির পাত্র লইয়া তাহার সহিত গেলাম। তিনি জরুরত সারিয়া ফিরিয়া আসিলে আমি তাহার হাতে পানি ঢালিয়া দিলাম এবং তিনি ওযূ করিলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমীরুল মুমিনীন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের মধ্য হইতে সেই দুইজন কাহারা যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন—

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হায় আশ্চর্য তোমার জন্য, হে ইবনে আব্বাস! বর্ণনাকারী যুহরী (রহঃ) বলেন, খোদার কসম, তিনি তাহার এই প্রশ্নকে অপছন্দ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি গোপন করেন নাই। তিনি বলিলেন, তাহারা দুইজন হাফসা ও আয়েশা (রাঃ)। অতঃপর তিনি (বিস্তারিত) হাদীস বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, আমরা কুরাইশগণ মেয়েদের উপর প্রধান হইয়া থাকিতাম। কিন্তু আমরা মদীনায় আসিয়া দেখিলাম, উহাদের মেয়েরা পুরুষদের উপর প্রাধান্যতা বিস্তার করিয়া আছে। অতএব আমাদের মেয়েরাও তাহাদের মেয়েদের নিকট হইতে তাহা শিখিতে আরম্ভ করিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, মদীনার আওয়ালিতে (অর্থাৎ উঁচু প্রান্তে) বনু উমাইয়া ইবনে যায়েদের এলাকায় আমার বাড়ী ছিল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর উপর রাগ করিলে সে আমার সহিত প্রতিউত্তর করিতে আরম্ভ করিল। তাহার এই প্রতিউত্তরকে আমি অপছন্দ করিলে সে আমাকে বলিল, আপনি আমার

প্রতিউত্তরকে কেন খারাপ মনে করিতেছেন? খোদার কসম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণও তাঁহার সহিত প্রতি উত্তর করিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদের কেহ তাঁহার সহিত সারাদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কথা–বার্তা বন্ধ করিয়া রাখেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হাফসার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত প্রতি উত্তর করিয়া থাক? সে বলিল, হাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি এই কারণে সারাদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহার সহিত কথা–বার্তা বন্ধ করিয়া রাখ? সে বলিল হাঁ। আমি বলিলাম, তোমাদের যে কেহ্ এই কাজ করিবে সে সবই হারাইবে, তাহার সর্বনাশ হইবে। তাহার কি এই ভয় নাই যে, আল্লাহর রাসূল অসন্তুষ্ট হইলে আল্লাহ্ও তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন? আর এই ভয় নাই যে, পরিণামে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে? তুমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত প্রতি উত্তর করিও না। এবং তাঁহার নিকট কিছু চাহিও না। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় আমার নিকট চাহিয়া লইও। আর তোমার প্রতিবেশিনী তোমার অপেক্ষা সুন্দরী ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় বলিয়া তুমি কোন প্রকার ধোকায় পড়িয়া যাইও না। এই কথার দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ছিল। আমরা উভয়ে পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত থাকিতাম। একদিন তিনি থাকিতেন, আর একদিন আমি। তাহার পালার দিন ওহী ইত্যাদি যাহা কিছু অবতীর্ণ হইত, তিনি আমার নিকট আসিয়া আমাকে সে খবর জানাইতেন। এবং আমার পালার দিন আমিও তদ্রুপ তাহার নিকট আসিয়া জানাইতাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা তখনকার সময় আলোচনা করিতাম যে, গাস্সানীগণ আমাদের উপর আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাইতেছে। এমতাবস্থায় একদিন যেদিন আমার সঙ্গীর পালা ছিল, তিনি এশার সময় আমার দ্বারে করাঘাত করিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি বাহির হইয়া আসিলে বলিলেন, এক গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা কি? গাস্সানীগণ আসিয়া পড়িয়াছে কি? তিনি বলিলেন, না, বরং উহা অপেক্ষা গুরুতর ও বিরাট। রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বিবিগণকে তালাক দিয়া দিয়াছেন। আমি বলিয়া উঠিলাম, হাফসা সবই হারাইয়াছে, তাহার সর্বনাশ হইয়াছে। আমারও ধারণা ছিল এরূপ একটা কিছু ঘটিবে। অতঃপর ফজরের নামায পড়িয়া আমি ভালরূপে কাপড় পরিলাম। তারপর বাহির হইয়া হাফ্সার নিকট যাইয়া দেখিলাম, সে কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদিগকে তালাক দিয়াছেন? সে বলিল, জানি না, তবে তিনি এই উপরের কোঠায় পৃথক অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহার হাবশী গোলামের নিকট আসিয়া বলিলাম, ওমরের জন্য (ভিতরে প্রবেশের) অনুমতি প্রার্থনা কর। গোলাম ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, আমি আপনার কথা বলিয়াছি ; কিন্তু তিনি চুপ রহিয়াছেন। আমি সেখান হইতে মিম্বারের নিকট আসিলাম। দেখিলাম, মিম্বারের নিকট কতিপয় লোক বসিয়া আছেন, তাহাদের কেহ কেহ কাঁদিতেছেন। কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া রহিলাম, কিন্তু মনের ভিতর অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইলে আবার আসিয়া গোলামকে বলিলাম, ওমরের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। গোলাম বাহির হইয়া আসিল এবং বলিল, আমি আপনার কথা বলিয়াছি, কিন্তু তিনি চুপ রহিয়াছেন। ইহা শুনিয়া পুনরায় মিম্বারের নিকট আসিয়া বসিলাম। তারপর অন্তরের অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইলে আবার গোলামের নিকট আসিয়া বলিলাম, ওমরের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইয়া আসিল এবং বলিল, আমি আপনার কথা বলিয়াছি, কিন্তু তিনি চুপ রহিয়াছেন। অতঃপর আমি ফিরিয়া চলিতেই গোলাম আমাকে ডাকিল এবং বলিল, ভিতরে প্রবেশ করুন, আপনার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়া আছেন, আর তাহার পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি কি আপনার বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন? তিনি আমার প্রতি মাথা উঠাইয়া বলিলেন, না। আমি বলিলাম, আল্লাহু আকবার! ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদের অবস্থা যদি আপনি দেখিতেন। আমরা কুরাইশগণ মেয়েদের উপর প্রধান হইয়াছিলাম। কিন্তু মদীনায় আসিয়া

এমন লোকদেরকে পাইলাম, যাহাদের মেয়েরা পুরুষদের উপর প্রধান্যতা বিস্তার করিয়া চলে। আমাদের মেয়েরাও উহাদের দেখাদেখি ঐরূপ করিতে শিখিয়াছে। সুতরাং আমি আমার স্ত্রীর উপর একদিন রাগ করিলে সে আমার সহিত প্রতিউত্তর করিতে আরম্ভ করিল। আমি তাহার এই প্রতিউত্তর না পছন্দ করিলে সে বলিল, আপনি আমার প্রতিউত্তরকে কেন অপছন্দ করিতেছেন? খোদার ক্বসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ তাঁহার সহিত প্রতিউত্তর করিয়া থাকেন, এবং তাহাদের কেহ সারাদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহার সহিত কথাবার্তাও বন্ধ করিয়া রাখেন। শুনিয়া আমি বলিলাম, যে এইরূপ করিবে সে সব হারাইবে ও তাহার সর্বনাশ হইবে। তাহার কি এই ভয় নাই যে, আল্লাহ্র রাসূল অসন্তুষ্ট হইলে আল্লাহ্ও তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন? আর এই ভয় নাই যে, পরিণামে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শুনিয়া) মুচ্‌কি হাসিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি হাফসার নিকট যাইয়া বলিয়াছি, তোমার প্রতিবেশিনী তোমার অপেক্ষা সুন্দরী ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় বলিয়া তুমি কোন প্রকার ধোকায় পড়িয়া যাইও না। (ইহা শুনিয়া) তিনি পুনরায় মুচ্‌কি হাসিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আরও কিছু সান্ত্বনার কথা বলিব কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতএব আমি বসিয়া পড়িলাম এবং মাথা উঠাইয়া ঘরের ভিতর দেখিলাম। খোদার ক্বসম, উহার মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত কোন জিনিষ আমি দেখিলাম না। মাত্র তিনটি চামড়া ছিল। আমি বলিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ্, দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তায়ালা আপনার উম্মতকে স্বচ্ছলতা দান করেন। তিনি পারস্য ও রোমবাসীকে কিরূপ স্বচ্ছলতা দিয়া রাখিয়াছেন! অথচ তাহারা আল্লাহ্র এবাদত করে না। ইহা শুনিয়া তিনি সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব, তুমি কি এখনও সন্দেহের মধ্যে আছ? তাহারা তো এমন কাওম যাহাদের উত্তম পাওনাগুলি তাহাদিগকে দুনিয়াতেই দিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

(হযরত ওমর (রাঃ) বলেন) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যাধিক নারাজীর দরুন একমাস কাল বিবিগণের নিকট যাইবেন না

বলিয়া কসম খাইয়াছিলেন, যে কারণে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। (আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিবিগণ হইতে পৃথক অবস্থান করিলেন তখন আমি মসজিদে যাইয়া দেখিলাম, লোকেরা বসিয়া ছোট ছোট পাথর দ্বারা মাটি খুটিতেছে এবং তাহারা বলাবলি করিতেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বিবিগণকে তালাক দিয়া দিয়াছেন। আর ইহা পর্দার আয়াত নাযিল হইবার পূর্বের ঘটনা ছিল। আমি বলিলাম, আজ আমি সঠিক বিষয় কি, তাহা জানিব। অতঃপর তিনি হযরত আয়েশা ও হাফসা (রাঃ)এর নিকট তাহার যাওয়া ও তাহাদিগকে নসীহত করার বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তলার চৌখাটের নিকট উপস্থিত হইয়া আওয়াজ দিলাম, হে রাবাহ, আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি লও। অতঃপর পূর্ব বর্ণনা অনুসারে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি কেন বিবিদের বিষয়ে এত পেরেশান হইতেছেন? আপনি যদি তাহাদিগকে তালাক দিয়া দেন তবে আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে আছেন, এবং তাহার ফেরেশতাগণ, জিব্রাঈল, মিকাঈল, আমি ও আবু বকর এবং সকল মুমিনীন আপনার সঙ্গে আছি।"

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করি, আমি যখনই কোন কথা বলিয়াছি তখনই আমি আশা করিয়াছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করিবেন। সুতরাং এই আয়াত নাযিল হইল—

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ وَاِنْ

تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ

অর্থ ঃ আর যদি তোমরা উভয়ে রাসূলের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা করিতে থাক, তবে আল্লাহ্ ও জিব্‌রীল এবং নেক মুসলমানগণ রাসূলের সহায় আছে, আর এতদ্ভিন্ন ফেরেশতাগণ তাহার সাহায্যকারী রহিয়াছে। যদি তিনি তোমাদিগকে তালাক দিয়া দেন তবে অচিরেই তাঁহার রব্ব তাঁহাকে তোমাদের পরিবর্তে

তোমাদের অপেক্ষা অতি উত্তমা পত্নীসমূহ প্রদান করিবেন, যাহারা মুসলিমা, মুমিনা, অনুগত, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী রোযা পালনকারিণী, কতক বিধবা ও কতক কুমারী হইবে।"

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি তাহাদিগকে তালাক দিয়া দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না। অতএব আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিলাম যে, তিনি বিবিগণকে তালাক দেন নাই। আর আমার এই সম্পূর্ণ কার্যকলাপের স্বপক্ষে আয়াত নাযিল হইল—

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

অর্থ ঃ 'আর যখন তাহাদের নিকট কোন বিষয়ের খবর পৌছে, তাহা নিরাপত্তার হউক বা ভয়ের হউক, তবে উহা (তৎক্ষণাৎ) প্রচার করিয়া দেয়, আর যদি তাহারা উহাকে রাসূলের উপর এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এইরূপ বিষয় বুঝিতে সক্ষম তাহাদের উপর সমর্পণ করিত, তাহা হইলে যাহারা ইহাদের মধ্যে সংবাদের সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করিয়া লয় তাহারা জানিয়া লইত।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমিই সেই সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করিয়াছি।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের ভিতর বসিয়াছিলেন, এবং লোকজন তাঁহার দ্বারে বসিয়াছিল, এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিয়া প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু অনুমতি হইল না। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) আসিলেন এবং অনুমতি চাহিলেন। তাহার জন্যও অনুমতি হইল না। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর জন্য অনুমতি হইল। তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপচাপ বসিয়া আছেন এবং তাঁহার চারিপার্শ্বে তাঁহার বিবিগণ উপস্থিত আছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

এমন কথা বলিব যাহাতে তিনি হাসিয়া দেন। সুতরাং তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যায়েদের বেটির (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)এর স্ত্রী) অবস্থা যদি আপনি দেখিতেন! আমার নিকট অতিরিক্ত খরচের দাবী করিয়াছিল, আর আমি তাহার ঘাড় মটকাইয়া দিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা শুনিয়া এত জোরে হাসিয়া দিলেন যে, তাঁহার দাঁত মুবারক প্রকাশ হইয়া পড়িল। এবং বলিলেন, ইহারা আমার চারিপার্শ্বে আমার নিকট অতিরিক্ত খরচ দাবী করিতেছে। ইহা শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)কে ও হযরত ওমর (রাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)কে মারিবার জন্য উদ্যত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাহা নাই, তোমরা তাহা দাবী করিতেছ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে (মারিতে) নিষেধ করিলেন। তাঁহার বিবিগণ বলিলেন, খোদার কসম, আজকের এই মজলিসের পর আমরা আর তাঁহার নিকট এমন জিনিষের দাবী করিব না যাহা তাঁহার নিকট নাই।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদান সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, আমি তোমার নিকট একটি বিষয় পেশ করিব, আশা করি তাড়াতাড়ি নিজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া আগে তোমার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করিবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সম্মুখে এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ
أَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থ ঃ হে নবী আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলিয়া দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং উহার চাকচিক্য কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদিগকে কিছু সম্বল প্রদান করি এবং তোমাদিগকে সদ্ভাবে বিদায় করিয়া দেই, আর যদি তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে এবং তাঁহার রাসূলকে চাও এবং আখেরাত কামনা কর তবে তোমাদের সৎকর্ম পরায়ণদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা মহান পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আপনার ব্যাপারে আমি আমার পিতা–মাতার সহিত পরামর্শ করিব? বরং আমি তো আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁহার রসূলকে গ্রহণ করিলাম। এবং আপনার নিকট আমার এই অনুরোধ যে, আমি যাহা গ্রহণ করিয়াছি তাহা আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীকে জানাইবেন না। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে কঠোর স্বভাব দিয়া পাঠান নাই, বরং আমাকে শিক্ষা ও সহজ করিবার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন। সুতরাং তুমি যাহা গ্রহণ করিয়াছ, কেহ আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া দিব। (আহমাদ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম আমাকে বলিলেন, আমি তোমার নিকট একটি বিষয় পেশ করিব। শীঘ্রই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, বরং তুমি তোমার পিতা–মাতার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া লও। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, পিতা–মাতার সহিত পরামর্শের কথা তিনি এই জন্য বলিলেন যে, যেহেতু তিনি জানেন, আমার পিতা–মাতা কখনও আমাকে তাঁহার সহিত বিচ্ছেদের কথা বলিবেন না। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَآاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ .... اَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুইটি আয়াত তেলয়াত করিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি এই বিষয়ে আমার পিতা–মাতার সহিত পরামর্শ করিব? বরং আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এবং আখেরাতকে গ্রহণ করিলাম। তারপর তিনি তাঁহার সকল বিবিগণকে

এই অধিকার প্রদান করিলেন, এবং তাঁহারাও সকলে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ন্যায় উত্তর দিলেন। (ইবনে আবি হাতেম)

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম আহমাদ (রহঃ)ও হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তবে ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকেই গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং তিনি এই অধিকার প্রদানকে তালাক হিসাবে গণ্য করেন নাই। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ব্যবহার

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি যখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও, অথবা অসন্তুষ্ট হও তখন আমি তাহা বুঝিতে পারি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কিরূপে তাহা বুঝিতে পারেন? তিনি বলিলেন, যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক তখন বল, না, মুহাম্মাদের রব্বের ক্বসম। আর যখন অসন্তুষ্ট থাক তখন বল, না, ইব্রাহীমের রব্বের ক্বসম। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, হাঁ, তবে খোদার ক্বসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, শুধু আপনার নামটাই পরিত্যাগ করি। (মিশকাত)

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কোন এক সফরে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দৌড় প্রতিযোগিতা করিলাম এবং আমি অগ্রগামিনী হইলাম। পরবর্তীতে যখন আমার শরীর ভারী হইয়া গেল তখন আবার একবার প্রতিযোগিতা করিলে তিনি অগ্রগামী হইলেন। এবং বলিলেন, এই বিজয় (তোমার) সেই বিজয়ের প্রতিশোধ। (মিশকাত)

হযরত মাইমুনা (রাঃ)এর সহিত তাঁহার আচার-ব্যবহার

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি (ছোট বেলায়) একরাত্রে হযরত

মাইমুনা (রাঃ)এর মেহমান হইলাম। তাহার উপর তখন নামায ছিল না। তিনি একটি কম্বল আনিলেন। তারপর আর একটি আনিলেন এবং তাহা বিছানায় মাথার দিকে রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং নিজের উপর একটি কম্বল টানিয়া লইলেন। আর আমার জন্য তাঁহার পার্শ্বে একটি ছোট বিছানা বিছাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার সহিত একই বালিশে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলাম। অতঃপর এশার নামায শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন, এবং বিছানার নিকট আসিয়া মাথার নিকট হইতে কাপড় লইলেন। লুঙ্গির ন্যায় উহা পরিধান করতঃ পরিধেয় কাপড় খুলিয়া ঝুলাইয়া রাখিলেন। তারপর হযরত মাইনুনা (রাঃ)এর সহিত একই কম্বলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। অতঃপর শেষ রাত্রিতে উঠিলেন। এবং ঝুলন্ত মশকের মুখ খুলিয়া উহা হইতে অযূ করিলেন। আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, উঠিয়া তাঁহাকে অযূর পানি ঢালিয়া দেই, কিন্তু আমাকে জাগ্রত দেখিয়া তিনি বিব্রত বোধ করিবেন ভাবিয়া উঠিলাম না। তারপর তিনি বিছানার নিকট আসিয়া কাপড় পরিবর্তন করিলেন এবং মুসল্লায় দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করিলেন। আমি উঠিয়া অযূ করিলাম এবং তাঁহার বাম পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমাকে হাত দ্বারা পিছন দিক হইতে টানিয়া তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন। আমি তাঁহার সহিত তের রাকাত নামায পড়িলাম। নামায শেষে তিনি বসিলেন এবং আমিও তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িলাম। তিনি (কাত হইয়া) আপন গাল আমার গালের দিকে ঝুকাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তারপর হযরত বেলাল (রাঃ) আসিয়া "নামায, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!" বলিয়া আওয়াজ দিলে তিনি উঠিয়া মসজিদে গেলেন এবং দুই রাকাত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আর হযরত বেলাল (রাঃ) একামত দিতে আরম্ভ করিলেন। (কান্‌য)

একজন বৃদ্ধা মহিলার সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচার

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন বৃদ্ধা মহিলা আসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

তুমি কে? মহিলা বলিলেন, জাস্‌সামাহ মুযানিয়াহ্। তিনি বলিলেন, বরং তুমি হাস্‌সানাহ্ মুযানিয়াহ্, তোমরা কেমন আছ? তোমাদের অবস্থা কেমন? আমাদের চলিয়া আসিবার পর তোমরা কেমন ছিলে? মহিলা বলিলেন, ভাল ছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার পিতা–মাতা আপনার উপর কোরবান হউক! অতঃপর মহিলাটি চলিয়া গেলে আমি বলিলাম, এইরূপ এক বৃদ্ধার প্রতি আপনি এরূপ মনোযোগ প্রদান করিতেছেন! তিনি বলিলেন, হে আয়েশা, এই মহিলা খাদীজার যুগে আমাদের নিকট আসা–যাওয়া করিত, আর পুরাতন সম্পর্কের খাতির করা ঈমানের একটি অঙ্গ। (বাইহাক্বী)

বাইহাক্বী হইতে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, এক বৃদ্ধা মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিতেন। তিনি তাহার আগমনে আনন্দিত হইতেন ও তাহার সম্মান করিতেন। আমি বলিলাম, আমার পিতা–মাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আপনি এই বৃদ্ধা মহিলার সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন যাহা আর কাহারো সহিত করেন না! তিনি বলিলেন, এই মহিলা খাদীজার যুগে আমাদের নিকট আসা যাওয়া করিত। তুমি কি জাননা, মুহাব্বাতের সম্মান করা ঈমানের একটি অঙ্গ?

ইমাম বুখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু তোফায়েল (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি জেএররানা নামক স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোশত বণ্টন করিতে দেখিয়াছি। আমি তখন অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম। উটের একটি অঙ্গ বহন করিতে পারিতাম। তাঁহার নিকট একজন মহিলা আসিলেন। তিনি তাহার জন্য চাদর বিছাইয়া দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? বলিলেন, ইনি তাঁহার ধাত্রী মাতা যিনি তাঁহাকে দুধ পান করাইয়া ছিলেন। (বুখারী)

এক হাবশী গোলামের সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার–ব্যবহার

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাহার অল্প বয়স্ক হাবশী

গোলাম তাঁহার পিঠ মর্দন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি কি অসুস্থবোধ করিতেছেন? তিনি বলিলেন, গতরাত্রে উট আমাকে ফেলিয়া দিয়াছে। (তাবরানী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর খেদমত

কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুতা পরাইয়া দিতেন এবং লাঠি লইয়া তাঁহার সম্মুখে চলিতেন। অতঃপর যখন তিনি তাঁহার মজলিসে উপস্থিত হইতেন তখন তাঁহার জুতা জোড়া খুলিয়া লইতেন এবং নিজের আস্তীনের ভিতর ঢুকাইয়া রাখিতেন, আর তাঁহাকে লাঠি দিয়া দিতেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিস হইতে উঠিবার ইচ্ছা করিতেন তাঁহাকে জুতা পরাইয়া দিতেন ও লাঠি লইয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটিতেন। এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে তিনি হুজরার ভিতর প্রবেশ করিতেন।

আবু মালীহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) গোসলের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পর্দা ধরিতেন, ঘুম হইতে জাগ্রত করিতেন ও একাকী চলার সময় তাহার সহিত হাঁটিতেন।

হযরত আনাস (রাঃ)এর খেদমত

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করিলেন তখন আমার বয়স দশ বৎসর। আর তাঁহার ইন্তেকালের সময় আমার বয়স হইয়াছিল বিশ বৎসর। আমার মা ও খালাগণ আমাকে তাঁহার খেদমতের জন্য উৎসাহিত করিতেন। (ইবনে আবি শাইবাহ)

ইবনে আসাকির ও ইবনে সা'দ (রহঃ) সুমামাহ্ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কি বদরে শরীক হইয়াছিলেন? তিনি জবাব দিলেন,—তোমার মা না থাক—আমি কিরূপে বদর হইতে অনুপস্থিত থাকিতে পারি! মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রহঃ) বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সহিত বদর যুদ্ধে গিয়াছেন, তিনি তখন বালক ছিলেন, তাঁহার খেদমত করিতেন। (মুনতাখাব)

কতিপয় আনসারী যুবক ও সাহাবা (রাঃ)দের খেদমত!

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত আঞ্জাম দিবার জন্য আনসারদের বিশজন যুবক সদা প্রস্তুত থাকিতেন। তিনি কোন কাজের এরাদা করিলে তাহাদিগকে প্রেরণ করিতেন। (বায্যার)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলিয়াছেন, সাহাবাদের মধ্য হইতে চার জন অথবা পাঁচজন সর্বদাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত থাকিতেন। অথবা বলিয়াছেন, সর্বদাই তাহারা তাঁহার দ্বারে উপস্থিত থাকিতেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পালাক্রমে থাকিতাম। তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজনে, অথবা যে কোন কাজে তিনি আমাদিগকে পাঠাইতেন। এইরূপে কখনও সওয়াবের আশায় পালাক্রমে অবস্থানকারীদের সংখ্যা অধিক হইয়া যাইত। একবার আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, কিসের এই কানাকানি? আমি কি তোমাদিগকে কানাকানি করিতে নিষেধ করি নাই?

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, আসেম ইবনে সুফিয়ান (রহঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ) অথবা হযরত আবু যার (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই অনুমতি চাহিলাম যে, আমি তাঁহার দরজার নিকট ঘুমাইব এবং তাঁহার কোন প্রয়োজন হইলে আমাকে জাগাইবেন। সুতরাং তিনি আমাকে ইহার অনুমতি দিলেন এবং আমি সেই রাত্র তাঁহার দরজায় ঘুমাইলাম।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, একবার রমযান মাসে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িলাম। তারপর তিনি গোসল করিবার জন্য উঠিলেন। আমি তাঁহার জন্য (কাপড় দ্বারা) পর্দা করিলাম।

তাঁহার গোসলের পর কিছু পানি পাত্রে অবশিষ্ট রহিয়া গেল। তিনি বলিলেন, ইচ্ছা হয় ইহা (নিজের জন্য) উঠাইয়া লও, অথবা ইহার সহিত আরো পানি মিশ্রিত করিয়া লও। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এই অবশিষ্ট পানি আমার নিকট অন্য পানি মিশ্রন অপেক্ষা অধিক প্রিয়। সুতরাং আমি উহা দ্বারা গোসল করিলাম, আর তিনি আমার জন্য পর্দা ধরিলেন। আমি বলিলাম, আপনি আমার জন্য পর্দা ধরিবেন না। তিনি বলিলেন, অবশ্যই, তুমি যেমন আমার জন্য পর্দা ধরিয়াছ আমিও তোমার জন্য পর্দা ধরিব। (মুনতাখাব)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে—ইব্রাহীম (রাঃ) ও পরিবারস্থ অন্যান্য ছেলেদের সহিত তাঁহার আচার-ব্যবহার

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, সন্তানের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক দয়ালু আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি বলেন, মদীনার উচুঁ এলাকায় তাঁহার ছেলে ইব্রাহীমকে দুধ পান করাইবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে দেখিবার জন্য যাইতেন, আর আমরাও তাঁহার সহিত যাইতাম। তাঁহার ধাত্রী মাতার স্বামী কর্মকার ছিলেন বিধায় তাহার ঘর ধোঁয়াচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। আর তিনি সেই ধোয়াচ্ছন্ন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ছেলেকে কোলে লইতেন ও চুম্বন করিতেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিতেন। বর্ণনাকারী আমর (রহঃ) বলেন, ইব্রাহীমের ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইব্রাহীম আমার পুত্র। দুগ্ধ পানকালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। অতএব দুইজন ধাত্রী তাঁহাকে বেহেশতে দুধ পান করাইবে এবং তাঁহার দুগ্ধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করিবে। (মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারিস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাঃ)এর তিন পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্, উবাইদুল্লাহ্ ও কাসীরকে কাতারবন্দি করিয়া দাঁড় করাইতেন এবং বলিতেন, তোমাদের মধ্যে যে আমাকে প্রথম স্পর্শ করিতে পারিবে তাহাকে এই এই দিব। অতঃপর তাহারা দৌড় প্রতিযোগিতা করিতেন এবং তাঁহার বুক ও পিঠের উপর আসিয়া পড়িতেন। আর তিনি তাহাদিগকে চুম্বন করিতেন ও জড়াইয়া ধরিতেন। (আহমাদ)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফর হইতে আগমন কালে শহরে প্রবেশের পূর্বে পথিমধ্যে তাঁহার পরিবারস্থ ছোট ছেলেদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য লইয়া যাওয়া হইত। একবার তিনি সফর হইতে আগমন করিলে আমাকে তাঁহার নিকট আগে উপস্থিত করা হইল। তিনি আমাকে তাহার বাহনের উপর সম্মুখ ভাগে বসাইলেন। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর দুই পুত্র—হযরত হাসান অথবা হুসাইন (রাঃ)এর একজনকে আনা হইলে তিনি তাহাকে পিছনের ভাগে বসাইলেন। এরূপে তিনজন এক বাহনে আরোহনপূর্বক আমরা মদীনায় প্রবেশ করিলাম। (ইবনে আসাকির)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, একবার আমি ছেলেদের সহিত খেলিতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসিলেন এবং আমাকে ও হযরত আব্বাস (রাঃ)এর কোন এক ছেলেকে তাঁহার বাহনের উপর বসাইয়া লইলেন। এরূপে এক বাহনের উপর আমরা তিনজন আরোহণ করিলাম। অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন যে, যদি তুমি আমার ও হযরত আব্বাস (রাঃ)এর দুই পুত্র হযরত কুসুম ও উবাইদুল্লাহ্–এর অবস্থা দেখিতে! আমরা ছোট ছিলাম, খেলাধুলা করিতাম। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বাহনে চড়িয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, ইহাকে আমার নিকট উঠাইয়া দাও। সুতরাং আমাকে সম্মুখে বসাইলেন। তারপর বলিলেন, ইহাকে অর্থাৎ কুসুমকে আমার নিকট উঠাইয়া দাও। এবং তাহাকে পিছনে বসাইলেন। উবাইদুল্লাহ্ হযরত আব্বাস (রাঃ)এর নিকট কুসুম অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলেন। অতএব তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ)এর কথা স্মরণ করতঃ কুসুমকে লইয়া উবাইদুল্লাহ্কে ছাড়িতে কোনরূপ লজ্জাবোধ করিলেন না। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি আমার মাথায় তিনবার হাত বুলাইয়া দিলেন এবং প্রতিবার এই দোয়া করিলেন, "আয় আল্লাহ্ জা'ফরের সন্তানদের জন্য আপনি তাহার খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) হইয়া যান।" (মুনতাখাব)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি হযরত হাসান ও হুসাইন

(রাঃ)কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধের উপর দেখিয়া বলিলাম, তোমাদের নীচে কতই না উত্তম এই ঘোড়া! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর কতই না উত্তম ঘোড়সওয়ার ইহারা! (আবু ইয়ালা)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত হাসান (রাঃ)কে কাঁধে লইয়া বাহির হইলেন। এক ব্যক্তি দেখিয়া বলিল, হে বালক, কতই না উত্তম বাহনে চড়িয়াছ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর কতই না উত্তম আরোহী সে! (ইবনে আসাকির)

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িতেছিলেন, এমন সময় হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) অথবা দুইজনের একজন আসিয়া তাঁহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিলেন। তিনি মাথা উঠাইবার সময় তাহাকে অথবা তাহাদের উভয়কে হাত দ্বারা ধরিয়া লইলেন। আর বলিলেন, কি উত্তম বাহন তোমাদের! (তাবরানী)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি (উপুড় হইয়া) চার হাত-পায়ের উপর ভর করিয়া আছেন, আর তাঁহার পিঠের উপর হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ) আরোহণ করিয়া আছেন। তিনি বলিতেছেন, কতই না উত্তম তোমাদের এই উট! আর কতই না উত্তম বোঝা তোমরা।! (তাবরানী)

হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ)এর হারাইয়া যাইবার ঘটনা

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিপার্শ্বে বসিয়াছিলাম, এমন সময় হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, হাসান ও হুসাইন (রাঃ) হারাইয়া গিয়াছে। তখন দ্বিপ্রহরের সময় ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উঠ, আমার পুত্রদ্বয়কে তালাশ কর। সুতরাং যার যেদিকে মুখ ছিল সে সেদিকে তালাশ করিতে আরম্ভ করিল। আর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত গেলাম। তালাশ করিতে করিতে তিনি একটি

পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) উভয়ে একে অপরকে জড়াইয়া ধরিয়া আছেন, আর একটি সাপ তাহার লেজের উপর ভর করিয়া ফনা তুলিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। রাসূলুল্লাহ্, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলে সে তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহিল এবং তারপর একটি গর্তের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। অতঃপর তিনি দুই ভাইয়ের নিকট গিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিলেন এবং তাহাদের চেহারা মুছিয়া দিলেন, এবং বলিলেন, আমার পিতা–মাতা তোমাদের উপর কোরবান হউন, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কতই না সম্মানিত! তারপর একজনকে ডান কাঁধে এবং অপর জনকে বাম কাঁধে উঠাইয়া লইলেন। আমি বলিলাম, কি আনন্দ তোমাদের! কতই না উত্তম বাহন তোমাদের! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর কতই না উত্তম আরোহী তাহারা! তাহাদের পিতা তাহাদের অপেক্ষা উত্তম। (তাবরানী)

হযরত হুসাইন (রাঃ)এর সহিত তাঁহার আচরণের একটি ঘটনা

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম এবং এক জায়গায় খাওয়ার দাওয়াতে চলিলাম। হযরত হুসাইন (রাঃ) রাস্তায় ছেলেদের সহিতে খেলিতেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের আগে যাইয়া হাত বাড়াইলেন। কিন্তু হযরত হুসাইন (রাঃ) এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে হাসাইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং এক হাতে তাহার থুতনির নিচ ও অপর হাতে তাহার মাথা ও কানের মাঝখান ধরিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন ও চুম্বন করিলেন। তারপর বলিলেন, হুসাইন আমার এবং আমি তাহার। যে তাহাকে ভালবাসে আল্লাহ্ তাহাকে ভালবাসুন। হাসান ও হুসাইন (আমার) মেয়ের ঘরের দুই নাতি। (তাবরানী)

সাহাবা (রাঃ)দের আচার ব্যবহার

হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)কে স্ত্রীর সহিত সদাচারের আদেশ

আবু ইসহাক সুবাইয়ী (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর স্ত্রী মলিন বদন ও পুরাতন কাপড়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের নিকট আসিলেন। তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এই অবস্থা কেন? তিনি বলিলেন, আমার স্বামীর রাত্র নামাযে কাটে ও দিন রোযায় কাটে। তাহার এই কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান হইল। অতঃপর হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, আমার মধ্যে কি তোমার জন্য কোন আদর্শ নাই? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, অবশ্যই, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন। তারপর আরেকদিন তাহার স্ত্রী পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিত অবস্থায় আসিলেন। (অর্থাৎ স্বামীর সদাচরণ ও মনোযোগের দরুন তাহার অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গেল।) অতঃপর হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইলে তিনি এই কবিতার মাধ্যমে তাহার শোক প্রকাশ করিলেন—

يَا عَيْنُ جُودِي بِدَمْعٍ غَيْرِ مَمْنُونٍ ... عَلَى رَزِيَّةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ

عَلَى امْرِئٍ بَاتَ فِي رِضْوَانِ خَالِقِهِ ... طُوبَى لَهُ مِنْ فَقِيدِ الشَّخْصِ مَدْفُونٍ

طَابَ الْبَقِيعُ لَهُ سُكْنَى وَغَرْقَدُهُ ... وَأَشْرَقَتْ أَرْضُهُ مِنْ بَعْدِ تَفْتِينٍ

وَأَوْرَثَ الْقَلْبَ حُزْنًا لَا انْقِطَاعَ لَهُ ... حَتَّى الْمَمَاتِ فَمَا تَرْقَى لَهُ شُؤُونِي

অর্থ ঃ হে চক্ষু! ওসমান ইবনে মাযঊনের (বিরহের) এই মুসীবতে এমন অশ্রুধারা প্রবাহিত কর, যাহা কখনও না থামে। এমন ব্যক্তির জন্য অশ্রু বর্ষণ কর যে আপন সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টিলাভে রাতের পর রাত কাটাইয়া দিয়াছে। আর যে চিরতরে হারাইয়া গিয়াছে ও দাফন হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য

সুসংবাদ। জান্নাতুল বাকী' (মদীনার গোরস্থান) ও উহার গারকাদ বৃক্ষমূল তাঁহার শান্তি নিবাস হউক। বাকী'এর যমীন কাফেরদের দাফন হইবার দরুন ফেৎনায় পরিপূর্ণ হইবার পর তাহার দাফনে আলোকিত হইয়া গিয়াছে। আর (আমার) অন্তর এমন শোকাভিভূত হইয়াছে যে, মৃত্যু পর্যন্ত তাহা দূর হইবে না এবং আমার অশ্রু নিঃসারক রগ কখনও শুষ্ক হইবে না।

হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ)ও ওরওয়া (রাঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তবে উভয়ের কেহ কবিতা উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য ওরওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে তিনি হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর স্ত্রীর নাম খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। আর উহাতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট গেলেন। পরবর্তী অংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "হে ওসমান, আমাদের উপর বৈরাগ্যতার হুকুম আরোপ করা হয় নাই। আমার মধ্যে কি তোমার জন্য কোন উত্তম আদর্শ নাই? খোদার ক্বসম, তোমাদের অপেক্ষা আমিই আল্লাহ্কে অধিক ভয় করি ও তাহার সীমা রক্ষা করিয়া চলি।" (কান্‌য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)কে স্ত্রীর সহিত সদাচারের আদেশ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা একজন কুরাইশী মেয়ের সহিত আমাকে বিবাহ করাইয়া দিলেন। উক্ত মেয়ে আমার ঘরে আসিল। আমি নামায রোযা ইত্যাদি এবাদতের প্রতি আমার বিশেষ আসক্তির দরুন তাহার প্রতি কোন প্রকার মনোযোগ দিলাম না। একদিন আমার পিতা—হযরত আম্‌র ইবনে আস (রাঃ) তাহার পুত্রবধুর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামীকে কেমন পাইয়াছ? সে জবাব দিল, খুবই ভাল লোক অথবা বলিল, খুবই ভাল স্বামী। সে আমার মনের কোন খোঁজ লয় না এবং আমার বিছানার কাছেও আসে না। ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে খুবই গালাগাল দিলেন ও কঠোর কথা বলিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে একজন কুরাইশী উচ্চ বংশীয়া মেয়ে বিবাহ করাইয়াছি, আর তুমি তাহাকে এরূপ ঝুলাইয়া

রাখিলে? তারপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া আমার বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। তিনি আমাকে ডাকাইলেন। আমি উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি দিন ভর রোযা রাখ? আমি বলিলাম হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি রাত ভর নামায পড়? আমি বলিলাম হাঁ। তিনি বলিলেন, কিন্তু আমি রোযা রাখি ও রোযা ছাড়ি, নামায পড়ি ও ঘুমাই, স্ত্রীগণের সহিত মিলামিশা করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের প্রতি আগ্রহ রাখে না সে আমার দলভুক্ত নহে। তারপর বলিলেন, তুমি এক মাসে কোরআন খতম করিবে। আমি বলিলাম, আমি ইহা অপেক্ষা অধিক করিবার শক্তি রাখি। তিনি বলিলেন, তবে প্রতি দশ দিনে এক খতম পড়িবে। আমি বলিলাম, আমি ইহা অপেক্ষা অধিক পড়িবার শক্তি রাখি। তিনি বলিলেন, তবে প্রতি তিন দিনে পড়িবে। তারপর বলিলেন, প্রতিমাসে তিনদিন রোজা রাখিবে। আমি বলিলাম, আমি ইহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। এইরূপে তিনি বাড়াইতে থাকিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বলিলেন, একদিন রোযা রাখিবে এবং একদিন ছাড়িয়া দিবে। ইহা সর্বোত্তম রোযা ও আমার ভাই দাউদ আলাইহিস সালামের রোযা।

বর্ণনাকারী হুসাইন (রহঃ) বলেন, তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রত্যেক এবাদতকারীর জন্য এক প্রকার তীব্রতা রহিয়াছে। আবার প্রত্যেক তীব্রতা এক সময় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সুন্নাত অথবা বিদআতের প্রতি ধাবিত হয়। যাহার তীব্রতা হ্রাস পাইয়া সুন্নাতের প্রতি ধাবিত হইল সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হইল। আর যাহার হ্রাস পাইয়া বিদআতের প্রতি ধাবিত হইল সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

বর্ণনাকারী মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সে যখন দুর্বল হইয়া গেলেন তখন তিনি শক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে একাধারে কয়েক দিন রোযা রাখিয়া আবার সেই পরিমাণ রোযা ছাড়িয়া দিতেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এমনিভাবে তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণ কোরআন পাক তেলাওয়াত করিতেন। আবার কখনও কম বেশীও করিতেন, তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কৃত ওয়াদা অনুযায়ী সাত দিন অথবা তিন দিনে খতম করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি বলিতেন, এখন আমার মনে হইতেছে

যে, আমি যাহা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি তাহা না করিয়া যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া সুবিধাকে গ্রহণ করিতাম তবে অনেক ভাল হইত। তথাপি তাঁহার জীবদ্দশায় আমি যে নিয়মের উপর ছিলাম এখন উহা পরিবর্তন করাকে পছন্দ করি না। (আবু নুআঈম)

হযরত সালমান (রাঃ) ও তাহার স্ত্রীর ঘটনা

হযরত আবু জুহাইফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর মধ্যে ভাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। একবার হযরত সালমান (রাঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া উম্মে দারদা (রাঃ)কে অপরিস্কার ও অপরিচ্ছন্ন দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এই অবস্থা কেন? তিনি জবাব দিলেন, আপনার ভাই আবু দারদার তো দুনিয়াদারীর কোন প্রয়োজন নাই। ইতিমধ্যে হযরত আবু দারদা (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার জন্য খাবার তৈয়ার করিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, তুমিও খাও। তিনি বলিলেন, আমি তো রোযা রাখিয়াছি। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, তুমি না খাও তো আমিও খাইব না। অতএব হযরত আবু দারদা (রাঃ) খাইলেন। তারপর যখন রাত্র হইল তখন হযরত আবু দারদা (রাঃ) নামাযে দাঁড়াইতে চাহিলেন, কিন্তু হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, ঘুমাও। তিনি ঘুমাইলেন। তারপর আবার নামাযে দাঁড়াইতে চাহিলেন, কিন্তু হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, ঘুমাও। এমনিভাবে শেষ রাত্রে হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, এবার উঠ। সুতরাং তাহারা উভয়ে নামায পড়িলেন। অতঃপর হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, তোমার উপর তোমার পরওয়াদিগারের হক রহিয়াছে, তোমার উপর তোমার নফসের হক রহিয়াছে, তোমার উপর তোমার পরিবারের হক্ব রহিয়াছে, সুতরাং প্রত্যেক হক্বদারকে তাহার হক প্রদান কর। পরদিন হযরত আবু দারদা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া এই বিষয়ে তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি বলিলেন, সালমান সত্য বলিয়াছে। (বুখারী)

হযরত যুবাইর (রাঃ) ও তাহার স্ত্রীর ঘটনা

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, হযরত যুবাইর (রাঃ) আমাকে বিবাহ করিলেন। একটি ঘোড়া ব্যতীত যমীনের বুকে তাহার না কোন মাল–সম্পদ ছিল, আর না কোন গোলাম। তাহার ঘোড়াকে খাওয়ানো, তার তত্ত্বাবধান ও সহিসের কাজ আমিই করিতাম। তাহার পানি বহনকারী উটের জন্য খেজুরদানা চূর্ণ করা, উহাকে খাওয়ানো এবং পান করানোর কাজও আমি করিতাম। পানির মশক ছিড়িয়া গেলে উহা সেলাই করা এবং আটা মলা সবই আমাকে করিতে হইত। আমি ভাল রুটি বানাইতে পারিতাম না। আমার কতিপয় আনসারী প্রতিবেশিনী ছিলেন, তাহারা রুটি বানাইয়া দিতেন। তাঁহারা বড় সৎ ছিলেন।

হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যুবাইর (রাঃ)কে কিছু যমীন দিয়াছিলেন, যাহা তাহার ঘর হইতে দুই মাইল দূরে ছিল। আমি সেখান হইতে খেজুরের দানা কুড়াইয়া মাথায় বহন করিয়া আনিতাম। তিনি বলেন, একদিন আমি দানা মাথায় লইয়া আসিতেছি, এমন সময় পথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত সাহাবাদের এক জামাত ছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং আমাকে উটের পিঠে তাহার পিছনে বসাইবার জন্য ইখ্ ইখ্ বলিয়া উটকে বসাইতে লাগিলেন। কিন্তু পুরুষদের মাঝে আমার এরূপ চলিতে লজ্জা হইল, তদুপরি হযরত যুবাইর (রাঃ) ও তাহার আত্মমর্যাদা বোধের কথা আমার মনে পড়িল। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, হযরত যুবাইর (রাঃ) অত্যন্ত আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, আমি লজ্জাবোধ করিতেছি। সুতরাং তিনি চলিয়া গেলেন। তারপর আমি হযরত যুবাইর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া ঘটনা ব্যক্ত করিলাম যে, খেজুরের দানা মাথায় লইয়া আসিবার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার সহিত অন্যান্য সাহাবাও ছিলেন। তিনি তাঁহার সহিত আরোহণ করিবার জন্য উট বসাইলেন, কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করিলাম এবং আপনার আত্মমর্যাদা বোধের কথা মনে পড়িল। হযরত যুবাইর (রাঃ) শুনিয়া বলিলেন,

তাঁহার সহিত তোমার আরোহণ অপেক্ষা (লোক সম্মুখে) তোমার দানার বোঝা মাথায় লওয়া আমার নিকট অধিক কঠিন মনে হয়। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, পরবর্তী কালে হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার জন্য একজন খাদেম পাঠাইলেন। সুতরাং ঘোড়ার দেখাশুনার কাজ আমার পরিবর্তে সেই করিতে লাগিল। তখন মনে হইল, এই খাদেম আমাকে যেন এক দাসত্ব হইতে মুক্ত করিল। (ইবনে সা'দ)

হযরত ইকরামা (রহঃ) হইতে অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাহার সহিত কঠোর ব্যবহার করিতেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট আসিয়া এই বিষয়ে নালিশ করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, পেয়ারী বেটি, সবর কর। কারণ যে মেয়েলোক নেক স্বামী পায়, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সে অন্য স্বামী গ্রহণ না করে তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের উভয়কে বেহেশতে একত্রিত করিয়া দিবেন। (ইবনে সা'দ)

একজন মহিলার স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশের ঘটনা

কাহ্মাস হেলালী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ছিলাম, এমন সময় এক মহিলা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। এবং বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার স্বামীর খারাবী বাড়িয়া গিয়াছে আর ভালাই কমিয়া গিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমার স্বামী? মহিলা উত্তর দিলেন, আবু সালামা। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, লোকটি তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবাতপ্রাপ্ত এবং সে তো অত্যন্ত সৎলোক। তারপর তিনি তাঁহার পার্শ্বে বসা একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন নয় কি? সে জবাব দিল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা তো তাহাই জানি। তিনি উক্ত লোকটিকে বলিলেন, যাও, তাহাকে ডাকিয়া আন। তিনি যখন তাহার স্বামীকে ডাকিবার জন্য পাঠাইলেন, তখন মহিলাটি উঠিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর পিছনে আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহারা উভয়ে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামী হযরত ওমর (রাঃ)এর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার পিছনে এই মেয়ে

লোকটি কি বলিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, মেয়েলোকটি কে? তিনি জবাব দিলেন, তোমার স্ত্রী। জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি বলিতেছে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সে বলিতেছে, তোমার ভালাই কমিয়া গিয়াছে এবং খারাবী বাড়িয়া গিয়াছে। স্বামী বলিলেন, খুবই খারাপ কথা বলিয়াছে! হে আমীরুল মুমিনীন! সে তাহার স্ববংশীয়া সকল মেয়ে অপেক্ষা ভাল অবস্থায় আছে। কাপড় চোপড়, সংসারের স্বচ্ছলতা সর্বদিক দিয়া সে সকলের উর্দ্ধে আছে। তবে (তাহার এই নালিশের মূল কারণ হইল) তাহার স্বামী পুরাতন (অর্থাৎ বৃদ্ধ) হইয়া গিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বল? মহিলা বলিলেন, তিনি সত্য বলিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) চাবুক হাতে তাহার প্রতি উদ্যত হইলেন এবং তাহাকে কয়েক ঘা লাগাইয়া বলিলেন, ওহে আপন জানের দুশমন, তাহার মাল খাইয়াছ, তাহার যৌবন শেষ করিয়াছ, তারপর এখন তাহার নিকট যাহা নাই উহার নালিশ করিতে আসিয়াছ? মহিলা বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমাকে (সাজা দিতে) তাড়াহুড়া করিবেন না। খোদার কসম, আমি আর কখনও এরূপ মজলিসে আসিব না। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে তিনটি কাপড় দিতে আদেশ করিলেন, এবং বলিলেন, তোমার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি উহার বিনিময়ে এইগুলি লইয়া যাও। সাবধান! আর কখনও এই শেখের বিরুদ্ধে নালিশ করিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, মহিলাটি যে কাপড়গুলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন সে দৃশ্য যেন এখনও আমার চোখে ভাসিতেছে। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি তাহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি তাহা দেখিয়া তুমি যেন তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার না কর। তিনি বলিলেন, আমি তাহা করিব না। তারপর তাহারা চলিয়া গেলে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার উম্মতের (স্বর্ণ) যুগ উহাই যাহাতে আমি রহিয়াছি, অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ। তারপর এমন কাওম পয়দা হইবে যাহারা সাক্ষ্যদানের পূর্বেই কসম খাইবে, সাক্ষ্য না চাহিলেও সাক্ষ্য দিবে এবং বাজারে শোরগোল করিয়া বেড়াইবে। (কান্‌য)

অপর একজন মহিলা ও তাহার স্বামীর ঘটনা

শা'বী (রহঃ) বলেন, একজন মেয়েলোক হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি এমন ব্যক্তির শেকায়াত করিতেছি যিনি দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অবশ্য কেহ যদি তাহার অপেক্ষা বেশী অথবা তাহার ন্যায় আমল করিয়া থাকে তবে ভিন্ন কথা। তিনি সারা রাত্র সকাল পর্যন্ত নামায পড়েন, সারা দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযা রাখেন। এই পর্যন্ত বলিবার পর তাহার চেহারায় লজ্জার আভাস ফুটিয়া উঠিল অতএব সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আমাকে মাফ করিবেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন, তুমি তো অতি উত্তম প্রশংসা করিয়াছ। আমি তোমাকে মাফ করিলাম। অতঃপর সে যখন ফিরিয়া চলিল তখন হযরত কা'ব ইবনে সূর (রহঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, মেয়ে লোকটি তো আপনার নিকট চরম পর্যায়ে নালিশ করিয়া গিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার সম্পর্কে নালিশ করিল? কা'ব (রহঃ) বলিলেন, তাহার স্বামী সম্পর্কে। তিনি বলিলেন, মেয়ে লোকটিকে ডাক। তারপর তাহার স্বামীকে ডাকিলেন। স্বামী উপস্থিত হইলে তিনি কা'ব (রহঃ)কে বলিলেন, তুমি ইহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও। কা'ব (রহঃ) বলিলেন, আপনার উপস্থিতিতে আমি ফয়সালা করিব? তিনি বলিলেন, যেহেতু তুমি এমন জিনিষ বুঝিতে পারিয়াছ যাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং কা'ব (রহঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন—

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

অর্থ ঃ তবে অন্যান্য নারী হইতে যাহারা তোমাদের মনঃপুত হয় বিবাহ করিয়া লও, দুই দুইটি, তিন তিনটি এবং চারি চারিটি নারীকে।'

অতএব তিন দিন রোযা রাখিবে এবং একদিন তাহার (অর্থাৎ স্ত্রীর) নিকট রোযা পরিত্যাগ করিবে। আর তিন রাত্র নামাযে কাটাইবে এবং এক রাত্র তাহার (স্ত্রীর) নিকট যাপন করিবে। হযরত ওমর (রাঃ) এই ফয়সালা শুনিয়া বলিলেন, এই ফয়সালা তো আমার নিকট (স্ত্রীলোকটির) পূর্বোক্ত বক্তব্য অপেক্ষা বেশী আশ্চর্যজনক লাগিতেছে। সুতরাং তিনি তাহাকে বসরার কাজী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। (ইবনে সা'দ)

শা'বী (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আরো বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) মেয়েলোকটিকে বলিলেন, সত্য বল, সত্য বলিতে কোন অসুবিধা নাই। সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আমি একজন মেয়ে মানুষ, মেয়েদের যেরূপ বাসনা হয় আমারও তো সেরূপ বাসনা হয়।

কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন, একজন মেয়েলোক হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আমার স্বামী রাত্রভর নামায পড়েন ও দিন ভর রোযা রাখেন। তিনি বলিলেন, তবে কি তুমি বলিতে চাও যে, আমি তাহাকে রাত্রে নামায পড়িতে ও দিনে রোযা রাখিতে নিষেধ করি? মেয়েলোকটি চলিয়া গেল। তারপর আবার আসিয়া পূর্বের ন্যায় বলিল। তিনিও তাহাকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। কা'ব ইবনে সূর (রহঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, ইহার হক আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ হক? কা'ব (রহঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার (স্বামীর) জন্য চার বিবাহ হালাল করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে চারজনের একজন হিসাব করিয়া প্রত্যেক চার রাত্রির একরাত্রি ইহার জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিন। আর প্রত্যেক চার দিনের একদিন ইহাকে দান করুন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার স্বামীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, প্রত্যেক চার রাত্রির একরাত্রি তাহার নিকট যাপন করিবে ও প্রত্যেক চারদিনের একদিন রোযা পরিত্যাগ করিবে। (কান্য)

হযরত আবু গারযাহ (রাঃ) ও তাহার স্ত্রীর ঘটনা

হযরত আবু গারযাহ (রাঃ) হযরত ইবনে আরকাম (রাঃ)এর হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের স্ত্রীর নিকট লইয়া গেলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমাকে অপছন্দ কর? স্ত্রী বলিল, হাঁ। হযরত ইবনে আরকাম (রাঃ) হযরত আবু গারযাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি আমাকে ধরিয়া আনিয়া আপনার স্ত্রীর এই জবাব কেন শুনাইলেন? তিনি বলিলেন, কারণ তাহার দরুন আমাকে লোকজনের বহু কথা শুনিতে হইতেছে। হযরত ইবনে আরকাম (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া ঘটনা বলিলেন। তিনি আবু গারযাহ (রাঃ)কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন এমন করিলে? তিনি জবাব দিলেন, তাহার দরুন আমাকে লোকজনের অনেক কথা শুনিতে হইতেছে বিধায়

এরূপ করিয়াছি। তিনি তাহার স্ত্রীকে ডাকাইলেন। তাহার সহিত তাহার এক অপরিচিতা ফুফু আসিল এবং ফুফু তাহাকে এই কথা শিখাইয়া দিল যে, তোমাকে এইরূপ জবাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, আমাকে তিনি কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কাজেই আমি মিথ্যা বলা ভাল মনে করি নাই।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, অবশ্যই তোমাদের (এরূপ পরিস্থিতিতে) মিথ্যা বলা উচিত বরং স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় না বলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা উচিত (যাহাতে কসমও ভঙ্গ না হয় আবার পরস্পর ঝগড়া বিবাদেরও সূত্রপাত না হয়)। কারণ সব ঘর মুহাব্বাতের উপর কায়েম হয় না, তবে ইসলামী ও বংশীয় শরাফত বজায় রাখিয়া সাংসারিক আচার আচরণ করা উচিত। (কান্‌য)

হযরত আতেকাহ বিনতে যায়েদ (রাঃ)এর ঘটনা

আবু সালামাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, হযরত আতেকাহ বিনতে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাহাকে অত্যাধিক ভালবাসিতেন। অতএব তিনি তাহাকে এই শর্তে একটি বাগান দান করিলেন যে, তাহার মৃত্যুর পর অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করিবেন না। তায়েফের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)এর শরীরে এক তীর লাগিয়া জখম হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের চল্লিশ দিন পর হঠাৎ সেই জখম হইতে রক্তক্ষরণ আরম্ভ হইল এবং উহাতেই তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। হযরত আতেকা (রাঃ) তাহার শোক প্রকাশার্থে এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

وَآلَيْتُ لَا تَنْفَكُّ عَيْنِي سَخِينَةً ... عَلَيْكَ وَلَا يَنْفَكُّ جِلْدِي أَغْبَرَا

مَدَى الدَّهْرِ مَا غَنَّتْ حَمَامَةُ أَيْكَةٍ ... وَمَا تَرَدُّ اللَّيْلُ الصَّبَاحَ الْمُنَوَّرَا

অর্থাৎ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার চক্ষুদ্বয় তাহার জন্য উষ্ণ অশ্রু বর্ষণ করিতে থাকিবে ও আমার শরীর ধুলিময় থাকিবে। যতদিন কবুতর গাছের

ডালে গাইবে ও যতদিন রাত্রি আলোকজ্জ্বল সকালকে বিতাড়ন করিতে থাকিবে।

ইহার কিছু দিন পর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। আতেকা (রাঃ) বলিলেন, আব্দুল্লাহ্ আমাকে একটি বাগান দিয়াছেন এই শর্তে যে, আমি যেন তাহার পর অন্য স্বামী গ্রহণ না করি। তাহার কি হইবে? তিনি বলিলেন, তুমি এই বিষয়ে ফতোয়া তলব কর। আতেকা (রাঃ) হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর নিকট এই বিষয়ে ফতোয়া চাহিলে তিনি বলিলেন, বাগান তাহার পরিবারের নিকট ফেরৎ দিয়া তুমি স্বামী গ্রহণ কর। সুতরাং (ফতোয়া অনুযায়ী) হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বিবাহ করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবাকে ওলীমার দাওয়াত করিলেন। তন্মধ্যে হযরত আলী (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি বকর (রাঃ)এর সহিত ভাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। (ওলীমার দাওয়াত উপলক্ষে আসিয়া) হযরত আলী (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আমাকে আতেকার সহিত কথা বলিবার অনুমতি দিন। তিনি বলিলেন, বলিতে পার। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে আতেকা—

وَآلَيْتُ لَا تَنْفَكُّ عَيْنِى سَخِينَةً عَلَيْكَ وَلَا يَنْفَكُّ جِلْدِى اَصْفَرَا

অর্থাৎ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার চক্ষুদ্বয় তোমার জন্য উষ্ণ অশ্রু বর্ষণ করিতে থাকিবে ও আমার শরীর ধুলিময় থাকিবে।

ইহা শুনিয়া আতেকা (রাঃ) সজোরে কাঁদিয়া উঠিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করুন, তুমি আমার প্রতি আমার পরিবারের মন নষ্ট করিয়া দিও না। (কান্‌য)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাহার স্ত্রীর ঘটনা

হযরত মাইমুনাহ (রাঃ)এর বাঁদী নুদ্‌বাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত মাইমুনাহ্ (রাঃ) আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট পাঠাইলেন। আমি তাহার ঘরে যাইয়া দেখিলাম, সেখানে দুইটি পৃথক বিছানা। আমি হযরত

মাইমুনাহ্ (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আমার মনে হয় ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। হযরত মাইমুনাহ্ (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে তিনি বলিলেন, আমার ও তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার বিচ্ছেদ হয় নাই, তবে আমি ঋতুমতী হইয়াছি। হযরত মাইমুনাহ (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হইতে বিমুখ হইতেছ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ঋতুমতি যে কোন স্ত্রীর সহিত এইরূপে এক বিছানায় শুইতেন যে, স্ত্রীর হাটু অথবা উরু পর্যন্ত একটি কাপড়ের টুকরা বাঁধা থাকিত। (কান্‌য)

বাঁদীর সহিত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাহার চাচাত ভাইয়ের ব্যবহার

ইকরামাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাহার চাচাত ভাই এই দুইজনের মধ্যে কে অপরজনের জন্য খানা তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহা আমার জানা নাই। তাহাদের সম্মুখে বাঁদী কাজ করিতেছিল, এমতাবস্থায় তাহাদের একজন বাঁদীকে বলিলেন, এই যানিয়াহ! (অর্থাৎ ব্যাভিচারিণী) অপর জন বলিলেন, এ কেমন কথা! যদি সে দুনিয়াতে তোমাকে ইহার সাজা দেওয়াইতে না পারে তবে আখেরাতে দেওয়াইবে। প্রথম জন বলিলেন, আচ্ছা যদি সে এই রকমই হইয়া থাকে? অপরজন বলিলেন, (তথাপি) আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল স্বভাব ও অশ্লীল ভাষীকে ভালবাসেন না। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)ই এই কথা বলিয়াছিলেন যে, 'আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল স্বভাব ও অশ্লীল ভাষীকে ভালবাসেন না। (বুখারী আদব)

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর স্ত্রী ও তাহার বাঁদীর ঘটনা

আবু ইমরান ফিলিস্তিনী (রহঃ) বলেন, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর স্ত্রী তাহার মাথার উকুন মারিতেছিলেন, এমতাবস্থায় নিজ বাঁদীকে ডাকিলেন। সে আসিতে দেরী করিলে বলিলেন, এই যানিয়াহ (অর্থাৎ ব্যভিচারিণী)! হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি তাহাকে যেনা করিতে দেখিয়াছ? স্ত্রী বলিলেন

না। তিনি বলিলেন, খোদার কসম, কেয়ামতের দিন ইহার জন্য তোমাকে আশি দোররা মারা হইবে। স্ত্রী ইহা শুনিয়া বাঁদীর নিকট মাফ চাহিলে সে মাফ করিয়া দিল। হযরত আম্র (রাঃ) বলিলেন; সে তোমার অধীন, তোমাকে মাফ করিবে না তো কি করিবে? বরং তাহাকে (দাসত্ব হইতে) মুক্ত করিয়া দাও। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি যথেষ্ট হইবে? তিনি বলিলেন, হয়ত বা। (ইবনে আসাকির)

সাহাবা (রাঃ)দের আচার-ব্যবহারের আরো কয়েকটি ঘটনা

আবুল মুতাওয়াক্কিল (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর এক হাবশী বাঁদী কাজ কর্মে তাহার পরিবারস্থ লোকদেরকে পেরেশান করিলে তিনি একদিন তাহাকে মারিবার জন্য চাবুক উঠাইলেন এবং বলিলেন, (আখেরাতে) বদলা দিবার ভয় না হইলে তোকে অবশ্যই মারিতাম। তবে আমি তোকে এমন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়া দিব যে আমাকে তোর মূল্য পরিশোধ করিয়া দিবে। যা, তোকে আল্লাহ্র জন্য মুক্ত করিয়া দিলাম। (আবু নুআঈম)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে কায়েস অথবা ইবনে আবি কায়েস (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর শাম দেশে আগমনের সময় তাহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর সহিত আমিও ছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, আযরাআত এলাকার খেলোয়াড়গণ তাহাকে স্বাগত জানাইবার উদ্দেশ্যে তাহার সম্মুখে তরবারী ও বল্লমের খেলা প্রদর্শন করিতেছে। তিনি বলিলেন, ইহা কি? ইহাদিগকে ফিরাইয়া দাও, নিষেধ কর। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, ইহা আজমীদের রীতি। আপনি যদি তাহাদিগকে ইহা করিতে নিষেধ করেন তবে তাহারা ধারণা করিবে যে, তাহাদের সহিত যে শান্তি চুক্তি হইয়াছে আপনি তাহা ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, তবে আবু ওবায়দার কথামত তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। (অর্থাৎ তাহাদিগকে খেলিতে দাও। আমরা আবু ওবায়দার কথাই মানিয়া লইলাম।) (ইবনে আসাকির)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত যুবাইর (রাঃ) দৌড় প্রতিযোগিতা করিলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ)

অগ্রগামী হইলেন, এবং বলিলেন, রব্বে কা'বার কসম, আমি আপনার উপর বিজয়ী হইয়াছি। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) তাহার সহিত পুনরায় প্রতিযোগিতা করিলে তিনি অগ্রগামী হইলেন এবং বলিলেন, রব্বে কা'বার কসম, আমি তোমার উপর জয়ী হইয়াছি। (কান্য)

সুলাইম ইবনে হানযালাহ্ (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর নিকট তাহার সহিত কথা বলিবার জন্য আসিলাম। কথা–বার্তা শেষে তিনি উঠিয়া চলিলে আমরাও তাহার সহিত উঠিয়া চলিলাম। পথে হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, (এইভাবে চলার দরুন) যে অগ্রভাগে হাটে তাহার (দ্বীনের) জন্য ইহা ফেৎনাস্বরূপ আর যাহারা পশ্চাতে হাটে তাহাদের জন্য ইহা যিল্লাত বা অপমানকর? (কান্য)

আবুল বাখতারী (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ)এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, বর্তমান যুগে লোকদের কি অপরূপ ব্যবহার! আমি সফর করিয়াছি তো, খোদার কসম, যাহার বাড়ীতেই গিয়াছি মনে হইয়াছে যেন আপন ভাইয়ের ঘরে গিয়াছি। তারপর সে তাহাদের আদর আপ্যায়নের কথা বলিল। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, ভাতিজা, ইহা ঈমানের সজীবতার পরিচয়। তুমি কি দেখ নাই যে, জানোয়ারের উপর যখন বোঝা চাপানো হয় তখন উহা কিরূপ দ্রুতগতিতে চলে, কিন্তু দীর্ঘপথ চলার পর তাহার গতি আবার ধীর হইয়া পড়ে? (আবু নুআঈম)

হাইয়া বিনতে হাইয়া (রহঃ) বলেন, দ্বিপ্রহরের সময় এক ব্যক্তি আমার ঘরে আসিল। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র বান্দা, তোমার কি দরকার? সে বলিল, আমি ও আমার সঙ্গী আমাদের একটি উট তালাশ করিতে আসিয়াছি। আমার সঙ্গী তালাশ করিতে গিয়াছে, আর আমি ছায়ায় বসিবার ও কিছু পানীয় পান করিবার উদ্দেশ্যে এইখানে আসিয়াছি। হাইয়া (রহঃ) বলেন, আমার নিকট সামান্য কিছু টক দুধ ছিল। আমি তাহাকে তাহা পান করাইলাম এবং আমি তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিলাম। অতএব জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র বান্দা, তুমি কে? বলিলেন, আবু বকর। আমি বলিলাম, আমি যাহার সম্পর্কে শুনিয়াছি আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী সেই আবু

বকর? তিনি বলিলেন, হাঁ। তারপর আমি তাহার সহিত জাহিলিয়াত যুগে আমাদের খাসআম গোত্রের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহের কথা আলোচনা করিয়া বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা এখন কিরূপ মিল মুহাব্বাত সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র বান্দা, মানুষের মধ্যে কতদিন এরূপ অবস্থা বিরাজ থাকিবে? তিনি বলিলেন, যতদিন ইমামগণ সঠিক পথে চলিতে থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইমামের কি অর্থ? তিনি বলিলেন, দেখিতেছ না, গোত্রের মধ্যে সরদারকে লোকেরা মান্য করে ও অনুসরণ করিয়া চলে? ইহারাই সেই ইমাম, যতক্ষণ সঠিক পথে চলিবে। (কান্‌য)

হারিস ইবনে মুআবিয়া (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলেন, তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শামবাসীকে কেমন রাখিয়া আসিয়াছ? তিনি তাহাদের ভাল অবস্থা বর্ণনা করিলে হযরত ওমর (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা হয়ত মুশরিকদের সহিত উঠাবসা করিয়া থাক? তিনি উত্তর দিলেন, না, আমীরুল মুমিনীন! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা যদি তাহাদের সহিত উঠা–বসা কর, তবে তাহাদের সহিত খাইবে পান করিবে। আর যতদিন তোমরা এমন না করিবে ততদিন ভাল থাকিবে। (কান্‌য)

আয়ায (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে যাহা কিছু তিনি লইয়াছেন ও দিয়াছেন, একটি চামড়ার মধ্যে উহার হিসাব লিখিয়া পেশ করিতে বলিলেন। হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর একজন নাসরানী (খৃষ্টান) মুনসী ছিল। সে উহা লিখিয়া পেশ করিলে হযরত ওমর (রাঃ) দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং বলিলেন, এই ব্যক্তি তো হিসাবে ভারী পাকা? আচ্ছা তুমি কি মসজিদে যাইয়া শাম দেশ হইতে আগত আমাদের একটি চিঠি পড়িয়া শুনাইতে পার? হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, সে মসজিদে যাইতে পারিবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি নাপাক যে, মসজিদে যাইতে পারিবে না? তিনি বলিলেন, না, বরং সে নাসরানী (অর্থাৎ খৃষ্টান)। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে তিরস্কার করিলেন এবং আমার উরুর পর চাপড় মারিলেন। তারপর বলিলেন, ইহাকে বাহির

করিয়া দাও। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা পরস্পর বন্ধু আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হইতে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে, নিশ্চয় সে তাহাদের মধ্যে গণ্য হইবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা সে সমস্ত লোককে সুবুদ্ধি দান করেন না, যাহারা নিজেদের অনিষ্ট করিতেছে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের খাওয়া ও পান করার ব্যাপারে আদত-অভ্যাস

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদত-অভ্যাস

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোন খাদ্যের দোষত্রুটি বাহির করিতেন না। ইচ্ছা হইলে খাইতেন, নতুবা পরিত্যাগ করিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বকরীর সামনের পায়ের গোশত অধিক প্রিয় ছিল। (ইবনে আসাকির)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের পায়ের গোশত অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। তিনি বলেন, আর এই সামনের পায়ের অংশেই তাঁহার জন্য বিষ মিশ্রিত করা হইয়াছিল। ইহুদীরাই এই বিষ মিশ্রিত করিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইত। (তিরমিযী)

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে আসিলেন, আমরা তাঁহার জন্য একটি বকরি জবাই করিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদিগকে খুশী করিবার উদ্দেশ্যে) বলিলেন, ইহারা যেন জানিতে পারিয়াছে যে, আমরা গোশত পছন্দ করি। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এই হাদীসে একটি ঘটনা উল্লেখ হইয়াছে।

অপর রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদু অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। একবার তাঁহার নিকট খানা আনা হইলে অথবা বলিয়াছেন, তাঁহাকে দাওয়াত করা হইলে আমি পাত্র মধ্য হইতে কদু তালাশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিতে লাগিলাম। কারণ আমি জানিতাম, তিনি কদু অত্যন্ত পছন্দ করেন। (তিরমিযী)

অপর রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খাওয়ার পর তিনটি আঙ্গুল চাটিয়া লইতেন। (তিরমিযী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীনের উপর বসিয়া খাইতেন, বকরীর দুধ দোহন করিতেন এবং যবের রুটির উপর একজন গোলামের দাওয়াতও গ্রহণ করিতেন। (কান্‌য)

ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর পক্ষ হইতে প্রত্যহ বড় এক পেয়ালা সারীদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিত। তিনি যেদিন যে বিবির ঘরে থাকিতেন সেদিন সেখানে উহা পৌঁছিত। (ইবনে আসাকির)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি বকরি দোহন করা হইল। তিনি উহা পান করিলেন এবং তারপর পানি দ্বারা কুলি করিয়া বলিলেন, ইহাতে একপ্রকার চর্বি লাগিয়া থাকে। (কান্‌য)

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক মনযিলে অবতরণ করিলেন। একজন মহিলা নিজের ছেলেকে দিয়া তাঁহার নিকট একটি বকরী পাঠাইল। তিনি উহা দোহন করিয়া বলিলেন, যাও, তোমার মাকে দিয়া আস। উক্ত মহিলা উহা পেট ভরিয়া পান করিল। অতঃপর আরেকটি বকরী আনিল। তিনি উহা দোহন করিয়া হযরত আবু

বকর (রাঃ)কে পান করাইলেন। তারপর সে আরেকটি বকরী আনিল। তিনি উহা দোহন করিয়া নিজে পান করিলেন। (কান্‌য)

হযরত ইবরাহীম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতকে খাওয়া, পান করা, অযূ করা এবং অন্যান্য এ জাতীয় কাজের জন্য ব্যবহার করিতেন, আর বাম হাতকে এস্তেন্‌জা, নাক পরিস্কার করা এবং অন্যান্য এ জাতীয় কাজের জন্য ব্যবহার করিতেন। (কান্‌য)

জা'ফর ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাকাম ইবনে রাফে' (রহঃ) বলেন, আমার বালক বয়সে একদিন হযরত হাকাম (রাঃ) আমাকে পাত্রের এখান ওখান হইতে খাইতে দেখিয়া বলিলেন, হে বালক, তুমি এইভাবে শয়তানের ন্যায় খাইও না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইতেন তখন তাঁহার আঙ্গুল নিজ সম্মুখ হইতে অতিক্রম করিত না। (আবু নুআঈম)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক খাওয়ার আদাব ও উহার প্রথমে বিসমিল্লাহ শিক্ষা দান

হযরত ওমর ইবনে আবি সালামাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত খাইতে বসিয়া পাত্রের চতুর্দিক হইতে গোশত টানিয়া খাইতে ছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার সম্মুখ হইতে খাও। (কান্‌য)

হযরত উমাইয়া ইবনে মাখশী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, বিসমিল্লাহ্ না পড়িয়া খাইতেছে। যখন তাহার মাত্র এক লোকমা বাকী রহিল তখন সে উহা মুখে দিতে যাইয়া বলিল, বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখেরাহু। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া উঠিলেন। এবং বলিলেন এযাবৎ শয়তান তোমার সহিত খাইতেছিল, কিন্তু যেই তুমি বিসমিল্লাহ্ পড়িয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে শয়তান যাহা কিছু তাহার পেটের ভিতর ছিল সবটাই বমি করিয়া ফেলিয়াছে।

অপর হাদীসে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তুমি বিসমিল্লাহ্ পড়িবা মাত্র সে তাহার পেটের সবকিছু ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসুললুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় একটি বড় পেয়ালা আনিয়া সামনে রাখা হইল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত গুটাইয়া রাখিলেন, আমরাও স্বস্বহাত গুটাইয়া রাখিলাম। আমাদের নিয়ম এই ছিল যে, যতক্ষণ তিনি হাত না বাড়াইতেন, আমরা বাড়াইতাম না। এমন সময় একজন গ্রাম্য ব্যক্তি এরূপভাবে উপস্থিত হইল যেন তাহাকে কেহ তাড়াইয়া আনিয়াছে। সে খাইবার জন্য পেয়ালার দিকে ঝুকিয়া পড়িল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর একটি মেয়ে এমনভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল যেন কেহ তাহাকে ধাক্কা দিয়া লইয়া আসিয়াছে। সেও খাবারের মধ্যে হাত দিতে উদ্যত হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর বলিলেন, যখন বিসমিল্লাহ্ না পড়া হয় তখন শয়তান তাহাদের খানা নিজের জন্য হালাল মনে (করিয়া খাইতে আরম্ভ) করে। শয়তান যখন দেখিল আমরা বিরত রহিয়াছি, তখন সে উহা খাইবার জন্য এই মেয়েকে লইয়া আসিল, আর আমি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলাম। তারপর সে উহা খাইবার জন্য এই গ্রাম্য লোকটিকে লইয়া আসিল, আর আমি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলাম। আল্লাহ্র ক্বসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, এই দুইজনের হাতের সহিত তাহার হাত এখন আমার হাতের মধ্যে রহিয়াছে। (নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয় জনের সহিত বসিয়া খানা খাইতেছিলেন। এমন সময় এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া দুই লোকমায় তাহাদের সম্মুখের সকল খানা খাইয়া ফেলিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র নাম লইত তবে এই খানা ইহাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হইত। তোমাদের কেহ যখন খানা খায় তখন সে আল্লাহর নাম লইবে। যদি সে ভুলিয়া যায় এবং পরে স্মরণ হয় তবে এরূপ বলিবে, বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখেরাহু। (কান্‌য)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দাওয়াত খাওয়ার ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে বুস্‌র (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমার পিতার নিকট আসিয়া সওয়ারী হইতে নামিলেন। আমার পিতা তাহার জন্য খানা অর্থাৎ ছাতু ও হাইস (ঘী, পনীর ও খেজুর দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার হালুয়া বিশেষ) আনিলেন। তিনি উহা খাইলেন। তারপর পানীয় আনিলে তিনি উহা পান করিয়া ডান পাশের ব্যক্তিকে দিলেন। তিনি যখন খেজুর খাইতেন তখন উহার দানা এইভাবে ফেলিতেন। বর্ণনাকারী আঙ্গুলের পিঠে লইয়া ফেলিবার কায়দা দেখাইয়া দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সওয়ারীর পিঠে চড়িলেন তখন আমার পিতা তাহার খচ্চরের লাগাম ধরিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদের জন্য দোয়া করুন। তিনি এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, তাহাদিগকে যাহা কিছু রিযিক দিয়াছেন উহাতে তাহাদের জন্য বরকত দান করুন ও তাহাদেরকে মাফ করুন এবং তাহাদের উপর রহম করুন। (আবু নুআঈম)

হাকেম হইতে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে বুস্র (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমার মাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যদি কিছু খানা তৈয়ার করিতে? অতএব তিনি সারীদ তৈয়ার করিলেন। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করিয়া আনিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত মুবারক খানার চূড়ার উপর রাখিয়া বলিলেন, বিসমিল্লাহ্ বলিয়া খাইতে আরম্ভ কর। সুতরাং সকলে উহার চারিপাশ দিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। খাওয়া শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْ رِزْقِهِمْ

অর্থাৎ আয় আল্লাহ্ ইহাদিগকে মাফ করিয়া দিন ও ইহাদের উপর রহম করুন এবং ইহাদের রিযিকে ইহাদের জন্য বরকত দান করুন। (কান্‌য)

খাওয়ার হক্ব ও উহার শোকর

ইবনে আ'বাদ (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে ইবনে আ'বাদ, তুমি কি জান, খানার হক্ব কি? আমি বলিলাম, উহার হক্ব কি? তিনি বলিলেন, তুমি (খাওয়ার শুরুতে) বলিবে—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا

তারপর বলিলেন, খাওয়া শেষে উহার শোকর কি, জান? আমি বলিলাম, উহার শোকর কি? তিনি বলিলেন, খাওয়া শেষে তুমি বলিবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যিনি আমাদিগকে খাওয়াইয়াছেন ও পান করাইয়াছেন। (আবু নুআঈম, বাইহাক্বী)

খাওয়া ও পান করার ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)এর আদত

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়া ও পান করা হইতে পরহেয করিবে। কারণ উহা স্বাস্থ্য নষ্ট করে ও রোগ সৃষ্টি করে এবং নামাযে অলসতা আনে। খাইতে ও পান করিতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিবে। কারণ উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল ও এসরাফ অর্থাৎ অপব্যয় হইতে দূরে রাখিবে। আর আল্লাহ্ তায়ালা সেই আলেমকে ঘৃণা করেন, যে মোটা (হইবার ফিকিরে থাকে)। মানুষ তখনই ধ্বংস হয় যখন সে তাহার দ্বীনের উপর খাহেশকে প্রাধান্য দেয়। (আবু নুআঈম)

হযরত আবূ মাহযূরাহ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বড় এক পেয়ালা খানা আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) কিছু মিসকীন ও তাহার আশে পাশে উপস্থিত লোকদের গোলামদিগকে ডাকিয়া লইলেন। তারপর তিনিও খাইলেন এবং তাহার সহিত তাহারাও খাইল। খাওয়ার সময় তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা ঐসকল লোকদিগকে পাকড়াও করেন অথবা বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা ঐ সকল লোকদিগকে ধ্বংস করেন

যাহারা তাহাদের গোলামদের সহিত খাইতে ঘৃণা করে। হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, আমরা তাহাদের সহিত খাইতে ঘৃণা করি না, তবে আমরা নিজেদেরকে অগ্রাধিকার দেই; কারণ আমরা এত পরিমাণ ভাল খাবার পাই না যে, নিজেরাও খাই আর তাহাদিগকেও খাওয়াই। (ইবনে আসাকির)

অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের আদত-অভ্যাস

মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখন জুহ্ফায় অবতরণ করিলেন তখন ইবনে আমের ইবনে কুরাইয (রাঃ) তাহার রুটি পাকাইতে অভিজ্ঞ গোলামকে বলিলেন, ইবনে ওমরের নিকট তোমার খানা লইয়া যাও। সে বড় এক পেয়ালা খানা আনিলে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাখ। তারপর সে আরেক পেয়ালা আনিল এবং চাহিল যে, পূর্বেরটা উঠাইয়া লইবে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, কি করিতেছ? সে বলিল, আমি পূর্বেরটা উঠাইয়া লইতে চাহিতেছি। তিনি বলিলেন, উহা রাখ এবং ইহা উহার মধ্যে ঢালিয়া দাও। বর্ণনাকারী বলেন, এইরূপে সে যতবারই আনিল পূর্বেরটার মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল। অতঃপর গোলাম ইবনে আমের (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিল, লোকটি অভদ্র ও গেঁয়ো। ইবনে আমের (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, (তুমি তাঁহাকে না চিনার দরুন অভদ্র ও গেঁয়ো বলিতেছ) ইনি তোমার সরদার! ইনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)। (আবু নুআঈম)

আব্দুল হামীদ ইবনে জা'ফর (রাঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আনারের এক একটি দানা লইয়া সম্পূর্ণটাই খাইয়া ফেলিতেন। (অর্থাৎ ভিতরের বিচি ফেলিতেন না।) তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি এরূপ কেন করেন? তিনি বলিলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, যমীনের বুকে প্রত্যেক আনারের ভিতর বেহেশতী আনারের একটি করিয়া বীজ থাকে। সুতরাং আমি যে দানা খাইতেছি, হয়ত বা উহার ভিতরেই সেই বীজ হইবে! (আবু নুআঈম)

যায়েদ ইবনে সাওহান (রহঃ)এর গোলাম সালিম বলেন, আমি আমার মুনিব যায়েদ ইবনে সাওহান (রহঃ)এর সহিত বাজারে ছিলাম, এমন সময়

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এক অসাক (প্রায় পাঁচ মণ পরিমাণ) খাদ্যশষ্য খরিদ করিয়া আমাদের নিকট দিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। যায়েদ (রহঃ) বলিলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ্, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী হইয়া এই কাজ করিতেছেন? (অর্থাৎ এত পরিমাণ খাদ্য শষ্য একবারে খরিদ করিয়া মজুত করিতেছেন?) তিনি বলিলেন, (মানুষের) নফস যখন তাহার রিযিক জমা করিয়া লয় তখন সে শান্ত হইয়া যায় এবং এবাদতের জন্য অবসর হইয়া যায়, আর মনের ওয়াস ওয়াসাও দূর হইয়া যায়। (আবু নুআঈম)

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নিজ হাতে উপার্জন করিয়া খাইতে পছন্দ করি। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার নিকট পনেরটি খেজুর ছিল। পাঁচটি দ্বারা ইফতার করিয়াছি এবং পাঁচটি দ্বারা সেহরী খাইয়াছি। আর পাঁচটি আবার ইফতারের জন্য রাখিয়া দিয়াছি। (আবু নুআঈম)

হযরত আলী (রাঃ)এর গোলাম কাসেম ইবনে মুসলিম তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) একবার পানি আনিতে বলিলেন। আমি একটি পেয়ালায় পানি আনিলাম। (পানির উপর ময়লা দেখিয়া) আমি উহাতে ফু দিলাম। তিনি সেই পানি ফেরৎ দিলেন ও উহা পান করিতে অস্বীকার করিলেন। এবং বলিলেন, তুমিই উহা পান কর। (ইবনে সা'দ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের পোষাকের ব্যাপারে আদত-অভ্যাস

পোষাকের ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ)এর আদত-অভ্যাস

আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বলিয়াছেন, আমি আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিধানে একটি শাম দেশীয় জুব্বা দেখিয়াছি, যাহার আস্তিন সংকীর্ণ ছিল। (ইবনে সা'দ)

হযরত জুন্দুব ইবনে মাকীস (রাঃ) বলেন, কোন প্রতিনিধি দল আসিলে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার উত্তম কাপড় পরিধান

করিতেন এবং বিশিষ্ট সাহাবীদিগকেও এরূপ পরিধান করিতে বলিতেন। অতএব যখন কিন্দার প্রতিনিধি দল আসিয়াছিল তখন আমি তাঁহার পরিধানে একটি ইয়ামানী চাদর দেখিয়াছি এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)ও সেদিন অনুরূপ কাপড় পরিধান করিয়াছিলেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) পায়ের অর্ধ গোছ পর্যন্ত লুঙ্গি পরিধান করিতেন। এবং বলিতেন আমার প্রিয় (নবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুঙ্গিও এই পর্যন্ত থাকিত। (তিরমিযী)

আশআস ইবনে সুলাইম (রহঃ) বলেন, আমি আমার ফুফুকে তাহার চাচার নিকট হইতে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি একবার মদীনার রাস্তায় হাটিতেছিলাম, এমন সময় কে একজন আমাকে পিছন হইতে বলিতে লাগিল, লুঙ্গি উপরে উঠাও, কারণ ইহাতে কাপড় (বাহ্যিক নাপাক ও অভ্যন্তরীণ নাপাক তথা অহংকার আত্মাভিমান ইত্যাদি হইতে) অধিক পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিবে এবং (মাটিতে গড়াইয়া তাড়াতাড়ি ছিড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা) অধিক টিকসই হইবে। ফিরিয়া দেখিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ইহা একটি (সস্তা ও) সাধারণ চাদর। (ইহাতে অহংকারই বা কি হইবে আর ছিড়িয়া গেলেই বা কি হইবে।) তিনি বলিলেন, আমার মধ্যে কি তোমার জন্য কোন আদর্শ নাই? আমি চাহিয়া দেখিলাম, তাহার লুঙ্গি অর্ধ গোছ পর্যন্ত।

নবী করীম (সাঃ)এর পোষাক সম্পর্কে সাহাবা(রাঃ)দের বর্ণনা

হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) আমাদিগকে একটি তালিযুক্ত চাদর ও একটি মোটা লুঙ্গি বাহির করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, এই দুই কাপড়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হইয়াছে। (তিরমিযী)

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কামীস সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। (তিরমিযী)

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের জামার আস্তিন হাতের কবজা পর্যন্ত ছিল।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় কাল রংয়ের পাগড়ী ছিল।

হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার লোকদেরকে খোতবা দিবার সাময় মাথায় কাল রংয়ের পাগড়ী পরিয়াছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মাথায় তৈলাক্ত কাপড়ের পট্টি বাঁধা অবস্থায় লোকদিগকে খোতবা দিয়াছেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পাগড়ী বাঁধিতেন তখন উহার শামলা পিছনের দিকে উভয় কাধের মাঝে ঝুলাইয়া দিতেন। নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)ও এইরূপ করিতেন। নাফে' (রহঃ)এর শাগরেদ আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, আমি (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পৌত্র) কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রাঃ)কে এবং (হযরত ওমর (রাঃ)এর পৌত্র) সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ)কেও এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। (তিরমিযী)

নবী করীম (সাঃ)এর বিছানা

হযরত আয়েশা (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তাঁহার বিছানা খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

হাসান ইবনে আরাফা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, একজন আনসারী মহিলা আমার ঘরে আসিয়া দেখিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা শুধুমাত্র দুইভাজ করা তাঁহার একটি আবা। তিনি ফিরিয়া যাইয়া পশম ভরা একটি বিছানা আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা, ইহা কি? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, অমুক আনসারী মহিলা আমার ঘরে আসিয়া

আপনার বিছানা দেখিয়া যাইয়া ইহা পাঠাইয়াছে। তিনি বলিলেন, ইহা ফেরৎ দিয়া দাও। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি উহা ফেরৎ দিলাম না, বরং আমার মনে চাহিল যে, উহা আমার ঘরে থাকুক। তিনি তিনবার আমাকে ফেরৎ দিবার কথা বলিলেন, তারপর বলিলেন, হে আয়েশা উহা ফেরৎ দিয়া দাও। খোদার কসম, আমি যদি চাহিতাম তবে আল্লাহ্ তায়ালা আমার সহিত স্বর্ণ–রূপার পাহাড় চালাইয়া দিতেন। (ইবনে সা'দ)

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বলিলেন, খেজুর ছাল ভরা একটি চামড়ার তোষক। হযরত হাফসা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বলিলেন, একটি কম্বল যাহা দুই ভাজ করিয়া লইতাম। তিনি উহার উপর শয়ন করিতেন। একবার আমি ভাবিলাম, যদি চার ভাজ করিয়া দেই তবে তাঁহার জন্য অধিক আরামদায়ক হইবে। সুতরাং চার ভাজ করিয়া বিছাইয়া দিলাম। সকাল বেলা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে আমার জন্য কি বিছাইয়া ছিলে? আমি বলিলাম, আপনার পূর্বেকার বিছানাই ছিল, তবে আমরা উহা চার ভাজ করিয়া দিয়াছিলাম। ভাবিলাম আপনার জন্য আরামদায়ক হইবে। তিনি বলিলেন, উহা পূর্বাবস্থায় রাখ। কারণ উহা নরম ও আরামদায়ক হওয়ার দরুন আমার রাত্রের নামাযে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে। (তিরমিযী)

নতুন কাপড় পরিধানের দোয়া

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি যে, তিনি একবার নতুন কাপড় আনাইয়া পরিধান করিলেন। যখন উহা গলার মধ্যে ঢুকাইলেন, তখন এই দোয়া পড়িলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে এই পোষাক পরিধান করাইয়াছেন, যাহা দ্বারা আমি আমার লজ্জাস্থান ঢাকি এবং এই দুনিয়ার

যিন্দিগীতে সাজ-সজ্জা করি।

তারপর বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যে কোন মুসলমান নতুন কাপড় পরিধান করিয়া এই দোয়া পড়িবে যাহা আমি পড়িয়াছি। অতঃপর তাহার পুরাতন কাপড় যাহা খুলিয়া ফেলিয়াছে তাহা কোন গরীব মুসলমানকে একমাত্র আল্লাহ্র ওয়াস্তে পরাইয়া দিবে সে আল্লাহ্ তায়ালার হেফাজত ও আল্লাহ্র দায়িত্বে ও আল্লাহর আশ্রয়ে থাকিবে, যতদিন উহার একটি সূতাও তাহার শরীরে অবশিষ্ট থাকিবে। (দাতা) জীবিত থাক বা মারা যাক, জীবিত থাক বা মারা যাক, জীবিত থাক বা মারা যাক। (তাবরানী, হাকেম, বাইহাক্বী)

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক পায়জামা পরিহিতার জন্য দোয়া

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, একবার বৃষ্টির দিনে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বাকী' (মদীনার গোরস্তান)এর নিকট বসিয়াছিলাম। সম্মুখ দিয়া ভাড়া করা গাধায় চড়িয়া একজন মহিলা যাইতেছিল। তাহার সহিত গাধার মালিকও ছিল। হঠাৎ গাধার পা গর্তের মধ্যে পড়ার দরুন মহিলাটি গাধার পিঠ হইতে পড়িয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, মহিলাটি পায়জামা পরিহিতা। তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ্ আমার উম্মতের পায়জামা পরিহিতাগণকে মাফ করিয়া দিন। হে লোকেরা, তোমরা পায়জামা পরিধান কর। কারণ উহা তোমাদের বস্ত্রাদির মধ্যে অধিক পর্দার জিনিষ। আর তোমাদের মেয়েরা যখন বাহিরে বাহির হয় তখন তাহাদিগকে উহা দ্বারা আবৃত কর। (বায্যার)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক হযরত দেহইয়া (রাঃ)কে কাপড় দান

হযরত দেহইয়া ইবনে খালীফা কালবী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে হেরাকল বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কুবতী অর্থাৎ একপ্রকার সাদা ও পাতলা মিসরীয় কাপড় দান করিলেন।

এবং বলিলেন, অর্ধেক দ্বারা তুমি কোর্তা বানাইয়া লইও আর অর্ধেক তোমার স্ত্রীকে দিও, ওড়না হিসাবে ব্যবহার করিবে। তিনি উহা লইয়া রওয়ানা হইলে পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তাহাকে বলিও যেন উহার নীচে অন্য কাপড় ব্যবহার করে যাহাতে শরীর দেখা না যায়। (ইবনে আসাকির)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক হযরত উসামা (রাঃ)কে কাপড় দান

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত দেহইয়া (রাঃ)কে যে কাপড় দিয়াছিলেন, উহা হইতে আমাকেও এক টুকরা দিয়াছিলেন। আমি উহা আমার স্ত্রীকে দিয়া দিলাম। পরে আমার পরিধানে সে কাপড় না দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, কি ব্যাপার, তুমি সেই কুবতী কাপড় পরিধান কর না? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি উহা আমার স্ত্রীকে দিয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন, তবে তাহাকে উহার নীচে অন্য কাপড় ব্যবহার করিতে বলিও। কারণ আমার আশঙ্কা হয় উহাতে তাহার শরীরের হাড় দেখা যাইতে পারে। (কান্‌য)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নতুন কাপড় পরিধানের ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একবার আমার কাপড় পরিয়া ঘরের ভিতর হাটিতেছিলাম। আর বার বার উহার আঁচলের দিকে ও কাপড়ের দিকে তাকাইতে ছিলাম। এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিলেন এবং বলিলেন, হে আয়েশা, তুমি কি জান না যে, এই মুহূর্তে আল্লাহ্ তায়ালা তোমার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন না? (আবু নুআঈম)

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একবার নতুন কামীস পরিয়া বার বার উহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলাম, আর মনে মনে গর্ববোধ করিতেছিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি দেখিতেছ? আল্লাহ্ তায়ালা তোমার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, তুমি কি জাননা, দুনিয়ার সাজ-সজ্জা দ্বারা বান্দার অন্তরে যখন গর্ব সঞ্চার হয় তখন তাহার পরওয়ার দিগার তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট

হন, যতক্ষণ না সে সেই সাজ সজ্জাকে পরিত্যাগ করে? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি ততক্ষণাৎ উহা খুলিয়া সদকা করিয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, হয়ত এই সদকা তোমার গুনাহ্‌কে মিটাইয়া দিবে। (আবু নুআঈম)

হযরত ওমর ও আনাস (রাঃ)এর পোষাকের ব্যাপারে আদত

আব্দুল আযীয ইবনে আবি জামীলাহ আনসারী (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর আস্তিন তাহার হাতের কবজি অতিক্রম করিত না। (ইবনে সা'দ)

বুদাইল ইবনে মাইসারাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) জুমআর দিন একটি সুম্বুলানী কামীস পরিধান করিয়া জুমআর নামাযের জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। এবং (দেরী হওয়ার দরুন) এই বলিয়া লোকদের নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন যে, এই কামীসই আমাকে দেরী করাইয়া দিয়াছে। তিনি উহার আস্তিন টানিয়া সোজা করিতেছিলেন, কিন্তু টানিয়া ছাড়িয়া দিবার পর উহা আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত আসিয়া পড়িতেছিল। (ইবনে সা'দ)

হেশাম ইবনে খালেদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে নাভীর উপর লুঙ্গি পরিধান করিতে দেখিয়াছি।

আমের ইবনে ওবাইদাহ বাহেলী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আনাস (রাঃ)কে রেশম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা যদি উহা সৃষ্টিই না করিতেন তবে ভাল ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) ও তাঁহার পুত্র আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) ব্যতীত সকলেই উহা পরিধান করিয়াছেন। (মুনতাখাবে কান্‌য)

মাসরুক (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) একজোড়া সূতী কাপড় পরিধান করিয়া আমাদের নিকট আসিলেন। লোকেরা উহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিল। তিনি লোকদের এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—

لَا شَيْءَ فِيمَا يُرَى الَّا بَشَاشَتَه يَبْقَى الْاِلٰهُ وَيُودِى الْمَالُ وَالْوَلَد

অর্থঃ 'তুমি যাহা দেখিতেছ, উহার চাকচিক্য বাকী থাকিবে না, শুধু আল্লাহ্ বাকী থাকিবেন, মাল–আওলাদ সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে।'

তারপর বলিলেন, খোদার কসম দুনিয়া আখেরাতের তুলনায় খরগোশের এক লম্ফ পরিমাণ বৈ নহে। (মুন্‌তাখাবে কান্‌য)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর আদত

শাদ্দাদ ইবনে হাদের গোলাম আবু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে জুমআর দিন মিম্বারের উপর দেখিয়াছি। তাহার পরনে মোটা আদনী লুঙ্গি ছিল, যাহার দাম চার অথবা পাঁচ দিরহাম হইবে। শরীরে একখানা গেরুয়া রঙের কুফী চাদর ছিল। তিনি মাংসবহুল, দীর্ঘ দাড়ীযুক্ত ও সুশ্রী ছিলেন। (হাকেম)

মূসা ইবনে তালহা (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) জুমআর দিন লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইতেন। তিনি সর্বাপেক্ষা সুশ্রী ছিলেন। তাহার পরিধানে হরিদ্রাবর্ণের দুইটি কাপড় ছিল, একটি লুঙ্গি ও অপরটি চাদর। তিনি এই পোষাকে মিম্বারে আসিয়া বসিতেন। (তাবরানী)

সুলাইম আবু আমের (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর পরিধানে একশত দিরহাম মূল্যের একটি ইয়ামানী চাদর দেখিয়াছি। (ইবনে সা'দ)

মুহাম্মাদ ইবনে রাবী আহ্ ইবনে হারিস (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাহাদের স্ত্রীগণকে কাপড় চোপড়ে এতখানি স্বচ্ছলতা দিতেন যাহাতে তাহারা নিজেদের পর্দা ও মান–মর্যাদা ইত্যাদি রক্ষা করিতে ও সাজ–সজ্জা করিতে পারে। অতঃপর বলিয়াছেন যে, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর পরিধানে দুইশত দিরহাম মূল্যের রেশমী পাড়যুক্ত কাপড় দেখিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, এই কাপড়টি নায়েলার। আমিই তাহাকে দিয়াছি। এখন তাহাকে খুশী করিবার জন্য আমি ইহা পরিধান করিয়াছি। (ইবনে সা'দ)

পোষাকের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ)এর আদত

যায়েদ ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট বসরা হইতে এক প্রতিনিধি দল আসিল। তন্মধ্যে খারেজী সম্প্রদায়ের জা'দ ইবনে না'জাহ নামক এক ব্যক্তিও ছিল। সে হযরত আলী (রাঃ)কে তাহার পোষাক সম্পর্কে তিরস্কার করিলে তিনি বলিলেন, আমার পোষাকের সহিত তোমার কি সম্পর্ক? আমার পোষাক তো অহংকার হইতে দূরে ও মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে আমর ইবনে কায়েস (রহঃ) বলেন, হযরত আলী

(রাঃ)কে কেহ বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি জামায় তালি লাগান কেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইহাতে অন্তরে খুশু' পয়দা হয় ও মুমিনগণ উহা অনুসরণ করিতে পারে। (আবু নুআঈম)

আতা ইবনে আবি মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর পরিধানে এই সকল খদ্দরের আ-ধোয়া জামা দেখিয়াছি। (ইবনে আবি শাইবাহ)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবিল হুযাইল (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর পরিধানে রাযী কোর্তা দেখিয়াছি। উহার আস্তিন টানিলে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত আসে, আর ছাড়িয়া দিলে হাতের অর্ধেক পর্যন্ত উঠিয়া যায়। (ইবনে আসাকির)

ইবনে আসাকির হইতে অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রাঃ) কামীস (অর্থাৎ কোর্তা) পরিধান করিতেন। এবং আস্তিন টানিয়া ধরিয়া আঙ্গুল হইতে অতিরিক্ত অংশ কাটিয়া ফেলিতেন। আর বলিতেন, হাতের উপর অতিরিক্ত আস্তিনের কোন ফজিলত নাই। (ইবনে আসাকির)

আবু সাঈদ আয্দী (রহঃ) যিনি আয্দ এলাকার বিশিষ্ট ইমামদের একজন। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি বাজারে আসিয়া বলিলেন, তিন দিরহাম মূল্যের কামীস কাহার নিকট আছে? একজন বলিল, আমার নিকট আছে। তিনি তাহার নিকট আসিলেন এবং কামীস দেখিয়া পছন্দ করিলেন। বলিলেন, ইহা হয়ত তিন দিরহাম অপেক্ষা অধিক মূল্যের? সে বলিল, না, তিন দিরহামই ইহার মূল্য। আবু সাঈদ আয্দী (রহঃ) বলেন, আমি দেখিলাম, তিনি পরিধানের কাপড় হইতে দিরহামের থলি খুলিয়া তাহাকে দিলেন। তারপর উহা পরিধান করিয়া দেখিলেন, উহার আস্তিন আঙ্গুল অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। সুতরাং আঙ্গুল হইতে অতিরিক্ত অংশ কাটিয়া ফেলিতে বলিলে উহা কাটিয়া দেওয়া হইল। (আবু নুআঈম)

আবু গুসাইনের একজন গোলাম বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে দেখিয়াছি যে, তিনি খদ্দরের পোষাকাদি বিক্রেতাদের একজনের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট সুম্বুলানী জামা আছে কি? সে একটি জামা বাহির করিয়া দিল। তিনি ইহা পরিধান করিয়া দেখিলেন, লম্বায় উহা অর্ধগোছ পর্যন্ত হইয়াছে। তিনি ডানে বামে দেখিয়া বলিলেন, ইহার পরিমাপ সুন্দরই মনে হইতেছে, দাম কত? সে বলিল, চার দিরহাম,

আমীরুল মুমিনীন! তিনি লুঙ্গির খুঁট হইতে দিরহাম বাহির করিয়া দিলেন এবং চলিয়া গেলেন। (আহমাদ)

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর আদত

সা'দ ইবনে ইব্রাহীম (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) চার শত অথবা পাঁচশত মূল্যের কাপড়ের জোড়া অথবা চাদর পরিধান করিতেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর আদত

কারআহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর পরিধানে খদ্দরের কাপড় দেখিয়া বলিলাম, হে আবু আব্দির রহমান, আপনি খদ্দরের কাপড় পরিধান করেন, আমি আপনার জন্য খোরাসানের তৈয়ারী মোলায়েম কাপড় আনিয়াছি। আপনি যদি উহা পরিধান করিতেন, তবে দেখিয়া আমার চক্ষু জুড়াইতাম। তিনি বলিলেন, আমাকে দেখাও, আগে আমি উহা দেখি। তারপর উহা হাতে লইয়া বলিলেন, ইহা কি রেশমী? আমি বলিলাম, না, ইহা সূতী। তিনি বলিলেন, আমার ইহা পরিধান করিতে ভয় হয়। আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি দাম্ভিক ও অহংকারী না হইয়া যাই। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (আবু নুআঈম)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুবাইশ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর পরিধানে ইয়ামানী দুইটি মাআফিরী কাপড় দেখিয়াছি। আর তাহার কাপড় পায়ের অর্ধগোছ পর্যন্ত ছিল। (আবু নুআঈম)

ওয়াক্বদান (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কেমন কাপড় পরিধান করিব? তিনি বলিলেন, এমন কাপড় পরিধান কর যাহাতে বেওকুফগণ তোমাকে তুচ্ছজ্ঞান না করে এবং ধৈর্যশীলগণ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন। সে জিজ্ঞাসা করিল, উহা কেমন? তিনি বলিলেন, পাঁচ হইতে বিশ দিরহাম মূল্যের কাপড়। (আবু নুআঈম)

আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে পায়ের অর্ধগোছ পর্যন্ত লুঙ্গি পরিধান করিতে দেখিয়াছি। অপর রেওয়ায়াতে আছে,

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু সাহাবা যেমন উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ), যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ), বারা ইবনে আযেব (রাঃ) ও ইবনে ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি, ইহারা পায়ের অর্ধগোছ পর্যন্ত লুঙ্গি পরিধান করিতেন। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আদত

ওসমান ইবনে আবি সুলাইমান (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক হাজার দিরহামে একটি কাপড় খরিদ করিয়া পরিধান করিয়াছেন। (আবু নুআঈম)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর আদত

কাসীর ইবনে ওবায়েদ (রহঃ) বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে গেলাম। তিনি বলিলেন, দাঁড়াও, আমি আমার কাপড়ের তালিটা সিলাই করিয়া লই। আমি অপেক্ষা করিলাম এবং বলিলাম, উম্মুল মুমিনীন, আমি যদি বাহিরে যাইয়া লোকদিগকে (আপনার কাপড়ে তালি দেওয়ার কথা) বলি তবে তাহারা আপনাকে কৃপণ মনে করিবে। তিনি বলিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, তবে যে পুরাতন কাপড় পরিধান করে না তাহার জন্য নতুনের আনন্দ নাই। (বুখারী–আদব)

আবু সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার নেকাব সিলাই করিতেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাহার ঘরে প্রবেশ করিল এবং বলিল, উম্মুল মুমিনীন, আল্লাহ্ তায়ালা কি মাল দৌলতের প্রাচুর্য দান করেন নাই? তিনি বলিলেন, রাখ তোমার কথা, যাহার কাপড় পুরাতন হয় না তাহার নিকট নতুনের ক্বদর হয় না। (ইবনে সা'দ)

পোষাকের ব্যাপারে হযরত আসমা (রাঃ)এর আদত

হিসাম ইবনে মুনযির (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুনযির ইবনে যুবাইর (রাঃ) ইরাক হইতে ফিরিবার পর হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)এর নিকট তাহার জন্য খোরাসানের মারো ও কোহের তৈয়ারী উন্নতমানের

পাতলা কাপড় পাঠাইলেন। হযরত আসমা (রাঃ)এর তখন দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি উক্ত কাপড় হাতে ধরিয়া দেখিলেন। তারপর বলিলেন, উফ্! তাহার কাপড় তাহাকে ফেরৎ দিয়া দাও। বর্ণনাকারী বলেন, মুনযির (রাঃ)এর জন্য ইহা কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, আম্মাজান, ইহা তেমন পাতলা নহে। হযরত আসমা (রাঃ) বলিলেন, যদিও তেমন পাতলা নহে তথাপি শরীর (এর ভাজ ইত্যাদি) দেখা যাইবে। সুতরাং তিনি তাহার জন্য মারো ও কোহের তৈয়ারী অন্য কাপড় খরিদ করিয়া দিলে তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। এবং বলিলেন, আমাকে এই রকম কাপড় পরিধান করাও। (ইবনে সা'দ)

পোষাকের বিষয়ে হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার কামীস ছিড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে কাপড় দেই নাই? মহিলা বলিলেন, হাঁ, তবে উহা ছিড়িয়া গিয়াছে। তিনি তাহার জন্য একটি নতুন কামীস ও কিছু সূতা আনাইলেন এবং বলিলেন, যখন তুমি রুটি বানাইবে ও তরকারী রান্না করিবে তখন এই পুরাতন কাপড় পরিধান করিবে। আর যখন কাজকর্ম হইতে অবসর হও তখন এই নূতন কাপড় পরিবে। কারণ যে পুরাতন কাপড় পরিধান করে না তাহার নিকট নতুন কাপড়ের ক্বদর হয় না। (বাইহাক্বী)

খারাশাহ ইবনে হুর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এক যুবক কে গোড়ালির নীচে লুঙ্গি নামাইয়া মাটি হেঁচড়াইয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ঋতুমতি? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন, পুরুষের কি ঋতু হয়? তিনি বলিলেন, তবে তুমি তোমার লুঙ্গি পায়ের উপর ঝুলাইয়া দিয়াছ কেন? তারপর ছুরি আনিয়া লুঙ্গির কিনারা একত্র করিয়া গোড়ালির নীচের অংশটুকু কাটিয়া দিলেন। খারাশাহ (রহঃ) বলেন, তাহার গোড়ালির পিছন দিকে সূতা ঝুলিয়া থাকার দৃশ্য যেন এখনো আমার চোখে ভাসিতেছে। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, উতবা ইবনে ফারকাদ–এর সহিত আযারবাইজানে অবস্থান কালে আমাদের নিকট হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর চিঠি আসিল। উহার বিষয়বস্তু এইরূপ ছিল।

অতঃপর, তোমরা লুঙ্গি পরিধান কর ও চাদর ব্যবহার কর, জুতা পায়ে দাও ও (চামড়ার) মোজা ছুড়িয়া মার, পায়জামা ফেলিয়া দাও ও তোমাদের পিতা ইসমাঈল (আঃ)এর পোষাক–পরিচ্ছদ অবলম্বন কর। আয়েশ–আরাম ও আজমীদের পোষাক পরিচ্ছদ হইতে দূরে থাক। রৌদ্রে অবস্থান কর, কারণ ইহা আরবদের হাম্মামখানা। মাআদ ইবনে আদনানের ন্যায় (কষ্ট সহিষ্ণু) হও, মোটা কাপড় পরিধান কর, পুরাতন কাপড় ব্যবহার কর, রেকাব কাটিয়া ফেল, (অর্থাৎ ঘোড়ার পিঠে লাফাইয়া আরোহন কর,) তীরন্দাজী শিক্ষা কর, দৌড়–ঝাপ কর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশম পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তারপর মধ্যমাঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন, শুধুমাত্র এই পরিমাণ ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। (বাইহাক্বী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের ঘর

ওয়াকেদী (রহঃ) বলেন, মুআয ইবনে মুহাম্মাদ আনসারী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা খোরাসানী (রহঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ববর ও মিম্বারের মাঝে এমন এক মজলিসে বসিয়াছিলেন, যাহাতে ইমরান ইবনে আবি আনাস (রহঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত মজলিসে আমি আতা খোরাসানী (রহঃ) হইতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের হুজরাসমূহ খেজুর ডালের দেখিয়াছি। ঐ সকল হুজরার দরজায় কাল পশমের চট ঝুলানো ছিল। তারপর তাঁহাদের ঐ সকল হুজরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের ভিতর শামিল করিয়া লইবার আদেশ সম্বলিত খলীফা ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের পত্র পাঠকালেও আমি উপস্থিত ছিলাম। সেদিন অপেক্ষা অধিক ক্রন্দনকারী আমি আর কখনও দেখি নাই।

আতা (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ)কে সেদিন বলিতে শুনিয়াছি যে, খোদার কসম, আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, যদি ঐগুলিকে আপন অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হইত তবে মদীনার ভবিষ্যৎ বংশধর অথবা বহিরাগত কেহ আসিয়া দেখিতে পাইত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জীবনে কিরূপ সাধারণভাবে কালাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে দুনিয়ার প্রাচুর্য ও উহা লইয়া গর্ব করিবার প্রতি তাহাদের অনাসক্তি পয়দা হইত।

মুআয (রহঃ) বলেন, আতা খোরাসানী (রহঃ) যখন বর্ণনা শেষ করিলেন, তখন ইমরান ইবনে আবি আনাস (রহঃ) বলিলেন, উহার মধ্য হইতে চারটি ঘর কাঁচা ইটের ছিল, যাহার ভিতর খেজুর ডালের তৈরী ছোট ছোট হুজরা ছিল। আর পাঁচটি ঘরের দেয়াল মাটির প্রলেপ দেওয়া খেজুর ডালের ছিল। উহার ভিতর কোন ছোট হুজরা ছিল না। এই সকল ঘরের দরজায় পশমের চট ঝুলানো ছিল। আমি উক্ত পর্দা মাপিয়া দেখিয়াছি, যাহা দৈর্ঘ ও প্রস্থে তিন হাত × এক হাত হইতে সামান্য বেশী ছিল। আর তুমি যে অধিক ক্রন্দনের কথা বলিয়াছ, আমি এমন এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের কতিপয় আওলাদ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে আবু সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান, আবু উমামাহ ইবনে সাহাল ইবনে হুনাইফ এবং খারিজাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহারা এত কাঁদিলেন যে, চোখের পানিতে দাড়ি ভিজাইয়া ফেলিলেন। সেদিন আবু উমামাহ (রাঃ) বলিলেন, হায়! ঘরগুলি না ভাঙ্গিয়া যদি রাখিয়া দেওয়া হইত তবে লোকেরা উঁচা ঘরবাড়ী বানাইত না। আর তাহারা দেখিতে পাইত যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার নবীর জন্য কিরূপ জীবন পছন্দ করিয়াছেন, অথচ সারা দুনিয়ার ধনভাণ্ডারের চাবি তাহার হাতে ছিল।

একাদশ অধ্যায়

ঈমান বিল গায়েব

সাহাবা (রাঃ) গায়েবের প্রতি কিরূপ দৃঢ় ঈমান রাখিতেন এবং তাঁহারা হুজুর (সঃ)এর খবরের মুকাবিলায় ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাস, প্রত্যক্ষ দর্শন, অস্থায়ী বোধ-উপলব্ধি ও বস্তুগত অভিজ্ঞতাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহারা যেন গায়েবকে স্বচক্ষে দেখিয়া মোশাহাদা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শনকে অবিশ্বাস করিতেন।

ঈমানের আযমাত ও মহত্ত্ব

কলেমায়ে শাহাদত পাঠকারীর জন্য বেহেশতের সুসংবাদ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরিয়া বসিয়া ছিলাম। আমাদের সহিত হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্য হইতে উঠিয়া গেলেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফিরিয়া না আসাতে আমরা উদ্বিগ্ন হইলাম—কোন বিপদ ঘটিল কি–না? তন্মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম উদ্বিগ্ন হইয়া তালাশ করিতে বাহির হইলাম। বনি নাজ্জারের আনসারদের এক বাগানের নিকট পৌঁছিয়া উহার ভিতরে প্রবেশের পথ খুঁজিতে লাগিলাম। দেখিলাম বাহিরের একটি কুয়া হইতে বাগানের ভিতর একটি নালা চলিয়া গিয়াছে। আমি শরীরকে সঙ্কুচিত করিয়া নালা দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইলাম। তিনি বলিলেন, আবু হোরায়রা? আমি বলিলাম, জী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, কি খবর তোমার? আমি বলিলাম, আপনি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। হঠাৎ উঠিয়া আসিলেন এবং দীর্ঘসময় পর্যন্ত ফিরিলেন না। আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম—কোন বিপদ ঘটিল কি–না! তন্মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম উদ্বিগ্ন হইয়া তালাশ করিতে বাহির হইয়াছি এবং খুঁজিতে খুঁজিতে এই বাগানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। শরীরকে শৃগালের ন্যায় সঙ্কুচিত করিয়া বাগানের ভিতর ঢুকিয়া আপনার খেদমতে হাযির হইয়াছি। অন্যান্যরাও আমার পিছনে আসিতেছে। তিনি বলিলেন, হে আবু হোরায়রা! এবং আমাকে নিজের জুতা মোবারক দিয়া বলিলেন, আমার এই জুতা লইয়া যাও এবং এই বাগানের বাহিরে এমন যাহাকে পাও, যে দিলের একীনের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাহাদাত দেয়, তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ শুনাইয়া দাও। সর্বপ্রথম হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, হে আবু হোরায়রা এই জুতা কিসের? আমি বলিলাম, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা। তিনি আমাকে ইহা দিয়া পাঠাইয়াছেন, যেন যাহাকে দিলের একীনের সহিত লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাহাদাত দিতেছে পাই, তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ দেই। হযরত ওমর

(রাঃ) আমার বুকের উপর এমন জোরে মারিলেন যে, আমি চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, ফিরিয়া যাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। এবং ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। হযরত ওমর (রাঃ)ও আমার পিছনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু হোরায়রা, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, আমার সহিত ওমরের দেখা হইয়াছিল। আপনি যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিলাম। তিনি আমার বুকের উপর এমন জোরে মারিলেন যে, আমি চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলাম। এবং আমাকে বলিলেন ফিরিয়া যাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর, তুমি কেন এমন করিলে? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা–বাপ আপনার উপর কোরবান হউন। আপনি কি আবু হোরায়রাকে আপনার জুতা দিয়া পাঠাইয়াছেন যে, সে যাহাকে দিলের একীনের সহিত লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাহাদাত দিতেছে পাইবে তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। হযরত ওমর বলিলেন, আপনি এইরূপ করিবেন না। কারণ, আমার ভয় হয়, লোকেরা ইহার উপরই ভরসা করিয়া থাকিবে। তাহাদিগকে আমল করিতে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে তাহাদিগকে আমল করিতে দাও। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

শির্ক ব্যতীত মৃত্যুবরণকারীর জন্য বেহেশতের সুসংবাদ

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু যার (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, একদা রাত্রিবেলায় আমি বাহির হইলাম। দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী হাঁটিতেছেন। তাঁহার সহিত কেহ নাই। আমি ভাবিলাম, তিনি হয়ত কাহারো সংগ পছন্দ করিতেছেন না। সুতরাং আমি চাঁদের (আলোর) ছায়াতে হাঁটিতে লাগিলাম। তিনি ফিরিয়া আমাকে দেখিলেন এবং বলিলেন, কে? আমি বলিলাম, আবু যার। আল্লাহ পাক আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন। তিনি বলিলেন, হে আবু যার এইদিকে আস। হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন,

আমি তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ হাঁটিলাম। তারপর তিনি বলিলেন, ধনীরাই কেয়ামতের দিন গরীব হইবে। অবশ্য সে ব্যতীত যে ডানে–বামে, আগে–পিছে দান করিয়াছে এবং উহা দ্বারা ভাল আমল করিয়াছে। তারপর আরো কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত চলিবার পর তিনি বলিলেন, এইখানে বস।

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, তিনি আমাকে একটি সমতল জায়গায় যেখানে আশেপাশে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি পড়িয়াছিল, বসাইয়া দিলেন। এবং বলিলেন, আমি ফিরিয়া আসা পর্যন্ত এইখানেই বসিয়া থাকিবে। তারপর তিনি প্রস্তরময় ময়দানের দিকে এতদূর চলিয়া গেলেন যে, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতে ছিলাম না। দীর্ঘসময় পর্যন্ত তিনি ফিরিলেন না। তারপর শুনিতে পাইলাম, তিনি এই বলিতে বলিতে ফিরিতেছেন, যদিও সে যেনা করে, যদিও সে চুরি করে?

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, যখন তিনি আসিলেন আমি অধৈর্য হইয়া বলিলাম, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ্ পাক আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন, আপনি ময়দানে কাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন? আমি তো কাহাকেও আপনার কথার প্রতিউত্তর করিতে শুনিলাম না! বলিলেন, তিনি জিব্রাঈল (আঃ)। ময়দানের অপর পার্শ্বে আমার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, আপনার উম্মাতকে সুসংবাদ দিন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করা ব্যতীত মরিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আমি বলিলাম, হে জিব্রাঈল, যদিও সে যেনা করে, যদিও সে চুরি করে। তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদিও সে চুরি করে, যদিও সে যেনা করে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। আমি আবার বলিলাম,. যদিও সে চুরি করে, যদিও সে যেনা করে? তিনি বলিলেন, হাঁ, যদিও সে শরাব পান করে।

বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযী হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ বার বলিলেন, যদিও আবু যার উহা পছন্দ না করে। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

এক বৃদ্ধ বেদুঈনের ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্‌কামা ইবনে উলাসাহ্ (রাঃ) নামে একজন গ্রাম্য বৃদ্ধলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি একজন বৃদ্ধলোক, কোরআন পাক শিখিবার শক্তি নাই। কিন্তু আমি পূর্ণ একীনের সহিত—লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। এর শাহাদাত ও সাক্ষ্য দিতেছি। অতঃপর যখন বৃদ্ধলোকটি ফিরিয়া চলিল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লোকটি পুরাপুরি বুঝিয়াছে। অথবা বলিলেন, তোমাদের সঙ্গীটি পুরাপুরি বুঝিয়াছে। (কান্‌য)

কলেমায়ে শাহাদাত পাঠকারীর জন্য দোযখ হারাম

হযরত ওসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি এমন একটি কলেমা জানি, যদি কোন বান্দা উহা দিলের একীনের সহিত পড়ে, তবে সে জাহান্নামের জন্য হারাম হইয়া যাইবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি কি তোমাকে বলিব উহা কি? উহা সেই এখলাসের কলেমা, যাহা আল্লাহ্তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবাদের জন্য অত্যাবশ্যক ও জরুরী করিয়া দিয়াছেন। এবং উহা সেই তাক্বওয়ার কলেমা, যাহার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার চাচা আবু তালেবকে মৃত্যুর সময় মিনতি করিয়াছিলেন। অর্থাৎ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাহাদাত। (মাজমা')

সাহাবা (রাঃ)দের জন্য একটি সুসংবাদ

হযরত আবু শাদ্দাদ (রাঃ) হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামেত (রাঃ)এর উপস্থিতিতে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন, এবং হযরত উবাদাহ্ (রাঃ) উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের মধ্যে অপরিচিত অর্থাৎ আহ্‌লে

কিতাবের কেহ আছে কি? আমরা বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তোমরা হাত উঠাও, এবং লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল। আমরা কিছুক্ষণ হাত উঠাইয়া রাখিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত নামাইলেন এবং বলিলেন, আল্ হামদুলিল্লাহ্! আয় আল্লাহ, আপনি আমাকে এই কলেমা দিয়া পাঠাইয়াছেন এবং উহার জন্য হুকুম করিয়াছেন, উহার উপর বেহেশতের ওয়াদা করিয়াছেন, আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না। তারপর আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (আহমাদ)

সুসংবাদের অপর একটি ঘটনা

হযরত রিফাআ জুহানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সফর হইতে ফিরিতেছিলাম, যখন আমরা ক্বাদিদ অথবা কুদাইদে পৌঁছিলাম, তখন কিছুলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাদিগকে অনুমতি দিতে লাগিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া হামদ ও সানা পড়িলেন এবং বলিলেন, লোকদের কি হইয়াছে যে, তাহাদের নিকট গাছের ঐদিক, যেইদিকে আল্লাহর রাসূল রহিয়াছেন অপর দিকের তুলনায় বেশী অপছন্দ লাগিতেছে? ইহা শুনিয়া প্রত্যেকেই কাঁদিলেন। তারপর কোন একজন অথবা এক রেওয়ায়াত মোতাবেক হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইহার পরও যে আপনার নিকট অনুমতি চাহিবে সে বেওকুফ বৈ কিছুই নহে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র হামদ করিলেন ও তাহার প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন, আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, যে কেহ সত্য মনে লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আমি আল্লাহ্র রাসূল, এই কথার সাক্ষ্য দিবে এবং উহার উপর কায়েম থাকিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আরও বলিলেন, আমার পরওয়ারদিগার আমার সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য হইতে সত্তর হাজারকে বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে বেহেশতে

দাখিল করিবেন। আমি আশা করি তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই তোমরা এবং তোমাদের নেককার পিতা–মাতা ও স্ত্রী–পুত্রগণ বেহেশতে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছিয়া যাইবে। (আহমাদ)

কলেমার দ্বারা মিথ্যা কসমের গুনাহ মাফ হওয়া

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিলেন, হে অমুক, তুমি এই এই কাজ করিয়াছ? সে লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর কসম খাইয়া বলিল, আমি করি নাই। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতেন, সে করিয়াছে। কয়েক বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার পর বলিলেন, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলিবার দরুন তোমার গুনাহ্ মাফ হইয়া গিয়াছে। এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়ার দরুন তোমার মিথ্যার গুনাহ্ মাফ হইয়া গিয়াছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, এক ব্যক্তি লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলিয়া মিথ্যা কসম খাইল, তাহাতে তাহার গুনাহ্ মাফ হইয়া গেল। (বায্যার)

দোযখ হইতে বাহির হওয়া

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন দোযখীরা দোযখে একত্রিত হইবে তখন তাহাদের সহিত কিছু আহ্লে কেবলা—মুসলমানও থাকিবে। কাফেরগণ মুসলমানদিগকে বলিবে, তোমরা কি মুসলমান ছিলে না? তাহারা বলিবে, হাঁ। কাফেরগণ বলিবে, তোমাদের ইসলাম কি কাজে আসিল! তোমরা তো আমাদের সহিত দোযখে পড়িয়া আছ। তাহারা বলিবে, আমাদের কিছু গুনাহের দরুন আমরা ধরা পড়িয়া গিয়াছি। আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের কথোপকথন শুনিয়া আহ্লে কেবলা—মুসলমানদের সম্পর্কে হুকুম দিবেন, তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনা হইবে। ইহা দেখিয়া কাফেরগণ বলিবে, হায়! আমরা যদি মুসলমান হইতাম! তবে আমাদিগকেও আজ বাহির করিয়া দেওয়া হইত, যেমন তাহাদিগকে বাহির করা হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শরীফের আয়াত পড়িলেন—

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔ الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتَابِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ
رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ

অর্থ ঃ আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাহিতেছি। আলিফ, লা–ম, রা–। এইগুলি হইতেছে পূর্ণ কিতাব এবং স্পষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহ। (কিয়ামত দিবসে) কাফেররা বারংবার কামনা করিবে যে, কি উত্তম হইত যদি তাহারা পৃথিবীতে মুসলমান হইত।

তাবরানী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়ালাদের মধ্য হইতে কিছু লোক তাহাদের গুনাহের দরুন দোযখে যাইবে। লাত–ওজ্জার পূজারীরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদের লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কি কাজে আসিয়াছে? তোমরা তো আমাদের সহিত দোযখে পড়িয়া রহিয়াছ। আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের কথায় নারাজ হইয়া মুসলমানদিগকে বাহির করিয়া নহ্‌রে হায়াতে ফেলিবেন। তাহারা আগুনের দগ্ধতা হইতে এরূপ সুস্থ ও স্বচ্ছ হইয়া উঠিবে যেরূপ চন্দ্র তাহার গ্রহণ হইতে স্বচ্ছ হইয়া বাহির হয়। অতঃপর তাহারা বেহেশতে দাখেল হইবে এবং সেখানে তাহারা জাহান্নামী বলিয়া পরিচিত হইবে। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদের চেহারায় কাল দাগের দরুন বেহেশতে তাহাদের নাম জাহান্নামী পড়িয়া যাইবে। অতঃপর তাহারা বলিবে, হে পরওয়ার্দিগার, আমাদের এই নাম দূর করিয়া দিন। সুতরাং তাহাদিগকে বেহেশতের নহরে গোসল করিবার জন্য বলা হইবে। উক্ত নহরে গোসলে করিবার পর তাহাদের এই নামও মুছিয়া যাইবে। (তাবরানী)

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইসলাম এমনভাবে মিটিয়া যাইবে, যেমন কাপড়ের উপরের নকশা বা ছাপ (পুরানা হওয়ার দরুন) মিটিয়া যায়। কেহ জানিবে না, রোযা কি? যাকাত কি? হজ্ব কি? এমন সময় একদা রাত্রিতে আল্লাহ্‌র কিতাব উঠাইয়া লওয়া হইবে। তখন যমীনের বুকে একটি আয়াতও অবশিষ্ট

থাকিবে না। কতিপয় বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলাগণ বলাবলি করিবে যে, আমরা আমাদের বাপ–দাদাদিগকে এই কলেমা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়িতে শুনিয়াছে, অতএব আমরা উহা পড়ি।

শ্রোতাদের মধ্য হইতে সিলা হযরত হোযাইফা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, যখন রোযা, যাকাত ও হজ্ব থাকিবে না তখন এই কলেমা তাহাদের কি কাজে আসিবে? হযরত হোযাইফা (রাঃ) তাহার এই কথা শুনিয়া তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন। (কোন প্রতিউত্তর করিলেন না।) সে তিনবার এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তৃতীয়বারে তিনি উত্তর দিলেন, হে সিলা! এই কলেমা তাহাদিগকে আগুন হইতে মুক্তি দিবে, তাহাদিগকে আগুন হইতে মুক্তি দিবে, তাহাদিগকে আগুন হইতে মুক্তি দিবে। (হাকেম)

কলেমা ও উহা পাঠকারীদের সম্পর্কে সাহাবাদের উক্তি

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি যত বেশী লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ্ ওয়ালার ইযযত ও হুরমাতের প্রতি আন্তরিক মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন করে সে আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে ততবেশী সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখে। (কান্য)

সালেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ)কে কেহ এই সংবাদ দিল যে, আবু সাঈদ ইবনে মুনাব্বাহ একশত গোলাম আযাদ করিয়াছেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, কাহারো মাল হইতে একশত গোলাম অনেক বেশী বটে, তবে যদি বল, আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা উত্তম জিনিস বলিয়া দিতে পারি। আর তাহা হইল এই যে, রাত্র–দিন ঈমানের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকা এবং তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহ্র যিকিরে ভিজা থাকে। (আবু নুআঈম)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ পাক যেমন তোমাদের রিযিক বন্টন করিয়াছেন, তেমন তোমাদের আখলাকও বন্টন করিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক যাহাকে ভালবাসেন ও যাহাকে বাসেন না উভয়কেই মাল দান করেন। কিন্তু ঈমান একমাত্র তাহাকেই দান করেন যাহাকে ভালবাসেন। আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তাহাকে ঈমান দান করেন। যে ব্যক্তি কৃপণতার দরুন মাল খরচ করিতে পারে না। শত্রুর

ভয়ে জেহাদে যাইতে পারে না, রাতের এবাদতে পরিশ্রম করিতে হিম্মাত পায় না সে যেন অধিক পরিমাণে নিম্নোক্ত কলেমাগুলির যিকির করে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللهِ

(তাবরানী)

ঈমানের মজলিস

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) কোন সাহাবীর সহিত দেখা হইলে বলিতেন, আস, কিছু সময় আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান তাজা করি। একদিন তিনি এক ব্যক্তিকে এইরূপ কথা বলিলে সে রাগান্বিত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহার কথা শুনিয়াছেন কি? তিনি আপনার প্রতি ঈমানের পরিবর্তে কিছু সময়ের প্রতি ঈমানের কথা বলিতেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা ইবনে রাওয়াহার উপর রহমত বর্ষণ করুন, সে এমন মজলিস পছন্দ করিতেছে, যাহার উপর ফেরেশতাগণ গর্ববোধ করেন। (আহমদ)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, আস, আমরা কিছুসময় ঈমান আনয়ন করি। সে বলিল, আমরা কি মুমিন নহি। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই। বরং আমরা আল্লাহ্‌র কথা আলোচনা করিব। ইহাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাইবে। (বাইহাকী)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) আমার হাত ধরিয়া বলিতেন, আস, আমরা কিছু সময় ঈমান আনয়ন করি। কারণ অন্তর ফুটন্ত পাতিল অপেক্ষা দ্রুত পরিবর্তনশীল।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) আমাকে বলিলেন, হে উআইমের, বস, আমরা কিছু সময় (ঈমানের) আলোচনা করি। আমরা বসিয়া আলোচনা

করিলাম। তারপর তিনি বলিলেন, ইহাই ঈমানের মজলিস। ঈমানের উদাহরণ তোমার কোর্তার ন্যায়, এখন খুলিয়া ফেলিলে, আবার পরিধান করিলে। এখন পরিধান করিলে, আবার খুলিয়া ফেলিলে। অন্তর ফুটন্ত পাতিল অপেক্ষা দ্রুত পরিবর্তনশীল। (কান্‌য)

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার সঙ্গীদের মধ্য হইতে এক–দুইজনের হাত ধরিয়া বলিতেন, চল, আমরা ঈমান বর্ধন করি। অতঃপর তাহারা আল্লাহ্‌র কথা আলোচনা করিতেন। (কান্‌য)

আস্‌ওয়াদ ইবনে হেলাল (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত মুআয (রাঃ)এর সহিত হাঁটিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, বস, আমরা কিছু সময় ঈমান আনয়ন করি। (আবু নুআঈম)

ঈমান তাজা করা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা ঈমান নবায়ন কর। জিজ্ঞাসা করা হইল, আমরা কিরূপে ঈমান নবায়ন করিব? তিনি বলিলেন, অধিক পরিমাণে লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়।

ঈমানের মুকাবিলায় বাস্তব অভিজ্ঞতা ও স্বচক্ষে দর্শনকে মিথ্যা সাব্যস্ত (অবিশ্বাস) করা

এক ব্যক্তির ঘটনা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল যে, আমার ভাইয়ের দাস্ত হইতেছে। তিনি বলিলেন, তাহাকে মধু খাওয়াও। সে যাইয়া তাহাকে মধু খাওয়াইল। আবার আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহাকে মধু খাওয়াইছি কিন্তু তাহার দাস্ত আরো বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, যাও, তাহাকে মধু খাওয়াও। সে তাহাকে মধু খাওয়াইল এবং পুনরায় আসিয়া আরজ করিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহার দাস্ত আরো বাড়িয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলিলেন, আল্লাহ্ সত্যবাদী আর তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। যাও, তাহাকে মধু খাওয়াও। সে যাইয়া তাহাকে মধু খাওয়াইল। এইবার সে সুস্থ হইয়া গেল। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও তাঁহার স্ত্রীর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত যায়নাব (রাঃ) বলেন, আবদুল্লাহ্ (রাঃ) ঘরের দরজায় পৌঁছিয়া গলা খাঁকারি দিতেন ও থু থু ফেলিতেন যাহাতে হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া কোন অপ্রত্যাশিত অবস্থার সম্মুখীন না হন।

হযরত যায়নাব (রাঃ) বলেন, একদিন একজন বৃদ্ধা মহিলা আমার ঘরে বসিয়া হাম (গুটিকাযুক্ত জ্বর) রোগের জন্য মন্ত্র দ্বারা আমার চিকিৎসা করিতেছিল। হঠাৎ তিনি আসিয়া গলা খাঁকারি দিলেন। আমি তাহাকে খাটের নীচে ঢুকাইয়া দিলাম। হযরত যায়নাব (রাঃ) বলেন, তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার পাশে বসিলেন। এবং আমার গলায় সুতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? আমি বলিলাম, ইহা মন্ত্র পড়া সুতা। তিনি উহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তারপর বলিলেন, আবদুল্লাহ্র পরিবারস্থ লোকদের জন্য শিরকের কোন প্রয়োজন নাই। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, ঝাড়–ফুঁক, কড়ি লটকান এবং জাদু শিরক। আমি বলিলাম, আপনি এরূপ কেন বলিতেছেন! অথচ কিছুদিন পূর্বে আমার চোখে ব্যথা হইতেছিল। আমি অমুক ইহুদীর নিকট আসা–যাওয়া করিলাম। সে ঝাড়–ফুঁক করিলে তাহা নিরাময় হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, ইহা শয়তানের কাজ। সে হাত দ্বারা চোখে খোঁচা দেয়। যখন মন্ত্র পড়ে তখন সে থামিয়া যায়। তোমার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তুমি সেই দোয়া পড়িবে যাহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

অর্থ ঃ হে মানুষের প্রভু! রোগ নিরাময় করিয়া দিন, শেফা দান করুন। কারণ আপনিই শেফা দানকারী, আপনার শেফা ব্যতীত আর কোন শেফা নাই। এমন শেফা দান করুন যাহা কোন রোগ অবশিষ্ট না রাখে। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ও তাঁহার স্ত্রীর ঘটনা

ইকরিমা হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) তাঁহার স্ত্রীর পার্শ্বে শুইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি উঠিয়া কামরার এক পার্শ্বে তাহার বাঁদীর সহিত মিলন কার্যে রত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী হঠাৎ জাগ্রত হইয়া তাহাকে পার্শ্বে না পাইয়া উঠিলেন। এবং তাহাকে বাঁদীর সহিত মিলন কার্যে রত দেখিয়া ঘর হইতে একটি ছোরা লইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। ইত্যবসরে হযরত আবদুল্লাহ কার্য শেষ করিয়া উঠিয়া আসিলেন। স্ত্রীর সহিত দেখা হইলে দেখিলেন, তাহার হাতে ছোরা। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? স্ত্রী উত্তর করিলেন, ব্যাপার আর কি? আমি তোমাকে যেখানে দেখিয়াছি, যদি সেখানে পাইতাম তবে এই ছোরা তোমার পিঠে বসাইয়া দিতাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে কোথায় দেখিয়াছ? স্ত্রী বলিলেন, তোমার বাঁদীর উপর দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে সেখানে দেখ নাই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, তবে তুমি কুরআন পড় দেখি! তিনি কুরআনের সুরে নিম্নের কবিতাগুলি পড়িলেন—

اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ يَتْلُوْ كِتَابَهٗ   كَمَا لَاحَ مَشْهُوْرٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

اَتٰى بِالْهُدٰى بَعْدَ الْعَمٰى فَقُلُوْبُنَا   بِهٖ مُوْقِنَاتٌ اَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

يَبِيْتُ يُجَافِيْ جَنْبَهٗ عَنْ فِرَاشِهٖ   اِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ

অর্থ ঃ উদ্ভাসিত উজ্জ্বল সকালের ন্যায় আল্লাহ্র রাসূল আমাদের নিকট আসিয়াছেন। যিনি আল্লাহ্র কিতাব তেলাওয়াত করেন। তিনি গোমরাহীর

পর হেদায়াত আনিয়াছেন। আমাদের অন্তরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস যে, তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঘটিবে। যখন মুশরিকগণের বিছানা তাহাদের (ঘুমের) ভারে ভারি হইয়া উঠে, তখন তাঁহার রাত্র (অধিক এবাদতের দরুন) শয্যাগ্রহণ ব্যতিরেকে কাটে।

তাহার স্ত্রী ইহা শুনিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিলাম এবং নিজ চক্ষুকে অবিশ্বাস করিলাম। হযরত আবদুল্লাহ্ সকালবেলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, আমি তাঁহার দাঁত দেখিতে পাইলাম। (দারা কুতনী)

হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হাবীব ইবনে আবি সাবেত (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু ওয়ায়েল (রাঃ)এর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলাম। তিনি বলিলেন, আমরা সিফফীনের যুদ্ধে ছিলাম। এক ব্যক্তি (বিদ্রূপের সুরে) বলিল, আপনি কি ঐসকল লোকদের অবস্থা দেখিতেছেন যাহাদিগকে আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি আহ্বান করা হইতেছে? হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) উত্তর করিলেন, হাঁ। হযরত সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) বলিলেন, তোমরা নিজকেই দোষযুক্ত মনে কর। কারণ, আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন নিজেদের অবস্থা দেখিয়াছি। সেদিন আমরা যুদ্ধ করা সমুচিত মনে করিলে করিতে পারিতাম। হযরত ওমর (রাঃ) সেদিন আসিয়া বলিলেন, আমরা হকের উপর ও তাহারা বাতিলের উপর নহে কি? আমাদের নিহত ব্যক্তি বেহেশতী ও তাহাদের নিহত ব্যক্তি দোযখী নহে কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করিলেন, নিশ্চয়ই! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এরূপ হীনতার পরিচয় দিয়া ফিরিয়া যাইব? আল্লাহ্ কেন আমাদের উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে খাত্তাবের বেটা, আমি আল্লাহ্র রাসূল, তিনি আমাকে কখনও বিফল করিবেন না। হযরত ওমর (রাঃ) মনে ক্ষোভ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না। অতএব হযরত

আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আবু বকর, আমরা হকের উপর এবং তাহারা বাতিলের উপর নহে কি? হযরত আবু বকর (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, হে ইবনুল খাত্তাব, তিনি আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে কখনও বিফল করিবেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সূরা ফাতাহ্ নাযিল হয়।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের অপর এক রেওয়ায়াতে উক্ত হাদীস ভিন্ন শব্দে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) বলিলেন, হে লোকসকল,তোমরা আপন রায়কে ত্রুটিযুক্ত মনে কর। কারণ, আবু জান্দালের ফরিয়াদের দিন (অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন, যখন হযরত আবু জান্দাল (রাঃ) শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মুসলমানদের নিকট পৌঁছিয়া ফরিয়াদ করিয়াছিলেন।) আমি দেখিয়াছি। যদি আমার শক্তি থাকিত তবে সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করিতাম।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতাহ্ নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে ডাকিলেন এবং সূরাটি তাহাকে পড়িয়া শুনাইলেন। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত এর অধ্যায়ে হুদাইবিয়ার সন্ধির বর্ণনায় এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু জান্দাল (রাঃ) বলিলেন, হে মুসলমানগণ, আমাকে মুশরিকদের নিকট ফেরৎ পাঠান হইতেছে? অথচ আমি তোমাদের নিকট মুসলমান হইয়া আসিয়াছি। তোমরা কি আমার দুর্দশা দেখিতে পাইতেছ না? তাঁহাকে আল্লাহ্ তায়ালার উপর ঈমান আনার অপরাধে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনি কি আল্লাহ্র সত্য নবী নহেন? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই! আমি বলিলাম, আমরা হকের উপর ও আমাদের দুশমনগণ বাতিলের উপর নহে কি। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই! আমি বলিলাম, তবে কেন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে হীনতার পরিচয় দিব? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল, আমি তাঁহার নাফরমানী করিতে পারি না। তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি বলিলাম, আপনি কি বলিয়াছিলেন না যে,

আমরা অতিসত্বর বাইতুল্লায় যাইব এবং তওয়াফ করিব? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই! তবে আমি কি বলিয়াছিলাম যে, এই বৎসরই যাইব? হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তুমি অবশ্যই বাইতুল্লায় যাইবে ও উহার তওয়াফ করিবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিলাম এবং বলিলাম, হে আবুবকর, ইনি কি আল্লাহ্র সত্য নবী নহেন? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই! আমি বলিলাম, আমরা হকের উপর ও আমাদের দুশমনগণ বাতিলের উপর নহে কি? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই! আমি বলিলাম, তবে কেন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে হীনতার পরিচয় দিব? তিনি বলিলেন, হে ব্যক্তি! তিনি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল। তিনি তার রবের নাফরমানী করিতে পারেন না। তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। তুমি দৃঢ়ভাবে তাঁহার উটের রেকাব ধরিয়া থাক। আল্লাহ্র কসম, তিনি হকের উপর আছেন। আমি বলিলাম, তিনি কি বলিয়াছিলেন না যে, আমরা বাইতুল্লায় যাইব এবং উহার তওয়াফ করিব? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই! তবে তিনি কি বলিয়াছিলেন যে, তুমি এই বৎসরই যাইবে? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তুমি অবশ্যই বাইতুল্লায় যাইবে এবং উহার তওয়াফ করিবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, পরবর্তীকালে আমি এই বাদানুবাদের কাফফারা স্বরূপ বহু আমল করিয়াছি। (বুখারী)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুদাইবিয়া হইতে ফিরিবার পথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়—

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

অর্থ ঃ যেন আল্লাহ্ পাক আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ রাত্রে আমার উপর এমন একটি আয়াত নাযিল হইয়াছে, যাহা আমার নিকট ভূ–পৃষ্ঠের সকল জিনিস হইতে অধিক প্রিয়। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত সকলকে পড়িয়া শুনাইলেন। সকলে বলিলেন, মোবারক ও সুখময় হউক! হে আল্লাহ্র

নবী, আল্লাহ্ পাক আপনার সহিত যাহা করিবেন তাহা বলিয়া দিয়াছেন। আমাদের সহিত কি করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার উপর পরবর্তী আয়াত নাযিল করিলেন।

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ .... فَوْزًا عَظِيمًا

অর্থ ঃ (আর) যেন আল্লাহ্ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদিগকে দাখিল করে এমন বেহেশতসমূহে যাহার নিম্নদেশ দিয়া নহরসমূহ বহিতে থাকিবে; উহাতে তাহারা সর্বদা অবস্থান করিবে, আর যেন তাহাদের পাপসমূহ মোচন করিয়া দেন, আর ইহা আল্লাহ্র নিকট বিরাট সফলতা।

(সূরা ফাতাহ, আয়াত ৫)(আহমাদ)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই আয়াত—

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে (হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে) আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় প্রদান করিয়াছি।

হুদাইবিয়া হইতে ফিরিবার পথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া–সাল্লামের উপর নাযিল হইয়াছে। সাহাবা (রাঃ)দের ওমরা আদায়ে বাধা সৃষ্টি করা হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়াতে হাদী (কুরবানীর জানোয়ার) জবাই করিলেন। সাহাবা (রাঃ) অতিশয় দুঃখে ভারাক্রান্ত ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উপর এমন একটি আয়াত নাযিল হইয়াছে যাহা আমার নিকট সারা দুনিয়া হইতে অধিক প্রিয়। অতঃপর তিনি إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ হইতে عَزِيزًا পর্যন্ত তেলাওয়াত করিলেন। সাহাবাগণ বলিলেন, মোবারক হউক আপনার জন্য! বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (ইবনে জারীর)

হযরত মুজাম্মে' ইবনে জারিয়া আনসারী (রাঃ) ঐ সকল কারীদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা বিশেষভাবে কুরআন পড়িয়াছেন। তিনি বলেন, আমরা হুদাইবিয়াতে শরীক ছিলাম। হুদাইবিয়া হইতে ফিরিবার পথে দেখিলাম, লোকজন তাহাদের উটগুলিকে দ্রুত হাঁকাইতেছে। ইহা দেখিয়া লোকেরা পস্পর

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কি হইয়াছে? জবাব আসিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হইয়াছে। সুতরাং আমরাও লোকদের সহিত দ্রুত অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরাউল গামীমের নিকট তাঁহার উটের উপর অবস্থান করিতেছেন। লোকজন তাহার নিকট সমবেত হইলে তিনি إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ তেলাওয়াত করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কি বিজয়? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, সেই যাত পাকের কসম, যাহার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ ; ইহা অবশ্যই বিজয়। (আহমাদ)

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, তোমরা বিজয় বলিতে মক্কা বিজয় মনে কর। মক্কা বিজয় অবশ্য একটি বিজয় ছিল। কিন্তু আমরা বিজয় বলিতে হুদাইবিয়ার বাইয়াতে রিদওয়ানকে মনে করি। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা তো হুদাইবিয়ার দিনকেই বিজয় মনে করিতাম। (ইবনে জারীর)

নীল নদীর ঘটনা

কায়েস ইবনে হাজ্জাজ (রহঃ) বর্ণনা করেন, মিসর বিজয়ের পর মিসরবাসী হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট আসিল। তিনি মিসরের আমীর ছিলেন এবং তখন আজমী বুনাহ্ মাস চলিতেছিল। তাহারা জানাইল, এই নীলনদের একটি রীতি আছে। উহা ছাড়া এই নদী প্রবাহিত হয় না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কি? তাহারা উত্তরে বলিল যে, বুনাহ মাসের বার তারিখের পর আমরা একটি অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে খুঁজিয়া তাহার পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া লইয়া আসি এবং তাহাকে যথাসম্ভব অলঙ্কারাদি ও মূল্যবান বস্ত্রাদির দ্বারা সজ্জিত করিয়া নদীতে ফেলিয়া দেই। হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, ইসলামের যুগে ইহা হইতে পারে না। ইসলাম পূর্বেকার সকল অন্যায় রীতিনীতিকে মিটাইয়া দেয়। সুতরাং, তাহারা উহা না করিয়া বুনাহ্ মাসের অপেক্ষা করিল, কিন্তু নীলনদী প্রবাহিত হইল না। অতঃপর তাহারা মিসর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

হযরত আমর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এ বিষয়ে পত্র লিখিলেন। তিনি জবাবে লিখিলেন, তুমি যাহা করিয়াছ ঠিকই করিয়াছ। আমার এই পত্রের ভিতর একটি কাগজের টুকরা পাঠাইলাম, তুমি তাহা নীলনদীতে ফেলিয়া দিও। তিনি শুক্রবার দিন কাগজের টুকরাটি নদীতে ফেলিয়া দিলেন। শনিবার দিন সকালে দেখা গেল যে, আল্লাহ্ তায়ালা এক রাত্রিতেই নীলনদীতে ষোল হাত উঁচু করিয়া পানি প্রবাহিত করিয়া দিলেন এবং মিসরবাসীর সেই পুরাতন রীতিকে আজ পর্যন্তের জন্য চিরতরে বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। বিস্তারিত ঘটনাটি গায়েবী মদদ–এর অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

(তফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আলা (রাঃ)এর সমুদ্র অতিক্রমের ঘটনা

ছাহ্ম ইবনে মিনজাব (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)এর সঙ্গে এক জেহাদে গেলাম। চলিতে চলিতে আমরা 'দারীন'–এ পৌছিলাম। আমাদের ও দুশমনের মাঝখানে সমুদ্র ছিল। হযরত আলা' (রাঃ) বলিলেন—

يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَظِيمُ! إِنَّا عَبِيدُكَ وَفِي سَبِيلِكَ نُقَاتِلُ
عَدُوَّكَ اللّٰهُمَّ فَاجْعَلْ لَنَا إِلَيْهِمْ سَبِيلًا

অর্থ ঃ ইয়া আলীমু, ইয়া হালীমু, ইয়া আলিইউ, ইয়া আযীমু। আমরা আপনারই বান্দা, আপনার রাস্তায় আপনার দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছি। আয় আল্লাহ্! আমাদের জন্য তাহাদের নিকট পৌছিবার রাস্তা করিয়া দিন।

তারপর তিনি আমাদেরকে লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন, আমরাও প্রবেশ করিলাম কিন্তু আমাদের ঘোড়ার নিমদাতেও পানি লাগিল না। আমরা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া দুশমনের নিকটে পৌছিয়া গেলাম। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, কিস্রার গভর্নর ইবনে মুকা'বির আমাদিগকে দেখিয়া বলিল, খোদার কসম, আমরা ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিব

না। এবং নৌকায় চড়িয়া সে ফারেস (পারস্য) চলিয়া গেল। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত সমুদ্র অধীন হইয়া যাওয়া সম্পর্কিত হাদীস পরে আসিতেছে। এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)–এর কাদেসিয়ার যুদ্ধে দাজলা নদী অতিক্রমের ঘটনাও পরে আসিতেছে, যাহাতে হুজ্‌র ইবনে আদি (রাঃ)–এর এই কথাও উল্লেখিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, এই সকল দুশমন পর্যন্ত পৌঁছাইতে তোমাদের সামনে এই দাজলা নদীই বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে? কোন প্রাণী মরিবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তায়ালার লিখিত নির্ধারিত হুকুম আসে।

অতঃপর তিনি নিজের ঘোড়াকে পানির মধ্য দিয়া চালাইয়া দিলেন। তাঁহার দেখাদেখি সকলেই চালাইয়া দিল। যখন দুশমনেরা তাহাদিগকে দেখিল তখন তাহারা 'দানব! দানব!' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল। (আবু নুআঈম)

হযরত তামীম দারী (রাঃ)এর আগুন তাড়ান

মুয়াবিয়া ইবনে হারমাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে আছে—তিনি বলেন, একবার মদীনার প্রস্তর ভূমির দিক হইতে আগুন বাহির হইল। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত তামীম দারী (রাঃ)–এর নিকট আসিয়া বলিলেন, 'এই আগুনকে সামলাও।" তিনি উত্তর করিলেন, "আমীরুল মু'মেনীন! আমি কে? আমার কি যোগ্যতা আছে?" কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অগত্যা তিনি তাঁহার সহিত উঠিলেন এবং আগুনের দিকে চলিলেন ; আমিও তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। হযরত তামীম (রাঃ) আগুনকে এইভাবে হাত দ্বারা ঠেলিতে লাগিলেন। পিছু হঠিতে হঠিতে আগুন গিরিপথে ঢুকিয়া গেল, তিনিও উহার পিছনে পিছনে গিরিপথের ভিতর পর্যন্ত চলিয়া গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিতে লাগিলেন, 'যে ব্যক্তি দেখে নাই সে তাহার সমতুল্য হইতে পারে না যে দেখিয়াছে।' (আবু নুআঈম)

খন্দকের পাথরে আঘাত করিবার ঘটনা ও সুসংবাদ প্রদান

বাহরাইনের আবু সাকিনা কোন এক সাহাবী (রাঃ) হইতে বর্ণনা

করেন—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খন্দক খনন করিতে বলিলেন তখন খন্দকের মধ্যে একটি বড় পাথর দেখা দিল যাহা খনন কাজে বাধা হইয়া দাঁড়াইল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিলেন ও চাদর মোবারক খন্দকের পার্শ্বে রাখিয়া কুড়াল হাতে নিলেন এবং

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهٖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

(অর্থ ঃ তোমার পরওয়ারদেগারের কলেমা সত্য ও ইনসাফের সহিত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কালেমাকে কেহ পরিবর্তন করিতে পারিবে না, তিনি সর্বাধিক শ্রবণকারী ও জ্ঞানী) বলিয়া আঘাত করিলেন। পাথরের এক তৃতীয়াংশ ভাঙ্গিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মত আলো বিচ্ছুরিত হইল। হযরত সালমান (রাঃ) দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিলেন। অতঃপর

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهٖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

বলিয়া দ্বিতীয় বার আঘাত করিলেন। এইবারও এক তৃতীয়াংশ ভাঙ্গিয়া গেল এবং আলো বিচ্ছুরিত হইল। অতঃপর

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهٖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

বলিয়া তৃতীয়বার আঘাত করিলেন। এইবার বাকী তৃতীয়াংশ ভাঙ্গিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া আসিলেন। চাদর মুবারক লইয়া আসিয়া বসিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যখন আঘাত করিলেন প্রতিবারই আমি আলো দেখিতে পাইলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "হে সালমান, তুমি কি তাহা দেখিয়াছ?" তিনি বলিলেন, জ্বী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ যাতে পাকের কসম যিনি আপনাকে হক দিয়া পাঠাইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি যখন প্রথম আঘাত করিলাম, তখন কিসরা ও তার পার্শ্ববর্তী এবং অন্যান্য অনেক শহর আমার সামনে

উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিলাম। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে ঐসকল শহরের উপর বিজয় দান করেন ও তাহাদের আওলাদকে আমাদের জন্য গনীমতে পরিণত করিয়া দেন এবং আমাদের হাতে তাহাদের দেশগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেন। তিনি দোয়া করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি যখন দ্বিতীয় বার আঘাত করিলাম, তখন কায়সার ও তাহার পার্শ্ববর্তী শহরগুলি আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং আমি স্বচক্ষে তাহা দেখিলাম। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে এই সকল শহরের উপর বিজয় দান করেন ও তাহাদের আওলাদকে আমাদের জন্য গনীমতে পরিণত করিয়া দেন এবং তাহাদের দেশগুলিকে আমাদের হাতে ধ্বংস করিয়া দেন। তিনি দোয়া করিলেন। তারপর বলিলেন, যখন আমি তৃতীয়বার আঘাত করিলাম তখন হাবশা ও তাহার আশেপাশের গ্রামগুলি আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাবশাকে নিস্কৃতি দিও যতদিন তাহারা তোমাদিগকে নিস্কৃতি দেয় এবং তুর্কিদের নিস্কৃতি দিও যতদিন তাহারা তোমাদিগকে নিস্কৃতি দেয়। (নাসায়ী)

ইবনে জারীর (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আউফ (রাঃ) হইতে এক হাদীস রেওয়ায়াত করিয়াছেন। উহাতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া হযরত সালমান (রাঃ)এর হাত হইতে কুড়াল লইলেন এবং এত জোরে পাথরের উপর আঘাত করিলেন যে, উহার কিছু অংশ ভাঙ্গিয়া গেল এবং এতবড় আলো বিচ্ছুরিত হইল যে, অন্ধকার রাত্রিতে চেরাগের ন্যায় সমস্ত মদীনা আলোকিত হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ধ্বনির ন্যায় সজোরে তাকবীর দিলেন। মুসলমানগণও তাকবীর দিলেন। তারপর এমনিভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঘাত করিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) ও মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সেই নূরের কথা উল্লেখ করিয়া উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, প্রথম বারে আমার সামনে হীরার মহলগুলি ও

কিসরার শহরগুলি কুকুরের দাঁতের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে জানাইয়াছেন যে, আমার উম্মত এই শহরগুলির উপর জয়লাভ করিবে। দ্বিতীয় বারে রোমের লালবর্ণের মহলগুলি কুকুরের দাঁতের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, আমার উম্মত এই শহরগুলির উপর জয়লাভ করিবে। তৃতীয়বারে সান'আর শহরগুলি কুকুরের দাঁতের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার উম্মত এই শহরগুলির উপর জয়লাভ করিবে। সুতরাং তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। মুসলমানগণ সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন 'আলহামদুলিল্লাহ্, ইহা সত্য ওয়াদা'।

বর্ণনাকারী বলেন, যখন কাফেরদের সৈন্যদল দৃষ্টিগোচর হইল তখন মুমিনীনরা বলিলেন—

هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا

অর্থ ঃ ইহা তাহাই যাহার ওয়াদা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল করিয়াছেন। আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল সত্য ওয়াদা করিয়াছিলেন এবং ইহা তাহাদের ঈমান ও আনুগত্যকে আরও বর্ধিত করিয়া দিল।

মুনাফিকরা বলিল, তিনি ইয়াসরাবে (মদীনায়) বসিয়া হীরার মহল ও কিসরার শহরগুলি দর্শনের এবং তোমাদিগকে সেইগুলি জয়লাভের সংবাদ প্রদান করিতেছেন। অথচ তোমরা খন্দক খনন করিতেছ, প্রকাশ্যে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। তাহাদের সম্পর্কে নিম্নের আয়াত নাযিল হইয়াছে।

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا

অর্থ ঃ যখন মুনাফিকরা ও যাহাদের অন্তর রোগগ্রস্ত তাহারা বলিতেছিল আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল তাহাদের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা ধোকা বৈ কিছুই নহে।

তাবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে একটি দীর্ঘ হাদীস রেওয়ায়াত করিয়াছেন যাহা গায়েবী মদদ–এর অধ্যায়ে আল্লাহর রাস্তায় খানাপিনায় বরকতের বর্ণনায় আসিতেছে। উহাতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দাও, আমিই প্রথম আঘাত করিব। সুতরাং তিনি বিসমিল্লাহ্ বলিয়া আঘাত করিলেন। তাহাতে পাথরের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ একটি টুকরা ভাঙ্গিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—

اللّٰه اكبر قصور الروم ورب الكعبة

(অর্থ ঃ আল্লাহু আকবার, কা'বার রবের কসম, রোমের মহলগুলি!) তারপর আবার আঘাত করিলেন। এইবারও একটুকরা ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—

اللّٰه اكبر قصور فارس ورب الكعبة

(অর্থ ঃ আল্লাহু আকবার, কা'বার রবের কসম, পারস্যের মহলগুলি)। তখন মোনাফেকরা বলিল, আমরা খন্দক খনন করিতেছি আর তিনি আমাদিগকে রোম পারস্যের মহলের ওয়াদা করিতেছেন!

সাহাবাদের বিভিন্ন উক্তি

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)এর বিষপানে কোন ক্রিয়া না করা ও তাহার এই উক্তি যে, "কোন প্রাণী ততক্ষণ মরে না যতক্ষণ না তাহার মৃত্যুর সময় আসে।" এবং হীরাবাসী খৃষ্টান নেতা—আমর ইবনে আবদে মাসীহ এর এই উক্তি যে, "হে আরববাসী, তোমরা যাহা চাহিতেছ তাহা অবশ্যই অর্জন করিতে পারিবে, যতদিন তোমাদের মধ্যে এ যুগের (অর্থাৎ সাহাবাদের) একজনও অবশিষ্ট থাকিবেন। এবং হীরাবাসীদের উদ্দেশ্যে তাহার এই উক্তি যে, আমি অদ্যকার ন্যায় মনোযোগ দানের উপযুক্ত অতি পরিষ্কার কোন বিষয় আর কখনও দেখি নাই, এই সকল বিস্তারিত রেওয়ায়াত গায়েবী মদদ–এর অধ্যায়ে আসিতেছে।

'গায়েবী মদদ ও নুসরাত'–এর বর্ণনায় হযরত সাবেত ইবনে আক্বরাম (রাঃ)এর উক্তি আসিতেছে। তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি মনে হয় শত্রুসংখ্যা অনেক বেশী দেখিতেছ। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আমি বলিলাম, জ্বী হাঁ।' তিনি বলিলেন, 'তুমি বদরের যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলে না? আমরা সংখ্যাধিক্যের দ্বারা কখনো জয়লাভ করি না।' হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)এর উক্তিও আসিতেছে, যখন কেহ বলিল, রোমীয়রা সংখ্যায় কত বেশী আর মুসলমানগণ সংখ্যায় কত কম! তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, রোমীয়রা কত কম, মুসলমানগণ কত বেশী! লোকসংখ্যা দ্বারা নহে বরং আল্লাহ্‌র নুসরাত ও জয়লাভের দ্বারাই সৈন্যসংখ্যার আধিক্য প্রমাণিত হয় এবং পরাজয় ও গ্লানির দ্বারাই সৈন্যসংখ্যা কম বলিয়া প্রমাণিত হয়। খোদার ক্বসম, আমার মনে এরূপ আগ্রহ জাগে যে, আমি আমার গদিবিহীন আশকার ঘোড়ায় আরোহন করি আর শত্রুসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)এর নিকট হযরত আবু বকর (রাঃ)এর চিঠি সম্পর্কিত বর্ণনাও সামনে আসিতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, 'আম্মা বা'দ, তোমার চিঠি আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। তুমি তাহাতে রোমীয়দের অধিক পরিমাণে সৈন্য সমাবেশের কথা লিখিয়াছ। আল্লাহ্ তায়ালা তাহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমাদেরকে কখনো অধিক অস্ত্রশস্ত্র ও অধিক সৈন্যসংখ্যার দ্বারা সাহায্য করেন নাই, বরং আমরা তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জেহাদে যাইতাম, অথচ আমাদের নিকট দুইটাই ঘোড়া থাকিত অথবা একই উটের উপর পালাক্রমে চড়িয়া চলিতাম। ওহুদের যুদ্ধে আমাদের নিকট শুধু একটাই ঘোড়া ছিল, যাহাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই আরোহন করিতেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন ও বিজয় দান করিয়াছেন।'

হযরত উসামা (রাঃ)এর লশকর পরিচালনায় হযরত আবু বকর (রাঃ) কি করিয়াছিলেন তাহাও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। যখন চারিদিক হইতে সমস্ত আরব ভাঙ্গিয়া পড়িল। গোটা আরব জাহান দ্বীন ইসলামকে ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়া গেল। মুনাফিকরা আত্মপ্রকাশ করিতে শুরু করিল এবং ইহুদী

ও খৃষ্টানরা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। আর মুসলমানরা একদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারাইয়াছে অপরদিকে তাহারা সংখ্যায় কম ও শত্রুসংখ্যা বেশী হওয়াতে তাহাদের অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া পড়িল, যেমন শীতের রাত্রিতে বৃষ্টিভেজা বকরীর পালের হইয়া থাকে। সকলেই পরামর্শ দিলেন, হযরত উসামার (রাঃ) লশকরকে না পাঠানো হউক। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) যিনি সবার অপেক্ষা বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন, বলিলেন, "আমি সেই লশকরকে আটকাইব যাহাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা করিয়াছেন! তবে ইহা অনেক বড় কাজের উপর আমার দুঃসাহসিকতা হইবে। সেই যাতে পাকের কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে লশকরকে রওয়ানা করিয়াছেন উহাকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে গোটা আরব আমার উপর আক্রমণ করিয়া বসে, ইহা আমার নিকট অধিক প্রিয়। হে উসামা, তুমি তোমার লশকরকে লইয়া সেই দিকে রওয়ানা হইয়া যাও যেইদিকে তোমাকে হুকুম করা হইয়াছে। এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতা ও ফিলিস্তিনের দিকে যেখানে জেহাদ করিতে হুকুম করিয়াছেন সেইখানে যাইয়া জেহাদ কর। তুমি যাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছ তাহাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট।

পূর্বে মুতার যুদ্ধের বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর এই উক্তি উল্লেখিত হইয়াছে যে, যখন দুই লক্ষ শত্রু সৈন্য একত্র হইল তখন তিনি বলিলেন, হে আমার কাওম! তোমরা যাহাকে এখন ভয় করিতেছ সেই শাহাদাতের অন্বেষণেই তো তোমরা বাহির হইয়াছিলে। আমরা অস্ত্রসম্ভার অথবা শক্তি ও সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করি না। আমরা সেই দ্বীন–ঈমানের খাতিরে যুদ্ধ করি যাহার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন। চল, দুই লাভের একটা অনিবার্য। হয় বিজয়, না হয় শাহাদাত। সবাই বলিল, খোদার কসম, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সত্য কথাই বলিয়াছেন।

উল্লেখিত বিষয়ের উপর সাহাবাদের এই ধরনের বহু ঘটনা এই কিতাবে, হাদীসে এবং সীরাত ও মাগাজীর কিতাবে বিক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা বেশী লিখিয়া কিতাবকে দীর্ঘ করিতে চাহিনা।

ঈমানের হাকীকাত ও পূর্ণতা

হারেস ইবনে মালেক (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাইয়া দেখিলেন, হযরত হারেস ইবনে মালেক (রাঃ) শুইয়া আছেন। তিনি তাহাকে পা দ্বারা হরকত দিলেন এবং বলিলেন, "মাথা উঠাও !" তিনি মাথা উঠাইয়া বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে হারেস ইবনে মালেক, কিরূপে সকাল করিয়াছ? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!সত্যিকার মুমিন রূপে আমার সকাল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রত্যেক কথার তাৎপর্য থাকে, তোমার এই কথার তাৎপর্য কি? তিনি বলিলেন, আমি দুনিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, সারাদিন রোযা রাখিয়াছি, সারারাত্রি জাগিয়াছি। আমার অবস্থা এমন, যেন আমি আমার পরওয়াদিগারের আরশ দেখিতেছি এবং বেহেশতীদেরকে যেন দেখিতেছি, তাহারা কিরূপ আনন্দের সহিত পরস্পর সাক্ষাৎ করিতেছেন, আর দোযখীদেরকে যেন দেখিতেছি তাহারা কিরূপ চীৎকার করিতেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি এমন ব্যক্তি যাহার অন্তরকে আল্লাহ্ তায়ালা নূরান্বিত করিয়া দিয়াছেন। তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, অতএব ইহাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক। (ইবনে আসাকির)

আসকারী হইতেও অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে সাহাবীর নাম হারেসাহ ইবনে নো'মান (রাঃ) উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং আরও বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি বাসীরাত অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছ, মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক। তারপর বলিলেন, তুমি এমন বান্দা যাহার অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা ঈমান দ্বারা নূরান্বিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য শাহাদাতের দোয়া করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য দোয়া করিলেন। সুতরাং একদিন যখন ঘোষণা হইল, হে আল্লাহর ঘোড় সওয়ারগণ, সওয়ার হও। তখন দেখা গেল, ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঘোড়সওয়ার ছিলেন। এবং তিনিই সর্বপ্রথম

ঘোড়সওয়ার যিনি শহীদ হইলেন। (মুনতাখাবে কান্‌য)

ইবনে নাজ্জার ও হযরত আনাস (রাঃ) হইতেও উক্ত হাদীস রেওয়ায়াত করা হইয়াছে, তবে উহাতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাইতেছিলেন, সম্মুখে একজন আনসারী যুবকের সহিত দেখা হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি কিরূপে সকাল করিয়াছ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি সত্যিকার ঈমান লইয়া সকাল করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কি বলিতেছ, ভাবিয়া দেখ। প্রত্যেক কথার মর্মার্থ থাকে, তোমার কথার মর্মার্থ কি? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বাকি অংশটুকু উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (মুনতাখাব)

হযরত মুআয (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইলেন। তিনি বলিলেন, 'হে মুআয, তুমি কিরূপে সকাল করিয়াছ?' হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, 'আমি মুমিন অবস্থায় সকাল করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রত্যেক কথার অর্থ থাকে এবং প্রত্যেক হক্কের হাক্বীক্বত থাকে। তুমি যাহা বলিতেছ তাহার অর্থ কি? তিনি বলিলেন, আমি সর্বদাই সকালে মনে করি বিকাল পর্যন্ত বাঁচিব না এবং বিকালে মনে করি সকাল পর্যন্ত বাঁচিব না। প্রতি কদমেই মনে করি দ্বিতীয় কদম উঠাইবার সময় বুঝি পাইব না। আর আমি যেন দেখিতেছি, (কেয়ামতের ময়দানে) সমস্ত উম্মাত হাঁটু গাড়িয়া অপেক্ষা করিতেছে, আর তাহারা দুনিয়াতে যে সকল মূর্তির পূঁজা ও এবাদত করিয়াছে ঐসকল মূর্তিসহ তাহাদিগকে আমলনামার দিকে ডাকা হইতেছে। আর আমি যেন দোযখীদের শাস্তি ও বেহেশতীদের পুরস্কার দেখিতেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাকে মজবুতভাবে ধরিয়া থাক।' (আবু নুআঈম)

হযরত সুওয়াইদ (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণের ঘটনা

দাওয়াতের অধ্যায়ে হযরত সুওয়াইদ ইবনে হারেস (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, আমার কাওমের সাত জনের মধ্যে আমি সপ্তম ছিলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার সহিত কথা বলিলাম, তিনি আমাদের অবস্থা ও পোশাকাদি দেখিয়া খুবই পছন্দ করিলেন এবং বলিলেন, 'তোমরা কাহারা?' আমরা বলিলাম, 'আমরা মুমেনীন।' তিনি বলিলেন, প্রত্যেক কথার তাৎপর্য থাকে। তোমাদের কথা ও ঈমানের তাৎপর্য কি? হযরত সুওয়াইদ (রাঃ) বলেন, আমরা বলিলাম, পনেরটি আদত বা অভ্যাস। তন্মধ্যে পাঁচটি—যাহার প্রতি আপনার প্রেরিত প্রতিনিধিগণ আমাদিগকে ঈমান আনিতে আদেশ করিয়াছেন। পাঁচটি আমল—যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন। আর পাঁচটি আখলাক বা চারিত্রিক বিষয়—যাহা জাহেলিয়াতের যুগ হইতে আমাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে, এবং আমরা এখনো উহার উপর অবিচল আছি। অবশ্য তন্মধ্যে যদি কোনটা আপনি অপছন্দ করেন তবে উহা পরিত্যাগ করিব। অতঃপর উক্ত হাদীসে এক এক করিয়া আল্লাহ তায়ালা, তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার কিতাবসমূহ, তাঁহার রাসূলগণ ও ভাল-মন্দ তাক্দীরের উপর ঈমান স্থাপন এবং ইসলামের (পাঁচ) রোকন ও (পাঁচটি) ভাল আখলাকের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।

এক মোনাফেকের তওবার ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়া ছিলাম। এমন সময় বনু হারেসার হযরত হারমালা ইবনে যায়েদ (রাঃ) আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিলেন এবং বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান এইখানে, এবং হাত দ্বারা জিহ্বার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। আর নেফাক্ব এইখানে এবং হাত দ্বারা বুকের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। আল্লাহর জিকির খুব কম করা হয়।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি আবার বলিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার

জিহ্বার পার্শ্ব ধরিয়া বলিলেন, 'আয় আল্লাহ! তাহাকে সত্যবাদী জিহ্বা ও শোকরগুজার দিল্ দান কর। তাহার অন্তরে আমার এবং যে আমাকে ভালবাসে তাহার মহব্বত দান কর। এবং তাহার সকল কাজকে ভাল করিয়া দাও।' হযরত হারমালা (রাঃ) বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার আরও মোনাফেক সঙ্গী আছে, যাহাদের আমি সরদার ছিলাম। তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিব কি?' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে (স্বেচ্ছায়) আমাদের নিকট আসিবে আমরা তাহার জন্য ইস্তেগ্ফার করিব, যেমন তোমার জন্য করিয়াছি। এবং যে না আসিবে তাহার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। (আবু নুআঈম)

আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের প্রতি ঈমান

অধিক পরিমাণে সূরা এখলাস পাঠ করার ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এক জামাতের আমীর করিয়া পাঠাইলেন। তিনি নিজের সাথীদের নামায পড়াইতেন। এবং প্রত্যেক নামায কুলহুআল্লা শরীফ দ্বারা শেষ করিতেন। তাহারা ফিরিয়া আসার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহার আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, কেন এমন করিত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, যেহেতু এই সূরায় রহমানের অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সিফাত ও গুণ বর্ণিত হইয়াছে সেইজন্য আমি এই সূরা পড়িতে ভালবাসি।রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে বলিয়া দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালাও তাহাকে ভালবাসেন। (বাইহাক্বী)

এক ইহুদী আলেমের ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এক ইহুদি আলেম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া মুহাম্মাদ, অথবা ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আসমানকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত জমীনকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত পাহাড় ও গাছপালা এক আঙ্গুলে,

সমস্ত পানি ও মাটি এক আঙ্গুলে ও বাকি সমস্ত মাখলুক এক আঙ্গুলে লইয়া নাড়াইবেন এবং বলিবেন, আমিই বাদশাহ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথার সত্যতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার দাঁত মুবারক দেখা গেল। অতঃপর কুরআনে পাকের নিম্নোক্ত আয়াত পড়িলেন—

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ ঃ তাহারা আল্লাহ তায়ালার যেমন কদর করার ছিল তেমন কদর করিল না অথচ তাঁহার মর্যাদা এত বড় যে, কেয়ামতের দিন সমস্ত যমীন তাহার হাতের মুঠায় থাকিবে। (বাইহাক্বী)

কেয়ামতের দিন সম্পর্কে হাদীস

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কাফেরদিগকে কেয়ামতের দিন তাহাদের চেহারার উপর উল্টা করিয়া কিরূপে উঠানো হইবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যেই যাত দুনিয়াতে তাহাদেরকে পায়ের উপর (সোজা করিয়া) চালাইয়াছেন তিনি কিয়ামতের দিন তাহাদেরকে উল্টা করিয়া চালাইবারও ক্ষমতা রাখেন। (বাইহাক্বী)

হোযাইফা ইবনে উসায়েদ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু যার (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে গিফার গোত্র! কথা বল, কিন্তু কসম খাইও না। সাদেকে মাসদুক অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, লোকদিগকে (কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে) তিন দলে বিভক্ত করিয়া একত্রিত করা হইবে। একদল সওয়ার হইয়া খাইয়া পরিয়া চলিবে। একদল পায়ে হাঁটিয়া, দৌড়াইয়া চলিবে। একদলকে ফেরেশতাগণ তাহাদের চেহারার উপর উল্টা করিয়া টানিতে থাকিবে ও জাহান্নামের নিকট একত্রিত করিবে। কেহ বলিলেন, দুই দলকে তো চিনিলাম, কিন্তু যাহারা পায়ে হাঁটিয়া, দৌড়াইয়া চলিবে তাহাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেয়ামত যখন অতি সন্নিকটে হইবে তখন আল্লাহ

তায়ালা আরোহনের সমস্ত জানোয়ারের উপর আপদ নাযিল করিবেন এবং কোন সওয়ারী বাকি থাকিবে না। কেহ তাহার অতি পছন্দনীয় মূল্যবান বাগানের বিনিময়েও একটি বৃদ্ধ হাওদাহযুক্ত উট খরিদ করিতে চাহিবে, কিন্তু পারিবে না। (আহমাদ)

একটি স্বপ্ন ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নির্দেশ

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সৎ ভাই তোফায়েল ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন— একদল নাসারার সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা খুবই ভাল লোক, শুধু যদি তোমরা হযরত ঈসা (আঃ)কে খোদার বেটা না বলিতে। তাহারা বলিল, তোমরাও খুবই ভাল লোক যদি তোমরা— 'আল্লাহ যাহা চাহেন মোহাম্মদ (সঃ) যাহা চাহেন' না বলিতে। তারপর একদল ইহুদীর সহিত তাহার দেখা হইল। তিনি বলিলেন, তোমরা খুবই ভাল লোক, শুধু যদি তোমরা হযরত উযায়ের (আঃ)কে আল্লাহর বেটা না বলিতে। তাহারা বলিল, তোমরাও খুবই ভাল লোক যদি তোমরা— 'আল্লাহ যাহা চাহেন ও মোহাম্মাদ (সঃ) যাহা চাহেন' না বলিতে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া স্বপ্ন শুনাইলেন। তিনি বলিলেন, তুমি কি ইতিপূর্বে এই কথা আর কাহাকেও জানাইয়াছ? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামদ ও সানা পড়িয়া বলিলেন, তোমাদের ভাই এক স্বপ্ন দেখিয়াছে যাহা তোমরা শুনিয়াছ। সুতরাং তোমরা এইরূপ বলিও না বরং বল— আল্লাহ যাহা চাহেন, তিনি এক, তাঁহার সহিত কেহ শরীক নাই।

অপর একটি স্বপ্নের ঘটনা

হযরত হোযাইফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন একজন মুসলমান স্বপ্নে দেখিলেন যে, আহলে কিতাবের এক ব্যক্তির সহিত তাহার দেখা হইয়াছে। সে বলিল, তোমরা খুবই ভাল লোক যদি তোমরা শিরক না করিতে। কেননা তোমরা বলিয়া থাক— আল্লাহ ও মোহাম্মাদ (সঃ) যাহা চাহেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহা শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য ইহা আগেও অপছন্দ করিতাম। তোমরা এইরকম বল, আল্লাহ যাহা চাহিয়াছেন, তারপর অমুক চাহিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া কোন কাজের ব্যাপারে কথা বলিতেছিল। সে বলিল,'আল্লাহ ও আপনি যাহা চাহেন।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আমাকে আল্লাহ পাকের সমকক্ষ বানাইয়া দিলে! বরং বল, আল্লাহ পাক একাই যাহা চাহেন। (বাইহাকী)

এক ইহুদীর প্রশ্ন ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর জবাব

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, এক ইহুদী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া মাশীয়াত (এরাদা ও ইচ্ছা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, মাশীআত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। সে বলিল, আমি যখন দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি, দাঁড়াই। তিনি বলিলেন, আল্লাহই চাহিয়াছেন যে, তুমি দাঁড়াও। সে বলিল, আমি যখন বসিতে ইচ্ছা করি, বসিয়া যাই। তিনি বলিলেন, আল্লাহই চাহিয়াছেন তুমি বস। সে বলিল, আমি যদি এই খেজুর গাছটি কাটিতে ইচ্ছা করি, কাটিয়া ফেলি। তিনি বলিলেন, আল্লাহই ইচ্ছা করিয়াছেন তুমি উহা কাটিয়া ফেল। সে বলিল, আমি যদি উহা কাটিতে ইচ্ছা না করি তবে কাটি না। তিনি বলিলেন, আল্লাহরই ইচ্ছা হইল যে, তুমি উহা কাটিবে না। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসিলেন এবং বলিলেন, আপনাকে আপনার যুক্তি এমনিভাবে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে তাহার যুক্তি শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এই বিষয়েই কুরআনে পাক নাযিল হইয়াছে ঃ

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ

اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ

অর্থ ঃ যে খেজুর বৃক্ষগুলি তোমরা কাটিয়া ফেলিয়াছ অথবা যেগুলিকে উহাদের শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দিয়াছ (উভয়েই) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ীই সম্পন্ন হইয়াছে যেন তিনি অবাধ্যদিগকে লাঞ্ছিত করেন। (বাইহাকী)

ফজরের নামায কাজা হওয়ার ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়া হইতে ফিরিবার সময় শেষ রাত্রে এক জায়গায় আরাম করিতে নামিলেন এবং বলিলেন, কে আমাদিগকে পাহারা দিবে? হযরত আবদুল্লাহ বলিলেন,'আমি,আমি।' তিনি দুই বা তিনবার বলিলেন, তুমি! অর্থাৎ তুমি তো ঘুমাইয়া পড়িবে। তারপর আবার বলিলেন, আচ্ছা তুমিই পাহারা দাও। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, আমি পাহারা দিতে লাগিলাম, কিন্তু সকাল হওয়ার কিছু পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই আমাকে পাইয়া বসিল, অর্থাৎ ঘুমাইয়া পড়িলাম। এবং সূর্যের তাপ পিঠে লাগিবার পর জাগিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া অযূ ইত্যাদি যেমন করিয়া থাকেন করিলেন। এবং ফজরের নামায আদায় করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা যদি চাহিতেন তোমরা ঘুমাইয়া পড়িতে না। কিন্তু তিনি তোমাদের পরবর্তী লোকদের জন্য একটি সুন্নাত (নিয়ম) জারি করিতে চাহিলেন, কাজেই যদি কেহ ঘুমাইয়া পড়ে অথবা ভুলিয়া যায় তবে সে এই রকমই করিবে।

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে অযুর পাত্র সম্পর্কিত হাদীসে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন ইচ্ছা করিয়াছেন তোমাদের রূহগুলিকে নিয়া গিয়াছেন এবং যখন ইচ্ছা করিয়াছেন ফিরাইয়া দিয়াছেন। তারপর সাহাবায়ে কেরাম অযূ ইস্তেঞ্জা হইতে ফারেগ হইয়া সূর্য পরিস্কার হওয়ার পর নামায পড়িলেন। (বাইহাকী)

এক ইহুদীর প্রশ্ন ও হযরত ওমর (রাঃ)এর জবাব

তারেক ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, এক ইহুদী হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

অর্থাৎ এমন জান্নাত যাহার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের সমান। তবে বলুন, দোযখ কোথায়? হযরত ওমর (রাঃ) সাহাবায়ে কেরামদিগকে বলিলেন, তোমরা তাহার উত্তর দাও। কেহ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, আচ্ছা বল, যখন রাত্র সমস্ত যমীনের বুকে ছাইয়া যায় তখন দিন কোথায় থাকে? সে বলিল, আল্লাহ যেখানে চাহেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তেমনি দোযখ সেখানে আছে যেখানে আল্লাহ চাহেন। ইহুদী বলিল, ঐ যাতে পাকের কসম যাহার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, আমীরুল মুমেনীন! আপনি যেমন উত্তর দিয়াছেন ঠিক এরকমই আল্লাহর নাযিল করা কিতাবে (তাওরাতে) উল্লেখ আছে। (কান্‌য)

হযরত আলী (রাঃ)এর একটি ঘটনা

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কেহ তাহাকে বলিল, এখানে একজন লোক আছে যে আল্লাহপাকের মাশীআত সম্পর্কে কথা বলে। হযরত আলী (রাঃ) উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দা! বল, আল্লাহ পাক তোমাকে তিনি যেমন চাহিয়াছেন সৃষ্টি করিয়াছেন, না তুমি যেমন চাহিয়াছ? সে বলিল, তিনি যেমন চাহিয়াছেন। আলী (রাঃ) বলিলেন, তিনি যখন ইচ্ছা করেন তোমাকে অসুস্থ করেন, না তুমি যখন ইচ্ছা কর? সে বলিল, তিনি যখন ইচ্ছা করেন। বলিলেন, তিনি যখন ইচ্ছা করেন রোগ হইতে মুক্তি দান করেন,না তুমি যখন ইচ্ছা কর? সে বলিল, তিনি যখন ইচ্ছা করেন। বলিলেন, তিনি তোমাকে যেখানে ইচ্ছা প্রবেশ করাইবেন না তুমি যেখানে ইচ্ছা প্রবেশ করিবে। সে বলিল, তিনি যেখানে ইচ্ছা করিবেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, যদি তুমি অন্য কোন জবাব

দিতে তবে তলওয়ার দ্বারা তোমার ঐ অঙ্গকে উড়াইয়া দিতাম যেখানে তোমার চক্ষুদ্বয় আছে। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

দিলের অবস্থা যাহা নেফাক নহে

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যখন আপনার নিকট থাকি তখন আমাদের দিলের অবস্থা এক রকম থাকে (অর্থাৎ দিল নরম ও আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকে)। আর যখন আপনার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাই তখন দিলের অবস্থা অন্যরকম হয় (অর্থাৎ দিল কঠিন ও গাফেল হইয়া যায়)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের পরওয়ারদেগারের সাথে তোমাদের সম্পর্ক কিরূপ থাকে? তাঁহারা বলিলেন, আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায়ই আমাদের রব মনে করি। তিনি বলিলেন, তবে উহা নেফাক নহে। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

হিসাব সম্পর্কে একটি ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কেয়ামতের দিন মাখলুকের হিসাব কে নিবেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহ আয্যা ও জাল্লা। সে বলিল, রাব্বে কা'বার কসম, তবে তো নাজাত পাইয়া গিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কিরূপে? সে বলিল, মেহেরবান যখন আয়ত্বে পান মাফ করিয়া দেন। (কান্য)

হযরত মুআয (রাঃ)এর ঘটনা

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)কে বনি কিলাব নামক গোত্রের নিকট সদকা ও যাকাত উসুল করিবার জন্য পাঠাইলেন। তিনি তাহা উসুল করিয়া তাহাদেরই গরীব–গোরাবাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন, কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। এমনকি তিনি

ঘর হইতে যে কম্বল লইয়া বাহির হইয়াছিলেন উহাই কাঁধে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিলেন, অন্যান্যরা যেমন তাহাদের পরিবার–পরিজনের জন্য হাদিয়া ইত্যাদি আনিয়া থাকে আপনি আমাদের জন্য যাহা আনিয়াছেন তাহা কোথায়? তিনি বলিলেন, আমার সহিত একজন পর্যবেক্ষক ছিল (যদ্দরুন কিছু আনিতে পারি নাই)। স্ত্রী বলিলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আমীন (আমানতদার) হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আর ওমর (রাঃ) (অবিশ্বাস করিয়া) আপনার সহিত পর্যবেক্ষক পাঠাইয়াছে! তাহার স্ত্রী এই কথা অন্যান্য মেয়েদের সহিত আলোচনা করিলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে সমালোচনা করিলেন। এই কথা হযরত ওমর (রাঃ)এর কানে পৌছিল। তিনি হযরত মুআয (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, আমি কি পর্যবেক্ষণের জন্য তোমার সহিত লোক পাঠাইয়াছিলাম? হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহার নিকট ওজর করিবার মত আর কিছু না পাইয়া এই কথা বলিয়াছি। তিনি ইহা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও তাহাকে কিছু দিয়া বলিলেন, যাও ইহা দ্বারা তাহাকে রাজি করিয়া লও। ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাঃ) পর্যবেক্ষক বলিতে আল্লাহ তায়ালাকে বুঝাইয়াছেন। (আর তাহার স্ত্রী বুঝিয়াছেন কোন মানুষ)। (কান্‌য)

হযরত সা'লাবা (রাঃ)এর হাদীস

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যাহার শ্রবণশক্তি সমস্ত আওয়াজকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন সেই মেয়েলোকটি আসিয়া নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতেছিল তখন আমিও ঘরের এক কোণে ছিলাম, আমি তাহার সকল কথা শুনিতেছিলাম না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করিলেন—

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْ إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ

يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ ঐ স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়াছেন, যে স্বীয় স্বামীর ব্যাপারে আপনার নিকট বাদানুবাদ করিতেছিল এবং আল্লাহর সমীপে অভিযোগ করিতেছিল, আর আল্লাহ্ তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শ্রবণ করিতে ছিলেন, আল্লাহ সব শুনেন সব দেখেন।

অন্য রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, বড় বরকতওয়ালা ঐ যাতেপাক যাহার শ্রবণশক্তি সমস্ত জিনিসকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। আমি খাওলা বিনতে সা'লাবার কথা শুনিতেছিলাম, অবশ্য তাহার অনেক কথা শুনিতে পাই নাই। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতেছিল এবং বলিতেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সমস্ত মাল খাইয়া শেষ করিয়াছে, আমার যৌবন শেষ করিয়াছে, আমার পেট তাহার জন্য সন্তান দিয়াছে। এখন যখন আমার বয়স হইয়াছে, সন্তান সম্ভাবনা শেষ হইয়া গিয়াছে তখন সে আমার সহিত (তুমি আমার জন্য মাতৃতুল্য হারাম বলিয়া) জেহার করিয়াছে। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট নালিশ করিলাম। তৎক্ষণাৎ জিবরাঈল (আঃ) এই আয়াত লইয়া অবতীর্ণ হইলেন—

قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাহার স্বামীর নাম আওস ইবনে সামেত (রাঃ) ছিল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বিভিন্ন উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে লোকসকল, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মাবুদ হইয়া থাকেন, যাহার তোমরা এবাদত করিতে, তবে তিনি মরিয়া গিয়াছেন। আর যদি তোমাদের মাবুদ তিনি হইয়া থাকেন

যিনি আসমানে আছেন, তবে জানিয়া রাখ, তোমাদের মাবুদ অবশ্যই মরেন নাই। তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

অর্থ ঃ আর মোহাম্মাদ তো শুধু রসূলই। তাঁহার পূর্বে আরও অনেক রসূল অতীত হইয়াছেন। (কান্‌য)

পূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফতের উপর সাহাবায়ে কেরামগণের একমত হওয়ার বর্ণনায় তাহার খোত্‌বা সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। তিনি আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করিয়াছেন, তাঁহার হুকুমকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও আল্লার রিসালাত ও পয়গামকে পৌঁছাইয়াছেন এবং আল্লার রাস্তায় জেহাদ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে উহার উপর মৃত্যু দান করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে রাস্তায় উঠাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এখন যে ব্যক্তি ধ্বংস হইবে সে দলিল ও শিফা পাইয়াও ধ্বংস হইবে। যে আল্লাহকে নিজের রব বানাইয়াছে, জানিয়া রাখ, আল্লাহ জীবিত, মরিবেন না। আর যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবাদত করিয়াছে এবং তাহাকে মাবুদ বানাইয়াছে, জানিয়া রাখ, তাহার মাবুদ খতম হইয়া গিয়াছে। হে লোকসকল! আল্লাহকে ভয় কর। আপন দ্বীনকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক এবং তোমাদের পরওয়ারদিগারের উপর ভরসা কর। কারণ আল্লাহর দ্বীন কায়েম থাকিবে। তাহার কলেমা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাহার সাহায্য করিবেন যে তাহাকে সাহায্য করিবে। এবং তিনি তাহার দ্বীনকে উন্নত করিবেন। আল্লাহর কিতাব আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। উহার মধ্যে নূর এবং শিফা রহিয়াছে। উহার দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। উহার মধ্যে হালাল–হারাম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। খোদার কসম, আল্লাহর মাখলুকের মধ্য হইতে যে কেহ আমাদের উপর হামলা করিবে আমরা তাহার পরওয়া করিব না। আল্লাহর তলোয়ার আজও উত্তোলিত, আমরা এখনও উহা নামাই নাই। যাহারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাদের সহিত অবশ্যই

জেহাদ করিব, যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকাকালীন করিয়াছি।

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আলকামা (রাঃ) তাহার মাতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একজন মেয়েলোক হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের নিকট সুস্থাবস্থায় নামায শুরু করিল এবং সেজদায় যাইয়া আর মাথা উঠাইল না, ঐ অবস্থায়ই মারা গেল। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি হায়াত দান করেন ও মউত দান করেন। আমার জন্য এই মৃত্যুতে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)এর মৃত্যুর ব্যাপারে যথেষ্ট শিক্ষণীয় জিনিস রহিয়াছে। তিনি কায়লুলার জন্য নিজের বিছানায় শুইয়াছিলেন। লোকেরা যখন জাগাইতে গেল দেখিল, তিনি মারা গিয়াছেন। তাহার এই ধরনের মৃত্যুতে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, হয়ত বা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে জীবিতাবস্থায়ই দ্রুত দাফন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই মেয়েলোকটির মৃত্যুতে তাহার শিক্ষালাভ হইল এবং তাহার সেই সন্দেহও দূর হইয়া গেল। (হাকেম)

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতাদের সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর ঈমানী উক্তি

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক বৃষ্টির ফোটা নির্ধারিত ফেরেশতার মাধ্যমে পড়ে। কিন্তু যেদিন নূহ (আঃ)এর কাওমের প্রতি আযাব হিসাবে নাযিল হইয়াছিল সেদিন পানিকে সরাসরি হুকুম দেওয়া হইয়াছিল এবং সেদিন পানি ফেরেশতার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। উহাকেই কোরান পাকে বলা হইয়াছে—

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ

অর্থাৎ যখন পানি আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল।

এমনিভাবে বাতাস নির্ধারিত পরিমাণে ফেরেশতার হাতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু কাওমে আ'দের আযাবের দিন বাতাসকে সরাসরি হুকুম দেওয়া হইয়াছিল এবং বাতাস ফেরেশতার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। ইহাই এই আয়াতের অর্থ।

بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ

অর্থ ঃ আর আ'দ সম্প্রদায়—তাহাদিগকে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ ফেরেশতাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। (কান্য)

হযরত সালমান (রাঃ)এর উক্তি

হযরত সালমান (রাঃ)এর স্ত্রী বুকাইরাহ বলেন, যখন হযরত সালমান (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় হইল তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন। তিনি তাহার ঘরের উপরতলায় শুইয়াছিলেন, যাহার চারটি দরজা ছিল। আমাকে বলিলেন, হে বুকাইরাহ, দরজাগুলি খুলিয়া দাও। আজ আমার নিকট কিছু সাক্ষাৎকারী আসিবে ; জানিনা, তাহারা কোন্ দরজা দিয়া প্রবেশ করিবেন। অতঃপর নিজের কিছু মিশ্ক ছিল তাহা আনাইয়া বলিলেন, এইগুলি একটি পাত্রে গোল। আমি তাহাই করিলাম। তিনি বলিলেন, এইগুলি আমার বিছানার চারিপার্শ্বে ছিটাইয়া দাও এবং তুমি নীচে যাইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, তারপর আসিয়া দেখিও আমাকে বিছানার উপর পাইবে। কিছুক্ষণ পর আমি যাইয়া দেখিলাম, তাহার রুহ বাহির হইয়া গিয়াছে এবং তিনি যেন নিজের বিছানায় ঘুমাইয়া আছেন।

শা'বী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত সালমান (রাঃ) মৃত্যুর সন্নিকট হইলে স্ত্রীকে বলিলেন, আমার যে আমানত তোমার নিকট রাখিয়াছিলাম, আনিয়া দাও। তাহার স্ত্রী বলেন, মিশ্কের একটি থলি আনিয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, একপেয়ালা পানি আন। অতঃপর তিনি উহার মধ্যে মিশ্ক গুলিলেন। এবং হাত দিয়া গুলিয়া বলিলেন, এইগুলি আমার চারিপাশে ছিটাইয়া দাও। আমার নিকট আল্লাহর কিছু মাখলুক আসিবে, তাহারা ইহার খুশবু পাইবে। তাহারা

খাদ্য খায়না। তারপর তুমি দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নীচে চলিয়া যাও। তাহার স্ত্রী বলেন, আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম এবং কিছু অস্পষ্ট আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পর উপরে যাইয়া দেখিলাম, তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আজ রাত্রে আমার নিকট কিছু ফেরেশতা আসিবেন। তাঁহারা ইহার সুগন্ধ পাইবেন, তাঁহারা খাদ্য খান না। এই অধ্যায়ের আরো কিছু ঘটনা গায়েবী মদদের অধ্যায়ে ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য–এর বর্ণনায় আসিতেছে। (ইবনে সা'দ)

তাক্‌দীরের প্রতি ঈমান

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আনসারদের একটি বালকের জানাযার জন্য ডাকা হইল। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি সৌভাগ্য! সে বেহেশতের চড়ুইদের মধ্য হইতে একটি চড়ুই। কারণ সে কোন গুনাহ করে নাই, আর গুনাহ করিবার বয়সও পায় নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহার বিপরীত অন্য কিছু কি হইতে পারে না? আয়েশা! আল্লাহ তায়ালা বেহেশত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বেহেশতের জন্য উহার বাসিন্দাগণকে পিতার ঔরসে থাকিতেই সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে তিনি দোযখ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দোযখের জন্য উহার বাসিন্দাগণকে পিতার ঔরসে থাকিতেই সৃষ্টি করিয়াছেন। (মুসলিম)

হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর অসিয়ত

ওলীদ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর অসুখের সময় তাহার নিকট গেলাম। আমার ধারণা হইল যে, এই রোগেই তাহার মৃত্যু হইবে। আমি আরজ করিলাম, আব্বাজান! আমাকে কিছু অসিয়ত করুন। আমার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করুন। তিনি বলিলেন, আমাকে বসাইয়া দাও। তাঁহাকে বসানো হইলে তিনি বলিলেন, হে আমার বেটা, তুমি ঈমানের স্বাদ ও আল্লাহ সম্পর্কে প্রকৃতজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না

যতক্ষণ না ভালমন্দ তাক্দীরের প্রতি ঈমান আনিবে। আমি বলিলাম, আব্বাজান! আমি ভালমন্দ তাক্দীর কি, তাহা কিভাবে বুঝিব? তিনি বলিলেন, তুমি জানিয়া রাখ, যাহা তোমার জন্য লেখা হয় নাই তাহা কখনও তোমার নিকট পৌঁছিবে না ; আর যাহা তোমার জন্য লেখা হইয়াছে তাহা কখনও তোমার নিকট পৌঁছিতে ভুল হইবে না। হে আমার বেটা! আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, সর্বপ্রথম আল্লাহতায়ালা কলমকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে আদেশ করিয়াছেন, লেখ, সঙ্গে সঙ্গে কলম সেই সময় হইতে কেয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিবে সমস্ত বিষয় লিখিয়া দিয়াছে। হে আমার বেটা, এই ঈমান ব্যতীত যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে তুমি দোযখে যাইবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

একজন সাহাবী (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় কান্না

আবু নাদরাহ (রহঃ) বলেন, আবু আবদুল্লাহ্ নামক একজন সাহাবী (রাঃ) অসুস্থ হইলে তাহার সঙ্গীগন তাহাকে দেখিতে গেলেন। তিনি কাঁদিতেছিলেন। তাহারা বলিলেন, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে এ কথা বলেন নাই যে, তুমি মোচ খাট করিবে এবং আমার সহিত মিলিত হওয়া পর্যন্ত ইহার উপর কায়েম থাকিবে। তিনি উত্তরে বলিলেন, হাঁ, কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা আপন ডান হাতে একমুষ্টি লইয়া বলিয়াছেন, "ইহারা বেহেশতের জন্য, আমি কাহারো পরওয়া করি না। এবং অপর হাতে একমুষ্টি লইয়া বলিয়াছেন, ইহারা দোযখের জন্য, আমি কাহারো পরওয়া করি না।" জানিনা আমি কোন্ মুষ্টিতে ছিলাম। (আহমাদ)

হযরত মুআয (রাঃ)এর কান্না

তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে ঃ হযরত মুআয (রাঃ) মৃত্যুর সময় কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, খোদার কসম, আমি মৃত্যুভয়ে অথবা এই দুনিয়া যাহা পিছনে ছাড়িয়া যাইতেছি তাহার জন্য কাঁদিতেছি না। বরং আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, দুই মুষ্টিমাত্র। এক মুষ্টি বেহেশতের জন্য, অপর মুষ্টি দোযখের জন্য। জানিনা আমি কোন্ মুষ্টিতে হইব।

এই উম্মতের প্রথম শির্‌ক

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহাকে কেহ সংবাদ দিল যে, এখানে একব্যক্তি আসিয়াছে, যে তক্বদীরকে অস্বীকার করে। তিনি বলিলেন, আমাকে তাহার নিকট লইয়া চল। তিনি তখন অন্ধ ছিলেন বিধায় নিজে যাইতে অক্ষম ছিলেন। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন? বলিলেন, সেই যাতে পাকের ক্বসম যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যদি আমি তাহাকে ধরিতে পারি তবে কামড়াইয়া তাহার নাক কাটিয়া ফেলিব। আর যদি তাহার ঘাড় ধরিতে পারি তবে তাহা মটকাইয়া দিব। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি যেন দেখিতে পাইতেছি যে, বনি ফেহের গোত্রের মেয়েরা নিতম্ব দোলাইয়া 'খাযরাজ'এর তওয়াফ করিতেছে। উহারা মুশরিক। তক্বদীরকে অবিশ্বাস করা এই উম্মতের প্রথম শিরক। সেই যাতে পাকের ক্বসম, যাহার হাতে আমার জান, তাহারা আল্লাহকে অমঙ্গল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে মনে করিবে। তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা একদিন এই পর্যায়ে পৌঁছিবে যে, তাহারা আল্লাহকে মঙ্গল সৃষ্টি হইতেও বাদ দিয়া দিবে। (আহমাদ)

তকদীরে অবিশ্বাসীদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে

আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি যমযমের পানি উঠাইতেছিলেন। তাহার কাপড় নীচের অংশ ভিজিয়া গিয়াছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, তক্বদীর সম্পর্কে সমালোচনা হইতেছে। তিনি বলিলেন, সত্যই কি তাহারা সমালোচনা করিতেছে? বলিলাম, হাঁ, তিনি বলিলেন, খোদার ক্বসম, ইহাদেরই সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে।

ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

অর্থ ঃ তখন তাহাদিগকে বলা হইবে দোযখের স্পর্শ আস্বাদন কর। আমি প্রত্যেক বস্তুকে (এক নির্দিষ্ট) পরিমাণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।
(সূরা কমর ঃ ৪৮–৪৯)

ইহারাই এই উম্মতের সর্বনিকৃষ্ট লোক। ইহাদের রুগীকে দেখিতে যাইও না, ইহাদের মুর্দার জানাযা পড়িও না। আমি যদি ইহাদের কাহাকেও দেখিতে পাই তবে আমার এই দুই আঙ্গুল দ্বারা তাহার চক্ষু উপড়াইয়া দিব। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয়, তক্বদীর অবিশ্বাসীদের কাহাকেও পাই আর তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দেই। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, কেন? তিনি বলিলেন, কারণ আল্লাহ তায়ালা লওহে মাহ্ফুজকে সাদা মতির দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার উভয় প্রচ্ছদ লাল ইয়াকুত দ্বারা প্রস্তুত। উহার কলম নূরের, উহার লেখাও নূর এবং উহার প্রশস্ততা আসমান যমীন সমতুল্য। তিনি প্রত্যহ উহার প্রতি তিনশত ষাট বার দৃষ্টিপাত করেন। প্রতি দৃষ্টিতে (অসংখ্য) জীবন দান করেন, মৃত্যু দান করেন, ইজ্জত দান করেন ও যিল্লাত দান করেন। এবং যাহা ইচ্ছা করেন। (আবু নুআঈম)

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর শাম দেশীয় এক বন্ধু তাঁহার নিকট চিঠিপত্র লিখিত। একবার হযরত আবদুল্লাহ তাহাকে লিখিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি, তুমি তক্বদীর সম্পর্কে সমালোচনা কর। খবরদার! তুমি আমার নিকট পত্র লিখিবে না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, অতিসত্বর আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক পয়দা হইবে যাহারা তক্বদীরকে অবিশ্বাস করিবে।

হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

নাযাল ইবনে সাবরাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ)কে বলা হইল, আমীরুল মুমিনীন! এইখানে একদল লোক আছে যাহারা বলে, কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্বে আল্লাহ্ পাক জানেন না, কি ঘটিবে? তিনি বলিলেন, তাহাদের মা তাহাদিগকে হারাক— তাহারা কোথা হইতে এই কথা বলিতেছে? বলা হইল, তাহারা কুরআনের এই আয়াত হইতে এই অর্থ বাহির করিতেছে।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ

অর্থ ঃ 'আমরা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব যেন জানিতে পারি কাহারা মুজাহিদ ও কাহারা সবরকারী এবং তোমাদের অবস্থা যাচাই করিব।'

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, অজ্ঞ লোকেরা ধ্বংস হইয়াছে। অতঃপর মিম্বরে উঠিয়া হামদ ও সানা পড়িয়া বলিলেন, হে লোক সকল, এল্‌ম হাসেল কর, উহার উপর আমল কর ও অপরকে উহা শিক্ষা দাও। যদি কাহারো নিকট আল্লাহ্ পাকের কিতাবের কোন জায়গার অর্থ কঠিন মনে হয় তবে সে যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লয়। আমি সংবাদ পাইয়াছি কুরআনের এই আয়াত—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ

এর কারণে কিছু লোক বলিতেছে যে, কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্বে আল্লাহ্ পাক জানেন না যে, কী ঘটিবে। অথচ আল্লাহ্র কালামে حَتّٰى نَعْلَمَ এর অর্থ হইল আল্লাহ বলিতেছেন যে, যেন প্রকাশ্যভাবে আমরা ইহা দেখিয়া লই যে, যাহাদের জন্য জিহাদ ও সবর লেখা হইয়াছে তাহারা জিহাদ ও সবর করিয়াছে এবং যাহা লিখিয়া দিয়াছি তাহা পূর্ণ করিয়াছে। (কান্‌য)

তাওয়াক্কুলের বর্ণনায় হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি আলোচিত হইয়াছে যে, যমীনে যাহা কিছু ঘটে সবই আসমানে ফয়সালা হইয়া থাকে। এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত রহিয়াছে, যাহারা তাহার উপর হইতে বিপদ আপদ দূর করিতে থাকে ও তাহাকে হেফাজত করিতে থাকে, যতক্ষণ না তক্দীর উপস্থিত হয়। যখন তক্দীরের লিখন উপস্থিত হয় তখন তাহারা তক্দীর ও উক্ত ব্যক্তির মধ্য হইতে সরিয়া যায়। সুতরাং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আমার উপর মজবুত ঢাল রহিয়াছে। যখন আমার সময় আসিবে তখন উহা আমার উপর হইতে সরিয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাইবে না যে এই কথার উপর বিশ্বাস না রাখিবে যে, যে বিপদ তাহার উপর আসিয়াছে উহা কখনো ভুল হইবার ছিল না। আর যাহা আসে নাই তাহা কখনো আসিবার ছিল না।

হযরত ওমর (রাঃ)এর কবিতা আবৃত্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) প্রায়ই মিম্বরে খোতবা দিবার সময় এই কবিতা পড়িতেন—

خَفِّضْ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْأُمُوْرَ بِكَفِّ الْإِلٰهِ مَقَادِيْرُهَا

فَلَيْسَ يَأْتِيْكَ مَنْهِيُّهَا وَلَا قَاصِرٌ عَنْكَ مَأْمُوْرُهَا

অর্থ ঃ নিজেকে সহজ কর, কারণ সর্ব বিষয়ের তক্বদীর আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা তোমার নিকট আসিবে না এবং তিনি যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা তোমার নিকট না আসিয়া পারিবে না। (বাইহাক্বী)

কেয়ামতের আলামতের প্রতি ঈমান

শিঙ্গা ফুঁক সম্পর্কে হাদীস

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ

অর্থ ঃ যখন শিঙ্গায় ফুক দেওয়া হইবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কী করিয়া আয়েশ করিতে পারি অথচ শিঙ্গাওয়ালা শিঙ্গা মুখে লাগাইয়া ফেলিয়াছে এবং মাথা ঝুঁকাইয়া অপেক্ষা করিতেছে কখন হুকুম হইবে, আর সে ফুঁ দিবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কী বলিব? তিনি বলিলেন বল—

: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, সাহাবাদের উপর ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা কী করিব? তিনি বলিলেন,

তোমরা বল—

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ :

দাজ্জাল সম্পর্কে হযরত সাওদা (রাঃ)এর ভয়

মেয়েদের সহিত আচার–ব্যবহারের বর্ণনায় হযরত হাফসা ও সাওদা (রাঃ)এর ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত হাফসা (রাঃ) সাওদা (রাঃ)কে বলিলেন, হে সাওদা, কানা দাজ্জাল বাহির হইয়াছে। তিনি বলিলেন, সত্য নাকি? সাওদা (রাঃ) ভীষণ ঘাবড়াইয়া গেলেন ও কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন, আমি কোথায় লুকাইব? হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, ঐ ঘরে লুকাইয়া যাও। তাহাকে একটি খেজুর পাতার ঘর দেখাইয়া দিলেন। তিনি যাইয়া সেই ঘরের ভিতর লুকাইয়া পড়িলেন। ঘরটি ময়লা ও মাকড়সার জাল ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। এই হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইয়া দেখিলেন, হযরত সাওদা (রাঃ) কাঁপিতেছেন। বলিলেন, হে সাওদা, তোমার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কানা দাজ্জাল বাহির হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বাহির হয় নাই, তবে অবশ্যই বাহির হইবে। বাহির হয় নাই, তবে অবশ্যই বাহির হইবে। তারপর তাহাকে বাহির করিয়া আনিলেন ও তাহার শরীর হইতে ধুলাবালি ও মাকড়সার জাল ইত্যাদি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

হযরত আবু বকর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি

সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইরাকে কি খোরাসান নামে কোন জায়গা আছে? লোকেরা বলিল, হাঁ আছে। তিনি বলিলেন, সেইখান হইতে দাজ্জাল বাহির হইবে। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইহুদীদের মারও মহল্লা হইতে দাজ্জাল বাহির হইবে। (কান্‌য)

আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন সকাল বেলা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, আমার সারা রাত্রি ঘুম হয় নাই। আমি বলিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, লোকেরা বলিয়াছে লেজযুক্ত তারকা বাহির হইয়াছে, তাই আমার ভয় হইল, (কেয়ামতের) সেই ধোঁয়া হয়ত আসিয়া পড়িয়াছে। এইজন্য আমার সারারাত্রি সকাল পর্যন্ত ঘুম হয় নাই। অপর রেওয়ায়াতে আছে তিনি বলিলেন, আমার ভয় হইল, দাজ্জাল বাহির হইল কি না! (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

কবর ও বারযাখে যাহা হইবে উহার প্রতি ঈমান

মৃত্যুশয্যায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উক্তি

ওবাদাহ ইবনে নাসি (রহঃ) বলেন, যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ওফাতের সময় হইল তখন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, আমার এই দুইটি কাপড় ধুইয়া দাও। এবং এই কাপড়েই আমাকে কাফন দিও। কারণ তোমার পিতা দুই ব্যক্তির মধ্যে যে কোন একজন হইবে। হয় তাহাকে উত্তম কাপড় পরিধান করানো হইবে, না হয় অত্যন্ত খারাপ ভাবে তাহার কাপড় ছিনাইয়া নেওয়া হইবে। (মুনতাখাব)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন আবু বকর (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় হইল, তখন আমি বলিলাম—

لَعَمْرُكَ مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى ۞ إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

অর্থ ঃ তোমার জীবনের কসম, জওয়ানের মাল দৌলত কোন কাজে আসিবে না যেদিন প্রাণ ছটফট করিবে এবং বুকে দম আটকাইয়া আসিবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে আমার বেটি, এমনভাবে বলিও না, বরং বল—

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

অর্থ ঃ সত্যকার মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, যে মৃত্যু হইতে তুমি পলায়ন করিতে। তারপর বলিলেন, আমার এই দুইখানা কাপড় দেখ, উহা

ধুইয়া লও এবং আমাকে উহা দ্বারা কাফন দিবে। কারণ নতুন কাপড়ের প্রয়োজন মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা জীবিত ব্যক্তিরই বেশী। আর কাফন তো নষ্ট হইবার জন্যই। অন্য রেওয়ায়াতে আছে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর রোগ যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, তখন আমি বলিলাম—

مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا ۞ فَإِنَّهُ مِنْ دَمْعِهِ مَدْفُوقٌ

অর্থ ঃ যাহার অশ্রু রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে একদিন সে অশ্রুসিক্ত হইবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বলিলেন, হে বেটি যেমন বলিয়াছ তেমন নহে বরং বল—

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

অর্থ ঃ আর মৃত্যুকষ্ট প্রকৃতপক্ষে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহা সেই বস্তু যাহাকে তুমি এড়াইয়া চলিতে।

অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কোন্ দিন? বলিলাম, সোমবার। বলিলেন, আমি আল্লাহর নিকট আশা করি আজ রাত্রিতেই আমার মৃত্যু হইবে। এবং মঙ্গলবার রাত্রিতেই ইন্তেকাল করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কয়টি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হইয়াছিল? আমি বলিলাম, তিনটি সাদা ও নতুন সহুলী কাপড় দ্বারা তাঁহাকে কাফন দেওয়া হইয়াছিল। যাহার মধ্যে কামিস ও পাগড়ি ছিল না। তিনি বলিলেন, আমার এই কাপড়টি ধুইয়া দাও। উহাতে জাফরানের দাগ লাগিয়াছিল। এবং বলিলেন, এই কাপড়ের সহিত দুইটি নতুন কাপড় দিয়া দিও। আমি বলিলাম, ইহাত পুরানা হইয়া গিয়াছে। বলিলেন, মুর্দা অপেক্ষা জিন্দারই নতুন কাপড়ের প্রয়োজন বেশী। উহা তো নষ্ট হইবার জন্যই। অন্য রেওয়ায়াতে আছে বলিলেন, উহা তো পূঁজযুক্ত হইবে ও পচিয়া যাইবে। (মুনতাখাব)

মৃত্যুশয্যায় হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

ইয়াহইয়া ইবনে আবি রাশেদ নাসরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ)এর যখন ইন্তেকালের সময় হইল তিনি নিজের ছেলেকে বলিলেন, হে আমার বেটা, যখন আমার মৃত্যুর সময় সন্নিকট হইবে তখন আমাকে কেবলার দিকে ফিরাইয়া দিও। তোমার হাঁটু দ্বারা আমার পিঠে ঠেস দিও এবং তোমার ডান হাত আমার কপালের উপর ও বাম হাত থুতনির নীচে রাখিও। যখন আমার মৃত্যু হইয়া যাইবে তখন চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া দিও। আমাকে মধ্যম ধরনের কাফন দিও। কারণ যদি আমার জন্য আল্লাহর নিকট মঙ্গল লেখা থাকে তবে উত্তম কাফন দ্বারা উহা বদলাইয়া দেওয়া হইবে। আর যদি বিপরীত হইয়া থাকে তবে অতিশীঘ্র উহা ছিনাইয়া লওয়া হইবে। আমার কবর মধ্যম ধরনের খনন করিও। কারণ যদি আল্লাহর নিকট আমার জন্য মঙ্গল লেখা থাকে তবে উহা আমার জন্য দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে, অন্যথায় আমার উপর উহা এত সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে যে, পাঁজরের হাড়গুলি একটি অপরটির মধ্যে ঢুকিয়া যাইবে। আমার জানাযার সহিত কোন মেয়েলোককে বাহির করিবে না। আমার এমন প্রশংসা করিও না যাহা আমার মধ্যে নাই। কারণ আল্লাহ পাকই আমার সম্পর্কে ভাল জানেন। যখন আমার জানাযা বাহির করিবে তখন তাড়াতাড়ি চলিবে। কারণ যদি আল্লাহর নিকট আমার জন্য মঙ্গল লেখা থাকে তবে আমার জন্য যাহা উত্তম উহার দিকে তোমরা আমাকে পৌঁছাইয়া দিলে। আর না হয় তোমরা এক আপদ যাহা বহন করিয়া ফিরিতে ছিলে, ঘাড় হইতে ফেলিয়া দিলে। (ইবনে সা'দ)

মঙ্গলাকাঙ্খী উপযুক্ত ব্যক্তিদের উপর পরামর্শের ভার ন্যাস্ত করিবার অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) যখন বুঝিতে পারিলেন, মৃত্যু সন্নিকট, তখন বলিলেন, এখন যদি আমি সমস্ত দুনিয়ার সম্পদ লাভ করিতাম তবে উহার বিনিময়ে হইলেও আগত ভয়ানক পরিস্থিতি হইতে মুক্তি লাভ করিতাম। অতঃপর নিজের ছেলেকে বলিলেন, হে আবদুল্লাহ আমার গণ্ডদ্বয় যমীনের সহিত লাগাইয়া দাও। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, আমি তাঁহার গণ্ডদ্বয় আমার উরু হইতে নামাইয়া হাঁটুর নিম্নাংশের উপর

রাখিলাম। তিনি আবার বলিলেন, আমার গণ্ডদ্বয় যমীনের সহিত মিলাইয়া দাও।

অতঃপর নিজেই দাড়ি ও মাথা এলাইয়া দিলেন এবং মাটির উপর পড়িয়া গেলেন। তারপর বলিলেন, হে ওমর, তোমার ও তোমার মায়ের জন্য ধ্বংস, যদি আল্লাহ পাক তোমাকে মাফ না করেন। ইহার পর তিনি ইন্তেকাল করিলেন। তাহার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক।

কবরের সম্মুখে হযরত ওসমান (রাঃ)এর কান্না

সাহাবাদের কান্নাকাটির অধ্যায়ে হানী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ) যখন কোন কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইতেন এত কাঁদিতেন যে, তাহার দাড়ি ভিজিয়া যাইত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি বেহেশত দোযখের আলোচনায় এত কাঁদেন, না কবরের আলোচনায় এত কাঁদেন কেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কবর আখেরাতের প্রথম মনযিল। যদি উহা হইতে কেহ নাজাত পাইয়া যায় তবে পরবর্তী মনযিল তাহার জন্য উহা হইতে সহজ হইবে। আর যদি এইখানে কেহ নাজাত না পায় তবে পরবর্তী মনযিল তাহার জন্য আরও কঠিন হইবে।

মৃত্যুশয্যায় হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর উক্তি

খালেদ ইবনে রাবী' (রহঃ) বলেন, যখন হযরত হোযাইফা (রাঃ) অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, তাহার আত্মীয়–স্বজন ও আনসারগণ জানিতে পারিয়া রাত্রিতে অথবা সকাল বেলা তাহার নিকট আসিলেন। তিনি বলিলেন, এখন কোন্ সময়? তাঁহারা বলিলেন, রাত্রি অথবা বলিলেন, সকাল। তিনি বলিলেন, আমি দোযখগামী সকাল হইতে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমার কাফন আনিয়াছ? আমরা বলিলাম হাঁ। তিনি বলিলেন, তোমরা কাফনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না। কারণ যদি আল্লাহর নিকট আমার জন্য মঙ্গল নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে উহা উত্তম কাফন দ্বারা বদলাইয়া দেওয়া হইবে। অন্যথায় অতিসত্বর উহা

ছিনাইয়া লওয়া হইবে। (বুখারী–আদব)

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর অসুস্থতা বাড়িয়া গেলে বানু আবস গোত্রের কিছু লোক তাহার নিকট আসিল। তন্মধ্যে খালেদ ইবনে রাবী' (রহঃ) আমাকে বলিয়াছেন যে, আমরা রাত্রিতে তাঁহার নিকট আসিলাম। তিনি তখন মাদায়েনে ছিলেন। অপর রেওয়ায়াতে আছে, সিলা ইবনে যুফার (রহঃ) বলেন, হযরত হোযাইফা (রাঃ) আমাকে ও আবু মাসউদকে তাঁহার জন্য কাফন কিনিতে পাঠাইলেন। আমরা তাঁহার জন্য তিনশত দেরহামে একখানা ডোরা কাটা চাদর লইয়া আসিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা কেমন কাপড় কিনিয়াছ, আমাকে দেখাও। আমরা তাঁহাকে দেখাইলাম। দেখিয়া বলিলেন, ইহা আমার কাফন হইবে না। আমার জন্য তো কামিস ছাড়া দুইখানা সাদা চাদরই যথেষ্ট। কারণ অতিশীঘ্রই উহা উত্তম অথবা নিকৃষ্ট কাপড় দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং আমরা তাঁহার জন্য সাদা দুইখানা চাদর কিনিয়া আনিলাম।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি কাপড় দেখিয়া বলিলেন, তোমরা ইহা দ্বারা কি করিবে? তোমাদের সাথী যদি নেককার হয় তবে আল্লাহ তায়ালা উহা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। অন্যথায় তাহাকে কবরের কোণায় কেয়ামত পর্যন্ত ফেলিয়া রাখিবেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, অন্যথায় কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা উহা তাহার মুখের উপর ছুড়িয়া মারিবেন। (আবু নুআঈম)

মৃত্যুর সময় হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর উক্তি

যাহ্হাক ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) তাহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে নিজের গোলামদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, যাও, কবর খনন কর। কবর প্রশস্ত ও গভীর করিবে। তাহারা আসিয়া বলিল, আমরা কবর খনন করিয়াছি, উহা প্রশস্ত ও গভীর করিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, খোদার কসম, উহা দুই ঠিকানার একটি হইবে। হয় কবর আমার জন্য এত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে যে, উহার প্রত্যেক কোন চল্লিশ হাত হইবে। তারপর আমার জন্য বেহেশতের দরজা খুলিয়া দেওয়া

হইবে। আমি আমার বেহেশতী স্ত্রীগণ, আমার ঘরবাড়ী ও যাহা কিছু সম্মান ইত্যাদি আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, উহা দেখিতে থাকিব। অতঃপর আমি আমার (তথাকার) বাড়ীর পথ সম্পর্কে অদ্যকার এই বাড়ীর পথ অপেক্ষা অধিক পরিচিত হইব। এইরূপে আমি বেহেশতের বাতাস ও আরাম কেয়ামত পর্যন্ত ভোগ করিতে থাকিব। আর যদি তাহা না হয়, আমি আল্লাহর নিকট উহা হইতে পানাহ চাহিতেছি, তবে আমার জন্য কবর বর্শার নিম্নের লোহা অপেক্ষা অধিক সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। আমার জন্য দোযখের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। আমি আমার শিকল, লৌহ বন্ধনী ও সঙ্গীগণকে দেখিতে থাকিব। অতঃপর আমি আমার দোযখের ঠিকানা সম্পর্কে আমার অদ্যকার বাড়ী হইতে অধিক পরিচিত হইব। এইভাবে আমি কেয়ামত পর্যন্ত দোযখের গরম বাতাস ও গরম পানির কষ্ট ভোগ করিতে থাকিব। (আবু নুআঈম)

হযরত উসায়েদ (রাঃ)এর আকাঙ্খা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ) উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বলিতেন, যদি মৃত্যুর সময় আমি আমার তিন অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় থাকি তবে আমি বেহেশতী। ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। (এক) যখন আমি কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করি অথবা শুনি। (দুই) যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোতবা শুনি। (তিন) যখন আমি কোন জানাযায় শরীক হই। কারণ যখন আমি কোন জানাযায় শরীক হই তখন আমার মনে সেই কথাই জাগে যাহা আমার সহিত করা হইবে। এবং সেখানকার কথাই চিন্তা করি যেখানে আমাকে যাইতে হইবে। (মুনতাখাব)

আখেরাতের প্রতি ঈমান

বেহেশতের বর্ণনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যখন আমরা আপনাকে দেখি আমাদের অন্তর বিগলিত হইয়া যায় এবং

আমরা আখেরাতের মানুষ হইয়া যাই। কিন্তু যখন আপনার নিকট হইতে পৃথক হই তখন দুনিয়া ভাল লাগিতে থাকে এবং স্ত্রী সন্তানাদির গন্ধ শুকিতে লাগিয়া যাই। (অর্থাৎ উহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ি।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার নিকট তোমাদের যে অবস্থা হয় যদি তোমরা সর্বদা সেই অবস্থায় থাকিতে তবে ফেরেশতাগণ নিজহাতে তোমাদের সহিত মোসাফাহা করিত এবং তোমাদের ঘরে ঘরে যাইয়া তোমাদের সহিত মোলাকাত করিত। আর যদি তোমরা গুনাহ না কর তবে আল্লাহ তায়ালা এমন জাতি পয়দা করিবেন যাহারা গুনাহ করিবে এবং মাফ চাহিবে যেন তিনি তাহাদিগকে মাফ করিতে পারেন। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদিগকে বেহেশত সম্পর্কে বলুন, উহার প্রাসাদগুলি কেমন হইবে? তিনি বলিলেন, একটি ইট সোনার ও একটি রূপার এবং উহার মসলা সুবাসিত মেশ্ক হইবে। বেহেশতের কঙ্কর মুক্তা ও ইয়াকুত পাথর, এবং উহার মাটি জাফরান হইবে। যে উহাতে প্রবেশ করিবে সে বিলাসী জীবন লাভ করিবে, কখনও কষ্ট পাইবে না। অমর হইবে, কখনও মরিবে না। কাপড় পুরাতন হইবে না, যৌবন ক্ষয় হইবে না। তিন ব্যক্তি যাহাদের দোয়া রদ হয় না। (এক) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। (দুই) রোজাদার যখন সে ইফতার করে। (তিন) অত্যাচারিতের দোয়া, যাহা মেঘের উপর উঠাইয়া লওয়া হয়, আসমানসমূহের দরজা উহার জন্য খুলিয়া দেওয়া হয় এবং পাকপরওয়ারদিগার বলেন, আমার ইজ্জতের কসম, আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করিব যদিও কিছু পরে হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আলী (রাঃ)এর ঘরে অনাহার শুরু হইল। তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া কিছু চাহিয়া আনিতে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া দরজায় করাঘাত করিলেন। সেখানে হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা নিশ্চয়ই

ফাতেমার করাঘাত, সে আজ এমন সময় আসিয়াছে সাধারণতঃ যে সময় আসিতে সে অভ্যস্ত নহে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ফেরেশতাদের খাদ্য তো তাসবীহ–তাহলীল ও তাহমীদ, আমাদের খাদ্য কি? (অর্থাৎ আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা কি?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই পাক সত্তার কসম যিনি আমাকে হক্ক দিয়া পাঠাইয়াছেন, মুহাম্মাদ (সাঃ)এর পরিবারের ঘরেও ত্রিশ দিন যাবৎ আগুন জ্বলে নাই। তবে আমাদের নিকট কিছু বকরি আসিয়াছে। যদি চাহ, পাঁচটি বকরি তোমাকে দিতে বলি। আর যদি চাহ, তোমাকে এমন পাঁচটি কলেমা শিখাইয়া দিতে পারি যাহা জিবরাঈল (আঃ) আমাকে শিখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তবে সেই পাঁচটি কলেমাই শিখাইয়া দিন যাহা আপনাকে জিবরাঈল (আঃ) শিখাইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি বল—

يَا اَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ ! يَا اٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ ! يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِيْنَ وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِيْنَ ! وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) ফিরিয়া হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। তিনি বলিলেন, কি আনিয়াছ? বলিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে দুনিয়ার জন্য গিয়াছিলাম, কিন্তু আখেরাত লইয়া আসিয়াছি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আজ তোমার জীবনের উত্তম দিন। (কান্য)

কোন্ জিনিস আখেরাত অর্জনে বাধা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর সঙ্গে যাইতেছিলাম, তিনি কিছু লোককে বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলিতে শুনিলেন। তিনি বলিলেন, হে আনাস, এখানে আমার কি কাজ ? চল, আমরা আমাদের পরওয়ারদিগারকে স্মরণ করি। ইহারা তো মনে হইতেছে আপন জিহ্বা দ্বারা চামড়া ছিলিতেছে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আনাস, কোন জিনিস মানুষকে আখেরাত হইতে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছে এবং

উহা অর্জনে বাধা দিতেছে? আমি বলিলাম, শাহ্ওয়াত অর্থাৎ কামনা–বাসনা ও শয়তান। তিনি বলিলেন, খোদার কসম, ইহা নহে বরং দুনিয়া তাহাদিগকে অগ্রে দেওয়া হইয়াছে এবং আখেরাত তাহাদের জন্য পশ্চাতে রাখা হইয়াছে। যদি তাহারা আখেরাত দেখিয়া লইত তবে উহা হইতে সরিত না এবং দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিত না। (আবু নুআঈম)

কেয়ামতের দিন যাহা ঘটিবে উহার প্রতি ঈমান

নাজাত সম্পর্কে একটি হাদীস

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে থাকাকালীন এই আয়াত নাযিল হয়—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ .... وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيد

অর্থ ঃ হে মানবগণ! তোমাদের রবকে ভয় কর, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের কম্পন বড় ভীষণ ব্যাপার হইবে। যেদিন তোমরা উহা দেখিবে, সেইদিন (এমন অবস্থা হইবে যে,) সমস্ত স্তন্যদায়িনী তাহাদের স্তন্যপায়ীকে ভূলিয়া যাইবে এবং সকল গর্ভবতীরা তাহাদের গর্ভকে নিক্ষেপ করিবে। আর তুমি মানুষকে মাতালের ন্যায় দেখিতে পাইবে। অথচ তাহারা মাতাল হইবে না, বস্তুতঃ আল্লাহর আযাবই বড় কঠোর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি জান, উহা কোন্ দিন? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ ও তাহার রাসূলই ভাল জানেন। বলিলেন, উহা সেই দিন হইবে যেদিন আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ)কে বলিবেন, দোযখীদেরকে পৃথক কর। তিনি বলিলেবন, হে পরওয়ারদিগার কতজন? বলিবেন, নয়শত নিরানব্বই জন দোযখের জন্য, একজন বেহেশতের জন্য। (ইহা শুনিয়া) মুসলমানগণ কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ করিতে থাক এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। কারণ প্রত্যেক নবুওয়াতের পূর্বে জাহেলিয়াত

ছিল। সুতরাং (নয়শত নিরানব্বই এর) সংখ্যা জাহেলিয়াত হইতে লওয়া হইবে যদি পূরণ হইয়া যায় তবে ভাল, না হয় মুনাফেকীন দ্বারা পূরণ করা হইবে। অন্যান্য উম্মতের তুলনায় তোমরা জানোয়ারের সম্মুখ পায়ের গ্রন্থির মত অথবা উটের পার্শ্বদেশে তিলের মত। অতঃপর বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা বেহেশতীদের এক চতুর্থাংশ হইবে। সাহাবা (রাঃ) তকবীর দিলেন। আবার বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা বেহেশতীদের এক তৃতীয়াংশ হইবে। সাহাবা (রাঃ) তকবীর দিলেন। তারপর বলিলেন, আমি আশা করি বেহেশতীদের অর্ধেক তোমরা হইবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি দুই তৃতীয়াংশ বলিয়াছেন কি না আমার স্মরণ নাই। (তিরমিযী)

উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হে আদম! তিনি বলিবেন, 'লাব্বায়েকা রাব্বানা ও ছা'দায়েক'। তখন উচ্চস্বরে তাহাকে আওয়াজ দেওয়া হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তোমার আওলাদ হইতে জাহান্নামীদের পৃথক করিবার আদেশ করিতেছেন। তিনি বলিবেন, জাহান্নামীর সংখ্যা কত? আল্লাহ বলিবেন, প্রতি হাজারে—আমার মনে হয় তিনি বলিয়াছেন, নয়শত নিরানব্বই জন। উহাই সেই সময়, যখন গর্ভবতী গর্ভ ফেলিয়া দিবে, বাচ্চা বুড়া হইয়া যাইবে। 'তুমি লোকদিগকে দেখিবে তাহারা যেন নেশাগ্রস্থ, অথচ তাহারা নেশাগ্রস্থ নহে, বরং আল্লাহ তায়ালার আযাব অত্যন্ত কঠিন হইবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথাগুলি তাহাদের (সাহাবাদের) নিকট ভীষণ কঠিন মনে হইল। এবং তাহাদের চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইয়াজুজ মাজুজ হইতে নয়শত নিরানব্বই জন হইবে আর তোমাদের মধ্য হইতে একজন। তোমরা সকল মানুষের তুলনায় এমন যেমন সাদা ষাড়ের শরীরে কাল পশমের ছিটা অথবা কাল ষাড়ের শরীরে সাদা পশমের ছিটা। আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের একচতুর্থাংশ হইবে। ইহা শুনিয়া আমরা তাকবীর দিলাম। অতঃপর বলিলেন, তোমরা জান্নাতীদের একতৃতীয়াংশ হইবে। আমরা এবারও তাকবীর দিলাম। তারপর বলিলেন, আমি আশা

করি তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হইবে। আমরা আবার তাকবীর দিলাম। (বুখারী)

হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর প্রশ্ন ও উহার জবাব

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত—

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ

অর্থ ঃ অতঃপর তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের রবের নিকট ঝগড়া করিবে।

নাযিল হইল, হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবারও কি ঝগড়া বিবাদের উপস্থাপন হইবে? তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলিলেন, তবে তো কঠিন সমস্যা! এমনিভাবে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, যখন এই আয়াত—

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

অর্থ ঃ 'অতঃপর সেদিন তোমরা নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে।'

নাযিল হইল, হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কোন্ নেয়ামত সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে? আমাদের নেয়ামত তো শুধু দুই কাল জিনিস—খেজুর আর পানি।

অপর এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, যখন এই আয়াত—

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ

অর্থ ঃ 'তুমিও মৃত্যুবরণ করিবে তাহারাও মরিবে, অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ঝগড়া করিবে।'

নাযিল হইল, হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের

বিশেষ বিশেষ গুনাহগুলি ছাড়াও দুনিয়াতে যে সকল ঝগড়া–বিবাদ আমাদের মধ্যে হইয়াছিল তাহাও কি আবার উত্থাপিত হইবে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহা আবার উত্থাপিত হইবে এবং প্রত্যেক হকদারকে তাহার পাওনা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।' হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর ক্বসম! তবে তো বড় কঠিন সমস্যা হইবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর কান্না

কায়েস ইবনে আবী হাযেম (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) অসুস্থাবস্থায় তাহার স্ত্রীর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়াছিলেন। হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্ত্রীও কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি কেন কাঁদিতেছ? স্ত্রী বলিলেন, আপনি কাঁদিতেছেন, তাই কাঁদিতেছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার এই কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যেকেই দোযখে নামিবে।

আমি জানিনা, নামিবার পর আবার উহা হইতে মুক্তি পাইব কি না। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

মৃত্যুর সময় হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর আবেদন

ওবাদাহ ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ)–এর যখন মৃত্যু সন্নিকট হইল তখন তিনি বলিলেন, আমার গোলাম, খাদেম ও প্রতিবেশী এবং যাহারা আমার নিকট আসা যাওয়া করিত সকলকে একত্রিত কর। যখন সকলেই একত্রিত হইলেন, তিনি বলিলেন, আমার মনে হয় আজ আমার দুনিয়ার সর্বশেষ দিন ও আগামী রাত্রি আখেরাতের প্রথম রাত্রি হইবে। আমি জানিনা, হয়ত আমার হাত অথবা জিহ্বা দ্বারা তোমাদের কাহারও প্রতি আমার পক্ষ হইতে কোনপ্রকার জুলুম হইয়া থাকিবে ; সেই যাতে পাকের ক্বসম যাহার হাতে আমার জান, কেয়ামতের দিন অবশ্যই

আমাকে উহার বদলা দিতে হইবে।

সুতরাং আমি তোমাদিগকে দৃঢ়চিত্তে বলিতেছি যে, যদি কাহারো মনে কোন কষ্ট থাকিয়া থাকে তবে সে যেন আমার মৃত্যুর পূর্বে উহার বদলা লইয়া লয়। তাহারা বলিলেন, না, বরং আপনি আমাদের পিতৃতুল্য এবং উস্তাদ ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ওবাদাহ (রহঃ) বলেন, তিনি কখনও কোন খাদেমকে কটুবাক্য বলেন নাই। তারপর হযরত ওবাদাহ বলিলেন, তোমরা কি এ ব্যাপারে সবকিছু মাফ করিয়া দিয়াছ? তাহারা বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন। অতঃপর হযরত ওবাদা (রাঃ) বলিলেন, যখন তোমরা বদলা লইবে না তখন আমার ওসিয়ত স্মরণ রাখ, আমি কঠোরভাবে নিষেধ করিতেছি, 'তোমাদের মধ্যে কেহই আমার জন্য কাঁদিবে না। আমার জান বাহির হইবার পর তোমরা ভালভাবে অজু করিবে ও মসজিদে যাইয়া নামায পড়িয়া ওবাদার জন্য ও নিজের জন্য ইস্তেগফার করিবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

অর্থ ঃ 'তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে আমার সাহায্য প্রার্থনা কর।'

আমাকে তাড়াতাড়ি কবরের দিকে লইয়া যাইবে। আমার জানাযার পিছনে আগুন লইয়া চলিবে না। আমার নীচে অর্জুন রংয়ের কোন জিনিস রাখিবে না। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর আখেরাতে হিসাবের ভয়

বাইতুল মাল হইতে নিজের জন্য খরচ করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের বর্ণনায় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে হযরত ওমর (রাঃ)এর কথা বর্ণিত হইয়াছে। একবার হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার নিকট চার হাজার দিরহাম করজ চাহিয়া পাঠাইলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাকে বল, তিনি যেন এই পরিমাণ দেরহাম আপাততঃ বাইতুল মাল হইতে লইয়া পরে পরিশোধ করিয়া দেন।

ওমর (রাঃ)এর নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমিই কি বলিয়াছিলে বাইতুল মাল হইতে লইয়া লউক? তারপর মাল আসিবার পূর্বে আমার মৃত্যু হইলে বলিবে, আমীরুল মুমেনীন লইয়াছেন, ছাড়িয়া দাও। আর আমি কেয়ামতের দিন উহার জন্য ধরা পড়িব।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর আখেরাতের ভয়

আল্লাহ ও তাঁহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এলমের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার বর্ণনায় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) সম্পর্কে হাদীস আসিতেছে যে, তিনি যখন কারী, ধনী ও আল্লাহর রাস্তায় শহীদ সম্বন্ধে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের ফয়সালার হাদীস শুনাইতেছিলেন তখন হঠাৎ সজোরে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তারপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। শফি আসবুহী (রহঃ) অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন, যেন পড়িয়া না যান। এমনিভাবে এই হাদীস শুনিয়া হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এত কাঁদিলেন যে, সকলে মনে করিল হয়ত মরিয়া যাইবেন।

শাফাআতের প্রতি ঈমান

শাফাআত সম্পর্কে একটি হাদীস

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একবার সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য থামিলেন। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাহনের গায়ে হেলান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রের একাংশে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বাহনের নিকট নাই। আমি আতঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল ও আবু মুসা (রাঃ)কে দেখিলাম, তাঁহারাও আমার মত একই কারণে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। আমরা খুঁজিতেছিলাম। ইতিমধ্যে ময়দানের অপর প্রান্ত হইতে যাঁতা ঘোরানোর শব্দের মত শব্দ

শুনিতে পাইলাম। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া আমাদের বৃত্তান্ত শুনাইলাম। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আজ রাত্রিতে আমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতে একজন আমার নিকট আসিয়াছেন এবং আমাকে শাফাআত অথবা আমার উম্মতের অর্ধেককে জান্নাতে দাখেল করিবেন, এই দুইয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছেন। আমি শাফাআত পছন্দ করিয়াছি।' আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ ও আপনার সুহবতের কসম, আমাদেরকে অবশ্যই আপনার শাফাআতপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত রাখিবেন। তিনি বলিলেন, তোমরাও আমার শাফাআতপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। আমরা তাঁহার সহিত ফিরিয়া চলিলাম। যখন লোকজনের নিকট পৌঁছিলাম, দেখিলাম, তাহারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাইয়া আতঙ্কিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার পরওয়ারদিগারের পক্ষ হইতে একজন আসিয়া আমাকে শাফাআত অথবা আমার উম্মতের মধ্য হইতে অর্ধেক জান্নাতে দাখেল করিবেন এই দুই জিনিসের একটি গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছেন, আমি শাফাআত পছন্দ করিয়াছি। তাহারা সকলে বলিল, আমরা আপনাকে আল্লাহ ও আপনার সুহবতের কসম দিতেছি, 'অবশ্যই আমাদিগকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের মধ্যে রাখিবেন।' তাহারা যখন খুবই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল তখন তিনি বলিলেন, আমি উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রাখিতেছি, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের যে কেহ শিরক ব্যতীত মরিবে, সেই আমার শাফাআত লাভ করিবে। (কান্‌য)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর জন্য একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি আকীল (রাঃ) বলেন, আমি বনি সাকীফ দলের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। আমরা যখন দরজার নিকট উট বসাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তখন তিনি আমাদের নিকট সকল মানুষ অপেক্ষা ঘৃণিত ছিলেন, কিন্তু যখন বাহির হইলাম তখন তিনি আমাদের নিকট সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয় হইয়া গেলেন। আমাদের একজন বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর নিকট সোলাইমান

(আঃ)এর মত রাজত্ব কেন চাহিলেন না?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিলেন। অতঃপর বলিলেন, হয়ত তোমাদের সঙ্গী অর্থাৎ নবীর জন্য আল্লাহর নিকট সোলাইমান (আঃ)এর রাজত্ব অপেক্ষা উত্তম জিনিস রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার দিয়াছেন। কেহ উহা দ্বারা দুনিয়া চাহিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহাকে দুনিয়া দিয়াছেন। আবার কেহ তাঁহার উম্মত যখন নাফরমানী করিয়াছে উহা দ্বারা উম্মতের জন্য বদদোয়া করিয়াছেন, পরিণামে উম্মত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও বিশেষ দোয়ার অধিকার দান করিয়াছেন। আমি উহা কেয়ামতে আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য আমার পরওয়ারদিগারের নিকট রক্ষিত রাখিয়াছি। (কান্‌য)

মন্দলোকদের জন্য শাফাআত

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আমি আমার উম্মতের মন্দ লোকদের জন্য অতি উত্তম ব্যক্তি।' মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি বলিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি মন্দ লোকদের জন্য এইরূপ, তবে ভাল লোকদের জন্য কেমন? তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের ভাল লোকেরা তাহাদের আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর খারাপ লোকেরা আমার শাফাআতের অপেক্ষায় থাকিবে। অবশ্য কেয়ামতের দিন শাফাআত আমার সকল উম্মতের জন্যই থাকিবে। কিন্তু যে আমার সাহাবা (রাঃ)দের দোষারোপ করিয়াছে সে বঞ্চিত থাকিবে।' (কান্‌য)

সর্বাধিক আশাজনক আয়াত

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,'আমি (কেয়ামতের দিন) আমার উম্মতের জন্য শাফাআত করিতে থাকিব। অতঃপর আমার পরওয়ারদিগার আমাকে ডাকিয়া বলিবেন, 'হে মুহাম্মদ, তুমি কি সন্তুষ্ট হইয়াছ?' আমি বলিব, 'হাঁ, সন্তুষ্ট হইয়াছি।' বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, হে

ইরাকবাসী, তোমাদের ধারণা কুরআনে পাকের এই আয়াত—

يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ ঃ 'হে আমার বান্দাগণ, যাহারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ (অতীতের) সকল গুনাহ ক্ষমা করিবেন।'

সর্বাপেক্ষা বেশী আশাজনক। আমি বলিলাম, হাঁ, আমরা এমনই বলিয়া থাকি। তিনি বলিলেন, কিন্তু আমরা আহলে বাইতগণ বলি, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে—

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অর্থ ঃ 'আর অতিসত্বর আপনার পরওয়ারদিগার আপনাকে (এইরূপ বস্তু) দান করিবেন যে, আপনি (উহা পাইয়া) সন্তুষ্ট হইবেন।'

এই আয়াতই সর্বাপেক্ষা বেশী আশাজনক। আর ইহাই শাফাআত। (কান্‌য)

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ)এর হাদীস

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একবার হযরত আমীর মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট যাইয়া দেখিলেন, তাহার কাছে এক ব্যক্তি (হযরত আলী (রাঃ)এর প্রসঙ্গে) কথা বলিতেছে। তিনি বলিলেন, হে মুআবিয়া, আমাকে কি কথা বলিবার অনুমতি দিবেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহার ধারণা ছিল তিনি হয়ত পূর্ব ব্যক্তির মতই বলিবেন। কিন্তু হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যমীনের বুকে যত পরিমাণ গাছ ও মাটির ডেলা আছে, আশা করি কেয়ামতের দিন তত পরিমাণ মানুষের আমি শাফাআত করিব। হযরত বুরাইদা (রাঃ) বলিলেন, 'হে মুআবিয়া, আপনি সেই শাফাআতের আশা করেন, আর আলী (রাঃ) কি উহার আশা করেন না?' (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

শাফায়াত অস্বীকারকারীর জবাব

তল্‌ক ইবনে হাবিব (রহঃ) বলেন, আমি শাফাআতকে সর্বাপেক্ষা বেশী অস্বীকার করিতাম। একবার হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি আমার সাধ্যমত কতকগুলি আয়াত তাহাকে শুনাইয়া দিলাম, যাহাতে আল্লাহ পাক জাহান্নামীদের চিরকাল জাহান্নামে থাকার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, হে তল্‌ক! তুমি কি মনে করিতেছ যে, তুমি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত সম্পর্কে আমার অপেক্ষা বেশী জান? তুমি যাহাদের সম্পর্কে আয়াত পড়িয়াছ তাহারা তো মুশরিক, কিন্তু যাহারা শাফাআত লাভ করিবে তাহারা ঐ সকল লোক হইবে যাহারা গুনাহ করিয়াছে। তাহারা আযাব ভোগ করিবে। অতঃপর তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে। তারপর তিনি নিজের কানের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, আমার এই দুই কান যেন বধির হইয়া যায়, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে না শুনিয়া থাকি। তিনি বলিয়াছেন, 'জাহান্নামে প্রবেশ করিবার পর তাহাদিগকে পুনরায় বাহির করা হইবে।" অথচ আমরাও তেমনই পড়ি যেমন তুমি পড়িয়াছ।

ইয়াযিদ ফকীর (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। তিনি হাদীস শুনাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, কিছু লোক জাহান্নাম হইতে বাহির হইবে। আমি সেই সময় উহা অস্বীকার করিতাম, সুতরাং আমি খুবই রাগান্বিত হইয়া বলিলাম, আমি লোকদের উপর আশ্চর্য হই না, কিন্তু হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা, তোমাদের উপর আশ্চর্য হই। তোমরা বলিতেছ, আল্লাহ তায়ালা কিছু লোককে জাহান্নাম হইতে বাহির করিবেন। অথচ আল্লাহ বলেন—

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا

অর্থ ঃ তাহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে কিন্তু তাহারা তথা হইতে কখনও বাহির হইতে পারিবে না।

তাঁহার সঙ্গীগণ আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের অপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল ছিলেন। তিনি বলিলেন, ছাড় লোকটিকে, উক্ত আয়াতে বর্ণিত কথাটি কাফেরদের জন্য। অতঃপর তিনি নিম্নের দুইটি আয়াত পড়িলেন—

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ...... وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

অর্থ ঃ 'নিশ্চয়, যাহারা কুফর করিয়াছে যদি তাহাদের নিকট বিশ্বের সমস্ত দ্রব্য থাকে এবং উহার সহিত তৎপরিমাণ আরও হয়, যেন তাহারা উহা প্রদান করিয়া কেয়ামতের শাস্তি হইতে মুক্ত হইয়া যায়, তবুও এই দ্রব্যসমূহ কখনও তাহাদের নিকট হইতে কবুল করা হইবে না। এবং তাহাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইবে। তাহারা ইহা কামনা করিবে যে, জাহান্নাম হইতে বাহির হইয়া যায় অথচ তাহারা উহা হইতে কখনও বাহির হইতে পারিবে না।' বস্তুতঃ তাহাদের শাস্তি চিরস্থায়ী হইবে।

এবং বলিলেন, 'তুমি কি কুরআন পড় না?' আমি বলিলাম, হাঁ, আমি তো হেফজ করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা কি বলেন নাই—

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

অর্থ ঃ আর রাত্রের কিছু অংশের মধ্যেও, অনন্তর উহাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন, যাহা আপনার জন্য অতিরিক্ত হইবে। অতিসত্বর আপনার পরওয়ারদিগার আপনাকে 'মাকামে মাহমুদে' স্থান দিবেন।

ইহাই সেই (শাফাআতের) মাকাম। আল্লাহ তায়ালা একদল লোককে তাহাদের গুনাহের কারণে যতদিন ইচ্ছা জাহান্নামে আটকাইয়া রাখিবেন। তাহাদের সহিত কোন কথা বলিবেন না। অতঃপর যখন তাহাদিগকে বাহির করিতে চাহিবেন বাহির করিয়া দিবেন। 'ইয়াযীদ' বলেন, এই ঘটনার পর আমি আর কখনও (শাফাআতের) অস্বীকার করি নাই।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান

সাহাবা (রাঃ)এর ঈমান

হযরত হানযালা উসাইদী (রাঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহী লেখক ছিলেন—বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে এমনভাবে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা শুনাইলেন যে, উহার দৃশ্য যেন আমাদের চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল। অতঃপর আমি আমার পরিবার পরিজনের নিকট যাইয়া তাহাদের সহিত হাসিলাম, খেলিলাম। পরক্ষণেই পূর্বেকার অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আবার ঘর হইতে বাহির হইলাম। (পথিমধ্যে) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত দেখা হইলে বলিলাম, 'হে আবু বকর, আমি তো মুনাফেক হইয়া গিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'কি হইয়াছে?' আমি বলিলাম, 'আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থাকি এবং তিনি জান্নাত জাহান্নামের কথা শুনান, তখন উহার দৃশ্য স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসিতে থাকে। আবার যখন তাঁহার নিকট হইতে বাহির হইয়া স্ত্রী-পুত্র ও কাজ-কারবারে লিপ্ত হই তখন সবকিছু ভুলিয়া যাই।' হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমাদেরও তো এমনই হয়। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইয়া উহা আলোচনা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'হে হানযালাহ, আমার নিকট থাকাকালীন তোমাদের যে অবস্থা হয় যদি পরিবার পরিজনের নিকট থাকাকালীন তোমরা একই অবস্থায় থাকিতে, তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও রাস্তায় তোমাদের সহিত মুসাফাহা করিত। হে হানযালা! কখনও কখনও এমন অবস্থা হইয়া থাকে। (সর্বদা একই অবস্থা বিদ্যমান থাকে না)' (কানয)

বিনা হিসাবে জান্নাতে গমনকারী দল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমরা একবার রাত্রিবেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথাবার্তা বলিলাম। পরদিন সকালে আবার তাহার নিকট হাজির হইলে তিনি বলিলেন, 'আমার সম্মুখে সমস্ত নবী ও তাহাদের অনুসারীসহ উম্মতগণকে উপস্থিত করা হইয়াছে।

কোন নবী আমার সম্মুখ দিয়া এমনও অতিক্রম করিয়াছেন........। কোন নবী ক্ষুদ্র এক জামাতের সহিত। কোন নবী তিনজনসহ, কোন নবী এমন যে, তাহার সহিত কেহই নাই। বর্ণনাকারী কাতাদাহ (রাঃ) এই স্থলে—

أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ

আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন।

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে কি কোন সুবোধ লোক নাই?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর হযরত মুসা ইবনে এমরান (আঃ) বনী ইসরাঈলের এক বিরাট জামাতের সহিত আমার সম্মুখ দিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বলিলাম, 'আয় পরওয়ারদিগার ইনি কে? বলিলেন, 'ইনি আপনার ভাই মুসা ইবনে এমরান ও তাহার অনুসারী বনী ইসরাঈল।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি বলিলাম, 'আয় পরওয়ারদিগার, আমার উম্মত কোথায়?' বলিলেন, 'আপনি আপনার ডান দিকে টিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তিনি বলেন, আমি অনেক মানুষের চেহারা দেখিতে পাইলাম। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, 'আপনি কি সন্তুষ্ট হইয়াছেন?' আমি বলিলাম, 'হাঁ আয় পরওয়ারদিগার, সন্তুষ্ট হইয়াছি?' আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আপনি বাম দিকে দিগন্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমি সেখানেও অনেক মানুষের চেহারা দেখিতে পাইলাম। আল্লাহ বলিলেন, আপনি কি সন্তুষ্ট হইয়াছেন?' আমি বলিলাম, 'হাঁ, আয় পরওয়ারদিগার, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।' আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, ইহাদের সহিত আরও সত্তর হাজার এমনও রহিয়াছে যাহারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাইবে।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ওক্কাশাহ ইবনে মেহসান (রাঃ) দাড়াইলেন। বর্ণনাকারী সাঈদ বলেন, তিনি একজন বদরী সাহাবী। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! 'আপনি দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে উহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন।' তিনি বলিলেন, 'আয় আল্লাহ তাহাকে উহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন।' (ইহা দেখিয়া) অপর একজন দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, দোয়া করুন যেন আল্লাহপাক আমাকেও উহাদের অন্তর্ভুক্ত

করিয়া দিন।' তিনি বলিলেন, 'ওক্কাশাহ তোমার পূর্বে উহা লইয়া ফেলিয়াছে।' হযরত আবদুল্লাহ বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তোমাদের প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হউক। যদি পার তবে তোমরা সত্তরের দলভুক্ত হইয়া যাইও নতুবা ঐ টিলাওয়ালাদের, না হয় (অন্ততপক্ষে) দিগন্তওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত থাকিও। কারণ আমি অনেক লোককে দেখিয়াছি, তাহাদের অবস্থা ভাল নহে।' তারপর বলিলেন, 'আমি আশা করি জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ তোমরা হইবে।' হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'আমরা তকবীর দিলাম।' আবার বলিলেন, 'আমি আশা করি এক তৃতীয়াংশ তোমরা হইবে।' আমরা আবার তকবীর দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আমি আশা করি জান্নাতীদের অর্ধেক তোমরা হইবে। আবদুল্লাহ(রাঃ) বলেন, আমরা তকবীর দিলাম।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ

অর্থ ঃ তাহাদের একটি বৃহৎ দল পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে হইবে। আর একটি বৃহৎ দল পরবর্তীদের মধ্য হইতে হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'সত্তর হাজার কাহারা হইবে আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করিতে লাগিলাম।' এবং বলিলাম, যাহারা ইসলামের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং শিরক করে নাই তাহারাই হইবে। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, 'তাহা নহে, বরং উহারাই হইবে যাহারা শরীরে দাগ দেয় নাই, মন্ত্রের পিছনে পড়ে নাই ও অশুভ লক্ষণের প্রতি বিশ্বাস রাখে নাই, বরং আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

জান্নাতের গাছ

সালীম ইবনে আমের (রহঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিতেন, আল্লাহ তায়ালা বেদুঈনদের ও তাহাদের প্রশ্নাদির দ্বারা আমাদিগকে উপকৃত

করিতেন। একবার এক বেদুঈন আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে এমন এক গাছের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা মানুষকে কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'উহা কি?' সে বলিল, 'কুলগাছ, উহাতে কষ্টদায়ক কাঁটা রহিয়াছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা কি সিদ্‌রিম মাখ্‌দুদ অর্থাৎ কাঁটাবিহীন কুলগাছ বলেন নাই?' আল্লাহ তায়ালা উহার কাঁটাকে মিটাইয়া দিয়াছেন এবং প্রতিটি কাঁটার জায়গায় ফল লাগাইয়া দিয়াছেন। উহা ফল দিবে এবং প্রত্যেক ফলের ভিতর বাহাত্তর প্রকারের স্বাদ হইবে। প্রত্যেক স্বাদ অপর স্বাদ হইতে ভিন্নরূপ হইবে।

ওতবা ইবনে আব্‌দ সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় একজন বেদুঈন আসিয়া বলিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনাকে জান্নাতে একগাছের কথা বলিতে শুনিয়াছি যাহা সর্বাধিক কাঁটাযুক্ত গাছ বলিয়া জানি। অর্থাৎ তাল্‌হ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা উহার প্রত্যেক কাঁটার জায়গায় মোটাতাজা ছাগলের বিচির ন্যায় বড় ফল পয়দা করিবেন। উহাতে সত্তর প্রকার স্বাদ থাকিবে।' যাহার প্রত্যেকটি অপরটি হইতে ভিন্নরূপ হইবে।

জান্নাতের ফল

হযরত ওতবা ইবনে আব্‌দ সুলামী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, একজন আরব বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাউজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল এবং জান্নাতের কথাও আলোচনা করিল। অতঃপর সে বলিল, জান্নাতে কি ফল হইবে? তিনি বলিলেন, হাঁ, আর সেইখানে একটি গাছ হইবে যাহার নাম তূ'বা। তিনি আরও কিছু বলিলেন, কিন্তু আমি জানি না উহা কি? বেদুঈন জিজ্ঞাসা করিল, উহা আমাদের এলাকার কোন্ গাছের মত?' তিনি বলিলেন, 'তোমাদের এই এলাকার কোন গাছের সহিত উহার তুলনা হয় না।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি শাম দেশে গিয়াছ?' সে বলিল, 'না।' বলিলেন, উহা দেখিতে শাম দেশের একটি গাছের মত

যাহাকে 'জাওযাহ' বলা হয়। উহা এককাণ্ডের উপর দাঁড়ায় এবং উহার উপরাংশে পাতা বিস্তৃত থাকে। সে জিজ্ঞাসা করিল, উহার ছড়া কত বড় হইবে?' বলিলেন, 'ধূসর বর্ণের শক্তিশালী কাকের একমাস উড়িবার দূরত্ব পরিমাণ।' সে বলিল, উহার মূল কত বড় হইবে?' বলিলেন, 'যদি তোমার ঘরের তিন বৎসর বয়সের উটে চড়িয়া রওয়ানা হও তবে সেই উট বৃদ্ধ হইয়া তাহার ঘাড়ের হাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে কিন্তু উহার মূল ঘুরিয়া শেষ করিতে পারিবে না। সে বলিল, সেইখানে কি আঙ্গুর হইবে? বলিলেন, 'হাঁ'। বলিল, আঙ্গুর কত বড় হইবে? বলিলেন, 'তোমার পিতা কি কখনো পালের বড় ছাগলটি জবাই করিয়াছেন?' বলিল, 'হা'। বলিলেন, অতঃপর উহার চামড়া ছিলিয়া তোমার মাকে দিয়া বলিয়াছেন যে, উহা দ্বারা আমাদের জন্য বড় বালতি বানাইয়া নিও। বলিল, 'হাঁ'। তারপর বলিল, তবে তো এক আঙ্গুরের দ্বারা আমার ও আমার পরিবারের পেট ভরিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ এবং তোমার খান্দানের অধিকাংশ লোকের পেট ভরিয়া যাইবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

জান্নাতের বর্ণনা শুনিয়া একজন হাবশী ব্যক্তির মৃত্যু

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হাবশা হইতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, জিজ্ঞাসা কর ও জওয়াব বুঝিয়া লও। সে বলিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনারা চেহারা, রং ও নবুওয়াতের দরুন আমাদের অপেক্ষা উত্তম হইয়াছেন। আপনি যাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছেন ও যাহা আমল করিয়াছেন যদি আমিও তাহার প্রতি ঈমান আনি ও তাহা আমল করি তবে কি আমি আপনার সহিত জান্নাতে থাকিতে পারিব?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার জান, জান্নাতে কাল লোকের সৌন্দর্য এক হাজার বৎসরের দূরত্ব হইতে দেখা যাইবে। অতঃপর বলিলেন, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে তাহার জন্য আল্লাহর নিকট একটি ওয়াদা রহিল, আর যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী বলিবে তাহার জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হইবে।' এক ব্যক্তি বলিল,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এতদসত্ত্বেও আমরা কি করিয়া ধ্বংস হইব?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'এক ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এত পরিমাণ আমল লইয়া আসিবে যে, যদি উহা পাহাড়ের উপর রাখা হয় তবে পাহাড়ের জন্যও তাহা ভারী বোধ হইবে। কিন্তু নেয়ামত অথবা বলিলেন, আল্লাহ পাকের নেয়ামতসমূহ উপস্থিত হইবে, তখন তাহার সমস্ত আমল নেয়ামতের মুকাবেলায় নিঃশেষ হইয়া যাইবে, যদি–না আল্লাহ তায়ালা আপন রহমতের দ্বারা তাহাকে ঢাকিয়া লন।

উক্ত বিষয়ের উপর সূরা দাহারের প্রথম হইতে
পর্যন্ত নাযিল হইয়াছে। অতঃপর সেই হাবশী বলিলেন, আমার চক্ষু কি জান্নাতে উহাই দেখিবে যাহা আপনার চক্ষু দেখিবে? তিনি বলিলেন, 'হাঁ'। হাবশী কাঁদিতে লাগিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাহাকে কবরে নামাইতেছেন।

ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা দাহার পড়িলেন। তাঁহার নিকট একজন কালো ব্যক্তি বসিয়াছিল। যখন তিনি জান্নাতের বর্ণনায় পৌঁছিলেন, সে একটি দীর্ঘশ্বাস লইল এবং তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জান্নাতের আগ্রহ তোমাদের সাথীর (অথবা বলিলেন—তোমাদের ভাইয়ের) প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দিয়াছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক হযরত ওমর (রাঃ)কে জান্নাতের সুসংবাদ দান

আবু মাতার (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, 'যখন আবু লু'লু' হযরত ওমর (রাঃ)কে জখম করিল, তখন আমি তাহার নিকট যাইয়া দেখিলাম, তিনি কাঁদিতেছেন। আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমেনীন, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, আসমানের খবর আমাকে কাঁদাইতেছে। জানি না,আমাকে কি জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে না জাহান্নামের দিকে?' আমি বলিলাম, আপনি জান্নাতের সুসংবাদ নিন। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা

এতবার বলিতে শুনিয়াছি যাহা আমি গণনা করিতে পারিব না যে, 'আবু বকর ও ওমর মধ্যবয়সী জান্নাতীদের সরদার। আল্লাহ পাক তাহাদিগকে সুখী করুন।' হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আলী, তুমি কি আমার জান্নাতের সাক্ষী হইবে। আমি বলিলাম, 'হাঁ। তিনি বলিলেন, হে হাসান তুমিও তোমার পিতার কথার উপর সাক্ষী থাক যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—ওমর জান্নাতী। (মুনতাখাব)

জান্নাতের কথায় হযরত ওমর (রাঃ)এর কান্না

হযরত ওমর (রাঃ)এর দুনিয়া ত্যাগ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন এক নিমন্ত্রণে তিনি বলিয়াছিলেন, 'এই উত্তম খাদ্য যদি আমাদের জন্য হয়, তবে গরীব মুসলমানগণ যাহারা মরিয়া গিয়াছেন অথচ যবের রুটিও পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই তাহারা কি পাইলেন?' ওমর ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) বলিলেন, তাঁহাদের জন্য জান্নাত রহিয়াছে। এই কথা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন, যদি এই সকল পার্থিব ধনসম্পদ আমাদের অংশ হয়, আর তাহারা জান্নাত লইয়া যায়, তবে তো আমাদের ও তাহাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য হইয়া গেল।

হযরত সা'দ (রাঃ)এর জান্নাতের প্রতি আশা

মুসআব ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, আমার পিতার ইন্তেকালের সময় তাঁহার মাথা আমার কোলের উপর ছিল। আমার চোখে পানি আসিয়া গেল। তিনি আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, 'হে আমার বেটা! তুমি কেন কাঁদিতেছ?' আমি বলিলাম, 'আপনার পদমর্যাদার দিকে লক্ষ্য করিয়া ও আপনার এই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতেছি।' তিনি বলিলেন, কাঁদিও না। আল্লাহ আমাকে কখনও আযাব দিবেন না বরং আমি জান্নাতী। আল্লাহ তায়ালা মুমেনীনদেরকে তাহাদের সকল নেক আমলের বদলা দান করিবেন, যাহা তাহারা আল্লাহর জন্য করিয়াছে। আর কাফেরদের ভাল আমলের কারণে আযাবকে হালকা করিয়া দিবেন। অতঃপর যখন তাহাদের নেক আমল শেষ হইয়া যাইবে তখন বলিবেন, প্রত্যেকে তাহাদের নেক আমলের প্রতিদান যেন ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে লইয়া লয় যাহাদের (মনতুষ্টির) উদ্দেশ্যে তাহারা আমল করিয়াছিল। (ইবনে সা'দ)

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর আশঙ্কা

ইবনে শিমাসাহ মাহরী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট তাহার ইন্তেকালের সময় হাজির হইলাম। তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া দীর্ঘ সময় যাবৎ কাঁদিতেছিলেন। তাঁহার ছেলে তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কাঁদিতেছেন কেন? আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন-এমন সুসংবাদ দেন নাই? বলেন, তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে থাকিলেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'তোমাদের হিসাব অনুযায়ী আমার জন্য সর্বোত্তম আমল হইল—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ এর শাহাদাত। কিন্তু আমার জীবনে তিন যুগ কাটিয়াছে। একসময় আমার অবস্থা এই ছিল যে, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা ঘৃণিত আর কেহ ছিল না। নাগালে পাইলেই আমি তাহাকে কতল করিয়া দিব। ইহাই ছিল আমার একমাত্র কাম্য। ঐ সময় আমার মৃত্যু হইলে আমি জাহান্নামী হইতাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরে ইসলামকে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, আমি বাইআতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাত দিন আমি বাইআত হইব। তিনি হাত বাড়াইলেন, কিন্তু আমি হাত গুটাইয়া নিলাম। তিনি বলিলেন, হে আমর! ব্যাপার কি? আমি বলিলাম, আমার কিছু শর্ত আছে। বলিলেন, কি শর্ত? বলিলাম, এই শর্ত যে, আমার গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হউক। বলিলেন, 'হে আমর, তুমি কি জাননা ইসলাম পূর্বের সকল গুনাহ মিটাইয়া দেয়। এবং হিজরত পূর্বেকার সকল গুনাহকে মিটাইয়া দেয়। আর হজ্ব ও পূর্বের সকল গুনাহ মিটাইয়া দেয়।' আমার অবস্থা তখন এমন হইয়া গেল যে, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহ ছিল না এবং আমার চোখে তাঁহার ন্যায় সম্মানিত আর কেহ ছিল না। যদি তুমি আমাকে তাহার আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর তবে আমি সঠিকভাবে বলিতে পারিব না। কারণ তাহার বুযুর্গির দরুন আমি কখনও তাঁহার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে পারি নাই। আমি যদি সেই অবস্থায় মরিয়া যাইতাম তবে জান্নাতী হইবার

আশা করিতাম। ইহার পর এমন অনেক কাজ করিয়াছি, উহা কেমন হইয়াছে আমার জানা নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার কি অবস্থা হইবে জানিনা। মৃত্যুর পর আমার জানাযার সঙ্গে যেন কোন বিলাপকারিনী ও আগুন না থাকে। যখন তোমরা আমাকে দাফন করিবে তখন আমার উপর মাটি ধীরে ধীরে ফেলিবে। দাফন শেষ করিয়া আমার কবরের নিকট উট জবেহ করিয়া উহার গোশত বন্টন করা পরিমাণ সময় অপেক্ষা করিবে। যেন তোমাদের দ্বারা আমি একটু সাহস সঞ্চয় করিতে পারি ও আমার পরওয়ারদিগারের প্রেরিত ব্যক্তিদের আমি কি জওয়াব দিব, তাহা চিন্তা করিয়া লইতে পারি। (ইবনে সা'দ)

আবদুর রহমান ইবনে শিমাসাহ (রহঃ) বলেন, যখন হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় হইল, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ বলিলেন, 'আপনি কেন কাঁদিতেছেন? মৃত্যুর ভয়ে? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, সেজন্য নহে বরং মৃত্যুর পরের ব্যাপারে। আবদুল্লাহ বলিলেন, 'আপনি নেক কাজে জীবন কাটাইয়াছেন। এবং তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভের ও তাঁহার শাম বিজয়ের কথা স্মরণ করাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'সর্বাপেক্ষা উত্তম জিনিসটি বলিলে না।' অর্থাৎ কালেমায়ে শাহাদাত। অন্য রেওয়ায়াতে আরও একটু বিস্তারিত বলা হইয়াছে যে, তারপর তিনি বলিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর কেহ আমার জন্য কাঁদিবে না, আমার জানাযার পিছনে কোন প্রশংসাকারী ও আগুন নিয়া চলিবে না। আমার লুঙ্গী শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবে কারণ, আমি জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হইব। এবং আমার উপর আস্তে করিয়া মাটি ফেলিবে। কারণ, আমার ডান পাশ বামপাশ অপেক্ষা মাটির জন্য অধিক যোগ্য নহে। আমার কবরে কাঠ ও পাথর লাগাইবে না।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার পর তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'আয় আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে হুকুম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অমান্য করিয়াছি। আপনি নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিরত থাকি নাই। আপনার ক্ষমা ব্যতীত আমার কোনই উপায় নাই।

অন্য রেওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, তিনি স্বহস্তে আপন গলা ধরিয়া মাথা

উঁচু করিলেন এবং বলিলেন, আয় আল্লাহ! আপনি ব্যতীত শক্তিশালী আর কেহ নাই যে, সাহায্য প্রার্থনা করিব। আপনি ব্যতীত নির্দোষ আর কেহ নাই যে, দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিব। আমি অস্বীকারকারী নহি, ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। এইকথা বলিতে বলিতে তিনি ইন্তেকাল করিলেন। আল্লাহ তাঁহার উপর রাজী থাকুন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতের শেষে যাহাতে হযরত আমরের ওসিয়ত ও উল্লেখিত হইয়াছে—এইরূপ বলা হইয়াছে যে, তিনি বলিলেন, 'আয় আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে হুকুম করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহা অমান্য করিয়াছি, নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপেক্ষা করিয়াছি। আপনি ব্যতীত নির্দোষ আর কেহ নাই যে, সাহায্য প্রার্থনা করিব। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। এই কথা বলিতে বলিতে ইন্তেকাল করিলেন। (আহমাদ, মুসলিম)

সাহাবা (রাঃ)দের পূর্ব বর্ণিত বিভিন্ন উক্তি

নুসরত ও মদদের বয়ানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদিগকে বলিলেন, 'তোমরা আমাদের প্রতি তোমাদের যে কর্তব্য ছিল তাহা আদায় করিয়া দিয়াছ। খাইবারে তোমাদের পাওনা অংশ যদি তোমরা লইতে চাহ এবং উহার ফলাদি তোমাদের ভাল লাগে তবে লইতে পার।' তাহারা বলিলেন, আমাদের উপর আপনার কিছু শর্ত ছিল এবং আপনার উপরও আমাদের একটি শর্ত ছিল, অর্থাৎ আমরা জান্নাত লাভ করিব। আমরা আমাদের পাওনা শর্তের আশায় আপনার আকাঙ্খিত শর্ত পুরা করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'তবে তোমাদের প্রাপ্য তোমাদের জন্য রহিল।'

জেহাদের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে সাহাবাগণকে জেহাদের জন্য উৎসাহ দিলেন তখন হযরত ওমায়ের ইবনে হুমাম (রাঃ) বলিলেন, বাহবা! বাহবা! ইহারা আমাকে কতল করা পর্যন্তই কি আমার জান্নাতে প্রবেশ করিতে দেরী? অতঃপর হাতের খেজুরগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং তলওয়ার লইয়া দুশমনের

সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি বাহবা! বাহবা! কেন বলিয়াছ? বলিলেন, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শুধু জান্নাতবাসী হইবার আশায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তুমি জান্নাতী'। ইহার পর তিনি থলি হইতে খেজুর বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন। অতঃপর বলিলেন, যদি আমি এই খেজুরগুলি খাওয়া পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি তবে তো উহা অনেক দীর্ঘ জীবন। তিনি বাকী খেজুরগুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন।

জেহাদের ময়দানে বর্শা ও তলওয়ারের আঘাত সহ্য করিবার বর্ণনায় হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ)এর এই কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন 'বাহ! আমি ওহোদ প্রান্ত হইতে জান্নাতের খুশবু পাইতেছি। এই বলিয়া তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। অনুরূপ সাহাবাদের আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইবার আগ্রহের বর্ণনায় হযরত সাদ ইবনে খাইসামা (রাঃ) সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাদের উভয়ের মধ্যে একজনকে অবশ্যই বাড়ীতে থাকিতে হইবে।' তখন তিনি বলিলেন, 'যদি জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু হইত তবে আমি আপনাকে অগ্রাধিকার দিতাম। কিন্তু আমি এইপথে শাহাদাত কামনা করি।'

ওহোদের যুদ্ধে সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে, যখন যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম জানাইয়াছেন এবং তোমার অবস্থা আমাকে জানাইতে বলিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইয়া দাও, আমার অবস্থা এই যে, আমি জান্নাতের খুশবু পাইতেছি। বীরে মা'উনার যুদ্ধে হযরত হারাম ইবনে মিলহাম (রাঃ)এর উক্তিও উল্লেখিত হইয়াছে যে, (মৃত্যুর পূর্বক্ষণে) তিনি বলিলেন, কাবার রবের কসম, আমি কামিয়াব হইয়া গিয়াছি—অর্থাৎ জান্নাত লাভ করিয়াছি।

হযরত আম্মার (রাঃ)এর বীরত্বের বর্ণনায় তাঁহার সম্পর্কে বর্ণিত

হইয়াছে,— তিনি বলিলেন, 'হে হাশেম, অগ্রসর হও। তলওয়ারের ছায়াতলে জান্নাত। আর বর্শার অগ্রভাগে মৃত্যু। জান্নাতের দরজা খুলিয়া গিয়াছে। ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরগণ সুসজ্জিত হইয়াছে। আজ প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁহার দলের সহিত মিলিত হইব। অতঃপর তাঁহারা উভয়েই আক্রমণ করিলেন এবং শহীদ হইলেন। এইরূপভাবে তাঁহার এই কথাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন, 'হে মুসলমানগণ, তোমরা কি জান্নাত হইতে পলায়ন করিতেছ? আমি আম্মার ইবনে ইয়াসের। তোমরা কি জান্নাত হইতে পলায়ন করিতেছ? আমি আম্মার ইবনে ইয়াসের। আমার নিকট আস।

আমীর হইতে অস্বীকার করিবার বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, 'পূর্বে কখনও আমার মনে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ জাগে নাই কিন্তু যেদিন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) 'দুমাতুল জান্দাল' নামক জায়গায় বলিলেন, 'কাহারা এই আমীরী গ্রহণ করিতে লালায়িত ও ইহা পাইবার আশা করে?' সেইদিন মনে চাহিয়াছিল তাঁহাকে বলি যে, যাহারা তোমাকে ও তোমার পিতাকে পিটাইয়া ইসলামে দাখেল করিয়াছে তাহারা ইহার আশা করে।' কিন্তু জান্নাত ও উহার নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়া বিরত রহিলাম। অনুরূপভাবে হযরত সায়ীদ ইবনে আমের (রাঃ)এর সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি যখন সদকা করিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে বলিল, আপনার প্রতি আপনার পরিবারের হক রহিয়াছে, এবং আপনার শ্বশুরালয়েরও হক রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, 'আমি তাহাদিগকে প্রাধান্য দিব না এবং আমি কোন মানুষের সন্তুষ্টি লাভের আশায় সেই সকল সুন্দর ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুর লাভের আশা ছাড়িতে পারিনা, যাহাদের একজনও যদি পৃথিবীতে উঁকি দেয় তবে সূর্য যেমন পৃথিবীকে আলোকিত করে তেমনি সমস্ত পৃথিবী আলোকজ্জ্বল হইয়া যাইবে।'

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি তাহার স্ত্রীকে বলিলেন, 'দাঁড়াও, আমার কতিপয় সহচর কিছুদিন পূর্বে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি সমস্ত দুনিয়ার বিনিময়েও তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে চাহিনা। যদি তথাকার সুন্দরী রমণীগণের মধ্য হইতে কেহ আসমানে উঁকি দেয় তবে সমস্ত দুনিয়াবাসী আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে। তাহাদের চেহারার জ্যোতি

চন্দ্র–সূর্যকেও ম্লান করিয়া দিবে। তাহাদের পরিধেয় ওড়না দুনিয়া ও দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে সবকিছু অপেক্ষা উত্তম। তোমার জন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা অপেক্ষা তাহাদের জন্য তোমাকে পরিত্যাগ করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। এই কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রী নিশ্চুপ হইয়া গেলেন এবং এই কথা মানিয়া নিলেন।

রোগ–শোকের সময় সবর করিবার বয়ানে একজন আনসারী মেয়েলোকের কথা বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, 'কোন্‌টি তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়—আমি তোমার জন্য দোয়া করিব তোমার রোগ ভাল হইয়া যাইবে, অথবা তুমি যদি সবর কর তবে তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইবে।' তিনি বলিলেন, না, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বরং সবরই করিব। তিনবার এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি কোন জিনিসকে জান্নাতের সমতুল্য মনে করি না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি যখন অসুস্থ হইলেন, তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কী আশা করেন? তিনি উত্তর করিলেন, আমি জান্নাতের আশা করি।

সন্তানাদির মৃত্যুর উপর সবর করার বর্ণনায় হযরত উম্মে হারেসাহ (রাঃ)এর কথা বর্ণিত হইয়াছে যে, বদরের যুদ্ধে যখন তাঁহার পুত্র শহীদ হইলেন, তিনি বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে হারেসাহ-সম্পর্কে অবগত করুন। সে যদি জান্নাতবাসী হইয়া থাকে তবে আমি সবর করিব, অন্যথায় আল্লাহ পাক দেখিবেন আমি কি করি। অর্থাৎ বিলাপ করিব।' বিলাপ করা তখনও হারাম ছিল না।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সে জান্নাতবাসী হইয়া থাকে তবে আমি কাঁদিব না, এবং দুঃখও করিব না। আর যদি জাহান্নামী হইয়া থাকে তবে সারাজীবন কাঁদিতে থাকিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'হে উম্মে হারেসাহ! উহা একটি জান্নাত নহে বরং অনেক জান্নাতের মধ্য হইতে একটি জান্নাত। আর হারেস সর্বোচ্চ ফেরদাউসে স্থান পাইয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি হাসিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, বাহবা, হে হারেস!

জাহান্নামের আলোচনায় হযরত আয়েশা (রাঃ)এর কান্না

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একবার জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলাম, 'হে আয়েশা! তোমার কি হইয়াছে?' আমি বলিলাম, 'জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি। কেয়ামতের দিন আপনার পরিবারের কথা কি স্মরণ থাকিবে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে তিন জায়গায় কেহ কাহাকেও স্মরণ করিবে না। (এক) মিজানের নিকট; যতক্ষণ না সে জানিতে পারিবে যে, তাহার পাল্লা ভারী হইল কি হালকা হইল। (দুই) আমলনামা বিতরণের সময়, যতক্ষন না বলিবে যে, আস, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ, এবং যতক্ষণ না জানিতে পারে যে, তাহার আমলনামা ডান হাতে পড়িল না বা বামহাতে আর না পিঠের দিক হইতে পড়িল। (তিন) পুলসিরাতের নিকট, যখন উহা জাহান্নামের উপর রাখা হইবে। উহার উভয় পার্শ্বে বহু বক্র মাথাযুক্ত লোহার শিকও অসংখ্য কাঁটা থাকিবে। আল্লাহ পাক যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সেখানে আটকাইয়া রাখিবেন। ঐ মুহূর্তে কেহ কাহাকেও স্মরণ করিবে না যতক্ষণ না জানিতে পারে যে, তাহার নাজাত হইল। (হাকেম)

জাহান্নামের বর্ণনা শুনিয়া একজন বৃদ্ধ ও একজন যুবকের মৃত্যু

ইবনে আবি রাওয়াদ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়াত পৌঁছিয়াছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও নিজ পরিবারবর্গকে সেই অগ্নি হইতে রক্ষা কর যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর।'

তাঁহার নিকট কয়েকজন সাহাবা (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধও ছিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহান্নামের পাথর কি দুনিয়ার মত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই পাকযাতের

কসম যাঁহার কুদরতী হাতে আমার জান, জাহান্নামের এক একটি পাথর সারা দুনিয়ার সমস্ত পাহাড়পর্বত অপেক্ষা বড়। ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্যক্তিটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বুকের উপর হাত রাখিয়া দেখিলেন জীবিত আছেন। অতঃপর বলিলেন, 'হে বৃদ্ধ, বল, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বৃদ্ধ উহা বলিলেন। তিনি তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সকলের জন্যও কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدُ

অর্থ ঃ উহা তাহাদের জন্য যাহারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ও আমার সতর্কবাণীকে ভয় করিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে 'বৃদ্ধটি'এর পরিবর্তে 'যুবকটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন' আছে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

আল্লাহ ভীতির বর্ণনায় এক আনসারী যুবকের ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁহার অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হইয়া গেল। তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেন এবং কখনও ঘরে বসিয়া থাকিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন তিনি উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের সঙ্গীকে জানাযার নামাযের জন্য প্রস্তুত কর। জাহান্নামের ভয় তাহার কলিজাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছে।

জাহান্নামের ভয় সম্পর্কিত সাহবা (রাঃ)দের বিভিন্ন উক্তি

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ)এর বিছনায় বারংবার পার্শ্ব পরিবর্তন করা সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে। সেই সাথে তাহার এই কথাও উল্লেখ হইয়াছে যে, 'আয় আল্লাহ! জাহান্নামের আগুন আমার ঘুম উড়াইয়া

দিয়াছে।' তারপর উঠিয়া নামায পড়িতে পড়িতে সকাল করিয়া দিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের কান্নাকাটির বর্ণনায় এই অধ্যায়ের আরও অনেক ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং মূতার যুদ্ধের বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর ক্রন্দন ও তাঁহার উক্তি বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিলেন, 'শুন, আল্লাহর কসম, আমি দুনিয়ার মহব্বত বা তোমাদের প্রতি ভালবাসার কারণে কাঁদিতেছি না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত পড়িতে শুনিয়াছি, যাহাতে তিনি জাহান্নামের কথা বলিতেছেন—

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

অর্থ ঃ 'তোমার প্রতিপালকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, তোমরা প্রত্যেকে উহার মধ্যে অবতরণ করিবে।'

আমি জানিনা, অবতরণের পর পুনরায় কিরূপে বাহির হইব।

আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার প্রতি একীন

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একীন

হযরত নাইয়ার ইবনে মুকরাম আসলামী (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ

অর্থ ঃ আলিফ, লাম, মীম, রুমীগণ এক নিকটবর্তী স্থানে পরাজিত হইল। এবং তাহারা তাহাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই জয়লাভ করিবে, তিন হইতে নয় বৎসরের মধ্যে।

তখন ইরানীরা রুমীদের উপর বিজয় লাভ করিয়াছিল। মুসলমানগণ রুমীদের বিজয়কে ভালবাসিতেন। কারণ তাহারা উভয়ই আহলে কেতাব। উক্ত বিষয়েই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۔

অর্থ ঃ সেইদিন ঈমানদারগণ আনন্দিত হইবে আল্লাহর সাহায্যের দরুন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করিয়া থাকেন, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও অতি দয়াবান।

কোরাইশগণ পারস্যদের বিজয়কে ভালবাসিত। কারণ তাহারা কেহই আহলে কেতাব নহে এবং উভয়ই পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস করে না।

যখন আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করিলেন, তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) মক্কায় উচ্চস্বরে এই আয়াত তেলাওয়াত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোরাইশদের কিছু লোক তাঁহাকে বলিল; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এইবার ফয়সালা হইয়া যাইবে। তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিতেছেন যে, রুমীগণ কয়েক বৎসরের মধ্যে ইরানীদের উপর জয় লাভ করিবে। আস, আমরা তোমার সহিত উহার উপর বাজি ধরি? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই! ইহা বাজি ধরা নিষিদ্ধ হইবার পূর্বের ঘটনা ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও মুশরিকগণ বাজি ধরিল। তাহারা বলিল, বিদ্উন শব্দটি আরবীতে তিন হইতে নয় সংখ্যা পর্যন্ত বুঝায়। সুতরাং তুমি উহার মধ্য হইতে মাঝামাঝি একটি সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া দাও, আমরা ততদিন অপেক্ষা করিব। অতঃপর উভয় পক্ষ মিলিয়া ছয় বৎসর নির্ধারণ করিল। যখন ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু রুমীগণ জয়লাভ করিল না, তখন মুশরিকগন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মাল লইয়া গেল। সপ্তম বৎসর রুমীগণ ইরানীদের উপর জয়লাভ করিল। তখন মুসলমানগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)কে ছয় বৎসর নির্ধারণের দরুন দোষারোপ করিলে তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তো বিদ্ই সিনীন অর্থাৎ কয়েক বৎসর বলিয়াছেন।' সেই সময় অনেকেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত বারা' (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হইল তখন মুশরিকগণ হযরত আবু বকর

(রাঃ)কে বলিল, 'তুমি কি দেখিতেছ না, তোমার সঙ্গী কি বলিতেছেন?' তিনি বলিতেছেন, 'রুমীগণ ইরানীদের উপর জয়লাভ করিবে।' হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, 'আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলিয়াছেন। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের সহিত বাজি ধরিবে?' সুতরাং তিনি তাহাদের সহিত একটি সময় নির্ধারিত করিয়া বাজি ধরিলেন। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রুমীগণ জয়লাভ করিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া অপছন্দ করিলেন ও তাহার নিকট উহা অপ্রিয় লাগিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, 'কি কারণে তুমি এইরূপ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছ?' তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি সত্য বিশ্বাস আমাকে এইরূপ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তাহাদের নিকট আবার যাও এবং বাজির পরিমাণ বাড়াইয়া দাও। এবং বিদই সিনীন এর শেষ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করিবে।' তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা কি পুনরায় বাজি ধরিবে? পুনরায় করা অবশ্য ভাল হইবে। তাহারা বলিল, আমরা প্রস্তুত। এইবার বৎসরগুলি অতিবাহিত হইবার পূর্বেই রুমীগণ ইরানীদের উপর জয়লাভ করিল। এবং মাদায়েন শহরে আসিয়া তাহারা ঘোড়া বাঁধিল ও রোমা শহরের ভিত্তি স্থাপন করিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (বাজিতে পাওয়া মাল লইয়া) আসিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা হারাম। তারপর বলিলেন, সদকা করিয়া দাও। (তিরমিযী)

হযরত কা'ব (রাঃ)এর একীন

হযরত কা'ব ইবনে আদি (রাঃ) বলেন, আমি হীরাবাসী একদল লোকের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদের নিকট ইসলাম পেশ করিলেন। আমরা মুসলমান হইয়া গেলাম। অতঃপর আমরা হীরায় ফিরিয়া গেলাম। কিছুদিন পর আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সংবাদ আসিল। আমার সঙ্গীগণ সন্দেহের মধ্যে পড়িয়া গেল, তাহারা বলিল, তিনি যদি নবী হইতেন তবে মরিতেন না। আমি বলিলাম, তাঁহার পূর্বেও নবীগণ মারা গিয়াছেন।

সুতরাং আমি ইসলামের উপর মজবুত থাকিলাম। কিছুদিন পর আমি মদীনার দিকে রওয়ানা হইলে পথিমধ্যে একজন ইহুদী আলেমের দেখা পাইলাম। ইসলামের পূর্বে তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া আমরা কোন কাজ করিতাম না। তাহার নিকট যাইয়া বলিলাম, আমি একটি কাজের ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু মনে একটু খটকা লাগিতেছে, আপনি উহা সম্পর্কে কিছু বলিয়া দিন। সে বলিল, তোমার নামের অর্থে কোন জিনিস নিয়া আস। (তাঁহার নাম কা'ব, আরবীতে উহার অর্থ গোড়ালির হাঁড়) আমি একটি গোড়ালির হাঁড় লইয়া আসিলাম। সে কিছু চুল বাহির করিয়া রাখিয়াছিল, আমাকে বলিল, হাঁড়খানা এই চুলের মধ্যে ফেলিয়া দাও। আমি ফেলিয়া দিলাম। তৎক্ষণাৎ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমন দেখিয়াছিলাম তেমনি দেখিতে লাগিলাম, এবং তাঁহার ইন্তেকালের সময় ইন্তেকাল হইতেছে উহাও দেখিতে পাইলাম। ইহাতে আমার ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পাইল। আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে এই ব্যাপারে অবহিত করিলাম ও তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে মিসরের বাদশাহ মকাওকেসের নিকট পাঠাইলেন। আমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মদীনাতে অবস্থান করিতে লাগিলাম। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ)ও আমাকে তাহার নিকট চিঠি দিয়া পাঠাইলেন। আমি চিঠি লইয়া তাহার নিকট ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর পৌঁছিলাম। এই যুদ্ধ সম্পর্কে আমার জানা ছিল না। বাদশাহ আমাকে বলিল, 'তুমি কি শুনিয়াছ? রুমীগণ আরবদিগকে কতল করিয়াছে ও পরাজিত করিয়াছে।' আমি বলিলাম, ইহা হইতে পারে না। সে বলিল, কেন? আমি বলিলাম, কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, দ্বীনে হককে সকল দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করিবেন। আল্লাহ তায়ালা কখনও ওয়াদা খেলাফ করিবেন না। সে বলিল, খোদার কসম, আরবগণ রুমীদিগকে কাওমে আদের ন্যায় করিয়াছে, এবং তোমাদের নবীই সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর সে বিশিষ্ট সাহাবাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল এবং তাহাদের জন্য হাদিয়া দিল। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) জীবিত আছেন, তাঁহার সহিত সৎসম্পর্ক কায়েম করুন।' হযরত কা'ব

(রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত বিভিন্ন কাজে শরীক ছিলাম। যখন তিনি মুজাহিদদের জন্য ভাতার রেজিষ্টার তৈয়ার করিলেন তখন আদি ইবনে কাব গোত্রের সহিত আমার জন্যও ভাতা নির্ধারিত করিয়া দিলেন। (এসাবাহ)

আল্লাহর ওয়াদা সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের একীন ও উক্তি

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, খোদার কসম, আমি আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর কায়েম থাকিব ও আল্লাহর রাহে জেহাদ করিতে থাকিব, যতক্ষণ না তিনি আমাদের সহিত তাঁহার কৃত ওয়াদা পুরা করেন। আমাদের মধ্যে যাহারা এই কাজে নিহত হইবে, তাহারা শহীদ হইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে আর যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা আল্লাহর যমীনে তাঁহার খলিফা হিসাবে ও তাঁহার বান্দাগণের প্রকৃত উত্তরসূরী হিসাবে জীবিত থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বলিয়াছেন, তাঁহার কথার খেলাফ হয় না।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং সৎকার্যসমূহ করিবে, আল্লাহ তাহাদিগকে ওয়াদা দিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে রাজত্ব দিয়াছিলেন।'

(সূরা নূর আয়াত ৫৫)

এইরূপে জেহাদের প্রতি উৎসাহিত করিবার সময় হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছিলেন, 'নবাগত মুহাজিরগণ আল্লাহর ওয়াদা হইতে গাফেল হইয়া কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে? আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কিতাবে তোমাদিগকে যে যমীনের অধিকারী করিবেন বলিয়াছেন, উহার দিকে চল। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

অর্থাৎ 'যেহেতু তিনি উহাকে সকল দ্বীনের উপর প্রাধান্য দান করিবেন।' আল্লাহ তাঁহার দ্বীনকে বিজয়ী করিবেন, উহার সাহায্যকারীকে সম্মান দিবেন, উহার বাহককে সকল জাতির সম্পদের অধিকারী করিবেন। আল্লাহর নেক বান্দাগণ কোথায়?'

জেহাদের প্রতি উৎসাহ দান প্রসঙ্গে হযরত সা'দ (রাঃ)এর এই কথাও পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ হক, তাঁহার সহিত রাজত্বে কেহ শরীক নাই, তাহার কথার বরখেলাফ হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ

অর্থাৎ—আর আমরা যাবুর কিতাবে নসীহতের পর লিখিয়া দিয়াছি যে, নিশ্চয়, এই যমীনের মালিক একমাত্র আমার নেক বান্দাগণই হইবে।

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৫)

নিশ্চয়ই ইহা তোমাদের জন্য তোমাদের পরওয়ারদিগারের ওয়াদা কৃত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। তিনি তিন বৎসর যাবৎ তোমাদিগকে অত্র এলাকার উপর সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন। তোমরা উহা হইতে ভোগ করিতেছ, খাইতেছ, যাহা তোমাদের পূর্ববর্তী মুজাহিদগণ ভোগ করিয়াছেন। উপরন্তু অদ্যবধি তোমরা ইহার অধিবাসীদিগকে কতল করিতেছ, তাহাদিগকে পরাজিত করিতেছ এবং বন্দী করিতেছ। আজ তোমাদের সম্মুখে তাহাদের এই সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা আরবের সম্ভ্রান্ত লোক, উহাদের সরদার, প্রত্যেক গোত্রের বাছাই করা ব্যক্তিবর্গ, এবং পশ্চাতে অবস্থানকারীদিগের ইজ্জত। যদি তোমরা দুনিয়ার মহব্বত পরিত্যাগ কর ও আখেরাতের প্রতি আগ্রহ রাখ, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে দুনিয়া আখেরাত উভয়ই দান করিবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া খবরের প্রতি একীন

হযরত খুযাইমাহ (রাঃ)এর একীন

ওমারাহ ইবনে খুযাইমাহ ইবনে সাবেত তাঁহার চাচা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আরব বেদুঈনের নিকট হইতে একটি ঘোড়া খরিদ করিলেন এবং তাহাকে উহার দাম দিবার জন্য সঙ্গে লইয়া চলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া আগাইয়া গেলেন। বেদুইন ধীরে হাঁটিতেছিল। সে পিছনে পড়িয়া গেল। পথিমধ্যে লোকজন বেদুঈনের সহিত ঘোড়া লইয়া দরাদরি করিতে লাগিল। তাহারা জানিত না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা খরিদ করিয়াছেন। কেহ কেহ ঘোড়ার দাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা বেশী বলিল। ইহা দেখিয়া সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকিয়া বলিল, যদি আপনি এই ঘোড়াটি খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে করেন, নতুবা আমি বিক্রয় করিয়া দিলাম। তাহার আওয়াজ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া গেলেন এবং সে নিকটে আসিলে বলিলেন, আমি কি তোমার নিকট হইতে ইহা খরিদ করি নাই? সে বলিল, না খোদার কসম, আমি আপনার নিকট ইহা বিক্রয় করি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, অবশ্যই আমি তোমার নিকট হইতে ইহা খরিদ করিয়াছি। লোকজন আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বেদুঈনের নিকট ভীড় করিতে লাগিল, তাহারা কথা কাটাকাটি করিতেছিলেন। বেদুঈন বলিয়া উঠিল, আমি আপনার নিকট বিক্রয় করিয়াছি ইহার সাক্ষী লইয়া আসুন। উপস্থিত মুসলমানগণ বেদুঈনকে বলিলেন, তোমার সর্বনাশ হউক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও সত্য ব্যতীত বলেন না। ইতিমধ্যে হযরত খুযাইমাহ ইবনে সাবেত (রাঃ) ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বেদুঈনের কথা কাটাকাটি শুনিলেন। বেদুঈন বলিল, আমি আপনার নিকট উহা বিক্রয় করিয়াছি উহার সাক্ষী লইয়া আসুন। হযরত খুযাইমাহ বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি

যে, তুমি উহা তাঁহার নিকট বিক্রয় করিয়াছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খুযাইমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিরূপে সাক্ষ্য দিতেছ? তিনি বলিলেন, আপনার প্রতি সত্য বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া। সুতরাং, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খুযাইমার সাক্ষ্যকে দুই সাক্ষ্যের সমতুল্য সাব্যস্ত করিয়া দিলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ওমারা (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কিরূপে সাক্ষ্য দিতেছ? তুমি তো আমাদের সহিত ছিলে না। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে আসমানী খবরের ব্যাপারে সত্য মানিয়াছি, আর আপনার এই কথাকে কি সত্য মানিব না? সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সাক্ষ্যকে দুই সাক্ষের সমতুল্য সাব্যস্ত করিলেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিলেন, আমি জানি, আপনি সত্য ব্যতীত বলেন না, আমরা ইহা হইতে উত্তম জিনিস—আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সিদ্দীক হইবার ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, মে'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে আকসায় লইয়া যাওয়া হয়। সকাল বেলা যখন তিনি উহা লোকদের নিকট বর্ণনা করিলেন, তখন এমন কিছু লোক যাহারা পূর্বে তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিল এবং তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, মোরতাদ হইয়া গেল, এবং তাহারা এই সংবাদ লইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিল, আপনার সঙ্গীর কথা শুনিয়াছেন? তিনি বলিতেছেন, তাঁহাকে গতরাত্রিতে বায়তুল মুকাদ্দাসে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বলিলেন, সত্যই কি তিনি উহা বলিয়াছেন? তাহারা বলিল হাঁ। বলিলেন, যদি তিনি উহা বলিয়া থাকেন তবে সত্য বলিয়াছেন। তাহারা বলিল, আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করিতেছেন যে, তিনি এক রাত্রিতে বায়তুল মুকাদ্দাসে যাইয়া সকাল হইবার পূর্বেই আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন? বলিলেন,

হাঁ। যদি তিনি ইহা হইতে দূরের কথাও বলেন, তথাপি আমি তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব। সকাল সন্ধ্যা তাহার আসমানী খবরের উপরও তো বিশ্বাস করিতেছি। এই কারণেই তাঁহাকে আবু বকর সিদ্দীক বলা হয়। (বাইহাকী)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, কিছু লোক মোরতাদ হইয়া গেল এবং ফেতনায় পড়িয়া গেল, তাহারা পূর্বে ঈমান আনিয়াছিল। আর কিছু লোক উহাকে সত্য বলিয়া মানিল। অনুরূপ একটি রেওয়ায়াত হযরত আনাস (রাঃ) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি শবে মেরাজের দীর্ঘ ঘটনা আলোচনার পর বলেন, মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিল এবং বলিল, তোমার সঙ্গীর কথা শুনিয়াছ? তিনি বলিতেছেন, বিগত রাত্রিতে তিনি নাকি একমাসের দূরত্বে গিয়াছেন এবং আবার রাত্রিতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহার পর উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রাঃ)এর জবাব উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাদীসের প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর একীন

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত কালে জারাদ (একপ্রকার ফড়িং জাতীয় প্রাণী যাহা হালাল) কম হইয়া গেল। তিনি উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তিনি চিন্তিত হইয়া উহার খোঁজে চারিদিকে অশ্বারোহী পাঠাইলেন। সিরিয়া ও ইরাকের দিকেও লোক পাঠাইলেন যে, কোথাও জারাদ দেখা গিয়াছে কিনা। ইয়ামান হইতে একজন অশ্বারোহী এক মুষ্টি জারাদ আনিয়া তাহার সম্মুখে ছাড়িয়া দিল। তিনি উহা দেখিয়া তিনবার তকবীর দিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা এক হাজার উম্মাত (প্রাণী) সৃষ্টি করিয়াছেন। তন্মধ্যে ছয়শত সমুদ্রে এবং চার শত ডাঙ্গায়। ইহার মধ্যে জারাদই সর্বপ্রথম ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। উহা ধ্বংস হইবার পর বাকীগুলি একের পর এক এমনভাবে ধ্বংস হইতে আরম্ভ করিবে যেমন মালার সুতা ছিঁড়িয়া গেলে উহার দানাগুলি ঝরিতে থাকে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রাঃ)এর একীন

ফাযালাহ ইবনে আবি ফাযালাহ আনসারী (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতার সহিত ইয়াম্বুতে হযরত আলী (রাঃ)কে দেখিতে গেলাম। তিনি সেখানে খুব বেশী অসুস্থ ছিলেন। আমার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এইখানে কেন অবস্থান করিতেছেন? যদি এইখানে আপনার ইন্তেকাল হয় তবে জুহাইনা গোত্রের এই সকল বেদুঈন ব্যতীত আর কেহ আপনার ব্যবস্থা করিবার মত থাকিবে না। একটু কষ্ট করিয়া মদীনায় চলিয়া আসুন। যদি সেইখানে আপনার ইন্তেকাল হয় তবে আপনার সঙ্গীগণ আপনার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করিবেন ও আপনার জানাযা পড়িবেন। হযরত আবু ফাযালাহ একজন বদরী সাহাবী ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি এই রোগে মরিব না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, আমি ততক্ষণ মরিব না যতক্ষণ আমি আমীর না হইব এবং ইহা (দাড়ি) ইহার (মাথার) রক্তে (অর্থাৎ দাড়ি মাথার রক্তে) রঞ্জিত না হইবে।

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি যখন আরোহনের জন্য পা দানীতে পা রাখিয়াছি। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, কোথায় যাইতেছেন? আমি বলিলাম, ইরাক। তিনি বলিলেন, শুনিয়া রাখুন, আপনি যদি ইরাক যান তবে অবশ্যই আপনার শরীরে তলোয়ারের ধারের আঘাত লাগিবে। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, আমি পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে ইহা শুনিয়াছি।

মুআবিয়া ইবনে জারীর হাযরামী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) একটি অশ্বারোহী দল পরিদর্শন করিলেন। যখন ইবনে মুলজাম তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল তিনি তাহার নাম অথবা তাহার বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে আপন পিতার নাম মিথ্যা বলিল। তিনি বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। অতঃপর সে নিজের পিতার নাম সঠিক করিয়া বলিল। তিনি বলিলেন, সত্য বলিয়াছ। জানিয়া রাখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার হত্যাকারী ইহুদীর ন্যায় হইবে

অথবা ইহুদী হইবে। আচ্ছা তুমি যাও।

আবিদাহ বলেন, হযরত আলী (রাঃ) যখনই ইবনে মুলজামকে দেখিতেন এই কবিতা আবৃত্তি করিতেন—

أريد حباءه ويريد قتلي ؛ عذيرك من خليلك من مراد

অর্থ ঃ আমি তাহার প্রতি করুণা করিতে চাহিতেছি। কিন্তু সে আমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে। তোমার মুরাদ গোত্রীয় কোন্ বন্ধু তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইবে, (আন দেখি)।

আবু তোফায়েল (রহঃ) বলেন, আমি একবার হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর নিকট ছিলাম। এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম তাহার নিকট আসিল। তিনি তাহার ভাতা তাহাকে দিবার হুকুম করিলেন। অতঃপর বলিলেন, 'ইহাকে উপরের অংশ দ্বারা রঞ্জিত করিতে এই গোত্রের সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে কেহ নিবৃত করিতে পারিবে না। সে ইহার (অর্থাৎ মাথার রক্ত) দ্বারা ইহাকে (অর্থাৎ দাড়িকে) রঞ্জিত করিয়া ছাড়িবে।'—এই বলিয়া নিজের দাড়ির প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। তারপর তিনি নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন—

اشدد حيازيمك للموت فإن الموت آتيكا
ولا تجزع من القتل إذا حل بواديكا

অর্থ ঃ মৃত্যুর জন্য তোমার বক্ষকে প্রস্তুত করিয়া লও। নিশ্চয়ই মৃত্যু তোমার নিকট আসিবে। কতলকে ভয় করিও না যখন উহা তোমার আঙ্গিনায় সংঘটিত হয়। (মুনতাখাব)

হযরত আম্মার (রাঃ)এর একীন

হযরত উম্মে আম্মার (রাঃ) যিনি হযরত আম্মার (রাঃ)কে লালন পালন করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার হযরত আম্মার (রাঃ) অসুস্থ হইলেন। তিনি বলিলেন, আমি এই রোগে মরিব না, কারণ আমার হাবীব—রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, আমি মুমেনীনদের দুই দলের মাঝখানে শহীদ হইয়া মরিব।

আল্লাহর রাস্তায় সাহাবাদের কতল হইবার আগ্রহের বর্ণনায় হযরত আম্মার (রাঃ)এর কথা উল্লেখ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দুনিয়াতে তোমার সর্বশেষ খাদ্য দুধের শরবত হইবে। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, সিফফীনের যুদ্ধের দিন তিনি যখন লড়াই করিয়াও শহীদ হইতেছিলেন না তখন তিনি হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আমিরুল মুমেনীন, অমুক দিনের কথা স্মরণ করুন। তিনবার এই কথা বলিলেন। তারপর তাহার সম্মুখে দুধ আনা হইল। তিনি উহা পান করিলেন। এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, ইহাই সর্বশেষ পানীয় যাহা আমি দুনিয়াতে পান করিব। অতঃপর তিনি লড়াই করিতে করিতে শাহাদাৎ বরন করিলেন।

হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলেন, হেশাম ইবনে ওলীদের বেটি যিনি হযরত আম্মার (রাঃ)এর শুশ্রূষা করিতেন, তিনি বলিয়াছেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত আম্মার (রাঃ)কে দেখিতে আসিলেন। ফিরিয়া যাইবার সময় বলিলেন, হে আল্লাহ তাহার মৃত্যু আমাদের হাতে করিও না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, বিদ্রোহী দল আম্মারকে কতল করিবে। (মুনতাখাব)

হযরত আবু যার (রাঃ)এর একীন

ইবরাহীম ইবনে আশতার (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, হযরত আবু যার (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, কেন কাঁদিতেছ? তাহার স্ত্রী বলিলেন, এই জন্য কাঁদিতেছি যে, আপনাকে দাফন করিবার মত শক্তি আমার নাই এবং আমার নিকট আপনাকে কাফন দিবার মত কাপড়ও নাই। তিনি বলিলেন, কাঁদিও না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, তিনি কিছু লোককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম যে, 'তোমাদের

মধ্যে এক ব্যক্তি নির্জন ময়দানে মৃত্যুবরণ করিবে এবং মুমেনীনদের এক জামাত তথায় উপস্থিত হইবে।' সেই সকল লোকদের প্রত্যেকেই কোন–না–কোন গ্রাম অথবা মুসলমানদের জামাতের মধ্যে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। শুধু আমিই নির্জন ময়দানে মরিতেছি। খোদার কসম, আমি মিথ্যা বলি নাই, আমার সম্পর্কেও মিথ্যা বলা হয় নাই। তুমি রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখ। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, কোথায় লোকজন! হাজীদের চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, রাস্তাও জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তিনি একবার দৌড়াইয়া টিলার উপর উঠিয়া দেখিতেন, আবার তাহার নিকট আসিয়া শুশ্রূষা করিতেন। আবার টিলার দিকে যাইতেন। এইরূপ করিতে করিতে একবার বহুদূরে একদল আরোহী দেখিতে পাইলেন যে, তাহারা পথ অতিক্রম করিতেছে। তাহারা এতদূরে ছিল যে, তাহাদিগকে ছোট পাখীর ন্যায় মনে হইতেছিল। তিনি কাপড় নাড়িয়া তাহাদিগকে ইশারা করিলেন। তাহারা ফিরিয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল তোমার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, একজন মুসলমানের মৃত্যু হইতেছে, তোমরা তাহার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করিবে। তাহারা বলিল, তিনি কে? বলিলেন, আবু যার (রাঃ)। তাহারা বলিয়া উঠিল,আমাদের পিতা–মাতা তাহার প্রতি কোরবান হউক। এবং তাহারা চাবুক ইত্যাদি উটের পিঠে রাখিয়াই দৌড়াইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যে হাদীস শুনিয়াছিলেন উহা তাহাদিগকে শুনাইলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যদি কোন মুসলমান পিতামাতার দুইটি সন্তান অথবা তিনটি সন্তান মারা যায় এবং তাহারা সওয়াবের নিয়ত করে ও সবর করে তবে তাহারা কখনও জাহান্নাম দেখিবে না। তোমরা শুনিতেছ কি? যদি আমার নিকট কাফনের পরিমাণ কাপড় থাকিত তবে আমি নিজের কাপড়েই কাফন গ্রহণ করিতাম। অথবা যদি আমার স্ত্রীর নিকট কাফনের পরিমাণ কাপড় থাকিত তবে আমি তাহার কাপড়েই কাফন গ্রহণ করিতাম। আমি তোমাদিগকে খোদা ও ইসলমের দোহাই দিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন সময় আমীর অথবা কোন গোত্রের পরিচালনা

বা প্রতিনিধিত্বের কাজ করিয়াছে অথবা কোন গোত্রের সংবাদবাহকের কাজ করিয়াছে সে যেন আমার কাফন না দেয়। দেখা গেল উহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই উপরোক্ত কোন–না–কোন কাজ করিয়াছে, শুধু একজন আনসারী যুবক পাওয়া গেল যে কোনটাই করে নাই। সে বলিল, আমি আপনাকে কাফন দিব। আপনার উল্লেখিত কোন কাজ আমি জীবনে করি নাই। আমি আপনাকে আমার গায়ের এই চাদর দ্বারা কাফন দিব। এবং আমার জিনিসপত্রের মধ্যে আরো দুইটি কাপড় আছে যাহা আমার মা আমার জন্য বুনাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, তুমিই আমার কাফন দিবে। সুতরাং উপস্থিত সকলের মধ্যে সেই আনসারী যুবকই তাহাকে কাফন দিলেন। উক্ত দলের মধ্যে হাজর ইবনে আদবার, মালেক আশতার (রহঃ) প্রমুখ সহ সকলেই ইয়ামানবাসী ছিলেন। (মুনতাখাব)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যখন হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবু যার (রাঃ)কে রাবাযাতে নির্বাসিত করিলেন এবং সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হইল, তখন তাঁহার সহিত তাঁহার স্ত্রী ও গোলাম ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তিনি তাহাদিগকে অসিয়ত করিলেন যে, তোমরা দুইজন আমাকে গোসল দিয়া ও কাফন পরাইয়া রাস্তার মাঝখানে রাখিয়া দিবে। প্রথম যে কাফেলা আসিবে তাহাদিগকে বলিবে, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু যার (রাঃ)। তোমরা তাঁহার দাফন কার্যে আমাদের সাহায্য কর। সুতরাং যখন মৃত্যু হইল তাহারা তাহাই করিলেন এবং তাঁহাকে রাস্তার উপর রাখিয়া দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইরাকী এক কাফেলার সহিত ওমরার উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন। হঠাৎ রাস্তার উপর জানাযা দেখিয়া তাহারা আতঙ্কিত হইলেন। তাহারা এত নিকটে পৌছিয়া গিয়াছিলেন যে, জানাযা উটের পায়ের নীচে পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। গোলাম আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং বলিল, ইনি, আবু যার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। তাহার দাফন কার্যে আপনারা আমাদের সাহায্য করুন। ইহা শুনিয়া হযরত আবদুল্লাহ উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলিয়াছেন যে, তুমি একাকী চলিতেছ, একাকী মরিবে ও (কেয়ামতের ময়দানে) একাকী

উঠিবে। অতঃপর তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ উঠের পিঠ হইতে নামিয়া তাঁহাকে দাফন করিলেন। এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাহার সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করিলেন ও তবুকের সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনাইলেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত খুরাইম (রাঃ)এর একীন

হুমায়েদ ইবনে মুনহাব (রহঃ) বলেন, আমার দাদা খুরাইম ইবনে আওস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবূক হইতে ফিরিবার পর আমি তাঁহার নিকট গেলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করিলাম। শুনিলাম তিনি বলিতেছেন, এই শ্বেতবর্ণের হীরা শহর আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে। আর এই যে, শায়মা বিনতে বুকায়লাহ আযদিয়াহকে দেখিতেছি কালো চাদরে আবৃত হইয়া সাদা খচ্চরে চড়িয়া আসিতেছে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা যদি হীরাতে প্রবেশ করি এবং তাহাকে আপনার বর্ণনা অনুযায়ী পাই তবে কি সে আমার হইবে? তিনি বলিলেন, সে তোমার রহিল। তিনি বলেন, পরে যখন চারিদিকে লোক মোরতাদ হইয়া গেল তখন আমার গোত্রের কেহ মোরতাদ হয় নাই। আমরা হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর সহিত হীরার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলাম। (বিজয়ের পর) যখন আমরা হীরা শহরে প্রবেশ করিলাম তখন সর্বপ্রথম শায়মা বিনতে বুকাইলাহ–এর সহিত আমাদের দেখা হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলিয়াছিলেন ঠিক তেমনি সে কালো চাদরে আবৃত হইয়া সাদা খচ্চরে চড়িয়া আসিতেছিল। আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, সে আমার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আমার জন্য দিয়াছেন। হযরত খালেদ (রাঃ) সাক্ষী চাহিলেন। আমি সাক্ষী উপস্থিত করিলাম। মোহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ও মুহাম্মাদ ইবনে বশীর (রাঃ) দুই আনসারী সাক্ষ্য দিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) আমাকে দিয়া দিলেন। শায়মার নিকট তাহার ভাই আবদুল মসীহ আপোষ করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং আমাকে বলিল, তুমি তাহাকে আমার নিকট বিক্রয় করিয়া দাও। আমি বলিলাম, খোদার কসম, আমি দশ শতের কম লইব না। সে আমাকে এক হাজার দিয়া দিল

এবং আমি উহাকে তাহার সোপর্দ করিয়া দিলাম। আমার সঙ্গীগণ আমাকে বলিল, তুমি যদি একশ হাজার বলিতে তবে সে তাহাই দিত। আমি বলিলাম, আমি তো দশ শতের ঊর্ধ্বে কোন সংখ্যা আছে বলিয়াই জানিতাম না। (আবু নুআঈম)

হযরত মুগীরাহ (রাঃ)এর একীন

যুবাইর ইবনে হাইয়াহ (রহঃ) বলেন, কাফের বাদশাহ—বিন্দার সংবাদ পাঠাইল যে, হে আরববাসী, তোমাদের একজন লোক আমার নিকট পাঠাও, আমি তাহার সহিত কথা বলিব। এই কাজের জন্য সকলে হযরত মুগীরাহ ইবনে শোবাহ (রাঃ)কে নির্বাচন করিল। যুবাইর (রহঃ) বলেন, আমি তাহার দিকে দেখিতেছিলাম, তিনি লম্বা চুলধারী ও একচক্ষুহীন ছিলেন। তিনি ব াদশাহের নিকট গেলেন। যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন আমরা তাহাকে কি বলিয়াছেন, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি হামদ ও সানা পড়িয়া বলিয়াছি যে, আমরা সকলের তুলনায় দূরের বাসিন্দা ছিলাম। সর্বাপেক্ষা ক্ষুধার্ত ও সর্বাধিক কষ্টময় জীবন–যাপন করিতে ছিলাম। সর্বপ্রকার উত্তম ও ভাল জিনিস হইতে সর্বাধিক দূরে পড়িয়া ছিলাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠাইলেন। তিনি আমাদের সহিত দুনিয়াতে সাহায্যের ও আখেরাতে জান্নাতের ওয়াদা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার পর হইতেই আমরা আমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে বিজয় ও সাহায্য দেখিয়া আসিতেছি এবং পরিশেষে তোমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। খোদার কসম, আমরা এইখানে রাজত্ব ও আয়েশ দেখিতেছি। আমরা ইহা ছাড়িয়া কখনও পূর্বেকার কষ্টময় জীবনের দিকে ফিরিয়া যাইব না, যতক্ষণ না তোমাদের হাতের এই রাজত্ব কাড়িয়া লইব অথবা তোমাদিগকে তোমাদের যমীনে কতল করিব। (আবু নুআঈম)

বায়হাকী আল আসমা ওয়াস সিফাত কিতাবে যুবাইর ইবনে হাইয়াহ (রহঃ) হইতে আহওয়াজবাসীদের নিকট প্রেরিত নো'মান ইবনে মুকাররেন (রাঃ)এর জামাত প্রসঙ্গে দীর্ঘ হাদীস আলোচনা করিয়া বলেন, তাহারা

মুসলমানদের মধ্য হইতে একজনকে ডাকিয়া পাঠাইল। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)কে পাঠানো হইল। তাহাদের দোভাষী বলিল, তোমরা কাহারা? হযরত মুগীরাহ (রাঃ) বলিলেন, আমরা আরবের বাসিন্দা, আমরা এক কঠিন দুর্ভাগ্য ও দীর্ঘ মুসিবতের মধ্যে জীবন কাটাইতে ছিলাম। ক্ষুধার জ্বালায় চামড়া ও খেজুর দানা চুষিতাম, পশমের কাপড় পরিধান করিতাম, বৃক্ষ ও পাথর পূজা করিতাম। এমন সময় আসমান ও যমীনের প্রভু আমাদের মধ্য হইতে আমাদের জন্য একজন নবী পাঠাইলেন। যাহার পিতা-মাতাকে আমরা জানি। আমাদের নবী ও আমাদের প্রভুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন। আমরা যেন তোমাদের সহিত যুদ্ধ করি, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর অথবা জিজিয়া প্রদান কর। আমাদের নবী ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে আমাদের প্রভুর পয়গাম শুনাইয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে যে নিহত হইবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং এমন নেয়ামতের ভাগী হইবে যাহা সে কখনও দেখে নাই। আর যে বাঁচিয়া থাকিবে সে তোমাদের গর্দানের মালিক হইবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর একীন

তাল্ক (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আবু দারদা, আপনার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, পুড়ে নাই। কিছুক্ষণ পর অপর একজন আসিয়া একই কথা বলিল। তিনি বলিলেন, পুড়ে নাই। কিছুক্ষণ পর অন্য একজন আসিয়া একই কথা বলিল। তিনি বলিলেন, পুড়ে নাই। ইহার পর একজন আসিয়া বলিল, হে আবু দারদা, আগুন লাগিয়াছিল, কিন্তু আপনার ঘর পর্যন্ত আসিয়া নিভিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, আমি জানি আল্লাহ পাক কখনো এমন করিবেন না। তাল্ক (রহঃ) বলেন, আমি বলিলাম, হে আবু দারদা! আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, আপনার কোন কথা বেশি আশ্চর্যজনক—এই কথা যে 'পুড়ে নাই' না এই কথা যে, 'আমি জানি আল্লাহ পাক কখনো এমন করিবেন না'। তিনি বলিলেন, আসল কথা হইল, কয়েকটি কলেমা যাহা আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি সকালবেলা ঐ কালেমাগুলি পড়িবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার কোন মুসিবত আসিবে না। কলেমাগুলি এই—

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ رَبِّىْ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ. اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি আমার রব্ব, আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, আপনারই উপর ভরসা করিতেছি। আর আপনি সম্মানিত আরশের রব্ব। আল্লাহ যাহা চাহেন তাহা ঘটে। তিনি যাহা না চাহেন তাহা ঘটিতে পারে না। আল্লাহর তৌফিক ব্যতীত না গুনাহ হইতে কেহ বাঁচিতে পারে না এবাদতে শক্তি লাভ করিতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান এবং সকল জিনিস আল্লাহর এল্‌ম দ্বারা পরিবেষ্টিত। আয় আল্লাহ, আমি আমার নফসের খারাবী ও সকল প্রাণীর খারাবী হইতে যাহাদের চুলের ঝুটি আপনি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। নিশ্চয়ই আমার রব্ব সরল পথের উপর বিদ্যমান আছেন। (বাইহাকী)

পূর্ববর্ণিত সাহাবা (রাঃ)দের বিভিন্ন উক্তি

দাওয়াতের অধ্যায়ে আদি ইবনে হাতেম (রাঃ)এর উক্তি পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সেই পাক যাতের কসম, যাহার কুদরতী

হাতে আমার প্রাণ, তৃতীয় কথাটিও অবশ্যই সংঘটিত হইবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা বলিয়াছেন। এমনিভাবে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে সাহাবা (রাঃ)দের জামাত প্রেরণের বর্ণনায় জাবালা ইবনে আইহামের এর সম্মুখে হেশাম ইবনে আস (রাঃ) ও অন্যান্যদের এই উক্তিও উল্লেখ হইয়াছে যে, খোদার কসম, তোমার এই সিংহাসন ও আমরা তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইব এবং বড় বাদশাহ (কায়সার)এর রাজত্বও লইব। ইনশাআল্লাহ! আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এই সংবাদ দিয়াছেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর শাম দেশের উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণের উপর গুরুত্ব আরোপ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহাও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, উহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযানে আপনি স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন অথবা সৈন্য প্রেরণ করেন, উভয় অবস্থায়ই আপনি (আল্লাহর) সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। ইনশাআল্লাহ! হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দান করুন, আপনি উহা কিরূপে অবগত হইলেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, এই দ্বীন উহার সকল শত্রুর উপর জয়লাভ করিতে থাকিবে। অবশেষে উহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ও উহার অনুসারীগণ বিজয়ী হইবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! কত সুন্দর কথা! আপনি আমাকে আনন্দিত করিয়াছেন, আল্লাহ আপনাকে আনন্দিত করুন।

গায়বী মদদ ও সাহায্যের বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর কথা উল্লেখ হইয়াছে যে, যখন তিনি সিংহের কান মলিয়া দিলেন ও তাহাকে রাস্তা হইতে সরাইয়া দিলেন, বলিলেন, তোমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা বলেন নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, বনি আদম যাহাকে ভয় করে আল্লাহ পাক উহাকে তাহার উপর ক্ষমতা প্রদান করেন। যদি বনি আদম আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও ভয় না করে তবে তিনি কখনও অপরকে তাহার উপর ক্ষমতা প্রদান করেন না।

আমলের প্রতিদান এর প্রতি একীন

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একীন

আবু আসমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দ্বিপ্রহরের খানা খাইতেছিলেন। এমন সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হইল—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ .

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ ভাল আমল করিবে সে উহা দেখিতে পাইবে এবং যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ খারাপ আমল করিবে সে উহা দেখিতে পাইবে। (সূরা যিলযাল)

হযরত আবু বকর (রাঃ) খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা যে সকল খারাপ আমল করি সবই কি দেখিতে পাইব? তিনি বলিলেন, (দুনিয়াতে) অপছন্দনীয় যাহা কিছু দেখিতে পাও উহাই সেই সকল খারাপ আমলের প্রতিদান দেওয়া হইতেছে। আর নেক আমলকারীর নেক আমলগুলি আখেরাতের জন্য রক্ষিত থাকিবে। আবু ইদ্রীস খাওলানী (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর অপ্রিয় যাহা দেখিতেছ উহা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? উহাই গুনাহের বোঝা। আর তোমার নেক আমলের বোঝা রক্ষিত থাকিবে। কেয়ামতের দিন তুমি উহা পাইবে। ইহার সত্যতা আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থ ঃ যে সকল বিপদ আপদ আসে উহা তোমাদেরই হাতের উপার্জন এবং আল্লাহ অনেক কিছু ক্ষমা করিয়া দেন। (সূরা শূরা) (কান্য)

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম এমতাবস্থায় এই আয়াত নাযিল হইল।

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

অর্থ ঃ যে গুনাহের কাজ করিবে সে উহার প্রতিদান পাইবে এবং সে আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও দোস্ত ও সাহায্যকারী পাইবে না।

(সূরা নেসা, আয়াত ১২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর, আমি কি তোমাকে একটি আয়াত শুনাইব না যাহা আমার উপর নাযিল হইয়াছে? আমি বলিলাম, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আমাকে উক্ত আয়াতটি পড়িয়া শুনাইলেন। শুনিয়া আর কিছু তো বলিতে পারি না, তবে মনে হইল যেন পিঠের হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। আমি আড়মোড়া দিয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন, হে আবুবকর, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অবশ্য হে আবু বকর, তুমি এবং মোমেনগণ দুনিয়াতেই উহার প্রতিদান পাইয়া যাইবে এবং (কেয়ামতের দিন) আমার সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ করিবে যে, তোমাদের কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকিবে না। অন্যান্যদের গুনাহগুলি আল্লাহ পাক জমা করিয়া রাখিবেন এবং কেয়ামতের দিন তাহারা উহার প্রতিদান পাইবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আয়াত—

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ

নাযিল হইবার পর নিষ্কৃতি পাইবার আর কি উপায় রহিল? প্রত্যেক বদ আমলেরই কি প্রতিদান দেওয়া হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন, তুমি কি রোগাক্রান্ত হও না? পরিশ্রান্ত হও না? তুমি কি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হও না? দুঃখ–কষ্ট সহ্য কর না? তুমি কি আঘাত পাওনা? তিনি বলিলেন, অবশ্যই! বলিলেন, দুনিয়াতে উহাই তাহার প্রতিদান। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর একীন

মুহাম্মাদ ইবনে মুনতাশির (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, আল্লাহর কিতাবে কোন্ আয়াতটি বেশী কঠিন আমি তাহা জানি। হযরত ওমর (রাঃ) উঠিয়া তাহাকে চাবুক মারিলেন এবং বলিলেন, তোমার এত কি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে যে, এইরূপ আয়াত তালাশ করিয়া জানিতে চেষ্টা করিতেছ। সে চলিয়া গেল। পরদিন হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, গতকল্য যে আয়াতের কথা বলিয়াছ উহা কোন্ আয়াত? সে বলিল—

مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ

আমাদের মধ্যে যে কেহ গুনাহ করিবে তাহাকে উহার বদলা দেওয়া হইবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াত নাযিল হইবার পর আমাদের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, খানা–পিনা ভাল লাগিতেছিল না। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিয়া আমাদের ভার লাঘব করিয়া দিলেন। وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি গুনাহ করে অথবা নিজের নফসের উপর জুলুম করে অতঃপর আল্লাহর নিকট মাফ চায় সে আল্লাহকে অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়াবান পাইবে। (কানয)

হযরত আমর ইবনে সামুরা (রাঃ)এর একীন

আবদুর রহমান ইবনে সা'লাবাহ আনসারী (রাঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আমর ইবনে সামুরা ইবনে হাবিব ইবনে আবদে শামস (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,আমি অমুক গোত্রের একটি উট চুরি করিয়াছি, আমাকে পবিত্র করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তাহারা বলিল, আমরা আমাদের একটি উট

ছারাইয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাহার হাত কাটিয়া দেওয়া হইলে তিনি (নিজের হাতকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিতে লাগিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি আমাকে তোমা হইতে পবিত্র করিয়াছেন। তুমি তো আমার শরীরকে আগুনে প্রবেশ করাইতে চাহিয়াছিলে।

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন(রাঃ)এর একীন

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে,তাহার কতিপয় সঙ্গী তাহার নিকট আসিলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। একজন বলিলেন, আপনার যে অবস্থা দেখিতেছি উহাতে আমরা মর্মাহত। তিনি বলিলেন, যাহা দেখিতেছ উহা গুনাহের প্রতিদান। আর যাহা আল্লাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন উহা অনেক বেশী। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থ ঃ যে সকল বিপদ আপদ আসে উহা তোমাদেরই হাতের উপার্জন এবং আল্লাহ তায়ালা অনেক কিছু ক্ষমা করিয়া দেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও একজন সাহাবীর দুইটি ঘটনা

পূর্বে দুনিয়া ত্যাগের বর্ণনায় উল্লেখ হইয়াছে যে, আবু যামরা (রহঃ) বলিয়াছেন, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এক ছেলের ইন্তেকালের সময় উপস্থিত ছিলাম। ছেলেটি বারংবার বালিশের দিকে তাকাইতেছিল। যখন তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। লোকেরা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিল, আমরা আপনার ছেলেকে বালিশের দিকে তাকাইতে দেখিয়াছি। সকলে বালিশ উঠাইয়া দেখিল উহার নিচে পাঁচটি অথবা ছয়টি দীনার পড়িয়া আছে। ইহা দেখিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) হাতের উপর হাত মারিয়া ইন্নালিল্লাহ পড়িলেন এবং বলিলেন, আমার মনে হয় না তোমার চামড়া উহার শাস্তি সহ্য করিতে পারিবে।

মুসলমানকে গালি দেওয়ার বর্ণনায় পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহার গোলামদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেয়ামতের দিন তাহাদের খেয়ানত, নাফরমানী ও মিথ্যা কথা এবং তাহাদিগকে দেওয়া তোমার শাস্তি হিসাব করা হইবে। যদি তোমার দেওয়া শাস্তি ও তাহাদের অন্যায় সমান সমান হয় তবে তোমার না লাভ হইল না ক্ষতি হইল। আর যদি তোমার দেওয়া শাস্তি তাহাদের অন্যায় অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে তবে অতিরিক্তের জন্য তোমার নিকট হইতে তাহাদিগকে বদলা দেওয়া হইবে। ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি এক পার্শ্বে যাইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি কি আল্লাহর কালাম পড় নাই।

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ ঃ ‘আমরা কেয়ামতের দিন ইনসাফের দাড়িপাল্লা স্থাপন করিব।’

সে ব্যক্তি বলিল, তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া ব্যতীত আমার ও তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক আর কিছু দেখিতেছি না। আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিতেছি যে, উহারা সকলেই স্বাধীন।

সাহাবা (রাঃ)দের ঈমানী শক্তি

একটি আয়াতের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের ঈমান

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াত নাযিল হইল—

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ আল্লাহরই জন্য আসমান যমীনের সকল জিনিস, তোমরা তোমাদের অন্তরের যাহা কিছু প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব লইবেন। অতঃপর তিনি যাহাকে ইচ্ছা মাফ করিয়া দিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা আযাব দিবেন। আল্লাহ সব জিনিসের উপর ক্ষমতাশালী।

তখন উহা সাহাবাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হইয়া দেখা দিল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদিগকে এমন সমস্ত আমলের হুকুম করা হইয়াছে যাহার আমরা শক্তি রাখি যেমন—নামায,রোযা, জেহাদ ও সদকা। কিন্তু এখন আপনার উপর যে আয়াত নাযিল হইয়াছে, ইহার উপর আমল করার তো আমরা শক্তি রাখি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবগণ যেমন বলিয়াছে তোমরাও কি তেমনই বলিতে চাও? অর্থাৎ আমরা শুনিলাম কিন্তু মানিলাম না। বরং তোমরা বল—

سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অর্থ ঃ আমরা শুনিলাম ও মানিয়া লইলাম। হে পরওয়ারদেগার, আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

যখন সকলেই উহা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাহাদের মুখে উক্ত বাক্য উচ্চারিত হইল, তখন আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াত নাযিল করিলেন।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ
وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থ ঃ বিশ্বাস রাখেন রসূল সেই বিষয়ের প্রতি, যাহা তাহার প্রতি নাযেল করা হইয়াছে তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে আর মোমেনগণও ; সকলেই

বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর প্রতি এবং তাহার ফেরেশতাগণের প্রতি ও তাহার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাহার পয়গাম্বরগণের প্রতি (এই মর্মে যে) আমরা তাহার পয়গাম্বরগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করিনা। আর তাহারা সকলেই বলিল, আমরা শুনিলাম ও আনুগত্য স্বীকার করিলাম। আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আর আপনারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

যখন তাহারা উক্ত কাজ করিলেন, আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াত মানসুখ করিয়া নাযিল করিলেন—

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না উহা ব্যতীত যাহা তাহার সামর্থে আছে। সে সাওয়াব ও উহারই পাইবে যাহা সে স্বেচ্ছায় করে এবং শাস্তি ও উহারই ভোগ করিবে যাহা স্বেচ্ছায় করে। হে আমাদের রব্ব, আমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না যদি আমরা ভুলিয়া যাই কিম্বা ভুল করিয়া বসি। হে আমাদের রব্ব, আমাদের প্রতি এমন কোন কঠোর ব্যবস্থা পাঠাইবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর পাঠাইয়াছিলেন। হে আমাদের রব্ব, এবং আমাদের উপর এমন কোন গুরুভার চাপাইবেন না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আর ক্ষমা করিয়া দিন, আমাদিগকে মার্জনা করিয়া দিন। আমাদের প্রতি রহম করুন, আপনি আমাদের কর্মসম্পাদক। সুতরাং আমাদিগকে কাফেরদের উপর প্রাবল্য দান করুন। (আহমাদ)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলাম, হে আবু আব্বাস, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি এই আয়াত পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, কোন্ আয়াত? আমি বলিলাম,

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইয়াছিল তখন উহা সাহাবাদিগকে অত্যন্ত বিষন্ন করিয়া দিয়াছিল ও তাহাদের অন্তরে চিন্তার ঝড় তুলিয়াছিল। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তো ধ্বংস হইয়া গেলাম। আমাদের কথা ও কার্যের হিসাব লওয়া হইবে বুঝিলাম। কিন্তু অন্তর তো আমাদের আয়ত্তে নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা বল, 'আমরা শুনিলা ম ও মানিলাম।' তাহারা বলিলেন, 'আমরা শুনিলাম ও মানিলাম।' হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উহা মানসুখ (বাতিল) করিয়া اٰمَنَ الرَّسُوْلُ হইতে সুরার শেষ পর্যন্ত নাযিল করিলেন। সুতরাং তাহাদের মনের ওয়াস ওয়াসা মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুধু আমলের হিসাব লওয়া হইবে।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা বল, আমরা শুনিলাম ও মানিলাম এবং নিজেকে সোপর্দ করিলাম। যখন তাহারা উহা বলিলেন, তখন আল্লাহ পাক তাহাদের অন্তরে ঈমান ঢালিয়া দিলেন। (আহমাদ)

অপর একটি আয়াত সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের ঈমান

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযেল হইল—

وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সহিত মিশ্রিত করে নাই তাহাদের জন্যই নিরাপত্তা রহিয়াছে এবং তাহারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

সাহাবাদের উপর উহা কঠিন হইয়া দেখা দিল। তাহারা বলিলেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, নিজের নফসের উপর জুলুম করে নাই? (অর্থাৎ গুনাহ করে নাই।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা যেমন বুঝিয়াছ তেমন নহে। লোকমান (আঃ) নিজ ছেলেকে বলিয়াছিলেন, হে বেটা, আল্লাহর সহিত শির্‌ক করিও না। নিশ্চয়ই শির্‌ক

বড় জুলুম। (সুতরাং উক্ত আয়াতে জুলুম দ্বারা শির্ক উদ্দেশ্য, সাধারণ গুনাহ নহে)

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে বলা হইয়াছে যে, আপনি উহাদের অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

আনসারী মেয়েদের ঈমান

সফিয়্যা বিনতে শাইবাহ (রহঃ) বলেন, আমরা একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট বসিয়া কোরাইশী মেয়েদের মর্তবা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে কোরাইশী মেয়েদের বড় মর্তবা রহিয়াছে ; কিন্তু আল্লাহর কিতাবের প্রতি অত্যাধিক দৃঢ় একীন ও কুরআনের প্রতি ঈমানের ব্যাপারে আনসারী মেয়েদের অপেক্ষা অধিক উত্তম আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। সুরায়ে নূরের আয়াত—

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّ

অর্থ ঃ আর যেন নিজের চাদর স্বীয় বক্ষের উপর জড়াইয়া রাখে।

নাযিল হওয়ার পর তাহাদের পুরুষগণ তাহাদের নিকট যাইয়া উক্ত আয়াত শুনাইতে লাগিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নি ও অন্যান্য আত্মীয়–স্বজনকে শুনাইল। মেয়েরা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কিতাবের প্রতি সত্য একীন ও ঈমান প্রদর্শনের খাতিরে নিজ নিজ হাওদা অংকিত অর্থাৎ নকশাদার চাদরে আবৃত হইয়া গেল। তাহারা সকাল হইতেই (অর্থাৎ ফজরের নামাযে) এমনভাবে চাদর আবৃত হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে দাঁড়াইল যেন তাহাদের মাথার উপর কাক অপেক্ষা করিতেছে। (মাথার কাপড় সরিলেই ঠোকর মারিবে) (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

একজন বৃদ্ধ ও হযরত আবু ফারওয়া (রাঃ)এর ঘটনা

মাকহুল (রহঃ) বলেন, একজন অত্যন্ত বৃদ্ধলোক, বার্ধক্যের দরুন যাহার ভ্রূদ্বয় চোখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ,

একব্যক্তি ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছে এবং গুনাহ করিয়াছে। কোন সাধ আহলাদ সে ছাড়ে নাই, সবই সে মিটাইয়াছে। যদি তাহার গুনাহ সমস্ত দুনিয়াবাসীকে বন্টন করিয়া দেওয়া হয় তবে সকলকে ধ্বংস করিয়া দিবে। এমন ব্যক্তির জন্য তওবার কি কোন পথ আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ? সে বলিল, অবশ্য আমি এই সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মদ তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমার সকল ওয়াদাভঙ্গ ও গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। এবং তোমার সকল গুনাহকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করিয়া তোমাকে পূর্বের ন্যায় (নিষ্পাপ) করিয়া দিবেন। সে বলিল, আমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন? তিনি বলিলেন, সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও সকল গুনাহ (মাফ করিয়া দিবেন) অতঃপর সে ব্যক্তি তাকবীর ও কলেমা পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল।

আবু ফারওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন যে সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ করিয়াছে, কোন সাধ–আহলাদ বাকি রাখে নাই। তাহার জন্য কি তওবার কোন পথ আছে। তিনি বলিলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ? সে বলিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, নেক কাজ করিতে থাক, খারাপ কাজ ছাড়িয়া দাও, আল্লাহ তায়ালা তোমার সকল গুনাহকে তোমার জন্য নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। সে বলিল, আমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। সে তাকবীর দিতে দিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

একজন গুনাহগার মহিলার ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একজন মেয়েলোক আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমার জন্য কি তওবার কোন পথ আছে? আমি যেনা করিয়াছি এবং একটি সন্তান প্রসব করিয়াছি, অতঃপর আমি উহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি। আমি বলিলাম, না। তোমার চক্ষু শীতল না হউক। তোমার

কোন সম্মান না হউক। সে আফসোস করিতে করিতে চলিয়া গেল। আমি ফজরের নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত পড়িয়া তাঁহাকে আমার ও মেয়েলোকটির সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি খুবই খারাপ কথা বলিয়াছ। তুমি কি এই আয়াত পড় নাই?

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ...... اِلَّا مَنْ تَابَ

অর্থ ঃ 'আর যাহারা আল্লাহর সহিত অন্য কোন মাবুদের এবাদত করে না এবং আল্লাহ যাহাকে (হত্যা করিতে) হারাম করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে হত্যা করে না শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত এবং তাহারা যেনা করে না। আর যে ব্যক্তি এইরূপ কাজ করিবে তাহাকে শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। কেয়ামতের দিন তাহার শাস্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং উহাতে অনন্তকাল লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকিবে। কিন্তু যাহারা তওবা করিয়া লয় এবং ঈমান আনয়ন করে এবং নেক কাজ করিতে থাকে তাহাদের গুনাহসমূহকে আল্লাহ পাক নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি যাইয়া উক্ত মেয়েলোকটিকে এই আয়াত পড়িয়া শুনাইলাম। সে সেজদায় পড়িয়া গেল এবং বলিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমার জন্য নাজাতের পথ করিয়া দিয়াছেন।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, মেয়েলোকটি হায় হায় করিতে লাগিল এবং বলিল, হায় এই সৌন্দর্য কি আগুনের জন্য সৃষ্টি হইল! এই রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু হোরায়ারা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া মেয়েলোকটিকে মদীনার ঘরে ঘরে তালাশ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও পাইলেন না। পরদিন রাত্রিবেলায় সে আসিল। তিনি তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিয়াছেন, শুনাইলেন, সে তৎক্ষণাৎ সেজদায় পড়িয়া গেল এবং বলিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমার জন্য কৃত আমল হইতে নাজাত ও তওবার পথ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর সে তাহার সঙ্গের বাঁদী

ও উহার মেয়েকে আযাদ করিয়া দিল এবং আল্লাহর নিকট তওবা করিল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কবিদের ঘটনা

হযরত তামীম দারী (রাঃ)এর গোলাম আবুল হাসান বলেন, যখন–

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

অর্থ ঃ 'আর কবিদের পথে তো পথভ্রষ্টরাই চলে।'

নাযেল হইল তখন হযরত হাসসান ইবনে সাবেত, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ও কা'ব ইবেন মালেক (রাঃ) কাঁদিতে কাঁদিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, এই আয়াত নাযিল করিবার সময় আল্লাহ তো জানেন আমরা কবি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করিলেন—

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

অর্থ ঃ 'কিন্তু হাঁ, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করে'। বলিলেন, উহারা তোমরাই। অতঃপর পড়িলেন—

وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

অর্থ ঃ (আপন কবিতায় দ্বীনের প্রচার দ্বারা) অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে। বলিলেন, উহারা তোমরাই।

তারপর পড়িলেন—

وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

অর্থ ঃ আর যাহারা অত্যাচারিত হইবার পর (নিন্দাসূচক কবিতার দ্বারা) উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। বলিলেন, উহারা তোমরাই।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করা ও অপছন্দ করার প্রকৃত অর্থ

আতা ইবনে সায়েব (রহঃ) বলেন, যেদিন আমি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (রহঃ)কে প্রথম চিনিতে পারিলাম, দেখিলাম, সাদা চুল দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ গাধায় চড়িয়া একটি জানাযার পিছনে যাইতেছেন। আমি শুনিলাম, তিনি বলিতেছেন যে, অমুকের ছেলে অমুক আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎকে পছন্দ করে আল্লাহও তাহার সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে আল্লাহও তাহার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, ইহা শুনিয়া সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাঁদিতেছ কেন? তাহারা বলিলেন, আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি বলিলেন, ব্যাপার এরূপ নহে। কিন্তু হাঁ, যখন মৃত্যুর সময় হইবে যদি সে নৈকট্যলাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তাহাকে এই সুসংবাদ দেওয়া হইবে।

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّةُ نَعِيمٍ

অর্থ ঃ অতঃপর যে ব্যক্তি নৈকট্যলাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার জন্য শান্তি রহিয়াছে আর (নানাবিধ) খাদ্যসামগ্রী, এবং আরামের বেহেশত।

ইহা শুনিবার পর সে আল্লাহর সাক্ষাৎকে পছন্দ করিবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাহার সাক্ষাৎকে তাহা অপেক্ষা অধিক পছন্দ করিবেন। আর যদি সে অবিশ্বাসী ও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তাহাকে বলা হইবে—

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ

অর্থ ঃ আর যে অবিশ্বাসী পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হইবে তবে ফুটন্ত পানি দ্বারা তাহার মেহমানদারী করা হইবে এবং তাহাকে দোযখে যাইতে হইবে।

ইহা শুনিয়া সে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করিবে এবং আল্লাহ তাহার সহিত সাক্ষাৎকে তাহা অপেক্ষা অধিক অপছন্দ করিবেন।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কান্না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, যখন সূরা যিল্‌যাল নাযিল হইল হযরত আবু বকর (রাঃ) বসিয়াছিলেন, কাঁদিয়া উঠিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর, কেন কাঁদিতেছ? তিনি বলিলেন, এই সূরা আমাকে কাঁদাইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি এমন না হয় যে, তোমরা ভুল কর ও গুনাহ কর আর আল্লাহ পাক উহা মাফ করেন, তবে আল্লাহ তায়ালা এমন জাতি পয়দা করিবেন যাহারা ভুল করিবে ও গুনাহ করিবে অতঃপর তিনি তাহাদিগকে মাফ করিবেন।

কবরে হযরত ওমর (রাঃ)এর অবস্থা

হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর যখন তুমি দুই হাত চওড়া ও চার হাত লম্বা যমীনের মধ্যে (অর্থাৎ কবরে) যাইবে এবং মুনকার নাকীরকে দেখিবে তখন তোমার কী অবস্থা হইবে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুনকার ও নাকীর কি? বলিলেন, কবরের দুই পরীক্ষক। দাঁত দ্বারা কবর খুঁড়িয়া আসিবে। আপন চুলের উপর হাঁটিয়া আসিবে। (অর্থাৎ পা সমান লম্বা চুল হইবে।) তাহাদের আওয়াজ বজ্রের ন্যায় ও চাহনী বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্টিকাড়া হইবে। তাহাদের সহিত এতভারী মুগুর থাকিবে যে, যদি সমস্ত মিনাবাসী একত্রিত হয় তথাপি উহা উঠাইতে পারিবে না। কিন্তু তাহাদের জন্য উহা এত হালকা হইবে যেন আমার হাতের এই ছড়ি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি ছড়ি ছিল যাহা তিনি নাড়াইতে ছিলেন। তাহারা তোমার পরীক্ষা লইবে। যদি তুমি উত্তর দিতে অপারগ হও অথবা ব্যতিক্রম কর তবে তোমাকে সেই মুগুর দ্বারা

এমনভাবে মারিবে যে, তুমি ছাই হইয়া যাইবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি তখন আমার এই অবস্থায় থাকিব? (অর্থাৎ আমার ঈমানী অবস্থা কি বর্তমান অবস্থায় ন্যায় থাকিবে?) তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, তবে আমি উহাদের দুইজনের জন্য যথেষ্ট। আবদুল ওয়াহেদ মুকাদ্দাসী (রহঃ) 'তাবসীর' নামক কিতাবে আরো একটু বাড়াইয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম যিনি আমাকে হক দিয়া নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলিয়াছেন, তাহারা তোমার নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিবে। তুমি বলিবে,আমার রব্ব তো আল্লাহ। তোমাদের রব্ব কে? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমার নবী, তোমাদের নবী কে? আমার দ্বীন তো ইসলাম, তোমাদের দ্বীন কি? তাহারা বলিবে, হায় আশ্চর্য! আমরা বুঝিতে পারিতেছি না আমরা তোমার নিকট প্রেরিত হইয়াছি না তুমি আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছ? (রিয়াদুন নাদরাহ)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঈমানী শক্তি সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

আবু বাহরিয়া কিন্দি (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) ঘর হইতে বাহির হইয়া একটি মজলিস দেখিলেন যেখানে হযরত ওসমান (রাঃ)ও বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি আছেন যদি তাহার ঈমান এক বিরাট বাহিনীর মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয় তবে তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার উদ্দেশ্য ছিল হযরত ওসমান (রাঃ)। (মুনতাখাব)

সাহাবা (রাঃ)দের পূর্ব বর্ণিত বিভিন্ন উক্তি

পূর্বে 'সাহাবা (রাঃ)দের গুণাবলী'এর বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা কি হাসিতেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন হাঁ, তবে তাহাদের অন্তরে ঈমান পাহাড় হইতেও ভারী ছিল।

হযরত আম্মার (রাঃ) সম্পর্কেও বর্ণিত হইয়াছে যে, মোশরেকগণ তাহাকে ধরিয়া শাস্তি দিল এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়িল না, যতক্ষণ না তিনি তাহাদের মাবুদগুলিকে ভাল বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন অনুভব করিতেছ? তিনি বলিলেন, আমার অন্তরকে ঈমানের উপর শান্ত অনুভব করিতেছি।

হযরত আবুবকর (রাঃ)এর পরবর্তী খলীফা নিযুক্তকরণ প্রসঙ্গে তাঁহার এই উক্তিও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা আমাকে আমার পরওয়ারদিগার সম্পর্কে ভয় দেখাইতেছ? (তিনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে) আমি বলিব, আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তাহাদের খলীফা নিযুক্ত করিয়াছি। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি আল্লাহ ও ওমরকে তোমাদের অপেক্ষা বেশী জানি।

হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তিনি বায়তুল মালের সমস্ত মাল বন্টন করিয়া দিতে বলিলেন, তখন এক ব্যক্তি বলিল, কিছু মাল শত্রুর মুকাবিলা ও আকস্মিক বিপদ আপদের জন্য জমা রাখুন। তিনি বলিয়াছিলেন, তোমার মুখে শয়তান কথা বলিতেছে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে উহার জওয়াব শিখাইয়া দিয়াছেন এবং উহার খারাবী হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি এরূপ অবস্থার জন্য উহাই প্রস্তুত রাখিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ অবস্থার জন্য রাখিতেন অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য।

অপর রেওয়ায়াতে আছে তিনি বলিয়াছেন, খোদার কসম, আমি আগামীকল্যের জন্য (আজ) খোদার নাফরমানী করিব না।

অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন, আমি তাহাদের জন্য আল্লাহর তাকওয়া তৈয়ার রাখিব।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করিবে তাহার জন্য তিনি (মুক্তির) পথ করিয়া দিবেন।

সাহাবা (রাঃ)দের 'আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার উৎসাহ'এর বর্ণনায়

হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তিনি ভিক্ষুককে কিছু সদকা করিতে চাহিলেন তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, আপনি তো ছয়টি দেরহাম আটা খরিদ করিবার জন্য রাখিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, বান্দার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য বলিয়া পরিগণিত হয় না যতক্ষণ তাহার নিজের কাছে যাহা আছে উহার তুলনায় আল্লাহর নিকট যাহা আছে উহার উপর তাহার ভরসা বেশী না হয়।

সাহাবা (রাঃ)দের মাল–দৌলত প্রত্যাখ্যান এর বর্ণনায় হযরত আমের ইবনে রাবিয়াহ (রাঃ)এর সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, (তাহাকে যখন আরব বেদুঈন বলিল, আমি আপনাকে উক্ত জায়গীর হইতে একটুকরা জমি দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, যাহা আপনি ও আপনার পরবর্তী বংশধরগণ ভোগ করিবেন) তিনি বলিয়াছিলেন, তোমার জায়গীরের আমার প্রয়োজন নাই, কারণ আজ এমন একটি সূরা নাযিল হইয়াছে যাহা আমাদিগকে দুনিয়া ভুলাইয়া দিয়াছে—

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

অর্থ ঃ মানুষের জন্য হিসাব নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে অথচ তাহারা গাফেল ও বিমুখ হইয়া রহিয়াছে।

পূর্বে হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ) উত্তম ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, তিনি বলিতেন, যদি (মৃত্যুর সময়) আমি আমার তিন অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় থাকি তবে আমি বেহেশতী হইব, ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। (এক) যখন আমি কুরআন তেলাওয়াত করি অথবা কুরআন শুনি। (দুই) যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোতবা শুনি। (তিন) যখন আমি কোন জানাযায় শরীক হই। কারণ যখন আমি কোন জানাযায় শরীক হই তখন আমার সেই অবস্থার কথা মনে হয় যে অবস্থা আমার হইবে এবং সেই জায়গার কথা মনে জাগে যেখানে আমাকে যাইতে হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

নামাযের জন্য সাহাবাদের একত্রিত হওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) নামাযের জন্য মসজিদে কিরূপ একত্রিত হইতেন এবং উহার প্রতি উৎসাহ রাখিতেন ও অপরকে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহারা এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের সময় উপস্থিত হওয়াকে (এরূপ গুরুত্ব দিতেন যে, আল্লাহর) এক হুকুমের পর আরেক হুকুম এবং (বান্দার) এক আমলের পর আরেক আমল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেন, আর ঐসকল আদিষ্ট আমলের জন্য তাহারা কিরূপ নিজেদের যাবতীয় কাজকর্ম পরিত্যাগ করিতেন, যেগুলির দ্বারা ঈমান ও ঈমানী গুণাবলী বৃদ্ধি হয়, এলম ও আমলের প্রচার হয়, আল্লাহ তায়ালার যিকির পুনরুজ্জীবিত হয় এবং দোয়া ও উহার আনুষঙ্গিক শর্তসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটকথা তাঁহারা যেন বাহ্যিক সৃষ্টবস্তুর প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপই করিতেন না, বরং উহার সৃষ্টিকর্তা ও সর্ববিদ কর্তার নিকট হইতে লাভবান হইতে চাহিতেন।

নামাযের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎসাহ প্রদান

হযরত ওসমান ও হযরত সালমান (রাঃ)এর হাদীস

হযরত ওসমান (রাঃ)এর গোলাম হারেস (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওসমান (রাঃ) বসিয়াছিলেন, আমরাও তাঁহার সহিত বসিয়া ছিলাম। এমন সময় মোয়াযযিন আসিয়া নামাযের জন্য বলিলে তিনি একটি পাত্রে পানি আনাইলেন। বর্ণনকারী বলেন, আমার মনে হয় উহার পরিমাণ এক মুদ অর্থাৎ চৌদ্দ ছটাক হইবে। তিনি অযু করিলেন। তারপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এই অযূর ন্যায় অযূ করিতে দেখিয়াছি, অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি আমার এই অযূর ন্যায় অযূ করিবে এবং উঠিয়া জোহরের নামায আদায় করিবে, তাহার সকাল হইতে জোহর পর্যন্ত সকল গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। অতঃপর যখন সে আছরের নামায পড়িবে, তাহার জোহর হইতে আছর পর্যন্ত সকল গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। অতঃপর যখন সে মাগরিবের নামায পড়িবে, আছর হইেত মাগরিব পর্যন্ত তাহার সকল গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। তারপর যখন এশার নামায পড়িবে, মাগরিব হইতে এশা পর্যন্ত তাহার সকল গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। তারপর হয়ত সে এপাশ ওপাশ করিয়া (কোন গুনাহের কাজে) রাত্রি কাটাইবে। কিন্তু যদি সে উঠিয়া অযূ করে ও ফজরের নামায আদায় করে তবে এশা হইতে ফজর পর্যন্ত তাহার সকল গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। ইহাই সেই হাসানাত (নেকীসমূহ) যাহা গুনাহসমূহকে দূর করিয়া দেয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে ওসমান, এইগুলি যদি হাসানাত হয় তবে (কুরআন পাকে উল্লেখিত) বাকীয়াত কোন্‌গুলি? তিনি বলিলেন, তাহা হইল—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

আবু ওসমান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সালমান (রাঃ)এর সহিত একটি গাছের নীচে ছিলাম। তিনি সেই গাছের একটি শুষ্ক ডাল হাতে

লইয়া নাড়িলেন, ফলে উহার পাতাগুলি ঝরিয়া গেল। তারপর তিনি আমাকে বলিলেন, আবু ওসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করিলে না যে, আমি কেন এমন করিলাম? আমি বলিলাম, বলুন, কেন এমন করিলেন? তিনি বলিলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একটি গাছের নীচে ছিলাম তিনিও আমার সহিত এমনই করিলেন। গাছের একটি শুষ্ক ডাল লইয়া নাড়িলেন, ফলে উহার পাতাগুলি ঝরিয়া গেল। তারপর তিনি বলিলেন, 'হে সালমান, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে না যে, আমি কেন এমন করিলাম?' আমি বলিলাম, 'বলিয়া দিন কেন এমন করিলেন?' তিনি বলিলেন, 'হে সালমান, একজন মুসলমান যখন অযূ করে এবং তাহা উত্তমরূপে করে। অতঃপর সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, তাহার গুনাহগুলি এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন এই পাতাগুলি ঝরিতেছে। তারপর তিনি (কুরআন পাকের এই আয়াত) তেলাওয়াত করিলেন—

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

অর্থ ঃ দিনের উভয় প্রান্তে (অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায়) এবং রাত্রের একাংশে নামায কায়েম কর। নিঃসন্দেহে নেক কাজসমূহ গুনাহগুলিকে দূর করিয়া দেয়। যাহারা নসীহত মানিয়া চলে তাহাদের জন্য ইহা একটি নসীহত। (আহমদ, নাসায়ী)

দুই ভাইয়ের ঘটনা

আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ)ও সাহাবা (রাঃ)দের এক জামাতকে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় দুইভাই ছিলেন। তন্মধ্যে একজন অপরজন অপেক্ষা উত্তম ছিলেন। উত্তমজন প্রথমে মারা গেলেন এবং অপরজন আরো কিছুদিন জীবিত থাকিয়া পরে মারা গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর প্রথম

ব্যক্তির ফজীলত নিয়া আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন, সে (দ্বিতীয় ভাই) কি নামায পড়ে নাই? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কী জান, তাহার নামায তাহাকে কোথায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে? তারপর তিনি এই উপলক্ষে বলিলেন, নামাযের উদাহরণ এইরূপ যেমন কাহারো ঘরের সম্মুখে একটি সুমিষ্ট ও গভীর নহর প্রবাহিত থাকে, আর সে উহাতে প্রত্যহ পাঁচ বার গোসল করে। তবে কী ধারণা তোমাদের? তাহার শরীরে কোন ময়লা থাকিবে কি? অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, দ্বিতীয়জন প্রথমজনের চল্লিশ দিন পর মারা গিয়াছিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, কুজাআহ বংশের দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া একত্রে মুসলমান হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একব্যক্তি (কোন জেহাদে) শহীদ হইলেন এবং অপরজন একবৎসর পর মারা গেলেন। হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যিনি পরে মারা গেলেন তাঁহাকে শহীদের পূর্বে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইল। ইহাতে আমি আশ্চর্যান্বিত হইলাম। আমি সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহা আলোচনা করিলাম। অথবা অন্য কেহ আলোচনা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে কি তাহার (অর্থাৎ শহীদের) পর এক রমজানের রোযা রাখে নাই? ছয় হাজার রাকাত নামায পড়ে নাই এবং এক বৎসরে এত এত রাকাত নামায (বেশী) পড়ে নাই?' অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তবে তো উভয়ের মধ্যে আসমান যমীনের পার্থক্য হইয়া গিয়াছে।' (আহমাদ)

নামায গুনাহের কাফ্ফারা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলাম এমন সময় একব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, আমি একটি গুনাহ করিয়া ফেলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরাইয়া নিলেন। তারপর

যখন নামায শেষ করিলেন, সে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আবার সেই কথা বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি আমাদের সহিত এই নামায পড় নাই এবং ভাল করিয়া অযূ কর নাই? সে বলিল, অবশ্যই। বলিলেন, 'এই নামায তোমার গুনাহের জন্য কাফফারা হইয়া গিয়াছে।' (তাবরানী)

নামায সর্বোত্তম আমল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'নামায'। সে বলিল, 'তারপর কোন্ আমল?' বলিলেন, 'নামায'। তিনবারের পর সে আবার জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'আল্লাহর রাহে জেহাদ'। সে ব্যক্তি বলিল, 'আমার পিতা–মাতা আছেন'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আমি তোমাকে পিতা–মাতার সহিত সদ্ব্যবহারের আদেশ করিতেছি। সে বলিল, সেই পাক যাতের কসম যিনি আপনাকে হক দিয়া নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, আমি অবশ্যই জেহাদ করিব এবং তাঁহাদিগকে ছাড়িব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তুমিই ভাল জান।' (আহমাদ)

সিদ্দীক ও শহীদগণের দলভুক্ত হইবার বর্ণনা

হযরত আমর ইবনে মুররাহ জুহানী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ ও আপনি আল্লাহর রাসূল ইহার সাক্ষ্য দেই এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, যাকাত দান করি ও রমযান মাসে রোযা রাখি ও তারাবীহ পড়ি তবে আমি কোন্ দলভুক্ত হইব? তিনি বলিলেন, 'সিদ্দীক ও শহীদগণের দলভুক্ত হইবে।' (বায্যার)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নামাযের অসিয়ত

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ অসিয়ত এই ছিল যে, নামায ও গোলামদের সম্পর্কে সতর্ক থাকিও। এমনকি যখন রুহ মোবারক সিনাতে পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং আওয়াজ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে তখনও একই কথা বলিতে–ছিলেন। (বাইহাকী)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লিখিবার একটা কিছু আনিতে বলিলেন, যাহাতে তিনি এমন কিছু কথা লিখিয়া দিবেন যেন, তাঁহার উম্মাত তাঁহার পর গোমরাহ না হয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমার ভয় হইল যে, উহা আনিতে যাইয়া তাঁহাকে না হারাইয়া ফেলি। সুতরাং বলিলাম, আমি মুখস্থ রাখিব ও উত্তমরূপে স্মরণ রাখিব। বলিলেন, আমি নামায যাকাত ও তোমাদের গোলামদের সম্পর্কে অসিয়ত করিতেছি। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। এবং তিনি লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রসূল এর শাহাদাতের আদেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি উক্ত দুই কথার সাক্ষ্য দিবে সে দোযখের জন্য হারাম হইবে। হযরত আলী (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ কথা ছিল, নামায, নামায, গোলামদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করিও।

নামাযের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের উৎসাহ প্রদান

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, নামায যমীনের বুকে আল্লাহর দেওয়া আমান বা নিরাপত্তা।

আবু মালীহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে এই মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে না তাহার ইসলামে কোন অংশ নাই।

অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের উক্তি

যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আপন ঘরে নামায পড়ে উহা তাহার জন্য নূর হইবে। যখন কোন ব্যক্তি নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন তাহার গুনাহগুলি তাহার মাথার উপর ঝুলন্ত থাকে। যখনই সে কোন সেজদা করে উহার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেন।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, যখন বান্দা সুন্দররূপে অযূ করে। অতঃপর সে নামাযের জন্য দাঁড়ায়, আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে ফিরিয়া তাহার সহিত চুপি চুপি কথা বলেন। তিনি তাহার দিক হইতে ফিরেন না যতক্ষণ না সে ফিরে অথবা ডানে বামে তাকায়।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নামায অর্থই নেকী। সুতরাং এই নেক কাজে যে কেহ আমার সহিত অংশগ্রহণ করে আমি উহার পরওয়া করি না।

হযরত ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, যখন কোন মুসলমান কোন উঁচু জায়গায় অথবা পাথরের তৈরী কোন মসজিদে আসিয়া নামায পড়ে তখন সেই যমীন বলে, আল্লাহর যমীনে তাঁহার জন্য নামায পড়। যেদিন তাহার সহিত তোমার দেখা হইবে সেদিন আমি তোমার জন্য সাক্ষ্য দিব।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আদম (আঃ)এর ঘাড়ে একটি ফোড়া বাহির হইলে তিনি নামায পড়িলেন। ফোড়াটি নামিয়া বুক পর্যন্ত আসিল। তিনি আবার নামায পড়িলেন উহা নামিয়া কোমর পর্যন্ত আসিল। আবার নামায পড়িলেন। এইবার উহা গোড়ালির গিঁট পর্যন্ত নামিয়া আসিল। আবার নামায পড়িলে উহা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্যন্ত আসিল। তিনি পুনরায় নামায পড়িলে উহা দূর হইয়া গেল। (কান্‌য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, তুমি যতক্ষণ নামাযে থাক ততক্ষণ তুমি বাদশাহ এর দরজায় করাঘাত করিতেছ। যে ব্যক্তি বাদশাহের দরজায় করাঘাত করে তাহার জন্য উহা খুলিয়া দেওয়া হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন—তোমরা আপন প্রয়োজনসমূহ ফরজ নামাযের জন্য রক্ষিত রাখ। (অর্থাৎ ফরজ নামাযের পরই নিজের প্রয়োজন ইত্যাদির জন্য

আল্লাহর নিকট দোয়া কর।)

অপর এক রেওয়ায়াতে তিনি বলিয়াছেন, যদি কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে তবে নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহের জন্য নামায কাফফারা হইয়া যাইবে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, নামায উহার পরবর্তী গুনাহের জন্য কাফফারা। আদম (আঃ)এর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে একটি ফোড়া হইল। অতঃপর উহা গোড়ালিতে আসিল। তারপর উহা হাটুতে উঠিয়া আসিল। ইহার পর কোমরে আসিল, কোমর হইতে ঘাড়ে আসিল। তিনি নামায পড়িলেন। উহা ঘাড় হইতে নামিয়া গেল। আবার নামায পড়িলেন। উহা কোমরে নামিয়া আসিল। পুনরায় নামায পড়িলে উহা হাটুতে নামিল। আবার নামায পড়িলেন। উহা পায়ে নামিয়া আসিল। তারপর নামায পড়িলে উহা দূর হইয়া গেল। (কান্য)

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'বান্দা যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন তাহার গুনাহসমূহ তাহার মাথার উপর রাখা হয়। নামায শেষ করিবার পূর্বেই তাহার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন খেজুরের ছড়া ডাইনে বামে ঝরিয়া পড়ে।'

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, 'যখন বান্দা নামায পড়ে তখন তাহার গুনাহসমূহ তাহার মাথার উপর একত্রিত হয়। যখন সে সেজদা করে তখন উহা এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে।'

তারেক ইবনে শেহাব (রহঃ) বলেন, তিনি একবার হযরত সালমান (রাঃ)এর রাত্রের (এবাদতে) মেহনত দেখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট রাত্রি যাপন করিলেন। তিনি রাত্রের শেষ ভাগে উঠিয়া নামায পড়িলেন। অর্থাৎ যেমন আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার তেমন কোন মেহনত দেখিতে পাইলেন না। এই বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তদুত্তরে তিনি বলিলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায় করিতে থাক। কারণ, ইহা ছোট ছোট গুনাহের জন্য কাফফারা, যতক্ষণ না কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। যখন রাত্র হয় মানুষ তিন দলে বিভক্ত হইয়া যায়। একদল যাহাদের জন্য রাত্রি লাভজনক,

ক্ষতিকর নহে। দ্বিতীয়, যাহাদের জন্য রাত্রি ক্ষতিকর, লাভজনক নহে। তৃতীয়, যাহাদের জন্য রাত্রি না লাভজনক না ক্ষতিকর। যে ব্যক্তি রাত্রির অন্ধকার ও মানুষের গাফলতিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া সকাল পর্যন্ত নামাযে মশগুল থাকে, তাহার জন্য রাত্রি লাভজনক, ক্ষতিকর নহে। যে ব্যক্তি রাত্রির অন্ধকার ও মানুষের গাফলতিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া গুনাহে লিপ্ত হয়। রাত্রি তাহার জন্য ক্ষতিকর, লাভজনক নহে। আর যে ব্যক্তি এশার নামায পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে তাহার জন্য রাত্রি না লাভজনক, না ক্ষতিকর। এমন দ্রুত চলিও না যে, ক্লান্ত হইয়া পড়। মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর ও নিয়মিত করিতে থাক।

আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, আমরা নিজেদের জন্য (গুনাহের) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে থাকি। কিন্তু যখন ফরজ নামায আদায় করি তখন উহা পূর্বেকার গুনাহকে মিটাইয়া দেয়। অতঃপর আবার নিজেদের জন্য (গুনাহের) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে থাকি, কিন্তু যখন ফরজ নামায আদায় করি তখন নামায পূর্বেকার গুনাহকে মিটাইয়া দেয়। (কান্‌য)

নামাযের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর আগ্রহ ও উহার প্রতি অত্যাধিক যত্নবান হওয়া

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'খুশবু ও মেয়েলোক আমার জন্য প্রিয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং নামাযকে আমার চক্ষু শীতলকারী বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, নামাযকে আপনার নিকট প্রিয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আপনি উহা হইতে যত ইচ্ছা অংশগ্রহণ করুন। (অর্থাৎ অধিক পরিমাণে নামায পড়ুন।) (বিদায়াহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার চতুর্দিকে সাহাবা (রাঃ)ও বসিয়াছিলেন। এমন সময় তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক

নবীকে আত্মতৃপ্তির বস্তু দান করিয়াছেন। আমার আত্মতৃপ্তি হইল রাত্রের নামাযের মধ্যে। আমি যখন নামাযে দণ্ডায়মান হই কেহ আমার পিছনে দাঁড়াইবে না। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে খোরাক দিয়াছেন। আমার খোরাক হইল খুমুছ অর্থাৎ গনীমতের পঞ্চমাংশ। আমার মৃত্যুর পর উহা আমার পরবর্তী মুসলমান শাসকদের জন্য। (তাবরানী)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর রাত্রের নামায সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের বর্ণনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত অধিক নামায পড়িলেন যে, তাঁহার পা ফুলিয়া গেল। অথবা বলিয়াছেন, তাঁহার হাটুর নিচের অংশ ফুলিয়া গেল। তাঁহাকে বলা হইল, আল্লাহ তায়ালা কি আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেন নাই? তিনি বলিলেন, আমি কি শোকর গুজার বান্দা হইব না?

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত অধিক নামায পড়িতেন যে, তাঁহার পা ফুলিয়া যাইত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে এত অধিক নামায পড়িতেন যে, তাঁহার পা ফুলিয়া যাইত।

হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে এত অধিক নামায পড়িতেন যে, তাঁহার পা ফাটিয়া যাইত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে এত অধিক নামায পড়িতেন যে, তাঁহার পা ফাটিয়া যাইত। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কেন এমন করেন? অথচ আপনার সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে? পরবর্তী অংশ পূর্বের মতই উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত নামায পড়িতেন যে, তাঁহার পা ফাটিয়া যাইত।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত এবাদত করিতেন যে, পুরানা মশকের (চামড়ার তৈরী পানি রাখিবার পাত্র) মত হইয়া গেলেন। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এমন কেন করেন? আল্লাহ তায়ালা কি আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেন নাই? তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে কি আমি শোকরগুজার বান্দা হইব না? (কান্‌য)

হযরত আনাস (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত্রের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমরা রাত্রিতে যখন তাঁহাকে নামাযে দেখিতে চাহিতাম, দেখিতাম, তিনি নামায পড়িতেছেন। আবার যখন তাঁহাকে ঘুমন্ত দেখিতে চাহিতাম, দেখিতাম, তিনি ঘুমাইতেছেন। তিনি কোন মাসে এত রোযা রাখিতেন যে, আমরা বলাবলি করিতাম যে, তিনি আর রোযা ছাড়িবেন না। আবার কোন মাসে রোযা ছাড়িয়া দিতেন। আমরা বলাবলি করিতাম আর বোধহয় তিনি রোযা রাখিবেন না।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এক রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামাযে দাঁড়াইলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া রহিলেন যে, আমি খারাপ কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমরা বলিলাম, 'কি ভাবিতে ছিলেন?' বলিলেন, 'আমি ভাবিতেছিলাম, বসিয়া যাই অথবা ছাড়িয়া দেই।

হযরত আবু যার (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাত্রিতে নামাযে দাঁড়াইয়া নিম্নোক্ত আয়াত পড়িতে পড়িতে সকাল করিয়া দিলেন—

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ ঃ আপনি যদি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে ইহারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (বিদায়াহ)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ব্যথা পাইলেন। সকালবেলা তাঁহাকে বলা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বেদনার ছাপ আপনার শরীরে পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি বলিলেন, তোমরা যাহা দেখিতেছ এতদসত্ত্বেও আমি গত রাত্রিতে (নামাযে) (কুরআন পাকের প্রথম দিকের) সাতটি বড় বড় সূরা পড়িয়াছি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর সহিত হোযাইফা (রাঃ)এর নামায

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি এক রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িয়াছি। তিনি সূরা বাকারাহ আরম্ভ করিলেন। ভাবিলাম, একশত আয়াতে রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি সামনে পড়িতে থাকিলেন। ভাবিলাম, সূরা শেষ করিয়া রুকু করিবেন। তিনি পড়িতে থাকিলেন। সূরা শেষ হইলে ভাবিলাম, এই বোধ হয় রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি সূরা নেসা আরম্ভ করিলেন। উহা শেষ করিয়া সূরা আল-এমরান আরম্ভ করিলেন এবং আল-এমরান শেষ করিয়া রুকু করিলেন। তিনি অত্যন্ত ধীরে থামিয়া থামিয়া পড়িতেছিলেন। যখন কোন তাসবীহ সূচক আয়াত আসিত তাসবীহ পড়িতেন, যখন কোন দোয়ার আয়াত আসিত দোয়া করিতেন এবং কোন আশ্রয় চাহিবার আয়াত আসিলে আশ্রয় চাহিতেন। রুকুতে তিনি সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম পড়িতে লাগিলেন এবং কেয়াম পরিমাণ দীর্ঘ রুকু করিলেন। অতঃপর সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলিয়া প্রায় রুকু পরিমাণ দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তারপর সেজদায় যাইয়া সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পড়িতে থাকিলেন। সেজদাও প্রায় কেয়াম পরিমাণ ছিল। এই হাদীসে সূরা নেসা সূরা আল-এমরানের পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর মাসহাফে সূরার তরতীব এইরূপই উল্লেখিত আছে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া দেখিলাম, তিনি নামায পড়িতেছেন। আমি তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার পিছনে নামাযে শরীক হইয়া গেলাম। তিনি সূরা বাকারাহ আরম্ভ করিলেন। ভাবিলাম, এখনই হয়ত রুকু করিবেন, কিন্তু তিনি পড়িতে থাকিলেন। বর্ণনাকারী সিনান (রহঃ) বলেন,

যতটুকু মনে পড়ে তিনি বলিয়াছেন, চার রাকাত নামায পড়িয়াছেন। তাঁহার রুকু কেয়াম সমপরিমাণ ছিল। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, পরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহার আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন, 'তুমি আমাকে জানাইলে না কেন?' হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, 'সেই পাক যাতের কসম যিনি আপনাকে হক দিয়া নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি এখনও আমার পিঠে ব্যথা অনুভব করিতেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'যদি আমি জানিতাম তুমি আমার পিছনে আছ, তবে আমি সংক্ষেপ করিতাম।' (মুসলিম)

কেরাআত সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার সম্মুখে কিছু লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হইল যে, তাহারা এক রাত্রিতে কুরআনে পাক একবার অথবা দুইবার খতম করেন। তিনি বলিলেন, তাহারা পড়িয়াছে আবার পড়েও নাই। আমি পূর্ণিমার রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামাযে দাঁড়াইতাম। তিনি সূরা বাকারাহ আল--এমরান ও সূরা নেসা পড়িতেন। যখন কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আয়াত আসিত তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করিতেন ও পানাহ চাহিতেন। যখন সুসংবাদপূর্ণ আয়াত আসিত তিনি আল্লাহর নিকট উহার জন্য দোয়া করিতেন ও উহার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। (আহমাদ)

নামাযের যত্ন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা

আসওয়াদ (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট নামাযের পাবন্দি ও উহার প্রতি যত্নবান হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। তিনি বলিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইলেন তখন একবার নামাযের সময় হইলে হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আবু বকরকে বল, যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেয়।' তাঁহাকে বলা হইল যে, আবু বকর অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ব্যক্তি, আপনার জায়গায় দাঁড়াইয়া তিনি লোকদের

নামায পড়াইতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। সকলে তাঁহাকে একই জবাব দিল। তিনি তৃতীয়বার আবার বলিলেন, এবং বলিলেন, 'তোমরা তো ইউসুফ (আঃ)কে প্রবঞ্চনাকারীনিদের মত। আবু বকরকে বল, যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেয়।' হযরত আবু বকর (রাঃ) গেলেন, অতঃপর নবী করীম (সঃ)ও কিছুটা সুস্থবোধ করিয়া দুইজনের কাঁধে ভর করিয়া বাহির হইলেন। আমি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি যে, অসুস্থতার দরুণ তাঁহার পদদ্বয় (মাটিতে) রেখা টানিয়া যাইতেছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) পিছনে সরিয়া আসিতে চাহিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিতে তাহাকে নিজের জায়গায় থাকিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে তথায় লইয়া যাওয়া হইলে তিনি তাহার পাশে বসিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিউত্তরে উক্ত কথা এইজন্য বলিয়াছিলাম যে, আমার আশঙ্কা হইতেছিল যে, লোকজন আবু বকর (রাঃ)কে অশুভ মনে করিবে। কারণ আমার ধারণা ছিল, যে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জায়গায় দাঁড়াইবে লোকেরা তাহাকে অবশ্যই অশুভ মনে করিবে। সুতরাং আমি চাহিতেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে বাদ দিয়া অন্য কাহারো কথা বলুন।'

অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু বকর কোমলপ্রাণ মানুষ। তিনি যখন কুরআন পড়িবেন কান্না থামাইতে পারিবেন না। যদি আবু বকর ব্যতীত অন্য কাহারো সম্পর্কে হুকুম করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, আমি এই ভয়েই এইকথা বলিয়াছিলাম যে, যে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জায়গায় প্রথম দাঁড়াইবে লোকেরা তাহাকে অশুভ মনে করিবে। তিনি বলেন, আমি দুইবার অথবা তিনবার এইরূপ প্রতিউত্তর করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু বকর যেন লোকদের নামায পড়ায়। তোমরা তো ইউসুফ (আঃ)কে প্রবঞ্চনাকারিনী মেয়েদের মত। (বুখারী)

ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলাম, 'আপনি আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতার ঘটনা বর্ণনা করিবেন কি?' তিনি বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা বাড়িয়া গেলে তিনি বলিলেন, 'লোকজন নামায পড়িয়াছে কি?' আমরা বলিলাম, 'না, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহারা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।' তিনি বলিলেন, 'আমার জন্য বড় পাত্রে পানি রাখ।' আমরা রাখিলাম। তিনি গোসল করিলেন। অতঃপর তিনি উঠিতে যাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। জ্ঞান ফিরিলে বলিলেন, 'লোকজন নামায পড়িয়াছে কি?' আমরা বলিলাম, 'না, তাহারা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' তিনি বলিলেন, 'আমার জন্য বড় পাত্রে পানি রাখ।' আমরা রাখিলাম। তিনি গোসল করিলেন। তারপর উঠিতে যাইয়া আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। জ্ঞান ফিরিলে বলিলেন, 'লোকজন নামায পড়িয়াছে কি?' আমরা বলিলাম, 'না, তাহারা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' তিনি বলিলেন, 'আমার জন্য বড় পাত্রে পানি রাখ।' আমরা রাখিলাম। তিনি গোসল করিলেন। তারপর উঠিতে যাইয়া এইবারও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। জ্ঞান ফিরিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'লোকজন নামায পড়িয়াছে কি?' আমরা বলিলাম, 'না, তাহারা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ইয়া রাসূলাল্লাহ।' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, লোকজন সকলেই মসজিদে বসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এশার নামাযের অপেক্ষা করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) কোমলপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, 'হে ওমর! নামায পড়াইয়া দাও।' তিনি বলিলেন, 'আপনিই ইহার (জন্য) অধিক উপযুক্ত।' সুতরাং, হযরত আবু বকরই (রাঃ) সেই কয়দিন নামায পড়াইলেন। (বিদায়াহ)

হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইবার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) লোকদের নামায পড়াইতেছিলেন। সোমবার দিন সকলেই নামাযের কাতারে বসিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরার পর্দা সরাইয়া আমাদের দিকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার চেহারা মুবারক কুরআন পাকের পাতার ন্যায় (সুন্দর) দেখাইতেছিল। তিনি মুচকি হাসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা এত আনন্দিত হইয়াছিলাম যে, নামায ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) কাতারের সহিত মিলিবার উদ্দেশ্যে পিছনে সরিয়া আসিলেন। ভাবিলেন, হয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য বাহির হইয়া আসিবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করিলেন যে, তোমরা নামায পুরা কর, এবং পর্দা ছাড়িয়া দিলেন। সেই দিনই তিনি ইন্তেকাল করিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন বাহির হইলেন না। নামাযের জন্য একামত হইলে হযরত আবু বকর (রাঃ) অগ্রসর হইলেন,এমতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'পর্দা উঠাও।' পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক প্রকাশিত হইল। তাঁহার তখনকার মুবারক চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয় দৃশ্য আমরা আর কখনও দেখি নাই। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে অগ্রসর হইবার জন্য ইশারা করিলেন এবং পর্দা ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর তাঁহার ইন্তেকাল পর্যন্ত আর তাঁহাকে দেখিবার ভাগ্য আমাদের হয় নাই। (বিদায়াহ)

সাহাবা (রাঃ)দের নামাযের প্রতি আগ্রহ ও উহার প্রতি অত্যাধিক এহতেমাম অর্থাৎ যত্নবান হওয়া

হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তাঁহাকে চাদর দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল। আমি বলিলাম, তোমাদের কি রায়? তাহারা বলিল, আপনার যাহা রায় হয় তাহাই। আমি বলিলাম, তাঁহাকে নামাযের কথা বলিয়া জাগাও। কারণ নামায অপেক্ষা অধিক ব্যাকুলতা তাঁহার আর কোন জিনিসের প্রতি নাই। সুতরাং তাহারা বলিল, নামায, হে আমীরুল মুমিনীন! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আয় আল্লাহ,আমি প্রস্তুত। যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দেয় তাহার ইসলামে কোন অধিকার নাই। তিনি নামায পড়িলেন, অথচ তাঁহার জখম হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল।

মেসওয়ার (রহঃ) বলেন, জখমী হইবার পর হযরত ওমর (রাঃ) বার বার অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছিলেন। কেহ বলিল, তাঁহার যদি প্রাণ থাকিয়া থাকে তবে নামায ব্যতীত অন্য কোন জিনিস দ্বারা তোমরা তাহার জ্ঞান ফিরাইতে পারিবে না। একজন বলিল, নামায হে আমীরুল মুমিনীন, নামাযের জামাত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল এবং তিনি বলিলেন, নামায! হাঁ, আয় আল্লাহ্, তবে আমি প্রস্তুত। যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দেয় তাহার ইসলামে কোন অংশ নাই। (তাবরানী)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘটনা

মুহাম্মদ ইবনে মিসকীন (রহঃ) বলেন, যখন বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রাঃ)কে ঘিরিয়া ফেলিল তখন তাঁহার স্ত্রী তাহাদিগকে বলিলেন, ‘তোমরা তাঁহাকে কতল করিতে চাহিতেছ? তোমরা তাঁহাকে কতল কর আর না কর, তিনি সারা রাত্রি এক রাকাতে কাটাইয়া দিতেন এবং এক রাকাতে কুরআন পাক খতম করিতেন।’

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে উল্লেখ হইয়াছে যে, যখন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে কতল করিয়া দিল, তখন

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, 'তোমরা তাঁহাকে কতল করিয়াছ? অথচ তিনি সারারাত্র জাগিয়া এক রাকাতে কুরআন পাক খতম করিতেন।' (তাবরানী)

ওসমান ইবনে আবদুর রহমান তাইমী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা বলিলেন, 'অদ্যকার রাত্রিতে মাকামে ইবরাহীমে অবশ্যই স্থান দখল করিব।' তিনি বলেন, এশার নামায পড়িয়া দ্রুত মাকামে ইবরাহীমে পৌছিলাম এবং দাঁড়াইয়া গেলাম। আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আমার ঘাড়ে হাত রাখিল। চাহিয়া দেখিলাম, (তিনি) হযরত ওসমান (রাঃ)। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া সূরা ফাতেহা হইতে আরম্ভ করিয়া কুরআন পাক খতম করিয়া ফেলিলেন। তারপর রুকু ও সেজদা করিলেন। নামায শেষ করিয়া জুতা লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি জানিনা তিনি ইতিপূর্বে আরো নামায পড়িয়াছিলেন কি না! (আবু নুআঈম)

বায়হাকীর রেওয়ায়াতে আবদুর রহমান ইবনে ওসমান তাইমী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে দেখিয়াছি যে, তিনি মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন পাক খতম করিয়া চলিয়া গেলেন।

আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) নামায পড়াইলেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দাঁড়াইয়া এক রাকাতে পুরা কুরআন পাক পড়িয়া ফেলিলেন। ইহা তাহার বিতর নামায ছিল।

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) সারা রাত্র জাগিতেন এবং এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন পাক পড়িতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ঘটনা

মুসাইয়্যেব ইবনে রাফে (রহঃ) বলেন, যখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল, এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আপনি যদি আমার কথামত সাত দিন চিৎ হইয়া শুইয়া ইশারায় নামায আদায় করেন, তবে আমি আপনার চিকিৎসা করিতে পারি। ইনশাআল্লাহ। আপনি ভাল হইয়া যাইবেন। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের নিকট এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তাঁহারা সকলেই বলিলেন,

যদি এই সাত দিনে আপনার মৃত্যু হইয়া যায় তবে আপনার নামাযের কি উপায় হইবে! চিন্তা করিয়াছেন কি? ইহা শুনিয়া তিনি চোখের চিকিৎসা ত্যাগ করিলেন। (হাকেম)

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গেল, আমাকে বলা হইল, আমরা আপনার চিকিৎসা করিতে পারি, তবে কিছুদিন আপনাকে নামায ছাড়িতে হইবে। আমি বলিলাম, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দিবে সে আল্লাহর সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন।'

আলী ইবনে আবি জামিলা (রহঃ) ও ইমাম আওযায়ী (রহঃ) উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রত্যহ এক হাজার সেজদা করিতেন।

নামাযের প্রতি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর আগ্রহ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি খুবই কম রোযা রাখিতেন। তিনি বলিয়াছেন, রোযা রাখিলে আমি নামাযে দুর্বল হইয়া পড়ি অথচ নামায আমার নিকট রোযা হইতে অধিক প্রিয়। একান্ত রোযা রাখিলে তিনি প্রত্যেক মাসে তিন দিন রাখিতেন। অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি চাশতের নামায পড়িতেন না।

আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) খুবই কম রোযা রাখিতেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উপরোক্ত উত্তর দিয়াছেন। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) অপেক্ষা কোন ফকীহ (আলেম)কে এত কম রোযা রাখিতে দেখি নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কেন রোযা রাখেন না? তিনি বলিলেন, আমি রোযা অপেক্ষা নামায অধিক পছন্দ করি। রোযা রাখিলে নামাযে দুর্বল হইয়া পড়ি। (তাবরানী)

হযরত সালেম (রাঃ)এর নামাযের ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, একদা রাত্রিতে এশার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইতে আমার দেরী হইল। তিনি আমাকে বলিলেন, কোথায় ছিলে? আমি বলিলাম, আমরা মসজিদে আপনার এক সাহাবীর কেরাআত শুনিতেছিলাম। আপনার সাহাবাদের মধ্যে আর কাহারো এমন সুন্দর আওয়াজ ও এত সুন্দর কেরাআত আমি শুনি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিলেন। আমিও তাঁহার সহিত উঠিলাম। তিনি শুনিয়া আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি আবু হোযাইফার গোলাম, তাহার নাম সালেম। আল হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মাতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও পয়দা করিয়াছেন। (হাকেম)

হযরত আবু মূসা ও আবু হোরায়রা (রাঃ)এর নামাযের প্রতি আগ্রহ

মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমরা একবার হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)এর সহিত সফর করিতেছিলাম। এক রাত্রে আমরা এক কৃষি খামারে যাইয়া আশ্রয় লইলাম। এবং রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে তথায় নামিয়া পড়িলাম। হযরত আবু মুসা (রাঃ) রাত্রি বেলায় নামায পড়িতে লাগিলেন। তারপর মাসরুক (রহঃ) তাঁহার সুন্দর আওয়াজ ও সুন্দর কেরাআতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে, তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই এইরূপ করিতেন এবং বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاَنْتَ الْمُؤْمِنُ تُحِبُّ الْمُؤْمِنَ
وَاَنْتَ الْمُهَيْمِنُ وَتُحِبُّ الْمُهَيْمِنَ وَاَنْتَ الصَّادِقُ تُحِبُّ الصَّادِقَ

অর্থাৎ—হে আল্লাহ, আপনি শান্তি, আপনার পক্ষ হইতেই শান্তি, আপনি মু'মিন (নিরাপত্তা দাতা) মুমিনকে ভালবাসেন, আপনি আশ্রয়দাতা আশ্রয় দাতাকে ভালবাসেন। আপনি সত্যবাদী সত্যবাদীকে ভালবাসেন।

(আবু নুআঈম)

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, আমি একবার হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর ঘরে সাত রাত্রি মেহমান ছিলাম। তিনি তাঁহার খাদেমাহ ও স্ত্রী রাত্রকে তিন ভাগ করিয়া একের পর এক জাগিয়া এবাদতে কাটাইতেন।

হযরত আবু তালহা ও অপর একজন আনসারী (রাঃ)এর আগ্রহ

আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ) তাঁহার বাগানে নামায পড়িতেছিলেন। একটি ছোট্ট পাখি উড়িয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তিনি ইহাতে বেশ আনন্দিত হইলেন। কিছুক্ষণ উহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। অতঃপর নামাযের কথা মনে হইতেই কত রাকাত পড়িয়াছেন ভুলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, আমার এই মালই আমার জন্য ফেৎনার কারণ হইয়াছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া নামাযে ভুল হইবার ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই বাগান সদকা করিয়া দিলাম। আপনি যথায় ইচ্ছা খরচ করিয়া দিন। (তারগীব)

অপর এক রেওয়ায়াতে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন আনসারী মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি এলাকা কুফ–এ তাহার এক বাগানে নামায পড়িতেছিলেন। খেজুরের মৌসুম ছিল। খেজুরের ছড়ার ভারে গাছগুলি ঝুকিয়া পড়িয়াছিল এবং ছড়ায় পরিবেষ্টিত ছিল। ফলের এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার মন ভরিয়া গেল। অতঃপর নামাযের কথা মনে হইতেই কত রাকাত পড়িয়াছেন ভুলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, এই মালের কারণেই আমার এই দশা হইয়াছে। হযরত ওসমান (রাঃ) তখন খলিফা ছিলেন। তাঁহার নিকট আসিয়া ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, উহা সদকা করিয়া দিলাম। আপনি উহাকে নেক কাজে খরচ করিয়া দিন। হযরত ওসমান (রাঃ) উহা পঞ্চাশ হাজারে বিক্রয় করিলেন। (সে যুগে কোন বাগানের মূল্য পঞ্চাশ হাজার হওয়া অত্যন্ত বিরল ঘটনা ছিল।) উক্ত কারণে সেই বাগান 'খামসীন' অর্থাৎ পঞ্চাশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া গেল। (আওজায)

হযরত যুবায়ের (রাঃ) ও হযরত আদি (রাঃ)এর আগ্রহ

হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) রাত্রে অত্যাধিক নামায পড়িতেন ও অধিক পরিমাণে দিনে রোযা রাখিতেন বলিয়া তিনি মসজিদের কবুতর নামে পরিচিত হইয়া ছিলেন।

আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) বলিয়াছেন, নামাযের সময় হইবার পূর্বেই আমি উহার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাই এবং উহার প্রতি মনে প্রবল আগ্রহ জাগে। (আবু নুআঈম)

মসজিদ নির্মাণ

মসজিদে নাবাবীর নির্মাণ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবা (রাঃ) মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে কাঁচা ইট বহন করিয়া আনিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁহাদের সহিত কাজ করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখামুখি হইলে দেখিলাম, তিনি একটি ইট পেটের সহিত লাগাইয়া বহন করিয়া আনিতেছেন। আমি ভাবিলাম, তাঁহার হয়ত কষ্ট হইতেছে। তাই বলিলাম, আমাকে দিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, তুমি অন্য একটি লও। আরামের জীবন তো আখেরাতের জীবন। (আহমাদ)

হযরত তাল্ক ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মসজিদ নির্মাণের কাজ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, তোমরা ইয়ামামী (তাল্ক ইবনে আলী)কে কাদা বানাইবার কাজে লাগাইয়া দাও। কারণ সে তোমাদের অপেক্ষা ভাল মিশ্রণ করিতে পারে এবং তাহার কাঁধ ও তোমাদের তুলনায় শক্তিশালী।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাল্ক ইবনে আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন সময় উপস্থিত হইয়াছি যখন সাহাবা (রাঃ) মসজিদ নির্মাণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ হইতেছিল না। আমি কোদাল লইয়া কাদা বানাইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট আমার কোদাল ধরা ও কাজ খুবই পছন্দ হইল। তিনি বলিলেন, হানাফীকে মাটির কাজের জন্য ছাড়, সে মাটির কাজে তোমাদের অপেক্ষা অধিক মজবুত। (তাবরানী)

মসজিদে নাবাবীর নির্মাণ কাজে একজন মহিলার অংশগ্রহণ

ইবনে আবি আওফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তাঁহার স্ত্রী মারা গেলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা তাঁহাকে উঠাও এবং তাঁহাকে উঠাইতে আগ্রহী হও। কারণ তিনি তাঁহার গোলামগণসহ রাত্রিবেলায় সেই মসজিদের জন্য পাথর টানিতেন যাহার ভিত্তি তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর আমরা দিনের বেলা দুই দুই পাথর করিয়া টানিতাম।

কিরূপ মসজিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর আগ্রহ

হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, আনসারগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন, আর কতকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খেজুরের ডালের নিচে নামায পড়িবেন? তাঁহারা কিছু দীনার জমা করিলেন এবং উহা লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন 'আমরা এই মসজিদ মেরামত করিব এবং সুন্দর করিব।' তিনি বলিলেন, আমি আমার ভাই মূসা (আঃ)এর আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে চাহিনা। ইহা তো মূসা (আঃ)এর ছাপড়ার মতই একটি ছাপড়া। (তাবরানী)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আনসারগণ কিছু মাল জমা করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই মসজিদটি নির্মাণ করুন ও সুন্দর করুন। আমরা আর কতকাল এই খেজুরের ডালের নিচে নামায পড়িব? তিনি বলিলেন, আমি আমার ভাই মূসা (আঃ)এর আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে চাহিনা। ইহাতো মূসা (আঃ)এর ছাপড়ার মতই একটি ছাপড়া।

হাসান (রহঃ) হইতে মূসা (আঃ)এর ছাপড়া সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে

যে, উহা এত নীচু ছিল যে, হাত উঠাইলে ছাদে হাত লাগিত। (বাইহাকী)

ইবনে শিহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদের খুঁটি খেজুর গাছের ছিল। উহার ছাদ ছিল খেজুরের ডাল ও পাতা, ছাদের উপর তেমন মাটির লেপ ছিল না বলিয়া বৃষ্টি হইলে মসজিদ কর্দমাক্ত হইয়া যাইত। উহা দেখিতে ছাপড়ার মতই ছিল।

মসজিদের ভিতর কাদা মাটিতে ছেজদা করা

সহীহ বোখারীতে লাইলাতুল কদরের বর্ণনায় হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হইয়াছে যে, আমি পানি ও কাদার মধ্যে সেজদা করিতেছি। কাজেই যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এতেকাফ করিয়াছে, তাহারা যেন ফিরিয়া আসে।' সুতরাং আমরা ফিরিয়া আসিলাম। আমরা আকাশে হালকা ধরনের কোন মেঘও দেখিতেছিলাম না, কিন্তু ইহার পর মেঘ আসিল ও বৃষ্টি হইল। মসজিদের ছাদ খেজুর ডালের ছিল। ছাদ গলাইয়া পানি পড়িল। এমন সময় নামায আরম্ভ হইল। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিলাম, পানি ও কাদার মধ্যে সেজদা করিতেছেন। এবং পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপালে ও কাদা দেখিলাম।

কিরূপ মসজিদ নির্মাণে অস্বীকৃতি

খালেদ ইবনে মা'দান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর হইতে) বাহির হইয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ও আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট গেলেন। তাঁহাদের নিকট একটি বাঁশের লাঠি ছিল, উহা দ্বারা তাঁহারা মসজিদের পরিমাপ গ্রহণ করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিতেছ? তাঁহারা বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদকে শাম দেশীয় পদ্ধতিতে নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আনসারগণ ভাগাভাগি করিয়া উহার খরচ বহন করিবে। তিনি

'এইদিকে আন' বলিয়া লাঠিটি তাঁহাদের নিকট হইতে (কাড়িয়া) লইলেন এবং দরজার নিকট যাইয়া উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, 'কখনও এমন হইবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস-পাতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড এবং মূসা (আঃ)এর ছাউনির মতই ছাউনি থাকিবে। তথাপি কেয়ামত ইহা অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী। জিজ্ঞাসা করা হইল 'মূসা (আঃ)এর ছাউনি কেমন ছিল?' বলিলেন, 'দাঁড়াইলে মাথা উহার ছাদ স্পর্শ করিত।' (ওফাউল ওফা)

মসজিদ সম্প্রসারণ

নাফে (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) উস্তুওয়ানা হইতে মাকসুরা পর্যন্ত মসজিদকে বাড়াইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে না শুনিতাম যে, 'আমাদের মসজিদকে বাড়ানো দরকার', তবে আমি বাড়াইতাম না। (আহমাদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদ কাঁচা ইটের ছিল। উহার ছাদ খেজুর ডালের ছিল এবং উহার খুঁটি ছিল খেজুরগাছের। হযরত আবু বকর (রাঃ) উহাতে কোন পরিবর্তন করেন নাই। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) উহাকে বাড়াইয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেমন ছিল তেমনি ভাবে কাঁচা ইট ও খেজুর ডাল দ্বারা বানাইয়াছেন। উহার খুঁটিগুলিও অনুরূপভাবে খেজুর গাছ দ্বারা লাগাইয়াছেন। তারপর হযরত ওসমান (রাঃ) উহার মধ্যে পরিবর্তন করিয়াছেন ও অনেক বেশী বাড়াইয়াছেন। তিনি নকশাদার পাথর ও চুনা দ্বারা উহার দেওয়াল প্রস্তুত করিয়াছেন। নকশাদার পাথর দ্বারা উহার থাম ও শাল কাঠ দ্বারা উহার ছাদ বানাইয়াছেন। অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁহার মসজিদের খুঁটি খেজুরগাছের কাণ্ডের ছিল। ছাদ খেজুরের ডাল দ্বারা ছাওয়া ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত কালে উহা নষ্ট হইয়া গেলে তিনি খেজুর গাছের কাণ্ড ও উহার ডাল দ্বারা পুনঃ নির্মাণ করিলেন। তারপর হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফত কালে উহা আবার নষ্ট হইয়া গেলে তিনি উহা পাকা ইট দ্বারা

নির্মাণ করিলেন। যাহা আজও পর্যন্ত টিকিয়া আছে। (বুখারী)

সহীহ মুসলিম শরীফে মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ) যখন মসজিদ পুনঃ নির্মাণের ইচ্ছা করিলেন, লোকেরা ইহা অপছন্দ করিল না এবং তাহারা চাহিল যে, মসজিদ যেমন আছে তেমনই রাখা হউক। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈয়ার করিবেন।

মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব (রহঃ) বলেন, যখন চব্বিশ হিজরীতে হযরত ওসমান (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত হইলেন, লোকেরা তাহাদের মসজিদ সম্প্রসারণ সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করিল। তাহারা অভিযোগ করিল যে, জুমআর দিন মসজিদ সংকুলান হয় না। এমনকি লোকজনকে বাহিরে নামায পড়িতে হয়। হযরত ওসমান (রাঃ) সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত এই ব্যাপারে পরামর্শ করিলে তাঁহারা সকলেই উহাকে ভাঙ্গিয়া সম্প্রসারণের উপর একমত হইলেন। সুতরাং হযরত ওসমান (রাঃ) জোহর নামাযের পর মিম্বারে আরোহন করিয়া হামদ ও সানার পর বলিলেন, 'হে লোকসকল! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদকে ভাঙ্গিয়া বাড়াইবার ইচ্ছা করিয়াছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ তৈয়ার করিবে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে তাহার জন্য একটি ঘর তৈয়ার করিবেন। এই ব্যাপারে আমার জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তি রহিয়াছেন, যিনি আমার পূর্বেই এই কাজ করিয়াছেন। অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)। তিনি মসজিদকে বাড়াইয়াছেন ও পুনঃনির্মাণ করিয়াছেন। আমি ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছি। তাঁহারা সকলেই উহার পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণের ব্যাপারে একমত হইয়াছেন।' তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই সেইদিন তাঁহার প্রশংসা করিল ও তাঁহাকে এই কাজের জন্য আহ্বান করিল। তিনি সকালবেলা কারিগর ডাকিয়া স্বয়ং কাজে শরীক হইলেন। হযরত

ওসমান (রাঃ) সর্বদা রোযা রাখিতেন এবং সারা রাত্র নামায পড়িতেন। তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইতেন না। তাঁহার আদেশে (নির্মাণ কাজের জন্য) বাতনে নাখ্‌ল স্থানে চালাচুনা গোলা হইল। তিনি হিজরী ঊনত্রিশ সনের রবিউল আউয়াল মাসে উহার কাজ আরম্ভ করিয়া হিজরী ত্রিশ সনের মুহাররম মাসে শেষ করিয়াছেন। মোট দশ মাস কাজ হইয়াছে।

(ওফাউল ওফা)

মসজিদের জন্য দাগ কাটিয়া দেওয়া

হযরত জাবের ইবনে উসামা জুহানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের সহিত বাজারে আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় যাইতেছেন? তাঁহারা বলিলেন, তিনি তোমার গোত্রের জন্য একটি মসজিদের দাগ কাটিতে যাইতেছেন। সুতরাং আমি আসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের জন্য একটি মসজিদের দাগ কাটিয়া দিলেন এবং কেবলার দিকে একটি কাঠি গাড়িয়া কেবলা ঠিক করিয়া দিলেন। (তাবরানী)

বিভিন্ন আমীরগণের প্রতি মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ

ওসমান ইবনে আতা (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ)এর যুগে যখন অনেক দেশ বিজয় হইল, তিনি বসরার আমীর হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, জুমআর জন্য একটি মসজিদ বানাইবে এবং প্রত্যেক গোত্রের জন্য (ছোট ছোট) মসজিদ বানাইবে। জুমআর দিন সকলেই জুমআর মসজিদে একত্র হইয়া জুমআর নামায আদায় করিবে। কুফার আমীর হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর নিকটও একই মর্মে চিঠি লিখিলেন। মিসরের আমীর হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকটও একই চিঠি লিখিলেন। ফৌজী আমীরদের নিকট লিখিলেন, তাহারা যেন গ্রামে অবস্থান না করে বরং শহর এলাকায় অবস্থান করে। প্রত্যেক শহরে একটি করিয়া মসজিদ বানাইবে। প্রত্যেক গোত্র নিজেদের

জন্য পৃথক পৃথক (জুমআর) মসজিদ বানাইবে না। যেমন কুফা, বসরা ও মিসরবাসী বানাইয়াছে। লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)এর কথা ও আদেশকে দৃঢ়ভাবে আকড়াইয়া ধরিয়াছিল।

মসজিদকে পরিষ্কার করা ও পবিত্র রাখা

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে আদেশ করিতেন যেন আমরা আমাদের ঘরে মসজিদ (নামাযের স্থান) বানাই। এবং উহাকে গুছাইয়া রাখি ও পবিত্র রাখি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের ভিতর মসজিদ (নামাযের স্থান) বানাইবার ও উহাকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। (মেশকাত)

মসজিদ পরিষ্কারকারিণী একজন মহিলার ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন মেয়েলোক মসজিদ হইতে ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কার করিত। তাঁহার ইন্তেকাল হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ না দিয়াই তাহাকে দাফন করা হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের কেহ মারা গেলে আমাকে সংবাদ দিও। তিনি উক্ত মেয়েলোকটির উদ্দেশ্যে নামাযে জানাযা পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি তাহাকে জান্নাতে মসজিদ হইতে আবর্জনা পরিষ্কার করিতে দেখিয়াছি। (তাবরানী)

তারাজিমে নেসা নামক কিতাবে এইরূপ উল্লেখিত হইয়াছে যে, অবোধ কৃষ্ণকায় যে মেয়েলোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ হইতে আবর্জনা পরিষ্কার করিত। হাদীসের অবশিষ্টাংশ উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণিত হইয়াছে।

মসজিদে খুশবু দ্বারা ধুনি দেওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত

ওমর (রাঃ) প্রত্যেক জুমআর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদকে খুশবু দ্বারা ধুনি দিতেন।

পদব্রজে মসজিদে গমন করা

একজন আনসারীর ঘটনা

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি ছিল, আমার জানামতে তাহার ঘর মসজিদ হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে ছিল। কিন্তু কখনও তাহার নামায ছুটিত না। তাহাকে কেহ বলিল, তুমি যদি একটি গাধা খরিদ করিয়া লইতে তবে অন্ধকারে এবং রৌদ্রের সময় উহাতে আরোহন করিয়া মসজিদে আসিতে পারিতে। সে জবাব দিল, আমি ইহা পছন্দ করি না যে, আমার ঘর মসজিদের পার্শ্বে হউক। আমি তো ইহাই চাহি যে, আমার মসজিদের দিকে হাঁটিয়া আসা ও ঘরে ফিরিয়া যাওয়া উভয়টাই আমার আমলনামায় লেখা হউক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা সবটাই তোমার জন্য একত্র করিয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ তোমাকে উভয়টারই সওয়াব দিবেন।)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আনসারী একব্যক্তির ঘর মদীনায় সবার অপেক্ষা দূরে ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাঁহার কোন নামায ছুটিত না। তাহার প্রতি আমার দয়া হইল। তাহাকে বলিলাম, হে অমুক, তুমি যদি একটি গাধা খরিদ করিয়া লইতে তবে তাপ ও যমীনের পোকামাকড় হইতে বাঁচিতে পারিতে। সে উত্তরে বলিল, আমি তো ইহাও চাহিনা যে, আমার ঘর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের সহিত বাঁধা থাকুক। তাহার কথা আমার অন্তরে ভারি লাগিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাহা বর্ণনা করিলাম। তিনি তাহাকে ডাকিলেন এবং তাহাকে আমি যেমন বলিয়াছিলাম তেমনই বলিলেন। সে পদক্ষেপের বিনিময়ে সওয়াবের আশা রাখে বলিয়া প্রকাশ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি যাহার আশা করিয়াছ তাহা পাইবে। অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ স ...াহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তাহার জন্য মসজিদের দিকে প্রতি পদক্ষেপে একটি করিয়া মর্তবা (বৃদ্ধি করা) হইবে। (কান্‌য)

মসজিদের দিকে ছোট কদমে হাঁটা

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামাযের উদ্দেশ্যে হাঁটিতেছিলাম। তিনি ছোট ছোট কদমে হাঁটিতেছিলেন। আমাকে বলিলেন, জান কি, আমি ছোট কদমে কেন হাটিতেছি? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, বান্দা যতক্ষন নামাযের তলবে থাকে ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যেই থাকে।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি এইজন্য এমন করিয়াছি, যাহাতে নামাযের উদ্দেশ্যে আমার পদক্ষেপ বেশী হয়। (তাবরানী)

হযরত ছাবেত (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)এর সহিত (বসরায়) জাবিয়া নামক স্থানে হাঁটিতেছিলাম। এমন সময় আযান শুনা গেল। তিনি ছোট ছোট পদক্ষেপে হাঁটিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, হে ছাবেত, জান কি, আমি তোমার সহিত কেন এমন করিয়া হাঁটিলাম? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, আমি এইজন্য এমন ভাবে হাঁটিয়াছি যেন, নামাযের উদ্দেশ্যে আমার পদক্ষেপ বেশী হয়।

মসজিদের দিকে দ্রুত হাঁটা

তায়ী গোত্রের এক ব্যক্তি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) মসজিদের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া দ্রুত হাঁটিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বলা হইল, আপনি এমন করিতেছেন, অথচ আপনি এমন করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি নামাযের প্রথম অর্থাৎ তাকবীরে উলা ধরিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

সালামাহ ইবনে কুহাইল (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) নামাযের জন্য দৌড়াইতে

লাগিলেন, তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তোমরা যে সকল কাজের জন্য দৌড়াও তাহা অপেক্ষা নামায দৌড়াইবার বেশী যোগ্য নহে কি? (তাবরানী)

নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করিতে নিষেধ

আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িতেছিলাম। এমতাবস্থায় পিছনে কিছু লোকের শোরগোল শুনা গেল। নামায শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে? তাহারা বলিলেন, আমরা নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি করিয়াছি। তিনি বলিলেন, এমন করিও না, যে কয় রাকাত পাও তাহা পুরা করিবে এবং যাহা ছুটিয়া যায় তাহার কাজা করিয়া লইবে।

মসজিদ কি জন্য নির্মিত হইয়াছে এবং সাহাবা (রাঃ) উহাতে কি করিতেন?

এক বেদুঈনের মসজিদে পেশাব করিবার ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মসজিদে (বসিয়া) ছিলাম। এমন সময় এক বেদুইন আসিয়া মসজিদে দাঁড়াইয়া পেশাব করিতে আরম্ভ করিল। সাহাবা (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, থাম! থাম!রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার পেশাব বন্ধ করিও না, তাহাকে ছাড়। সাহাবা (রাঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে পেশাব করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, এই সকল মসজিদে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নহে। ইহা তো আল্লাহর জিকির, নামায ও কুরআন পড়িবার জন্য বানান হইয়াছে। (অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলিয়াছেন।) অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলে সে এক বালতি পানি আনিয়া উহার উপর ঢালিয়া দিল। (মুসলিম)

মসজিদে জিকিরের হালকা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) (ঘর হইতে) বাহির হইয়া মসজিদে বৃত্তাকারে বসা এক জামাতের নিকট গেলেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জন্য বসিয়াছ? তাঁহারা বলিলেন, আমরা আল্লাহর জিকিরের উদ্দেশ্যে বসিয়াছি। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম তোমরা কি এইজন্যই বসিয়াছ। তাঁহারা বলিলেন, আমরা এইজন্যই বসিয়াছি। তিনি বলিলেন, তোমাদের প্রতি কোন কুধারণাবশতঃ তোমাদিগকে কসম দেই নাই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইরূপ সান্নিধ্য লাভ করিয়াও আমার ন্যায় এত কম হাদীস কেহ বর্ণনা করে নাই। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইরূপ সান্নিধ্য লাভ করা সত্ত্বেও আমি ভুল–ভ্রান্তির ভয়ে অধিক হাদীস বর্ণনা করি নাই। তথাপি তোমাদের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করিতেছি। কাজেই তোমরা ইহার সত্যতার উপর নিশ্চিত হইতে পার।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন ঘর হইতে) বাহির হইয়া বৃত্তাকারে বসা সাহাবাদের এক জামাতের নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেন বসিয়াছ? তাঁহারা বলিলেন, আমরা আল্লাহর জিকির করিতে বসিয়াছি। আর তিনি যে আমাদিগকে ইসলামের পথ দেখাইয়া আমাদের প্রতি দয়া করিয়াছেন সেইজন্য তাহার প্রশংসা করিতে বসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম! তোমরা কি এইজন্যই বসিয়াছ? তাঁহারা জবাব দিলেন, খোদার কসম, আমরা এইজন্যই বসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদের প্রতি কোন কুধারণা বশতঃ তোমাদিগকে কসম দেই নাই, বরং জিবরাঈল (আঃ) আমাকে আসিয়া সংবাদ দিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের নিকট তোমাদেরকে লইয়া গর্ব করিতেছেন। (মুসলিম)

তিন ব্যক্তির ঘটনা

আবু ওয়াকেদ হারেস ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসিয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্পার্শ্বে অন্যান্য লোকজনও বসিয়াছিল। এমন সময় তিন ব্যক্তি সম্মুখ হইতে আসিল।

তন্মধ্যে দুইজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে আগাইয়া আসিল। একজন মজলিসের ভিতর জায়গা দেখিয়া তথায় আসিয়া বসিল। আর অপরজন মজলিসের শেষ প্রান্তেই বসিয়া পড়িল। তৃতীয় জন ফিরিয়া চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কথা ও কাজ) শেষ করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে তিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলিব? একজন আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আল্লাহও তাহাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। অপরজন লজ্জাবোধ করিয়াছে। আল্লাহও তাহার সহিত লজ্জাবোধের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। আর একজন মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে। আল্লাহও তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মসজিদে কুরআনের মজলিস

হযরত আবু কামরা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের বিভিন্ন স্থানে গোলাকার হইয়া বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিবিদের) কোন এক ঘর হইতে বাহির হইয়া মজলিসগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অতঃপর কুরআনের মজলিসে যাইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, আমাকে এই মজলিস সম্পর্কে আদেশ করা হইয়াছে। (কান্‌য)

কুলাইব ইবনে শিহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) একবার মসজিদে কুরআন পড়া ও শিক্ষাদানের উচ্চস্বর শুনিয়া বলিলেন, এইসকল লোকদের জন্য সুসংবাদ। ইহারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় ছিল। (তাবরানী)

অপর এক রেওয়ায়াতে কুলাইব (রহঃ)হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) মসজিদে বসিয়াছিলেন, যতদূর মনে পড়ে উহা কুফার মসজিদ হইবে। তিনি মসজিদে উচ্চরব শুনিতে পাইলেন। বলিলেন, ইহারা কাহারা? কুলাইব (রহঃ) বলিলেন, ইহারা কুরআন পড়িতেছে। অথবা বলিলেন, কুরআন শিক্ষা করিতেছে। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, জানিয়া রাখ, ইহারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় ছিল। (বায্‌যার)

বাজারের লোকদের সহিত
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি মদীনার বাজারের পথ দিয়া যাইবার সময় সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে বাজারের লোকেরা, তোমাদিগকে কোন্ জিনিস অপারগ করিয়া রাখিয়াছে? তাহারা বলিল, হে আবু হোরায়রা, কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, ঐদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পত্তি বন্টন হইতেছে, আর তোমরা এইখানে বসিয়া আছ! তোমরা যাইয়া কি তোমাদের অংশ লইবে না? তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায়? তিনি বলিলেন, মসজিদে। তাহারা দৌড়াইয়া গেল। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) তাহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, কি পাইলে? তাহারা উত্তর করিল, হে আবু হোরায়রা, আমরা তো মসজিদে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু সেখানে কিছুই বন্টন হইতে দেখিলাম না। তিনি বলিলেন, তোমরা কি মসজিদে কাহাকেও দেখ নাই? তাহারা বলিল, হাঁ, একদল লোককে দেখিয়াছি তাহারা নামায পড়িতেছে। অপর একদল কুরআন পড়িতেছে। আর একদল হালাল-হারামের আলোচনা করিতেছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের বিনাশ হউক, উহাই তো মুহাম্মাদ (সাঃ)এর পরিত্যাক্ত সম্পত্তি! (তাবরানী)

মসজিদে মজলিস সম্পর্কে
হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

ইবনে মুআবিয়া কিন্দি (রহঃ) বলেন, আমি সিরিয়া হইতে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি আমাকে লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বলিলেন, লোকেরা মনে হয় পাগলা উটের মত মসজিদে প্রবেশ (করিয়া নিজের লোক তালাশ) করে। অতঃপর যদি সে নিজের কওমের মজলিস দেখে অথবা নিজের পরিচিত লোকদের (মজলিস) দেখে তবে তাহাদের সহিত বসে। (অন্যথায় বাহির হইয়া আসে।) আমি বলিলাম, না, বরং বিভিন্ন মজলিস হয় এবং তথায় বসিয়া তাহারা ভাল কথা শিক্ষা করে ও আলোচনা করে। তিনি বলিলেন, যতদিন তোমরা এমন থাকিবে, ভাল থাকিবে।(কান্‌য)

মসজিদ হইতে ইহুদীদের নিকট গমন

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন মসজিদে বসিয়াছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর হইতে) বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, 'ইহুদীদের নিকট চল।' (তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া) বলিলেন, 'তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদ থাকিবে।' তাহারা উত্তর করিল, 'আপনি পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।' তিনি বলিলেন, 'আমি তো ইহাই চাহিতেছি, ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপদ থাকিবে।' তাহারা উত্তর করিল, 'আপনি তো পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।' তিনি বলিলেন, 'আমি তো ইহাই চাহিতেছি।' এইরূপে তৃতীয় বার বলিলেন। তারপর বলিলেন, 'জানিয়া রাখ, এই যমীন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের। কাজেই আমি তোমাদিগকে এই যমীন হইতে উৎখাত করিবার ইচ্ছা করিতেছি। তোমরা যে যাহা পার নিজের মালামাল বিক্রয় করিয়া ফেল। অন্যথায় জানিয়া রাখ, এই যমীন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের। (বুখারী ও মুসলিম)

আহতের জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, খন্দকের যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ (রাঃ) আহত হইলেন। কোরাইশ এর এক ব্যক্তি, যাহার নাম হিব্বান ইবনে আরেকাহ, তাঁহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। তীর তাঁহার বাহুস্থিত একটি রগে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন করিলেন, যেন নিকট হইতে দেখাশুনা করিতে পারেন। তিনি খন্দক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অস্ত্রাদি রাখিয়া গোসল করিলেন। এমন সময় মাথা হইতে ধূলাবালি ঝাড়িতে ঝাড়িতে জিবরাঈল (আঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, আপনি অস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন? খোদার কসম, আমি এখনও অস্ত্র রাখি নাই। আপনি তাহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হউন। তিনি বলিলেন, কোথায়? হযরত জিবরাঈল (আঃ) বনু কোরাইজার (মদীনায় অবস্থিত ইহুদী গোত্রের) দিকে ইঙ্গিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট আসিলেন। তাহারা তাঁহার ফয়সালা অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করিতে রাজী হইল। তিনি ফয়সালার ভার

হযরত সা'দ (রাঃ) উপর ন্যাস্ত করিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, 'আমি এই ফয়সালা করিতেছি যে, তাহাদের যুদ্ধোপযোগী সকলকে কতল করা হউক, তাহাদের নারী ও সন্তানদিগকে বন্দী করা হউক এবং তাহাদের সমস্ত মালামাল মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হউক।'

হেশাম বলেন, আমার পিতা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—অতঃপর হযরত সা'দ (রাঃ) দোয়া করিলেন, 'আয় আল্লাহ, আপনি জানেন, যাহারা আপনার রাসূলকে অবিশ্বাস করিয়াছে ও তাঁহাকে (তাঁহার জন্মভূমি হইতে) বাহির করিয়াছে আপনার সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাহাদের সহিত জেহাদ করাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আয় আল্লাহ, আমার ধারণা এই যে, আপনি তাহাদের সহিত আমাদের যুদ্ধের অবসান করিয়াছেন। আর যদি তাহাদের সহিত আমাদের যুদ্ধ বাকি থাকিয়া থাকে তবে আমাকে জীবিত রাখুন, যেন আমি আপনার সন্তুষ্টিলাভের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে পারি। আর যদি আপনি যুদ্ধের অবসান করিয়া থাকেন তবে আমার এই জখমকে প্রবাহিত করিয়া দিন এবং ইহাতেই আমাকে মৃত্যু দান করুন। সুতরাং উক্ত রাত্রিতেই তাহার জখম হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে শুরু করিল। মসজিদে বনু গিফারদের অপর একটি তাঁবু ছিল। তাহারা তাহাদের তাঁবুর দিকে হঠাৎ রক্ত প্রবাহিত হইতে দেখিয়া আতঙ্কিত হইল এবং ডাকিয়া বলিল, হে তাঁবু ওয়ালারা, তোমাদের দিক হইতে আমাদের দিকে এইগুলি কি আসিতেছে? (তাহাদের ডাকাডাকির পর) দেখা গেল, হযরত সা'দ (রাঃ)এর জখম হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। (বুখারী ও মুসলিম)

মসজিদে ঘুমান

ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ কুসাইত (রহঃ) বলেন, আহলে সুফফাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা ছিলেন, যাহাদের কোন ঘর-বাড়ী ছিলনা। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদেই ঘুমাইতেন। সেখানেই আরাম করিতেন। মসজিদ ব্যতীত তাহাদের আর কোন আশ্রয়স্থল ছিল না। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে খাওয়ার সময় তাহাদিগকে ডাকিয়া সাহাবাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন। একদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রাত্রের খানা খাইতেন। অবস্থা স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত এইভাবেই চলিতেছিল।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিতেন। যখন তাঁহার খেদমত করিয়া অবসর হইতেন মসজিদে যাইয়া ঘুমাইতেন। ইহাই তাহার ঘর ছিল, সেখানে তিনি ঘুমাইতেন। একবার রাত্রি বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হযরত আবু যার (রাঃ) মসজিদে মাটিতে পড়িয়া ঘুমাইতেছেন। তিনি তাহাকে পা দ্বারা নাড়া দিলেন। হযরত আবূ যার (রাঃ) সোজা হইয়া বসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কি ব্যাপার, তুমি দেখি মসজিদে ঘুমাইতেছ। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আমি কোথায় ঘুমাইব? আমার কি ইহা ছাড়া আর কোন ঘর আছে? অতঃপর খেলাফত সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। (আহমাদ)

তাবরানী হযরত আবু যার (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত হইতে অবসর হইয়া মসজিদে ঘুমাইতেন।

হযরত আবূ যার (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের মসজিদে ঘুমানোর আরও ঘটনাবলী পূর্বে সাহাবা (রাঃ)দের আগত মেহমানদের মেহমানদারীর বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে।

হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাকে মসজিদে দ্বিপ্রহরে আরাম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে তাঁহার খেলাফত কালে মসজিদে দ্বিপ্রহরে আরাম করিতে দেখিয়াছি।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা যুবকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদে রাত্রিযাপন করিতাম। এবং আমরা জুমআর নামাযের পর ফিরিয়া আসিয়া মসজিদেই আরাম করিতাম।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি তোমাদের কাহারো মসজিদে দীর্ঘসময় বসিতে হয় তবে গা এলাইয়া শয়ন করাতে কোন দোষ নাই। কারণ ইহা দীর্ঘসময় বসার বিরক্তি দূরকরণের উত্তম উপায়।

আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে মসজিদে ঘুমানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি যদি নামায অথবা তওয়াফের অপেক্ষায় ঘুমাও তবে কোন দোষ নাই। (কান্‌য)

তুফান, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণে মসজিদে গমন

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাত্রিবেলায় জোরে বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, যতক্ষণ না বাতাস থামিয়া যাইত। আর আসমানে সূর্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণজনিত কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে দ্রুত মুসল্লায় দাঁড়াইয়া যাইতেন।

অল্প সময়ের জন্য মসজিদে এতেকাফের নিয়ত করা

হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। তিনি মসজিদে অল্প সময়ের জন্য বসিলেও এতেকাফের নিয়ত করিতেন। (কান্‌য)

ছাকীফ গোত্রীয় প্রতিনিধিদলের মসজিদে অবস্থান

হযরত আতিয়্যাহ ইবনে সুফইয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রমজান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল আসিলে তিনি তাঁহাদের জন্য মসজিদে তাঁবু টাঙ্গাইয়া দিলেন। তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রোযা রাখিয়াছিলেন। (তাবরানী)

হযরত ওসমান ইবনে আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ছাকীফের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলে তাহাদিগকে মসজিদে অবস্থান করাইলেন যেন তাহাদের মন অধিক

নরম হয়। এই হাদীসের বাকি অংশ পূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াতের অধ্যায়ে ছাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে।

নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ) মসজিদে কি কি কাজ করিতেন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মসজিদে বসিয়া ভুনা গোশত খাইতেছিলাম। এমন সময় নামাযের একামত আরম্ভ হইল। আমরা পাথরের নুড়িতে হাত মুছা ব্যতীত আর কিছুই করি নাই। (অর্থাৎ এইরূপে হাত মুছিয়াই আমরা নামাযে শরীক হইয়া গেলাম।) (তাবরানী)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার মসজিদে ফাজীখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আধ পাকা খেজুরের শরবত আনা হইলে তিনি উহা পান করিলেন। এইজন্যই সেই মসজিদকে মসজিদে ফাজীখ বলা হয়। (ফাজীখ শব্দের অর্থ আধ পাকা খেজুরের শরবত)

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ফাজীখে ছিলেন। তাঁহার নিকট একঘড়া আধপাকা খেজুরের শরবত আনা হইল। তিনি উহা পান করিলেন। এই কারণেই উক্ত মসজিদের নাম মসজিদে ফাজীখ (অর্থাৎ খেজুর শরবতের মসজিদ) হয়।

মাল খরচ করার অধ্যায়ে মসজিদে খাদ্যসামগ্রী ও মাল বন্টনের ঘটনাবলী,—বাইআতের অধ্যায়ে হযরত ওসমান (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে মসজিদে বাইআত গ্রহণ,—সাহাবাদের একতার অধ্যায়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে মসজিদে বাইআত গ্রহণ,—মসজিদে হযরত যেমাম (রাঃ)কে দাওয়াত দেওয়া ও তাঁহার ইসলাম গ্রহণ,—আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দানের অধ্যায়ে হযরত কা'ব ইবনে যুহাইর (রাঃ)এর মসজিদে ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ও তাঁহার বিখ্যাত কাসিদা পাঠ করা,—সাহাবাদের একতার অধ্যায়ে পরামর্শের জন্য আহলে শূরাদের মসজিদে বৈঠক,—মাল খরচ করার অধ্যায়ে সাহাবা

(রাঃ)দের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সকালবেলা মসজিদে বসা,—দুনিয়া প্রশস্ত হওয়ার উপর ভীত হইবার বর্ণনায় হযরত ওমর (রাঃ)এর নামাযের পর লোকদের প্রয়োজনে মসজিদে বসা এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসার সম্পর্কের অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের মসজিদে বসিয়া কান্নাকাটির ঘটনাবলী পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মসজিদে কি কাজ অপছন্দ করিতেন

মসজিদে তাশবীক করা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)এর একজন গোলাম বলিয়াছেন যে, আমি হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)এর সহিত ছিলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম,এক ব্যক্তি মসজিদের মাঝখানে তাহার এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মাঝে আটকাইয়া দুই হাতে হাঁটুদ্বয় পেচাইয়া বসিয়া আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রতি ইশারা করিলেন, কিন্তু সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারা বুঝিতে পারিল না। তিনি হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)এর প্রতি চাহিলেন এবং বলিলেন, তোমরা মসজিদে অবস্থানকালে তাশবীক (অর্থাৎ একহাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করানো) করিবে না। কারণ তাশবীক শয়তানের কাজ। আর যে কেহ মসজিদে বসিয়া থাকে যতক্ষণ সে মসজিদ হইতে বাহির না হয় ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যে থাকে।

পেঁয়াজ রসুন খাইয়া মসজিদে প্রবেশ করা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার বিজয় করিলেন, তখন লোকেরা রসুন সংগ্রহ করিতে লাগিল ও উহা খাইতে আরম্ভ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'যে কেহ এই খবীস সবজি খাইবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে।' (তাবরানী)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি জুমআর দিন খুতবার সময় বলিলেন, 'অতঃপর হে লোকসকল, তোমরা পেঁয়াজ ও রসুন এই দুইটি গাছ খাও। আমি উহাকে খবীস মনে করি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, মসজিদে কাহারও নিকট উহার দুর্গন্ধ পাওয়া গেলে তাহাকে বাকী' (মদীনার গোরস্থান অবস্থিত জায়গার নাম) পর্যন্ত বাহির করিয়া দিবার আদেশ করিতেন। তবে যে কেহ উহা খাইতে ইচ্ছা করে সে যেন রান্না করিয়া উহার দুর্গন্ধ দূর করিয়া লয়। (তারগীব)

মসজিদের দেয়ালে কফ, থুথু ফেলা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিবার সময় কেবলার দিকে মসজিদের দেয়ালে কফ দেখিতে পাইয়া লোকদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর উহা খুঁটিয়া ফেলিয়া দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, জাফরান আনাইয়া উক্ত স্থানে ঘষিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, যখন কেহ নামায পড়ে আল্লাহ আযযা ও জাল্লা তাহার সম্মুখে অবস্থান করেন। কাজেই কেহ সম্মুখে থু থু ফেলিবে না।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হইয়া লোকদের প্রতি চাহিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের কেহ কি ইহা পছন্দ করিবে যে, কেহ তাহার সম্মুখে আসে আর সে তাহার মুখে থু থু দেয়? তোমাদের কেহ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহকে সম্মুখে লইয়া দাঁড়ায় তাহার ডাইনে ফেরেশতা থাকে। কাজেই কেহ সামনে অথবা ডাইনে থু থু ফেলিবে না। (তারগীব)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, মসজিদ কফ–থুথুর দ্বারা এইরূপ সংকুচিত হয় যেরূপ গোশত অথবা চামড়ার টুকরা আগুনে পড়িলে সংকুচিত হয়। (অর্থাৎ মসজিদে অবস্থানরত ফেরেশতাগণ কষ্ট পান।) (কান্‌য)

মসজিদে তীর–তলওয়ার উন্মুক্ত করা

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত বান্নাহ জুহানী (রাঃ) তাঁহাকে বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে একদল লোককে দেখিলেন, অপর রেওয়ায়াতে আছে মসজিদে একদল লোকের নিকট গেলেন, তাহারা পরস্পর উন্মুক্ত তলওয়ার আদান প্রদান করিতেছেন। তিনি বলিলেন, যে এরূপ করিবে তাহার উপর আল্লাহর লানত হউক। আমি কি এরূপ করিতে নিষেধ করি নাই।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, আমি কি তোমাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করি নাই? তোমাদের মধ্যে কেহ যদি তলওয়ার উন্মুক্ত করে এবং অপরকে প্রদান করিতে চাহে সে যেন প্রথম উহা খাপে বন্ধ করে তারপর তাহাকে প্রদান করে।

সালমান ইবনে মূসা (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর নিকট মসজিদে তলওয়ার উন্মুক্ত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমরা উহাকে মাকরূহ মনে করিতাম। মসজিদের ভিতর কেহ তীর সদকা করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আদেশ করিলেন যেন সে মসজিদের ভিতর দিয়া যাইতে তীরের সম্পূর্ণ ফলা মুঠিতে ধারণ করিয়া চলে। (কান্‌য)

মুহাম্মাদ ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, আমরা মসজিদে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি একটি তীর নাড়াচাড়া করিলে তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি কি জানেনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অস্ত্র নাড়াচাড়া করিতে নিষেধ করিয়াছেন? (তাবরানী)

মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি মসজিদে তাহার হারানো জিনিস খোঁজ করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, কে আছে (আমার) লাল উটটির খোঁজ দিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যেন (উহা) না পাও। মসজিদ মসজিদের কাজের জন্য তৈয়ার হইয়াছে। (অর্থাৎ মসজিদ এই কাজের জন্য নহে।)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা করিতেছে। তিনি তাহাকে ধমক দিয়া চুপ করাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, আমাদিগকে এই কাজ হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। (তারগীব)

ইবনে সীরীন (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এক ব্যক্তিকে মসজিদে তাহার হারানো জিনিসের ঘোষণা করিতে দেখিয়া তাহাকে ধমক দিলেন। সে বলিল হে আবুল মুনযির, আপনি তো খারাপ লোক ছিলেন না। তিনি বলিলেন, আমাদিগকে এরূপ করিতে আদেশ করা হইয়াছে। (কান্‌য)

মসজিদে উচ্চ আওয়াজ

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, আমি মসজিদে ঘুমাইয়া ছিলাম। কেহ আমাকে ছোট একটি পাথর মারিল। আমি জাগিয়া দেখিলাম, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)। তিনি আমাকে বলিলেন, যাও, এই দুই ব্যক্তিকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাদের দুইজনকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা? তাহারা বলিল, আমরা তায়েফের লোক। তিনি বলিলেন, তোমরা যদি এই শহরের লোক হইতে তবে আমি তোমাদিগকে শাস্তি দিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে আওয়াজ উঁচু করিতেছ!

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে,হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে এক ব্যক্তির উচ্চস্বর শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, জান, তুমি কোথায় আছ? জান, তুমি কোথায় আছ? অর্থাৎ তিনি উচ্চ আওয়াজকে অপছন্দ করিলেন। (কান্‌য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে যাইবার কালে ঘোষণা করিতেন, 'উচ্চস্বরে কথা বলিবে না।' অপর এক রেওয়ায়াতে আছে,উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতেন, 'মসজিদে বাজে কথা হইতে পরহেজ কর।' অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে স্বর উঁচু করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন আমাদের এই মসজিদে আওয়াজ উঁচু করা যাইবে না।

সালেম হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদের পার্শ্বে একটি খোলা জায়গা তৈয়ার করিয়াছিলেন। যাহাকে 'বুতাইহা' বলা হইত। তিনি বলিতেন,যাহার বাজে কথা বলিতে ও কবিতা আবৃত্তি করিতে অথবা আওয়াজ উঁচু করিতে ইচ্ছা হয় সে যেন ঐ স্থানে চলিয়া যায়।

তারেক ইবনে শেহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট এক ব্যক্তিকে কোন অপরাধের কারণে হাজির করা হইলে তিনি বলিলেন, ইহাকে মসজিদের বাহিরে লইয়া যাও এবং মার। (কান্‌য)

মসজিদে কেবলার দিকে হেলান দেওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদল লোককে ফজরের আজান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে দেখিলেন, তাহারা মসজিদের কেবলার দিকের দেয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। তিনি বলিলেন, তোমরা ফেরেশতা ও তাহাদের নামাযের মধ্যে আড়াল হইও না।

সেহরীর সময় মসজিদের সম্মুখ ভাগে নামায পড়া

আবদুল্লাহ ইবনে আমের আলহানী (রহঃ) বলেন, হযরত হারেস ইবনে সা'দ তায়ী (রাঃ) যিনি নবী করীম (সাঃ)এর যুগ পাইয়াছিলেন, তিনি একদিন সেহরীর সময় লোকদিগকে দেখিলেন, তাহারা মসজিদের সম্মুখ ভাগে নামায পড়িতেছে। বলিলেন, কা'বার রবের কসম, ইহারা রিয়াকার। ইহাদিগকে ভীতসন্ত্রস্ত কর। যে ব্যক্তি ইহাদিগকে ভীতসন্ত্রস্থ করিবে সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমাবরদারী করিল। সুতরাং

লোকজন আসিয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, সেহরীর সময় মসজিদের সম্মুখ ভাগে ফেরেশতাগণ নামায পড়েন। (তাবরানী)

মসজিদের প্রত্যেক স্তম্ভের নিকট নামায পড়া

মুররাহ হামদানী (রহঃ) বলেন, আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত লইলাম যে, কূফার মসজিদের প্রত্যেকটি স্তম্ভের পিছনে দুই রাকাত করিয়া নামায পড়িব। অতঃপর আমি নামায পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে মসজিদে দেখিতে পাইয়া আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাইবার জন্য তাঁহার নিকট আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি আমার পূর্বেই আমার এই কাজ সম্পর্কে তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, সে (মুররাহ্) যদি জানিত যে, আল্লাহ তায়ালা নিকটতম স্তম্ভের নিকটেই আছেন তবে সে সেইখানেই নামায শেষ করিত। উহা অতিক্রম করিত না। (তাবরানী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের আযানের প্রতি যত্নবান হওয়া

আযানের পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির

আবু ওমায়ের ইবনে আনাস (রহঃ) তাহার আনসারী ফুফু হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য লোকদেরকে কিভাবে একত্রিত করিবেন এই ব্যাপারে চিন্তিত হইলেন। কেহ বলিলেন, নামাযের সময় হইলে ঝাণ্ডা টাঙাইয়া দিন। লোকরা উহা দেখিয়া একে অপরকে খবর দিয়া দিবে। কিন্তু উহা তাঁহার পছন্দ হইল না। তারপর তাঁহাকে ইহুদীদের শিঙ্গার কথা বলা হইল। উহাও তিনি পছন্দ করিলেন না। বলিলেন, উহা ইহুদীদের প্রথা। তারপর তাঁহাকে ঘন্টার কথা বলা হইল। তিনি বলিলেন, উহা তো নাসারাদের প্রথা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিন্তায় চিন্তিত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন এবং স্বপ্নে তাঁহাকে আযানের নিয়ম দেখানো হইল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের আযান সম্পর্কে চিন্তিত হইলেন। ইতিপূর্বে উহার পদ্ধতি এই ছিল যে, নামাযের সময় হইলে এক ব্যক্তিকে উঁচু জায়গায় উঠাইয়া দেওয়া হইত। এবং সে হাত দ্বারা লোকদিগকে ইশারা করিত। ইহাতে যে দেখিতে পাইত সে তো নামাযে উপস্থিত হইত। আর যে দেখিতে পাইত না সে নামায সম্পর্কে জানিতে পারিত না।

এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই চিন্তাযুক্ত হইলেন। কেহ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঘন্টা বাজাইবার আদেশ করিলে ভাল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, ইহা নাসারাদের প্রথা। কেহ কেহ বলিলেন, শিঙ্গা বাজাইবার আদেশ করুন। তিনি বলিলেন, না, ইহা ইহুদীদের প্রথা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ব্যাপারে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় বাড়ী ফিরিলাম। রাত্রিতে ফজরের পূর্বে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমি সবুজ কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম। আমি ঘুমন্ত ও জাগ্রত উভয়ের মাঝামাঝি তন্দ্রাবস্থায় ছিলাম। দেখিলাম সে মসজিদের ছাদে উঠিয়া তাহার দুই আঙ্গুল উভয় কর্ণে প্রবেশ করাইয়া আযান দিতেছে।

হযরত আনাস (রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নামাযের সময় হইলে এক ব্যক্তি রাস্তায় দৌড়াইয়া নামায নামায বলিয়া আওয়াজ দিত। এই পদ্ধতি লোকদের জন্য কষ্টকর হইলে তাহারা বলিল, আমরা যদি ঘন্টার ব্যবস্থা করি তবে ভাল হয়। অতঃপর তিনি হাদীসের অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করিয়াছেন। (কান্‌য)

আযানের হুকুম হইবার পূর্বের পদ্ধতি

নাফে' ইবনে জুবায়ের, ওরওয়া ও যায়েদ ইবনে আসলাম এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) ইহারা সকলেই বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আযানের হুকুম হইবার পূর্বে নিয়ম এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত এক ব্যক্তি আস্‌সালাতু

জামিয়াতুন অর্থাৎ নামাযের সময় হইয়াছে বলিয়া আওয়াজ দিত এবং লোকজন একত্রিত হইয়া যাইত। তারপর যখন কা'বা শরীফের দিকে কেবলা পরিবর্তন হইল তখন আযানের হুকুম হইল। আযানের ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত করিয়াছিল। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নামাযের উদ্দেশ্যে লোকদিগকে একত্রিত করিবার জন্য বিভিন্ন জিনিসের কথা বলিয়াছিলেন। কেহ শিঙ্গার কথা বলিলেন, কেহ বা ঘন্টার কথা বলিলেন, ইবনে সা'দ (রহঃ) এই হাদীস বর্ণনা করিয়া উহার শেষে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, উপরোক্ত বর্ণনাকারীগণ বলিয়াছেন, তারপর প্রচলিত নিয়মে আযান দেওয়া আরম্ভ হইল। আর আস্সালাতু জামিয়াতুন এর নিয়মটি (আযানের পরিবর্তে) লোকদিগকে উপস্থিত কোন কাজের উদ্দেশ্যে ডাকিবার জন্য ব্যবহার হইতে লাগিল। যেমন, কোন বিজয়ের চিঠি পড়া হইবে, উহা শুনিবার জন্য অথবা বিশেষ কোন আদেশ জারি করিবার জন্য নামাযের সময় না হইলেও আসসালাতু জামিয়াতুন বলিয়া ডাকা হইত। (ইবনে সা'দ)

হযরত সা'দ (রাঃ)এর আযান

হযরত সা'দ কারায (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোবাতে আসিতেন হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিতেন, যেন লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে অবগত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। একদিন তিনি আসিলেন, কিন্তু তাহার সহিত হযরত বেলাল (রাঃ) ছিলেন না। কোবাবাসীদের হাবশী গোলামগণ একে অপরের দিকে চাহিতেছিল। হযরত সা'দ (রাঃ) একটি খেজুর গাছে চড়িয়া আযান দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে সা'দ তুমি কেন আযান দিলে? তিনি বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, আমি আপনাকে অল্প কয়েকজন লোকের মাঝে দেখিতে পাইলাম এবং বেলালকেও আপনার সহিত দেখিতে পাইলাম না। আর দেখিলাম, এই সকল হাবশী গোলামগণ একবার আপনার দিকে চাহিতেছে, আবার নিজেরা একে অপরের প্রতি চাহিতেছে। ইহাদের

পক্ষ হইতে আপনার উপর (আক্রমণের) আশঙ্কা করিয়া আমি আযান দিয়াছি। তিনি বলিলেন, হে সা'দ, তুমি ঠিক করিয়াছ। আমার সহিত যখন বেলালকে না দেখিবে তখন তুমি আযান দিয়া দিবে। হযরত সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিন বার আযান দিয়াছিলেন। (তাবরানী)

আযান ও মুয়াযযিনদের সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের উক্তি

হযরত আবুল ওক্কাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মুয়াযযিনদের অংশ মুজাহেদীনের অংশের মত হইবে। আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে মুয়াযযিনের উদাহরন এমন, যেমন কোন শহীদ আল্লাহর রাস্তায় আপন রক্তের উপর গড়াগড়ি খাইতেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যদি মুয়াযযিন হইতে পারিতাম তবে হজ্ব, ওমরা ও জেহাদের পরওয়া করিতাম না।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যদি মুয়াযযিন হইতে 'পারিতাম তবে আমার সর্ববিষয় পূর্ণ হইয়া যাইত। এবং আমি রাত্রের কেয়াম (নামায) ও দিনের রোযার পরওয়া করিতাম না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—হে আল্লাহ, মুয়াযযিনদিগকে মাফ করিয়া দিন, হে আল্লাহ, মুয়াযযিনদিগকে মাফ করিয়া দিন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো আমাদের অবস্থা এমন করিয়া দিলেন যে, আমরা এখন আযানের জন্য তলোওয়ার লইয়া মারামারি করিব। তিনি বলিলেন, কখনও এমন হইবে না, হে ওমর, শীঘ্রই লোকদের উপর এমন যুগ আসিবে যে, তাহারা তাহাদের কমযোর লোকদের উপর আযানের দায়িত্ব ন্যাস্ত করিবে। (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহতায়ালা এই সকল গোশতকে অর্থাৎ মুয়াযযিনদের গোশতকে জাহান্নামের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, এই আয়াতে—

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ . . . . مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ ঃ আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা আর কাহার কথা অধিকতর উৎকৃষ্ট হইতে পারে যিনি আল্লাহর প্রতি আহ্বান করেন এবং নিজেও নেক কাজ করেন এবং বলেন আমি ও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত একজন।

মুয়াযযিন সম্পর্কে বলা হইয়াছে। সুতরাং যখন সে বলিল, আল্লাহর প্রতি আহ্বান করিল। আর যখন সে নামায পড়িল, নেক আমল করিল। সে যখন বলিল, মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

আবু মা'শার (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই খবর পৌঁছিয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যদি মুয়াযযিন হইতাম তবে আমি ফরজ হজ্ব ব্যতীত নফল হজ্ব ও ওমরার পরওয়া করিতাম না। ফেরেশতাগণ যদি যমীনবাসী হইত তবে আযানের ব্যাপারে কেহ তাহাদের উপর জয়ী হইতে পারিত না। (কান্‌য)

কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মুয়াযযিন কাহারা? আমরা বলিলাম, আমাদের গোলামগণ। তিনি বলিলেন, ইহা তোমাদের জন্য বড় দোষণীয় জিনিস। এই খেলাফতের দায়িত্ব পালনের পর আযান দিবার শক্তি থাকিলে আমি অবশ্যই আযান দিতাম। (কান্‌য)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি এইজন্য আফসোস করি যে, আমি হাসান ও হুসাইনকে মুয়াযযিন নিযুক্ত করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন অনুরোধ করিলাম না। (তাবরানী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি ইহা পছন্দ করি না যে, অন্ধ বা ক্বারীগণ তোমাদের মুয়াযযিন হউক। (তাবরানী)

আযানে সুর করা ও উহার বিনিময় গ্রহণ করা

ইয়াহইয়া বাক্কা (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুহব্বত করি। তিনি বলিলেন, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করি। সে বলিল, কেন?

তিনি বলিলেন, কারণ তুমি সুর করিয়া আযান দাও ও উহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ কর। (তাবরানী)

আযানের আওয়াজ শুনিতে না পাইলে আক্রমনের নির্দেশ

খালেদ ইবনে সাঈদ (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আ'স (রাঃ)কে ইয়ামান পাঠাইবার কালে বলিলেন, তুমি যদি কোন গ্রামের নিকট উপস্থিত হও। আর সেখানে আযান শুনিতে না পাও তবে তাহাদিগকে বন্দী করিবে। তিনি বনু যুবায়েদ এর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আযান শুনিতে না পাইয়া তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। অতঃপর আমর ইবনে মা'দী কারাব আসিয়া তাহার নিকট সুপারিশ করিলে তিনি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। (কান্য)

তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) মুরতাদদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের সময় আমীরদিগকে এই আদেশ করিতেন যে, যদি তোমরা কোন এলাকায় প্রবেশ কর। আর সেখানে আযান শুনিতে পাও তবে তাহাদের উপর আক্রমণ করিও না, যতক্ষণ না তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া (জানিয়া) লও যে, তোমরা (ইসলামের) কোন্ জিনিসকে অপছন্দ করিতেছ। আর যদি আযান শুনিতে না পাও তবে তাহাদের উপর আক্রমণ কর, তাহাদিগকে কতল কর, জ্বালাইয়া দাও এবং অতিমাত্রায় কতল ও আহত করিবে। তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুতে তোমাদের মধ্যে যেন কোনপ্রকার দুর্বলতা প্রকাশ না পায়।

জুহরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য জামাত পাঠাইলেন, তখন তাহাদিগকে বলিলেন, রাত্রিতে আক্রমণ করিবে। কিন্তু যেখানে আযান শুনিতে পাও সেখানে আক্রমণ হইতে বিরত থাকিবে,কারণ আযান ঈমানের আলামত। (কান্য)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের (রাঃ) নামাযের জন্য অপেক্ষা করা

নবী করীম (সাঃ)এর তরিকা

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে জামাতের সময় হইয়া গেলে যদি লোকজন কম দেখিতেন, বসিয়া যাইতেন, নামায আরম্ভ করিতেন না। আর যখন অনেক লোক একত্রিত হইয়াছে দেখিতেন, নামায আরম্ভ করিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতক্ষণ জুতার আওয়াজ শুনিতে পাইতেন ততক্ষণ অপেক্ষা করিতেন। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লশকর তৈয়ার করিলেন। ইহাতে অর্ধ রাত্রি পার হইয়া গেল, অথবা অর্ধরাত্রি হইয়া গেল। তারপর নামাযের জন্য আসিলেন। এবং বলিলেন, লোকেরা নামায পড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আর তোমরা নামাযের অপেক্ষা করিতেছ। জানিয়া রাখ, তোমরা যতক্ষণ নামাযের জন্য অপেক্ষা করিবে ততক্ষণ নামাযের মধ্যেই গণ্য হইবে। (কান্‌য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায পড়িলেন। যাহারা যাইবার চলিয়া গেল, আর যাহারা থাকিবার রহিয়া গেল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, এই যে, তোমাদের রব্ব আসমানের দরজাসমূহের মধ্য হইতে একটি দরজা খুলিয়া ফেরেশতাদের সহিত তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, আমার বান্দাগন একটি ফরজ আদায় করিয়াছে, আবার অপরটির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। (কান্‌য)

আবু উমামাহ সাকাফী (রহঃ) বলেন, জোহরের নামাযের পর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আমি আসা পর্যন্ত তোমরা নিজস্থানে অবস্থান কর। অতঃপর তিনি চাদর পরিয়া আমাদের নিকট আসিলেন। আসরের নামায পড়িবার পর তিনি আমাদিগকে বলিলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ঘটনা আমি তোমাদিগকে বলিব কি? আমরা বলিলাম, হাঁ, বলুন। তিনি বলিলেন, একবার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জোহরের নামায পড়িয়া বসিয়া রহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি এখনও উঠ নাই? তাহারা বলিলেন, না। তিনি বলিলেন, তোমরা যদি দেখিতে, তোমাদের রব্ব আসমানের দরজা খুলিয়া ফেরেশতাদের সহিত তোমাদের মজলিস দেখাইয়া এইজন্য গর্ব করিতেছেন যে, তোমরা নামাযের জন্য অপেক্ষা করিতেছ। (তাবরানী)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযে অর্ধরাত্র পর্যন্ত দেরী করিলেন। অতঃপর নামাযের শেষে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, লোকেরা নামায পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আর তোমরা যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষারত রহিয়াছ নামাযের মধ্যেই গণ্য হইয়াছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যতক্ষণ নামায তোমাদের কাহাকেও আটকাইয়া রাখে ততক্ষন সে নামাযের মধ্যে থাকে। আর ফেরেশতাগণ বলিতে থাকেন— 'আয় আল্লাহ তাহাকে মাফ করুন ও তাহার উপর রহম করুন।' যতক্ষণ না সে মুসল্লা হইতে উঠিয়া যায় অথবা অজু ভঙ্গ করে।

মুসলিম ও আবু দাউদের রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যতক্ষণ বান্দা নামাযের জন্য মুসাল্লায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যেই থাকে। ফেরেশতাগণ বলিতে থাকেন— আয় আল্লাহ তাহাকে মাফ করুন ও তাহার উপর রহম করুন। যতক্ষণ না সে উঠিয়া যায় অথবা অজু ভঙ্গ করে। জিজ্ঞাসা করা হইল,অজু ভঙ্গ করার কি অর্থ? তিনি (আবু হোরায়রা (রাঃ)) বলিলেন, আস্তে অথবা শব্দ করিয়া বায়ু ছাড়ে। (তারগীব)

নামাযের জন্য অপেক্ষা করার প্রতি উৎসাহ দান

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে বলিব না, কোন্

জিনিসের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ভুলক্রটিকে মিটাইয়া দেন ও গুনাহসমূহকে মোচন করিয়া দেন? তাঁহারা (সাহাবা (রাঃ)) বলিলেন, নিশ্চয়ই! ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলিলেন, কষ্টকর অবস্থায় পূর্ণাঙ্গরূপে অযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক কদম ফেলা, এক নামাযের পর অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। ইহাই রেবাত (অর্থাৎ সীমান্ত রক্ষণ)। (তারগীব)

আয়াতে উল্লেখিত রেবাতের অর্থ

দাউদ ইবনে সালেহ (রহঃ) বলেন, আবু সালমাহ (রহঃ) আমাকে বলিলেন, হে ভাতিজা, তুমি কি জান, এই আয়াত—

اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا

অর্থ ঃ স্বয়ং ধৈর্যধারণ কর ও জেহাদে ধৈর্য রাখ এবং সীমান্ত রক্ষা কর।

কোন্ বিষয়ে নাযেল হইয়াছে? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সীমান্ত রক্ষা সংক্রান্ত কোন জেহাদ ছিল না। তবে এক নামাযের পর অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা হইত। (উক্ত আয়াতে উহাকেই রেবাত (অর্থাৎ সীমান্ত রক্ষা) বলা হইয়াছে।)(তারগীব)

একটি আয়াতের শানে নুযূল

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কুরআন পাকের আয়াত—

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

অর্থ ঃ 'তাহাদের পার্শ্বদেশসমূহ শয্যা হইতে পৃথক থাকে।' এশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। (তারগীব)

জামাত সম্পর্কে তাকীদ ও উহার প্রতি যত্নবান হওয়া

অন্ধের জন্যও জামাত ছাড়িবার অনুমতি নাই

হযরত আমর ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি অন্ধ,আমার ঘর দূরে, আমাকে টানিয়া আনার জন্য সুবিধাজনক কোন লোক নাই। আমার জন্য ঘরে নামায পড়িবার সুযোগ আছে কি? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আযান শুনিতে পাও? আমি বলিলাম,হাঁ। তিনি বলিলেন, তবে তোমার জন্য কোন সুযোগ নাই।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মসজিদে আসিয়া অল্প সংখ্যক লোক দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি লোকদের জন্য একজন ইমাম নির্ধারিত করিয়া দেই। আর নিজে বাহির হইয়া এমন যাহাদিগকে পাই যে, নামাযে উপস্থিত না হইয়া ঘরে বসিয়া আছে, তাহাদিগকে তাহাদের ঘরসহ জ্বালাইয়া দেই। হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার ঘর ও মসজিদের মাঝে খেজুর ও অন্যান্য গাছ রহিয়াছে। আর সব সময় আমাকে আনার মত লোকও পাইনা। আমার জন্য কি ঘরে নামায পড়িবার সুযোগ আছে? তিনি বলিলেন, তুমি কি আযান শুনিতে পাও? হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, তবে তোমাকে নামাযের জন্য আসিতে হইবে। (তারগীব)

হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত মুআয (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আগামী কাল আল্লাহর সহিত মুসলমান হিসাবে সাক্ষাৎ করিতে চাহে সে যেন এই পাঁচওয়াক্ত নামাযকে এমন জায়গায় আদায় করে যেখানে আযান হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হেদায়াতের পথসমূহ প্রবর্তন করিয়াছেন। এবং জামাতের সহিত নামায আদায় করা সেই সকল হেদায়াতের পথসমূহের একটি। তোমরা যদি অমুক ব্যক্তির ন্যায় ঘরে নামায পড়িতে আরম্ভ কর তবে তোমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে পরিত্যাগ করিলে। আর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পরিত্যাগ করিবে তোমরা গোমরাহ হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি অযূ করে ও উত্তমরূপে করে এবং এইসকল মসজিদের যে কোন একটির দিকে গমন করে, তাহার প্রতি কদমে একটি করিয়া নেকী লেখা হইয়া থাকে ও একটি করিয়া মর্তবা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হয় এবং একটি করিয়া গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় তো) আমরা এইরূপ অবস্থা দেখিয়াছি যে, প্রকাশ্য মুনাফিক ব্যতীত কাহারও জামাত ত্যাগ করিবার সাহস হইত না। নতুবা যে ব্যক্তি দুইজনের কাঁধে ভর দিয়া পা হেঁচড়াইয়া চলিতে পারিত তাহাকেও জামাতের কাতারে খাড়া করিয়া দেওয়া হইত।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, প্রকাশ্য মুনাফিক অথবা অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত কেহ জামাত ত্যাগ করিত না। দুইজনের কাঁধে ভর দিয়া হইলেও জামাতে হাজির হইত। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে হেদায়াতের পথসমূহ শিক্ষা দিয়াছেন। আর সেই সকল হেদায়াতের পথসমূহের মধ্যে অন্যতম পথ হইল এমন মসজিদে নামায আদায় করা যেখানে আযান হয়। (তারগীব)

অপর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে তাহার নামাযের নির্দিষ্ট স্থান দেখিতেছি। যদি তোমরা ঘরে নামায আদায় কর ও তোমাদের মসজিদগুলিকে পরিত্যাগ কর তবে অবশ্যই তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে পরিত্যাগ করিবে।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই আশা করে যে, নিরাপদে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে উপস্থিত হইবে সে যেন এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায এমন জায়গায় আদায় করে যেখানে আযান হয়। কারণ ইহা হেদায়াতের পথসমূহের একটি ও তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত সুন্নাত। কেহ যেন এরূপ না বলে যে, আমার ঘরে আমার নামাযের জায়গা রহিয়াছে। আমি তথায় নামায আদায় করিব। কারণ তোমরা যদি এমন কর তবে তোমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে পরিত্যাগ করিবে। আর তোমরা যদি তোমাদের নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে পরিত্যাগ কর তবে তোমরা গোমরাহ হইয়া যাইবে। (আবু নুআঈম)

এশা ও ফজরের জামাত পরিত্যাগকারী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমরা যদি কাহাকেও ফজর ও এশায় না পাইতাম তবে তাহার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করিতাম। (তারগীব)

আবু বকর ইবনে সুলাইমান ইবনে আবি হাছমাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার সুলাইমান ইবনে আবি হাছমাহ (রহঃ)কে ফজরের নামাযে পাইলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বাজারের দিকে গেলেন। মসজিদ হইতে বাজারের পথে সুলাইমান ইবনে হাছমাহ এর বাড়ী ছিল। সুলাইমানের মা শেফা এর নিকট যাইয়া বলিলেন, সুলাইমানকে আজ ফজরের নামাযে দেখিতে পাই নাই। তাহার মা বলিলেন, সমস্ত রাত্রি নামায পড়ার দরুন তাহার ঘুম পাইয়াছিল। (সেই জন্য ঘরেই নামায পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সারারাত্র নামায পড়া অপেক্ষা ফজরের নামাযের জামাতে হাজির হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। (তারগীব)

আবু মুলাইকা (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, বনি আদি ইবনে কা'ব এর শেফা নাম্নী একজন মেয়েলোক রমজানের সময় ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি তাহার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি ব্যাপার, আবু হাছমাকে ফজরের নামাযে দেখিতে পাইলাম না? শেফা বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, তিনি সারারাত্র (নফল নামাযে) মেহনতের দরুন অলসতা করিয়া বাহির হন নাই। (ঘরেই) ফজর পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহার সারারাত্র এই মেহনত করা অপেক্ষা ফজরের নামাযে উপস্থিত হওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, শেফা বিনতে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমার ঘরে আসিয়া দুই ব্যক্তিকে ঘুমন্ত দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের কি হইয়াছে, আমাদের সহিত

ফজরের নামাযে উপস্থিত হইল না কেন? আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন,ইহারা উভয়েই লোকদের সহিত রাত্রিতে নামায আদায় করিয়াছে। তখন রমজানের মাস ছিল। তাহারা ভোর পর্যন্ত সারারাত্র নামায পড়িয়াছে। এইজন্য ফজরের নামায (ঘরে) আদায় করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি ভোর পর্যন্ত সারারাত্রি নামায না পড়িয়া ফজরের নামায জামাতের সহিত আদায় করি ইহা আমার নিকট অধিক প্রিয়। (কান্‌য)

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত উম্মে দারদা (রাঃ) বলেন, একদিন হযরত আবু দারদা (রাঃ) রাগান্বিত অবস্থায় আমার নিকট আসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কেন রাগান্বিত হইয়াছেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়ে যাহা জানি তাহা এই যে, তাহারা জামাতে নামায আদায় করিতেন। (বুখারী)

এশার জামাত ছুটার দরুন সারা রাত নামায পড়া

নাফে' (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এশার নামাযের জামাত ছুটিয়া গেলে বাকি রাত্র (নামাযে) জাগিয়া কাটাইতেন। অপর রেওয়ায়াতে আছে, উক্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইতেন।

বাইহাকীর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি জামাতের নামায ছুটিয়া গেলে পরবর্তী নামায পর্যন্ত নামায পড়িতে থাকিতেন।

বাসর রাত্রি শেষে ফজরের জামাত

আমবাসাহ ইবনে আযহার (রহঃ) বলেন, হযরত হারেস ইবনে হাসসান (রাঃ) বিবাহ করিলেন। তিনি সাহাবী ছিলেন। সে যুগে কেহ বিবাহ করিলে কিছুদিন সে ঘর হইতে বাহির হইত না। এমনকি ফজরের নামাযেও উপস্থিত হইত না। সুতরাং তাহাকে কেহ বলিল, আপনি আজ রাত্রিতে আপনার পরিবারের সহিত বাসর যাপন করিয়াছেন আর আপনি ঘর হইতে বাহির হইতেছেন? তিনি উত্তর করিলেন, আল্লাহর কসম, যে মেয়েলোক আমাকে

ফজরের নামাযের জামাত হইতে বাধা দিবে সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত খারাপ মেয়েলোক হইবে। তাবরানী)

কাতার সোজা করা ও উহার পদ্ধতি

কাতার সোজা করিবার গুরুত্ব

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের কিনারায় আসিয়া লোকদের কাঁধ ও সিনা সোজা করিয়া দিতেন। এবং বলিতেন, তোমরা বিশৃঙ্খল হইও না তোমাদের অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি হইয়া যাইবে। আল্লাহ ও তাহার ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের উপর রহমত বর্ষণ করেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের মাঝে এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে হাঁটিতেন ও আমাদের সিনা ও কাঁধ ধরিয়া সোজা করিতেন। আর বলিতেন তোমরা বিশৃংখল হইও না....... বাকি অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (তারগীব)

হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা আল্লাহর সম্মুখে ফেরেশতাদের ন্যায় কাতার করিতে পার না? আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ফেরেশতাগণ তাহাদের পরওয়ারদেগারের সম্মুখে কিরূপে কাতার করেন? তিনি বলিলেন, তাহারা প্রথম কাতার পূর্ণ করেন ও কাতারে পরস্পর মিলিয়া দাঁড়ান। (তারগীব)

হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাঃ) হইতে ইবনে মাজাহ এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িলাম। তিনি আমাদিগকে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে আমরা বসিয়া গেলাম। তারপর তিনি বলিলেন, ফেরেশতাদের ন্যায় কাতার করিতে তোমাদের কিসের বাধা? পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (কান্‌য)

হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাদের নামাযের কাতার এমনভাবে সিধা করিতেন যেন তীর সিধা করিতেছেন। যতদিন না বুঝিলেন যে, আমরা তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছি ততদিন এরূপ করিতে থাকিলেন। তারপর একদিন আসিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন। তাকবীরে তাহরীমার পূর্বমুহূর্তে এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, তাহার সিনা সম্মুখে আগাইয়া আছে। বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা কাতার সিধা কর, নতুবা আল্লাহ্ পাক তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত নোমান (রাঃ) বলেন, তারপর আমি দেখিয়াছি, প্রত্যেকে নিজ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ, হাঁটুর সহিত হাঁটু ও গোড়ালির সহিত গোড়ালি মিলাইতেছে। (তারগীব)

সাহাবা (রাঃ)দের কাতার সোজা করিবার প্রতি গুরুত্ব দান

হযরত নাফে' (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ওমর (রাঃ) কাতার সিধা করিতে আদেশ করিতেন। যখন তাঁহার নির্ধারিত লোকেরা আসিয়া বলিত যে, কাতার সিধা হইয়াছে তখন তিনি তাকবীর বলিতেন।

হযরত আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) কাতার সিধা করিতে আদেশ করিতেন। এবং তিনি বলিলেন, হে অমুক, আগে বাড়। হে, অমুক, আগে বাড়। আমার ধারণা, তিনি ইহাও বলিতেন, একদল লোক সর্বদা পিছু হটিতে থাকে আল্লাহ্ পাক ও তাহাদিগকে পিছনে হটাইয়া দেন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি, যখন নামাযের জন্য আসিতেন লোকদের কাঁধ এবং পায়ের দিকে লক্ষ্য করিতেন।

হযরত আবু নাদরাহ (রহঃ) বলেন, নামাযের একামত হইলে পরে হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, সিধা হও। হে অমুক, আগে বাড়। হে অমুক পিছে হট। তোমরা কাতার সিধা কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে ফেরেশতাদের তরিকা (দেখিতে) চাহিতেছেন। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত

করিতেন—

وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ

অর্থ ঃ আমরা তোমার সম্মুখে কাতার বন্দি হইয়া আছি। আমরা তোমার তাসবীহ পড়িতেছি। (কান্‌য)

সাহ্‌ল ইবনে মালেক (রহঃ) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একবার হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট ছিলাম। নামাযের একামত হইলে পর আমি তাঁহার সহিত আমার জন্য ভাতা জারি করা সম্পর্কে আলাপ করিতেছিলাম। আমি কথা বলিতে থাকিলাম আর তিনি আপন জুতা দ্বারা কঙ্কর সমান করিতেছিলেন। এমন সময় কাতার সিধা করার জন্য তাঁহার পূর্ব নির্ধারিত লোকেরা আসিয়া সংবাদ দিল যে, কাতার সিধা হইয়াছে। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, কাতারে সিধা হইয়া দাঁড়াও। তারপর তিনি তাকবীর বলিলেন। (কান্‌য)

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা কাতারে সিধা হইয়া দাঁড়াও। তোমাদের অন্তর সিধা হইবে। পরস্পর মিলিয়া দাঁড়াও দয়াশীল হইবে। (কান্‌য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমরা আমাদের যুগে দেখিয়াছি, যতক্ষণ না আমাদের কাতারপূর্ণ হইত নামাযের একামত হইত না। (আহমাদ)

প্রথম কাতারের ফজীলত

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, যাহারা নামাযে প্রথম কাতারে দাঁড়ায় তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণ করেন। (তাবরানী)

আবদুল আযীয ইবনে রুফাই (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর শাসনামলে একবার মক্কাতে মাকামে ইবরাহীমের নিকট হযরত আমের ইবনে মাসউদ কুরাইশী (রাঃ) আমার পার্শ্বে প্রথম কাতারে আসিয়া ঢুকিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রথম কাতারের কোন

ফজীলত বলা হইত কি? তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি লোকেরা প্রথম কাতারে কি পাওয়া যাইবে তাহা জানিত, তবে তাহারা প্রথম কাতারে দাঁড়াইবার জন্য লটারী করিত। (তাবরানী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা প্রথম কাতারে দাঁড়াইবার চেষ্টা কর। এবং প্রথম কাতারের ডান দিকে দাঁড়াইতে চেষ্টা কর। দুই খুটির মধ্যবর্তী জায়গায় কাতার করিও না। (তাবরানী)

প্রথম কাতারে কাহারা দাঁড়াইবে

কায়েস ইবনে ওবাদাহ (রহঃ) বলেন, আমি মদীনাতে গেলাম। নামাযের একামত হইলে অগ্রসর হইয়া প্রথম কাতারে দাঁড়াইলাম। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং কাতার চিরিয়া সামনে আসিলেন। তাহার সহিত শ্যামবর্ণের পাতলা দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তি বাহির হইয়া লোকদের চেহারার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। আমাকে দেখিতেই ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিলেন ও আমার জায়গায় দাঁড়াইয়া গেলেন। ইহাতে আমার খুবই দুঃখ হইল। নামায শেষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে কেহ অপ্রীতিকর ব্যবহার না করুক। তোমাকে কেহ দুঃখ না দিক! তুমি কি অসন্তুষ্ট হইয়াছ? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, মোহাজের ও আনসার ব্যতীত কেহ যেন প্রথম কাতারে না দাঁড়ায়। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)।

অপর এক রেওয়ায়াতে কায়েস (রহঃ) হইতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, আমি মদীনার মসজিদে প্রথম কাতারে নামায পড়িতেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে টানিয়া এক পার্শ্বে সরাইয়া দিলেন, এবং আমার জায়গায় দাঁড়াইয়া গেলেন। নামায শেষ করিয়া তিনি আমার দিকে ফিরিলে দেখিলাম। তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)। তারপর তিনি বলিলেন, হে যুবক, আল্লাহ তোমার অমঙ্গল না করুন। আমাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহাই নির্দেশ। (হাকেম)

একামতের পর ইমামের জন্য মুসলমানদের কাজে মশগুল হওয়া

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মশগুল হওয়া

হযরত উসামাহ ইবনে ওমায়ের (রাঃ) বলেন, নামাযের একামত হওয়ার পর কখনও এমন হইত যে, কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কেবলার দিক হইতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের প্রয়োজনীয় কোন কথা বলিতেছে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা বলিয়া যাইতেছেন। কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইরূপ দাঁড়াইয়া কথাবার্তা এত দীর্ঘ হইত যে, উপস্থিত কোন কোন মুসল্লিকে আমি ঝিমাইতে দেখিয়াছি। (কানয)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এশার নামাযের একামতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহারো সহিত এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া কথা বলিতে থাকিতেন যে, সাহাবাদের মধ্যে অনেকে ঘুমাইয়া পড়িতেন। পরে আবার জাগিয়া নামায আদায় করিতেন। (কানয)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, মুয়াযযিনের একামত শেষ করার পর সকলে চুপ হইয়া গেলেও কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নিজ প্রয়োজনে কথা বলিত। আর তিনি তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া দিতেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ছড়ি ছিল। তিনি উহাতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইতেন। (কানয)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। যে কেহ তাহার নিকট কোন প্রয়োজন লইয়া আসিত তিনি তাহার সহিত ওয়াদা করিতেন এবং নিজের নিকট কিছু থাকিলে উহা দ্বারা ওয়াদা পালন করিতেন। একবার নামাযের একামত হওয়ার পর এক গ্রাম্য বেদুইন আসিয়া তাঁহার কাপড় ধরিয়া বলিল, আমার সামান্য কিছু প্রয়োজন বাকি আছে, আমার ভয় হয় পরে ভুলিয়া যাইব। তিনি তাহার সঙ্গে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে তাহার প্রয়োজন মিটাইলে তিনি নামায আরম্ভ করিলেন। (বুখারী)

হযরত ওমর ও ওসমান (রাঃ)এর মশগুল হওয়া

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, নামাযের একামত হওয়ার পরও যদি কেহ হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত কথা বলিতে চাহিত তবে তিনি তাহার সহিত কথা বলিতেন। কখনও দীর্ঘ সময় এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকার দরুন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বসিয়া পড়িত। (কান্য)

মূসা ইবনে তালহা (রহঃ) বলেন, মুয়াযযিন একামত বলিতেছে এমতাবস্থায়ও আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া লোকদেরকে তাহাদের খবরা–খবর ও বাজার দর জিজ্ঞাসা করিতে শুনিয়াছি। (কান্য)

কাতার সিধা করার বর্ণনায় আবু সাহল ইবনে মালেকের পিতা হইতে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নামাযের একামত হইবার পরও আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর সহিত প্রয়োজনীয় কথা বলিতে–ছিলাম। (ইবনে সা'দ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের যুগে ইমামত ও একতেদা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পিছনে সাহাবা (রাঃ)দের একতেদা

হযরত ইকরামা (রাঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের উপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপত্তা পাইবে। তখন আবু সুফিয়ান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাকে নিজ ঘরে লইয়া গেলেন। সকাল বেলা লোকজনকে অযুর জন্য ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস, লোকদের কি হইয়াছে? তাহাদিগকে কি কোন কিছুর আদেশ করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, না। তাহারা নামাযের প্রস্তুতি লইতেছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাকে অযু করিতে বলিলে তিনি অযু করিলেন। তারপর তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া গেলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের তাকবীর দিলে লোকেরাও তাকবীর দিল। তিনি রুকু করিলে লোকরাও রুকু করিল। তারপর তিনি মাথা উঠাইলে সবাই মাথা উঠাইল। ইহা দেখিয়া আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, আমি আজকের ন্যায় বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত লোকদের এরূপ আনুগত্য কোথাও দেখি নাই। সম্ভ্রান্ত পারস্যগণ অথবা বহুকালের রুমীগণের মধ্যেও ইহাদের ন্যায় আনুগত্য দেখি নাই। হে আবুল ফজল, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আজ বিরাট রাজত্বের অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহা রাজত্ব নহে, নবুওয়াত। (কান্য)

হযরত মায়মুনাহ (রাঃ) হইতে মক্কা বিজয় সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করিতে আরম্ভ করিলে মুসলমানগণ তাঁহার অযুর ব্যবহৃত পানি লইয়া চেহারায় মাখিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হে আবুল ফজল, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজত্ব বিরাট আকারে পরিণত হইয়াছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, রাজত্ব নহে বরং ইহা নবুওয়াত। (তাবরানী)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু সুফিয়ান (রাঃ) যে রাত্রিতে হযরত আব্বাস (রাঃ)এর নিকট ছিলেন তারপর দিন সকাল বেলা লোকদেরকে নামাযের জন্য প্রস্তুতি লইতে ও অযুর জন্য ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া ভীত হইলেন। এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের কি হইয়াছে? তিনি উত্তর করিলেন, ইহারা আযান শুনিয়া নামাযের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তারপর নামাযের সময় দেখিলেন, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রুকু ও সেজদায় তাঁহার অনুকরণ করিতেছে। তখন বলিলেন, হে আব্বাস, তাঁহার যে কোন আদেশই কি ইহারা পালন করে? তিনি বলিলেন, হাঁ। খোদার কসম, যদি খানাপিনাও ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন তবে তাহাও পালন করিবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পিছনে মুসলমানদের একতেদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের প্রতি আগ্রহ সম্পর্কে পূর্বে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত

রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নামায পড়াইবার জন্য হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সংবাদ দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) কোমলপ্রাণ ছিলেন। তিনি বলিলেন, হে ওমর, লোকদের নামায পড়াও। তিনি বলিলেন, আপনি এই কাজের বেশী উপযুক্ত। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ) সেই দিনগুলিতে নামায পড়াইলেন।

ইমাম বোখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রাঃ)এর হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইতে বল। তাঁহাকে বলা হইল যে, আবু বকর আবেগপ্রবণ ব্যক্তি। আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি নামায পড়াইতে সক্ষম হইবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলিলে তাহাকে একই উত্তর দেওয়া হইল। তৃতীয় বারে তিনি বলিলেন, তোমাদের উদাহরণ ইউসুফ (আঃ)এর মেয়েলোকদের ন্যায়। আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইতে বল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআহ (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুখ বাড়িয়া গেল তখন আমি কতিপয় মুসলমানদের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। হযরত বেলাল (রাঃ) নামাযের জন্য ডাকিলেন। তিনি বলিলেন, কাহাকেও নামায পড়াইয়া দিতে বল। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, আমি বাহিরে আসিয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে লোকদের মধ্যে উপস্থিত পাইলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) অনুপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম, হে ওমর, লোকদের নামায পড়াইয়া দিন। তিনি উঠিয়া যখন নামাযের জন্য তাকবীর দিলেন, তাহার স্বর উচ্চ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার আওয়াজ শুনিয়া বলিলেন, আবু বকর কোথায়? আল্লাহ এবং মুসলমানদের নিকট ইহা গৃহীত না হউক। আল্লাহ এবং মুসলমানদের নিকট ইহা গৃহীত না হউক।আবদুল্লাহ বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট লোক পাঠানো হইল। হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্ত নামায শেষ করিবার পর তিনি আসিলেন ও লোকদের নামায পড়াইলেন। আবদুল্লাহ ইবনে যামআহ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে বলিলেন, হে ইবনে যামআহ, একি করিলে! খোদার কসম, যখন তুমি আমাকে বলিয়াছ,

তখন আমি ইহাই ধারণা করিয়াছিলাম যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করিয়াছেন। যদি এমন ধারণা না হইত আমি নামায পড়াইতাম না। আমি বলিলাম, খোদার কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরূপ আদেশ করেন নাই। তবে আমি হযরত আবুবকরকে না পাইয়া উপস্থিত সকলের মধ্যে আপনাকে নামাযের জন্য অধিক যোগ্য মনে করিয়াছি। (বিদায়াহ)

আবু দাউদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত উক্ত হাদীসে এরূপ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)এর আওয়াজ শুনিয়া নিজ হুজরা হইতে মাথা বাহির করিয়া বলিলেন, না, না, ইবনে আবি কুহাফা ব্যতীত অন্য কেহ লোকদের নামায পড়াইবে না। তিনি এই কথাগুলি রাগের স্বরে বলিতেছিলেন।

খেলাফতের ব্যাপারে সাহাবাদের হযরত আবু বকর (রাঃ)কে অগ্রাধিকার দানের বর্ণনায় হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর উক্তি পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি এমন ব্যক্তির অগ্রে দাঁড়াইতে পারিব না যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতির আদেশ করিয়াছেন; এবং তিনি তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ইমামতি করিয়াছেন।

হযরত আলী ও যুবাইর (রাঃ)এর উক্তিও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছিলেন,আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আবুবকরকে খেলাফতের বেশী যোগ্য মনে করি। তিনি গুহার সঙ্গী, কুরআনে বর্ণিত দুইয়ের দ্বিতীয়জন। আমরা তাঁহার সম্মান–মহত্ব সম্পর্কে অবগত আছি। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জীবদ্দশায় তাঁহাকে নামায পড়াইতে আদেশ করিয়াছেন। (বিদায়াহ)

হযরত ওমর ও হযরত আলী (রাঃ)এর অভিমত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আনসারগণ বলিলেন, আমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবেন, এবং তোমাদের মধ্য হইতে

একজন আমীর হইবেন। হযরত ওমর (রাঃ) আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবুবকর (রাঃ)কে নামায পড়াইতে আদেশ করিয়াছিলেন? হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অগ্রে দাঁড়াইতে তোমাদের কাহার মনে চাহিবে? তাহারা বলিলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অগ্রে দাঁড়ানো হইতে আমরা আল্লাহ পানাহ চাহিতেছি! (জামউল ফাওয়ায়েদ)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)কে নামায পড়াইতে আদেশ করিয়াছেন। আমি অনুপস্থিত বা অসুস্থ ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তাহার উপর আস্থা রাখিয়াছেন আমরা আমাদের দুনিয়ার ব্যাপারে তাহার উপর আস্থা রাখিলাম। (কান্‌য)

হযরত সালমান (রাঃ)এর অভিমত

আবু লায়লা কিন্দি (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) একবার তের জন অথবা বার জন সাহাবার সঙ্গে আসিলেন। নামাযের সময় হইলে তাঁহারা বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, অগ্রসর হউন। তিনি বলিলেন, আমরা তোমাদের ইমাম হইব না, তোমাদের মেয়েদের বিবাহ করিব না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে তোমাদের দ্বারা হেদায়াত দান করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে অন্য এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া চার রাকাত নামায পড়াইলেন। হযরত সালামান (রাঃ) বলিলেন, আমাদের চার রাকাতের কি প্রয়োজন! আমাদের জন্য চারের অর্ধেকই যথেষ্ট ছিল। আমরা তো রুখসতের অধিক মুখাপেক্ষী। আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ, সফরে থাকাকালীন। (আবু নুআঈম)

গোলামদের পিছনে সাহাবা (রাঃ)দের একতেদা

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, একবার বনু উসায়েদের গোলাম আবু সাঈদ (রাঃ) কিছু খানা তৈয়ার করিয়া হযরত আবু যার ও হযরত

হোযাইফা ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে দাওয়াত করিলেন। নামাযের সময় হযরত আবু যার(রাঃ) নামায পড়াইবার জন্য অগ্রসর হইলেন, হযরত হোযাইফা (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, পিছনে আসুন, ইমামতির জন্য গৃহস্বামী অধিক যোগ্য। হযরত আবু যার (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবনে মাসউদ, এই রকমই কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত আবু যার (রাঃ) পিছনে সরিয়া আসিলেন। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি গোলাম হওয়া সত্ত্বেও তাহারা আমাকেই আগে বাড়াইয়া দিলেন এবং আমি তাহাদের ইমাম হইলাম।

হযরত নাফে (রহঃ) বলেন, মদীনার পার্শ্বে এক মসজিদে নামাযের একামত হইল। উক্ত মসজিদের ইমাম ছিল একজন গোলাম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)এর সেইখানে কিছু জমি ছিল। তিনি নামাযের জন্য উপস্থিত হইলে গোলাম তাহাকে নামায পড়াইতে বলিল। তিনি বলিলেন, তোমার মসজিদে তুমিই নামায পড়াইবার বেশী হকদার। সুতরাং গোলামই নামায পড়াইল। (কান্‌য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) বলেন,আমরা হযরত কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর বাড়ীতে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন সাহাবাও ছিলেন। আমরা হযরত কায়েস (রাঃ)কে বলিলাম, অগ্রসর হউন। তিনি বলিলেন, আমি এমন করিতে পারিব না। আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বিছানার উপর উহার মালিক অধিক হক রাখে। ঘরের মালিক নিজ ঘরে ইমাম হইবার অধিক হক রাখে। তারপর তিনি নিজের গোলামকে আদেশ করিলে সে অগ্রসর হইয়া নামায পড়াইল। (বায্‌যার)

ঘরের মালিক ইমামতের অধিক যোগ্য

আলকামা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর বাড়ীতে আসিলেন। নামাযের সময় হইলে হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, হে আবু আবদুর রহমান, অগ্রসর হউন। কারণ, বয়সে ও এলমে আপনি বড়। তিনি বলিলেন, বরং আপনিই অগ্রসর হউন। কারণ, আমরা আপনার বাড়ীতে ও আপনার

মসজিদে আসিয়াছি। আপনিই অধিক হকদার। আলকামা বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) অগ্রসর হইলেন এবং জুতা খুলিয়া ফেলিলেন। সালাম ফিরাইবার পর হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, আপনি জুতা কেন খুলিলেন? আপনি কি ওয়াদিয়ে মুকাদ্দাসে অবস্থান করিতেছেন? (আহমাদ)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, হে আবু মূসা, আপনিত জানেন, ঘরের মালিকেরই অগ্রসর হওয়া সুন্নাত। কিন্তু হযরত আবু মূসা (রাঃ) নামায পড়াইতে অস্বীকার করিলে তাহাদের একজনের গোলাম অগ্রসর হইয়া নামায পড়াইল। (তাবরানী)

যাহার মসজিদ সেই ইমামতের অধিক উপযুক্ত

কায়েস ইবনে যুহাইর (রাঃ) বলেন, আমি হযরত হানাযালাহ ইবনে রাবি' (রাঃ)এর সহিত হযরত ফুরাত ইবনে হাইয়ান (রাঃ)এর মসজিদে গেলাম। নামাযের সময় হইলে হযরত ফুরাত (রাঃ) হানযালা (রাঃ)কে বলিলেন, অগ্রসর হউন। তিনি বলিলেন, আমি আপনার অগ্রে যাইব না, কারণ আপনি আমার অপেক্ষা বয়সে বড়, হিযরতে অগ্রগামী। উপরন্তু আপনার মসজিদ। হযরত ফুরাত (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু কথা শুনিয়াছি, সেহেতু কখনও আপনার সামনে যাইব না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তায়েফের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে গুপ্তচর হিসাবে পাঠাইবার পর যখন আমি ফিরিয়া আসিলাম, তখন কি আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। অতঃপর হযরত হানযালা (রাঃ) অগ্রসর হইয়া নামায পড়াইলেন। তারপর হযরত ফুরাত (রাঃ) বলিলেন, হে বনি ইজ্‌ল, তাঁহাকে আগে বাড়াইবার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে তায়েফের দিকে গুপ্তচর হিসাবে পাঠাইলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। নিজের ঘরে যাও, কারণ তুমি সারারাত্র জাগরণ করিয়াছ। অতঃপর তিনি চলিয়া গেলে আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা ইহার ও ইহার ন্যায় লোকদের পিছনে নামায পড়িও। (কান্‌য)

উত্তম কারী ইমামতের উপযুক্ত

আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত মক্কার দিকে রওয়ানা হইলাম। মক্কার আমীর নাফে' ইবনে আলকামা (রাঃ) আমাদের এস্তেকবালের জন্য আসিলে হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মক্কাবাসীদের জন্য কাহাকে খলিফা নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছ? তিনি উত্তর দিলেন, আবদুর রহমান ইবনে আবযাকে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, মক্কার কুরাইশ ও তথাকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের উপর তুমি একজন গোলামকে খলিফা নিযুক্ত করিয়াছ? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। আমি তাহাকে সকল অপেক্ষা আল্লাহর কিতাবের উত্তম ক্বারীরূপে পাইয়াছি। আর মক্কা শহর সর্বপ্রকার লোকের আগমনস্থল। সুতরাং আমার উদ্দেশ্য হইল, সকলে ভাল ক্বারীর মুখে আল্লাহর কিতাব শ্রবণ করুক। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, 'তোমার উদ্দেশ্য অতি উত্তম। আবদুর রহমান ইবনে আবযা ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদিগকে আল্লাহ পাক কুরআন দ্বারা সমুন্নত করিবেন।' (কান্‌য)

অশুদ্ধ কারী ইমামতের অনুপযুক্ত

হযরত ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রাঃ) বলেন, হজ্জের মৌসুমে মক্কার পার্শ্ববর্তী এক স্থানে অনেক লোকের সমাগম হইল। নামাযের সময় হইলে আবু সায়েব মাখযুমী গোত্রের অশুদ্ধভাষী এক ব্যক্তি নামায পড়াইতে অগ্রসর হইলে হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) তাহাকে পিছনে সরাইয়া দিয়া অপর এক ব্যক্তিকে তাহার স্থলে আগাইয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে মদীনায় ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তিনি তাহাকে কোনপ্রকার তিরস্কার করিলেন না। মদীনায় পৌঁছার পর তাঁহাকে উক্ত বিষয়ে তিরস্কার করিলে হযরত মেসওয়ার (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে একটু বলিবার সুযোগ দান করুন। উক্ত ব্যক্তি অশুদ্ধভাষী ছিল। উপরন্তু হজ্জের মৌসুম। আমার আশঙ্কা হইল যে, কোন হাজী তাহার কেরাআত শুনিয়া অশুদ্ধ কেরাআত শিখিবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার এই উদ্দেশ্য ছিল? তিনি বলিলেন, হাঁ। বলিলেন, তবে ঠিক করিয়াছ। (কান্‌য)

ইমামের জন্য মুক্তাদিদের অনুমতি গ্রহণ

হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) কতিপয় লোকের নামায পড়াইলেন। নামায শেষে তিনি বলিলেন, নামাযে দাঁড়াইবার পূর্বে আমি তোমাদের নিকট অনুমতি লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তোমরা কি আমার ইমাতির উপর সন্তুষ্ট আছ? তাহারা বলিল, হাঁ। হে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ সাহায্যকারী। আপনার ইমামতি কে অপছন্দ করিবে! তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি লোকদের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও ইমামতি করিবে তাহার নামায তাহার কর্ণদ্বয় অতিক্রম করিবে না। (তাবরানী)

ইমামের বিরোধিতা

হযরত আনাস ইব্নে মালেক (রাঃ) (নামায সংক্রান্ত কোন বিষয়ে) হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)এর বিরোধিতা করিতেন। হযরত ওমর (রহঃ) তাহাকে বলিলেন, আপনি এরূপ কেন করেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একরকম নামায পড়িতে দেখিয়াছি। যখন তুমি তাঁহার নামাযের ন্যায় পড়, আমিও তোমার সহিত পড়ি। কিন্তু যখন তুমি উহার বিপরীত কর, তখন আমি নিজের নামায পড়িয়া ঘরে চলিয়া যাই। (আহমদ)

হযরত আবু আইউব (রাঃ) নামায সংক্রান্ত কোন বিষয়ে মারওয়ান ইবনে হাকামের বিরোধিতা করিতেন। মারওয়ান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এরূপ কেন করেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একরকম নামায পড়িতে দেখিয়াছি। তুমি তাঁহার অনুকরণ করিলে আমিও তোমার অনুকরণ করিব। আর যদি তুমি তাহার বিপরীত কর তবে আমি আমার নামায পড়িয়া ঘরে চলিয়া যাইব। (তাবরানী)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নামায পড়াইবার নিয়ম

আবু জাবের ওয়ালেদী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাদিগকে এইরকম

নামায পড়াইতেন? তিনি বলিলেন, তুমি আমার নামাযে ব্যতিক্রম কি দেখিতে পাইয়াছ? বলিলাম, আমি জানিবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তিনি বলিলেন, হাঁ, বরং আরো সংক্ষেপ হইত। মুয়াযযিন মিনার হইতে নামিয়া কাতার পর্যন্ত আসিবার পরিমাণ তাঁহার কেয়াম হইত। (আহমাদ)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, আমি হযরত আবু হোরায়রা(রাঃ)কে অত্যন্ত সংক্ষেপে নামায পড়িতে দেখিয়াছি।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এমনভাবে নামায পড়িয়াছি, যদি আজ কেহ ঐরূপ নামায পড়ে তবে তোমরা তাহাকে দোষারোপ করিবে। (আহমাদ)

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) লোকদের মজলিসে আসিলেন। নামাযের সময় হইলে তাহাদের ইমাম অগ্রসর হইয়া নামায পড়াইল। নামাযের বৈঠকে সে দীর্ঘসময় দেরী করিল। নামায শেষে তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি আমাদের ইমাম হয় সে যেন রুকু সেজদা পূর্ণ রূপে আদায় করে। কারণ, পিছনে, ছোট, বড়, অসুস্থ, মুসাফির ও অনেক কর্মব্যস্ত লোক থাকে। পুনরায় যখন নামাযের সময় হইল, হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) অগ্রসর হইলেন এবং রুকু–সেজদা পূর্ণরূপে আদায় করিলেন ও নামাযকে সংক্ষেপ করিলেন। নামায শেষে বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে এইভাবে নামায পড়িতাম। (তাবরানী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের নামাযের মধ্যে ক্রন্দন

নবী করীম (সাঃ)এর নামাযে ক্রন্দন

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে আরাম করিতেন। হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলে তিনি উঠিয়া গোসল করিতেন। তাঁহার গণ্ড ও চুল বাহিয়া যে পানি গড়াইয়া পড়িত, আমি যেন সে দৃশ্য এখনও দেখিতে পাইতেছি। অতঃপর তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া নামাযে দাঁড়াইতেন। আর আমি তাঁহার কান্নার আওয়াজ শুনিতাম। (আবু ইয়া'লা)

ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যাশ্চর্য কার্য যাহা আপনি দেখিয়াছেন, বর্ণনা করুন। তিনি কিছু সময় চুপ থাকিয়া বলিলেন, একদা রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা, আমাকে ছাড়, আমি আজকের এই রাত্রিতে আমার রব্বের এবাদত করিব। আমি বলিলাম, খোদার কসম, আমি আপনার সান্নিধ্য কামনা করি। আপনার যাহাতে আনন্দ হয় তাহাই আমার নিকট প্রিয়। অতঃপর তিনি অযূ করিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি এত কাঁদিলেন যে, তাঁহার কোল ভিজিয়া গেল। তিনি বসিয়া ছিলেন, এত কাঁদিলেন যে, তাঁহার দাড়ি মোবারক ভিজাইয়া ফেলিলেন। তারপরও এত কাঁদিলেন যে, যমীন ভিজিয়া গেল। হযরত বেলাল (রাঃ) যখন নামাযের জন্য ডাকিতে আসিয়া তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিলেন, বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,আপনি কাঁদিতেছেন? অথচ আল্লাহ তায়ালা আপনার অতীত–ভবিষ্যৎ–এর সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি কি শোকরগুযার বান্দা হইব না? অদ্য রাত্রিতে আমার উপর একটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। যে ব্যক্তি, উহা পড়িল কিন্তু চিন্তা করিল না সে ধ্বংস হইল।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ এবং যমীনের সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির গমনাগমনে নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে জ্ঞানবানদের জন্য। (তারগীব)

হযরত মুতাররিফের পিতা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে এরূপ রত দেখিয়াছি যে, কান্নার দরুন তাহার সিনার ভিতর হইতে যাঁতা ঘুরার ন্যায় শব্দ বাহির হইতেছিল। (আবু দাউদ)

ইমাম নাসায়ী (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, তাহার সিনার ভিতরে ফুটন্ত পাতিলের ন্যায় শব্দ হইতেছিল।

হযরত ওমর (রাঃ)এর নামাযে ক্রন্দন

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদাদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ফজরের নামাযে সূরা ইউসূফ পড়িতেছিলেন। যখন তিনি

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

অর্থ ঃ আমি আমার শোক ও দুঃখের অভিযোগ কেবল আল্লাহর সমীপেই করিতেছি। (মুনতাখাবুল কান্‌য)

উক্ত আয়াতে পৌঁছিলেন, তখন আমি সর্বশেষ কাতার হইতে কান্নার দরুন তাঁহার হেঁচকির আওয়াজ শুনিতে পাইলাম।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর পিছনে নামায পড়িয়াছি। তিন কাতার পিছন হইতে আমি তাহার কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছি।

নামাযে খুশু'-খুযু

সাহাবা (রাঃ)দের নামাযে খুশু'

সাহল ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ), নামাযের মধ্যে কোন দিকে চাহিতেন না। (মুনতাখাবুল কান্‌য)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) নামাযে এরূপ (স্থির হইয়া) দাঁড়াইতেন যেন একটি স্তম্ভ। হযরত আবু বকর (রাঃ)ও এরূপ দাঁড়াইতেন। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ইহাই নামাযের খুশু'। (মুনতাখাবুল কান্‌য)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) নামাযে এরূপ দণ্ডায়মান হইতেন যেন একটি স্তম্ভ। এবং বলা হইত যে, ইহা নামাযে খুশু'র অন্যতম একটি বিষয়।

হযরত ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) বলেন, তুমি যদি হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে নামাযরত দেখিতে তবে বলিতে যে, একটি গাছের ডালা যাহাকে বাতাস ঝাপটা দিতেছে। মিনজানিক (পাথর নিক্ষেপের যন্ত্রবিশেষ)এর পাথর

যত্র-তত্র পড়িতেছিল, কিন্তু তিনি পরওয়া করিতেছিলেন না।

হযরত আতা (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন মনে হইত যেন একটি স্থির বাঁশের খুটা। (আবু নুআঈম)

যায়েদ ইবনে আবদুল্লাহ শায়বানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি, যখন তিনি নামাযের জন্য যাইতেন, এমন ধীরে চলিতেন যে, যদি কোন পিঁপড়া তাহার সহিত চলিতে আরম্ভ করে তবে তোমার মনে হইবে তিনি তাহারও আগে যাইতে পারিবেন না। (ইবনে সা'দ)

ওয়াসে' ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নামাযে তাঁহার সকল অঙ্গকে কেবলামুখী রাখিতেন। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীকেও কেবলামুখী রাখিতেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর ন্যায় নামাযে হাত-পা ও চেহারাকে এরূপ কেবলামুখী করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই।

আবু বুরদাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর পার্শ্বে নামায পড়িয়াছি। সেজদায় যাইয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْكَ اَحَبَّ شَيْءٍ اِلَيَّ وَاَخْشٰى شَيْءٍ عِنْدِىْ

অর্থাৎ—আয় আল্লাহ, আপনার সত্তাকে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং সর্বাধিক ভক্তিপূর্ণ ভয়ের বস্তু বানাইয়া দিন।

তাহাকে সেজদায় আরো বলিতে শুনিয়াছি—

رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ

অর্থাৎ হে আমার পরওয়ারদিগার, যেহেতু আপনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন, অতএব আমি কখনও অপরাধীদের সহায়তা করিব না।

তিনি বলিয়াছেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর এ যাবৎ যত নামায পড়িয়াছি প্রত্যেক নামায আমার গুনাহের কাফফারা হইবে বলিয়া আশা

করিয়াছি। (আবু নুআঈম)

আ'মাশ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যখন নামায পড়িতেন, মনে হইত যেন একটি কাপড় পড়িয়া রহিয়াছে। (তাবরানী)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর স্ত্রীকে ধমক দেওয়া

হযরত উম্মে রুমান (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) একবার আমাকে নামাযে দুলিতে দেখিয়া এত জোরে ধমক দিলেন যে, আমি নামায ছাড়িয়া দিবার উপক্রম হইলাম। তারপর তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যখন তোমরা কেহ নামায পড়, নিজের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গকে স্থির রাখিবে। ইহুদীদের ন্যায় দুলিবে না। কারণ, অঙ্গ–প্রত্যঙ্গকে স্থির রাখা পূর্ণাঙ্গ নামাযের অংশবিশেষ। (কান্য)

নবী করীম (সাঃ)এর সুন্নাতে মুআক্কাদাহসমূহের প্রতি এহ্তেমাম বা যত্নবান হওয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা

আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তিনি জোহরের পূর্বে আমার ঘরে চার রাকাত পড়িতেন। অতঃপর বাহির হইয়া লোকদিগকে নামায পড়াইতেন। পুনরায় আমার ঘরে আসিয়া দুই রাকাত পড়িতেন। এবং মাগরিবের নামায পড়াইয়া আমার ঘরে আসিয়া দুই রাকাত পড়িতেন। এশার নামায পড়াইয়া আমার ঘরে ফিরিয়া দুই রাকাত পড়িতেন। রাত্রিবেলা বেতর সহ নয় রাকাত পড়িতেন। তিনি রাত্রে দীর্ঘসময় পর্যন্ত দাঁড়াইয়া পড়িতেন। আবার দীর্ঘসময় বসিয়া পড়িতেন। যখন দাঁড়াইয়া পড়িতেন তখন দাঁড়াইয়া রুকু করিতেন ও সেজদা করিতেন। আর যখন বসিয়া পড়িতেন তখন বসিয়া রুকু করিতেন ও সেজদা করিতেন। ফজরের সময় হইলে দুই রাকাত পড়িয়া বাহির হইতেন এবং লোকদিগকে ফজরের নামায পড়াইতেন। (মুসলিম)

ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতের ন্যায় অন্য কোন নফল এত গুরুত্বসহকারে আদায় করিতেন না।

ইবনে খুযাইমাহ (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাতের ন্যায় কোন নেক কাজের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হইতে দেখি নাই। এমন কি কোন গনীমতের প্রতিও না। (তারগীব)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে ইমাম বোখারী (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও ফজরের পূর্বে দুই রাকাত কখনও ছাড়িতেন না।

হযরত বেলাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের নামাযের জন্য ডাকিতে আসিলে হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)কে কোন এক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাকে দীর্ঘসময় মশগুল করিয়া রাখিলেন যে, ভোরের আলো চারিদিক আলোকিত করিয়া ফেলিল। এবং খুব ফর্সা হইয়া গেল। হযরত বেলাল (রাঃ) অনবরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের জন্য ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বাহির হইলেন না। অতঃপর বাহির হইয়া নামায পড়াইলেন। নামাযের পর হযরত বেলাল (রাঃ) তাঁহাকে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর মশগুল করিয়া রাখার দরুন অত্যাধিক ফর্সা হইয়া যাওয়া ও তাঁহার বাহির হইতে দেরী হওয়া সম্পর্কে আপত্তি করিলে তিনি বলিলেন, আমি ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত পড়িতেছিলাম। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি অনেক দেরী করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, যতখানি দেরী হইয়াছে যদি আরো দেরী হইত তথাপি আমি ফজরের সুন্নাত পড়িতাম এবং উত্তমরূপে ও সুন্দররূপে পড়িতাম। (আবু দাউদ)

জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত

হযরত কাবুসের পিতা (রহঃ) বলেন, আমাকে আমার পিতা হযরত

আয়েশা (রাঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন যে, কোন নামাযের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক নিয়মানুবর্তিতা পছন্দ করিতেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন, উহার কেয়ামকে দীর্ঘ করিতেন। রুকু ও সেজদাহ উত্তমরূপে আদায় করিতেন। (ইবনে মাযাহ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলিবার পর জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন। এবং তিনি বলিয়াছেন, এই সময় আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং আমার একান্ত ইচ্ছা হয় যে, ঐসকল দরজা দিয়া আমার নেক আমল উপরে উঠুক। (তারগীব)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত পড়িতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতে না পারিলে উহা পরে পড়িয়া লইতেন। (তিরমিযী)

হযরত আবু আইউব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে মেহমান হওয়ার পর আমি তাঁহাকে সর্বদাই জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতে দেখিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, যখন সূর্য ঢলিয়া পড়ে আসমানের দরজাগুলি খুলিয়া দেওয়া হয়। জোহরের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত উহা বন্ধ করা হয় না। সুতরাং আমার একান্ত ইচ্ছা হয় যে, উক্ত সময়ে আমার নেক আমল উপরে উঠুক। (তারগীব)

আসর ও মাগরিবের সুন্নাত

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন। এবং এই চার রাকাতের মাঝে আল্লাহ তায়ালার নিকটতম ফেরেশতাগণ ও তাহাদের অনুসারী মুমিন মুসলমানদের প্রতি সালাম পাঠ দ্বারা পৃথক করিতেন। (তিরমিযী)

আবু দাউদ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে দুই রাকাত পড়িতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পর দুই রাকাত পড়িতেন। এবং উহাতে এত দীর্ঘ কেরাত পড়িতেন যে, মুসল্লীগণ নামায শেষ করিয়া চলিয়া যাইত। (তাবরানী)

সাহাবা (রাঃ)দের সুন্নাতে মুআক্কাদার প্রতি এহ্তেমাম

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক সুন্নাতের এহতেমাম

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, এই দুই রাকাত আমার নিকট লালবর্ণের উষ্ট্র দল হইতে অধিক প্রিয়। (কান্য)

আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘরে যাইয়া দেখিলেন, তিনি জোহরের পূর্বে নামায পড়িতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কেমন নামায? হযরত ওমর (রাঃ) উত্তর দিলেন, ইহা রাত্রের (তাহাজ্জুদ) নামায সমতুল্য। (কান্য)

আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত তাঁহার ঘরে জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িয়াছি।

অন্যান্য সাহাবা কর্তৃক সুন্নাতের এহতেমাম

হোযাইফা ইবনে আসীদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে সূর্য ঢলিবার পর চার রাকাত দীর্ঘ নামায পড়িতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই নামায পড়িতে দেখিয়াছি। (কান্য)

আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর অতি নিকটবর্তী ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সূর্য ঢলিবার পর উঠিয়া একশত আয়াতবিশিষ্ট দুই সূরা দ্বারা চার রাকাত নামায পড়িলেন। তারপর যখন মুয়াযযিনগণ আযান শেষ করিল তখন তিনি কাপড় পরিধান করিয়া নামাযের জন্য বাহির হইলেন। (তাবরানী)

হযরত আসওয়াদ, মুররাহ ও মাসরুক (রহঃ)—ইহারা সকলে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, জোহরের পূর্বে চার রাকাত নামায ব্যতীত অন্য কোন দিনের নামায রাত্রের (তাহাজ্জুদ) নামাযের সমতুল্য নাই। এবং দিনের অন্যান্য সকল নামাযের উপর উহার ফজিলত এমন, যেমন জামাতের সহিত নামাযের ফজিলত একাকি নামাযের উপর।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সাহাবা (রাঃ) জোহরের পূর্বে চার রাকাতের ন্যায় দিনের অন্য কোন নামাযকে রাত্রের (তাহাজ্জুদ) নামাযের সমতুল্য মনে করিতেন না। তাঁহারা উক্ত চার রাকাতকে রাত্রের (তাহাজ্জুদ) নামাযের সমতুল্য মনে করিতেন। (কান্‌য)

হযরত বারা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। (কান্‌য)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সূর্য ঢলিবার পর মসজিদে আসিয়া জোহরের পূর্বে বার রাকাত নামায পড়িতেন। তারপর বসিয়া থাকিতেন।

হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) জোহরের পূর্বে প্রথম আট রাকাত পড়িতেন। তারপর চার রাকাত পড়িতেন। (কান্‌য)

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়াত করিয়াছেন যেন মৃত্যু পর্যন্ত উহা না ছাড়ি। তন্মধ্যে একটি হইল, আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়া। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত আমি উহা ছাড়িব না। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন। (কান্‌য)

আবু ফাখতাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আলী (রাঃ) আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন, মাগরিব ও এশার মাঝে গাফলতের নামায আছে। অতঃপর বলিলেন, তোমরা সেই গাফলতের মধ্যেই পতিত হইয়াছ।

(অর্থাৎ উক্ত নামায হইতে গাফেল হইয়া গিয়াছ।) (কান্‌য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর চার রাকাত নামায পড়িবে সে যেন জেহাদের পর জেহাদ করিল। (কান্‌য)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের তাহাজ্জুদ নামাযের এহ্‌তেমাম

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর এহ্‌তেমাম

আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহাকে বলিয়াছেন, তাহাজ্জুদ নামায ছাড়িও না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও উহা ছাড়িতেন না। যদি কখনও অসুস্থ অথবা আলস্য বোধ করিতেন তবে বসিয়া বসিয়া পড়িতেন। (তারগীব)

তাহাজ্জুদ নামায ফরজ হওয়া ও পরে উহার পরিবর্তন

হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, তাহাজ্জুদ নামায আমাদের উপর ফরজ করা হইয়াছিল। যেমন—

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۔

অর্থ ঃ হে বস্ত্রাবৃত (রসূল), রাত্রিকালে (নামাযে) দণ্ডায়মান থাকুন, কিয়দংশ রাত্রি ব্যতীত, অর্থাৎ অর্ধেক রাত্রি অথবা অর্ধেক হইতেও কিছু কম করুন।

সুতরাং আমরা এত দীর্ঘ নামায পড়িতে লাগিলাম যে, আমাদের পা ফুলিয়া গেল। তখন আল্লাহ তায়ালা রোখসতের আয়াত নাযেল করিলেন। অর্থাৎ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত।(বায্‌যার)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর বিতর নামায

সাঈদ ইবনে হিশাম (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়া মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন। সেখানে তাহার যে জমিজমা আছে উহা বিক্রয় করিয়া তদ্বারা ঘোড়া ও যুদ্ধের অস্ত্রাদি খরিদ করতঃ

রুমীদের বিরুদ্ধে মৃত্যু পর্যন্ত জেহাদে লিপ্ত হইবার মনস্থ করিলেন। ইত্যবসরে নিজ কাওমের কিছু লোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে তাহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাহাদের কাওমের ছয়জন লোক এইরূপ এরাদা করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমার মধ্যে কি তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নাই? অতঃপর তিনি তাহাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। ইহা শুনিয়া সাঈদ ইবনে হিশাম (রহঃ) তৎক্ষণাৎ উপস্থিত লোকদিগকে সাক্ষী করিয়া তালাক হইতে রুজু করিলেন। তারপর আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বর্ণনা করিলেন যে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট যাইয়া তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর সম্পর্কে যমীনবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত? সাঈদ (রহঃ) বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যাহা বর্ণনা করেন উহা পুনরায় আমাকে জানাইও।

সাঈদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত হাকীম ইবনে আফলাহ (রাঃ)এর নিকট আসিয়া তাহাকে আমার সঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট চলিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি উত্তর দিলেন, আমি তাঁহার নিকট যাইতে পারিব না। কারণ, আমি তাঁহাকে এই দুই দল (অর্থাৎ হযরত আলী ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)) সম্পর্কে কোনপ্রকার কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি নিষেধ শুনেন নাই। সাঈদ বলেন, আমি তাঁহাকে কসম দিলে তিনি আমার সঙ্গে আসিলেন। আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাকীম? এবং চিনিতে পারিলেন। হযরত হাকীম উত্তর দিলেন, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সঙ্গে এই ব্যক্তি কে? হযরত হাকীম (রাঃ) বলিলেন, সাঈদ ইবনে হিশাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ হিশাম? হযরত হাকীম (রাঃ) উত্তর দিলেন, আমেরের ছেলে। সাঈদ বলেন, শুনিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহার জন্য রহমতের দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, আমের বড় ভাল লোক ছিল। আমি বলিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে

আমাকে কিছু বলুন। তিনি বলিলেন, তুমি কি কুরআন পড় না? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই! তিনি বলিলেন, কুরআনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ছিল।

অতঃপর আমি উঠিবার ইচ্ছা করিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামাযের কথা স্মরণ হইল। আমি বলিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে বলুন! তিনি বলিলেন, তুমি কি সূরা মুজ্জাম্মিল পড় না? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই! তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা এই সূরার প্রথমাংশে রাত্রের কেয়াম (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামায) কে ফরজ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) এক বৎসর পর্যন্ত এমনভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়িলেন যে, তাহাদের পা ফুলিয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা এই সূরার শেষাংশ বার মাস পর্যন্ত আসমানে আটকাইয়া রাখিলেন। অতঃপর উক্ত হুকুম শিথিল করিয়া সূরার শেষাংশ নাযিল করিলেন। সুতরাং ফরজকৃত তাহাজ্জুদের নামায নফলে পরিণত হইল।

অতঃপর আমি উঠিবার ইচ্ছা করিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতরের কথা স্মরণ হইল। আমি বলিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর সম্পর্কে আমাকে বলুন। তিনি বলিলেন, আমরা তাঁহার জন্য মেসওয়াক ও অযূর পানি প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। রাত্রে আল্লাহ তায়ালা যখন চাহিতেন তাঁহাকে জাগ্রত করিতেন। তিনি মেসওয়াক করিয়া অযূ করিতেন। অতঃপর একাধারে আট রাকাত পড়িয়া অষ্টম রাকাতে বসিতেন। বসিয়া আল্লাহ তায়ালার যিকির ও দোয়া করিতেন। তারপর সালাম না ফিরাইয়া নবম রাকাতের জন্য দাঁড়াইয়া যাইতেন। তারপর এক আল্লাহ তায়ালার যিকির ও দোয়া করতঃ আমাদিগকে শুনাইয়া সালাম ফিরাইতেন। অতঃপর দুই রাকাত বসিয়া আদায় করিতেন। বেটা, এই এগার রাকাত হইল। পরবর্তীকালে বার্ধক্যের দরুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর যখন মাংসল হইয়া গেল তখন তিনি সাত রাকাতে বিতর পূর্ণ করিতেন। সপ্তম রাকাতে সালাম ফিরাইবার পর দুই রাকাত বসিয়া আদায় করিতেন। বেটা, এই নয় রাকাত হইল। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন নামায পড়িতেন, নিয়মিত পড়িতে পছন্দ করিতেন। অতএব যদি ঘুম, ব্যথা–বেদনা বা কোন অসুখের দরুন রাত্রে নামায পড়িতে না পারিতেন, তবে দিনে বার রাকাত পড়িয়া লইতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও এক রাত্রে সকাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়িয়াছেন, অথবা রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখিয়াছেন, আমার জানা নাই। সাঈদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট আসিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ)এর এই হাদীস শুনাইলে তিনি বলিলেন, তিনি সত্য বলিয়াছেন। শুন, যদি আমি তাঁহার নিকট যাইতাম তবে আমাকেও তিনি নিজ মুখে শুনাইতেন। (আহমাদ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, সূরা মুজ্জাম্মেলের প্রথমাংশ নাযিল হইবার পর সাহাবা (রাঃ) তাহাজ্জুদের নামায রমযানের তারাবীহের ন্যায় দীর্ঘ পড়িতেন। এই সূরার প্রথমাংশ ও শেষাংশ নাযিলের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান ছিল এক বৎসর। (কান্য)

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর তাহাজ্জুদ নামায

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রথম রাত্রিতে বিতর আদায় করিয়া ফেলিতেন। আর তাহাজ্জুদের নামায দুই দুই রাকাত করিয়া পড়িতেন।

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রাত্রে যতক্ষণ আল্লাহ চাহিতেন নামায পড়িতেন। তারপর অর্ধ রাত্র হইলে নিজের পরিবারস্থ লোকদিগকে নামাযের জন্য জাগাইতেন। তাহাদিগকে নামায বলিয়া আওয়াজ দিতেন ও নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করিতেন।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ . . . . وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى

অর্থ ঃ আর আপনার পরিবারস্থ লোকদিগকে নামাযের আদেশ করিতে থাকুন, এবং নিজেও উহার পাবন্দ থাকুন, আমি আপনার নিকট রিযিক চাহিনা। রিযিক তো আপনাকে আমিই দিব। আর উৎকৃষ্ট পরিণাম তো পরহেযগারীরই। (মুনতাখাবুল কান্‌য)

হযরত হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর একজন বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। এবং বলিলেন, খোদার কসম, আমি মাল-আওলাদের আশায় তাহাকে বিবাহ করি নাই, বরং আমি হযরত ওমরের (রাঃ) রাত্র সম্পর্কে জানিবার জন্য বিবাহ করিয়াছি। অতএব তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে হযরত ওমর (রাঃ)এর নামায কিরূপ হইত? তাহার স্ত্রী উত্তর দিলেন, তিনি এশার নামাযের পর আমাদিগকে তাঁহার শিয়রে একটি পাত্রে পানি রাখিয়া ঢাকিয়া রাখিতে বলিতেন। রাত্রে যখন জাগ্রত হইতেন উক্ত পানিতে হাত দিয়া নিজের চেহারা ও হাতদ্বয় মাসাহ করিতেন, তারপর যতক্ষন ইচ্ছা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাকিতেন। এইরূপে কয়েকবার জাগ্রত হইতেন। অবশেষে ঐ সময় হইত যখন তিনি তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন।

এই বর্ণনা শুনিয়া হযরত ইবনে বুরাইদাহ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কে বর্ণনা করিয়াছে? হযরত হাসান (রহঃ) বলিলেন, ওসমান ইবনে আবিল আসে (রাঃ)এর মেয়ে। ইবনে বুরাইদাহ (রাঃ) বলিলেন, বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) মধ্য রাত্রিতে নামায পড়িতে পছন্দ করিতেন। (কান্‌য)

অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের তাহাজ্জুদ নামায

হযরত নাফে' (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নামাযে রাত্র কাটাইতেন। নাফে' (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিতেন, হে নাফে', সেহরীর সময় হইয়াছে কি? তিনি উত্তর দিতেন, না। সুতরাং আবার নামাযে মশগুল হইতেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেন, হে নাফে' সেহরীর

সময় হইয়াছে কি? তিনি উত্তর দিতেন, হাঁ। তারপর বসিয়া পড়িতেন। ফজর পর্যন্ত ইস্তেগফার ও দোয়াতে মশগুল থাকিতেন। (আবু নুআঈম)

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রাত্রে যতবার জাগ্রত হইতেন, নামায পড়িতেন। আবু গালিব (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কায় আমাদের নিকট মেহমান হইতেন। তিনি রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়িতেন। একদিন ফজরের কিছু পূর্বে আমাকে বলিলেন, হে আবু গালিব, তুমি কি নামাযের জন্য উঠিবে না? কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হইলেও পড়। আমি বলিলাম, সুবহে সাদেকের সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। এত অল্প সময়ে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ কিরূপে পড়িব? তিনি বলিলেন, সূরায়ে এখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (আবু নুআঈম)

হযরত আলকামা ইবনে কায়েস (রহঃ) বলেন, আমি একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সহিত রাত্রি যাপন করিলাম। তিনি প্রথম রাত্রে উঠিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। নামাযে মহল্লার মসজিদের ইমামের ন্যায় তারতীলের সহিত ধীরে ধীরে কেরাত পড়িতেছিলেন। কোন শব্দের পুনরাবৃত্তি করিতেছিলেন না। উচ্চ অথবা অতি নিচ স্বরেও নহে, বরং আশেপাশের লোকজন শুনিতে পায় এমন স্বরে পড়িতেছিলেন। যখন মাগরিবের আযান দিয়া নামায শেষ করিবার পরিমাণ রাত্রের অন্ধকার বাকি রহিল, (অর্থাৎ রাত শেষ হইতে অতি অল্প সময় বাকি রহিল) তখন তিনি বেতর পড়িলেন। (তাবরানী)

হযরত তারেক ইবনে শিহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি হযরত সালমান (রাঃ)এর (এবাদতে) মেহনত দেখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট রাত্রি যাপন করিলেন। তিনি রাত্রের শেষ ভাগে উঠিয়া নামায পড়িলেন। অর্থাৎ যেমন আশা করিয়াছিলেন, তেমন কোন মেহনত দেখিতে পাইলেন না। এই বিষয়ে হযরত সালমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায় করিতে থাক। কারণ ইহা ছোট ছোট গুনাহের জন্য কাফফারা, যতক্ষণ না কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। এশার নামাযের পর মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রথম—যাহাদের জন্য রাত্রি

ক্ষতিকর,লাভজনক নহে। দ্বিতীয়—যাহাদের জন্য রাত্রি লাভজনক, ক্ষতিকর নহে। তৃতীয়—যাহাদের জন্য রাত্রি না লাভজনক না ক্ষতিকর। যে ব্যক্তি রাত্রের অন্ধকার ও মানুষের গাফলতিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, রাত্রি তাহার জন্য ক্ষতিকর, লাভজনক নহে। আর যে ব্যক্তি রাত্রের অন্ধকার ও মানুষের গাফলতিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া নামাযে মগ্ন হইল তাহার জন্য রাত্রি লাভজনক, ক্ষতিকর নহে। যে ব্যক্তি (এশার) নামায পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার জন্য রাত্রি না লাভজনক, না ক্ষতিকর। এমন দ্রুত চলিও না যে, ক্লান্ত হইয়া পড়। মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর ও নিয়মিত করিতে থাক।

নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের সূর্যোদয় হইতে সূর্য ঢলা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামাযের এহ্তেমাম

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর চাশতের নামায

হযরত উম্মে হানী ফাখতাহ বিনতে আবি তালেব (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি গোসল করিতেছেন। গোসল শেষ করিয়া তিনি আট রাকাত নামায পড়িলেন। উহা চাশতের সময় ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামায চার রাকাত বা উহার অধিক আল্লাহ পাক যে পরিমাণ চাহিতেন, পড়িতেন। (মুসলিম)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাশতের নামায ছয় রাকাত পড়িতে দেখিয়াছি। ইহার পর আমি কখনও উহা পরিত্যাগ করি নাই। (তাবরানী)

হযরত উম্মে হানী (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ঘরে আসিয়া চাশতের নামায ছয় রাকাত পড়িয়াছেন। (তাবরানী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) চাশতের নামায দুই রাকাত পড়িলেন। তাহার স্ত্রী বলিলেন, আপনি তো দুই রাকাত পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিজয় ও আবু জাহলের মস্তক আনয়নের সুসংবাদ দেওয়া হইলে তিনি উহা দুই রাকাত পড়িয়াছিলেন। (বায্যার)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি এই আয়াত—

بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ

অর্থ ঃ সন্ধ্যায় ও এশরাকের সময় তাহারা তাহার সহিত তাসবিহ পাঠ করিত'।

বহুবার পড়িয়াছি, কিন্তু উহার (অর্থাৎ এশরাকের) প্রকৃত অর্থ হযরত উম্মে হানী বিনতে আবি তালেব (রাঃ)এর হাদীস শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ঘরে যাইয়া একটি পাত্রে অযূর পানি চাহিলেন। তিনি বলেন, সেই পাত্রে আটা লাগিয়া থাকার চিহ্ন যেন আমি আজও দেখিতে পাইতেছি। তিনি অযূ করিয়া চাশতের নামায পড়িয়া বলিলেন, হে উম্মে হানী, ইহাই এশরাকের নামায। (তাবরানী)

চাশতের নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক জামাত পাঠাইলেন। তাহারা অতি অল্প সময়ে বহু পরিমাণ গনীমতের মাল লইয়া ফিরিয়া আসিল। এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই জামাতের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে গনীমতের মাল লইয়া এরূপ দ্রুত ফিরিয়া আসিতে আমরা আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি বলিলেন, আমি কি ইহাদের অপেক্ষা দ্রুতপ্রত্যাবর্তনকারী ও অধিক গনীমতের মাল সংগ্রহকারী সম্পর্কে তোমাদেরকে বলিব? যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করিয়া মসজিদে গমন করে। এবং তথায় ফজরের নামায আদায় করতঃ চাশতের নামায পড়ে। সে (ইহাদের অপেক্ষা) অতি অল্প সময়ে অধিক গনীমত লাভ

করিয়া প্রত্যাবর্তন করে। (তারগীব)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত হাদীসে বর্ণিত প্রশ্নকারী হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন।

সাহাবা (রাঃ)দের চাশতের নামায

হযরত আতা আবু মুহাম্মাদ (রহঃ) বলিয়াছেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে মসজিদে চাশতের নামায পড়িতে দেখিয়াছি। (কান্য)

হযরত ইকরামাহ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদিন চাশতের নামায পড়িতেন ও দশদিন পরিত্যাগ করিতেন। (কান্য)

হযরত আয়েশা বিনতে সা'দ (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) চাশতের নামায আট রাকাত পড়িতেন। (তাবরানী)

জোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামাযের এহ্তেমাম

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) চাশতের নামায পড়িতেন না। কিন্তু শেষ রাত্রে এবং জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে দীর্ঘ নামায পড়িতেন। (তাবরানী)

হযরত নাফে' (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) জোহর হইতে আসর পর্যন্ত সময় এবাদতে কাঠাইতেন। (আবু নুআঈম)

মাগরিব এবং এশা'র মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামাযের এহ্তেমাম

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর এহতেমাম

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত মাগরিবের নামায পড়িলাম। অতঃপর তিনি এশা পর্যন্ত নামাযে মশগুল রহিলেন। (তারগীব)

সাহাবা (রাঃ)এর এহতেমাম

মোহাম্মাদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আম্মার (রাঃ)কে মাগরিবের পর ছয় রাকাত পড়িতে দেখিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, আমি আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের পর ছয় রাকাত পড়িতে দেখিয়াছি এবং তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত পড়িবে তাহার গুনাহ্সমূহ সমুদ্রের ফেনাসম হইলেও তাহা মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (তাবরানী)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে আমি যখনই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট আসিয়াছি তাঁহাকে নামাযে রত দেখিয়াছি। অতএব আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সময় আমি যখনই (আপনার নিকট) আসিয়াছি আপনাকে নামাযে রত দেখিয়াছি, কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন, ইহা গাফ্লতের সময়। (তাবরানী)

আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, কি উত্তম এই গাফলতের সময়! অর্থাৎ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়া।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে যে ব্যক্তি নামায পড়ে, ফেরেশতাগণ তাহাকে ঘিরিয়া রাখেন। ইহা আওয়াবীনের নামায।(কান্য)

ঘরে প্রবেশ করিবার ও ঘর হইতে বাহির হইবার কালে নফল নামাযের এহ্তেমাম

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। তিনি তাঁহাকে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, তিনি ঘর হইতে বাহির হইবার সময় দুই রাকাত নামায পড়িতেন। অনুরূপ ঘরে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত পড়িতেন। কখনও উহা পরিত্যাগ করিতেন না। (ইসাবাহ)

তারাবীহ্র নামায

তারাবীহ নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের তারাবীহ্ সম্পর্কে বাধ্যতামূলক কোন হুকুম করিতেন না, তবে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এবং বলিতেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতেসাবের (সওয়াবের নিয়তে) সহিত রমযানে তারাবীহ নামায পড়িবে তাহার পশ্চাতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে ও হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলের প্রারম্ভিক কিছু কাল পর্যন্ত তারাবীহর বিষয়টি এরূপই ছিল। (মুসলিম)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর তারাবীহ পড়ানো

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে লোকদের নিকট আসিয়া দেখিলেন, তাহারা মসজিদের এক কোণায় নামায পড়িতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কি করিতেছে? তাঁহাকে বলা হইল, ইহাদের কুরআন মুখস্ত নাই বিধায় উবাই ইবনে কা'ব তাহাদিগকে নামায পড়াইতেছেন, আর তাহারা মুক্তাদি হইয়া নামায পড়িতেছে। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, ইহারা সঠিক কাজ করিয়াছে, অতি উত্তম কাজ করিয়াছে। (আবু দাউদ)

হযরত ওমর (রাঃ)এর যুগে তারাবীহ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে কারী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত রমযান মাসে রাত্রিতে মসজিদে গেলাম। দেখিলাম, লোকজন বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে (তারাবীহর) নামায পড়িতেছে। কেহ বা নিজের নামায পড়িতেছে। আর কিছু লোক তাহার একতেদা করিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা দেখিয়া বলিলেন, আমি যদি ইহাদিগকে একজন কারীর পিছনে সমবেতভাবে নামায পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দেই তবে আমার মনে হয় উত্তম হইবে। অতঃপর তিনি উহার সিদ্ধান্ত নিলেন, এবং সকলকে হযরত উবাই

ইবনে কা'ব (রাঃ)এর পিছনে সমবেত করিয়া দিলেন। ইহার পর আবার এক রাত্রিতে হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত মসজিদে যাইয়া দেখিলাম, লোকজন তাহাদের নির্ধারিত কারীর পিছনে নামায আদায় করিতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কি সুন্দর বেদআত ইহা! তবে যে নামাযের সময় তোমরা ঘুমাইয়া থাক উহা অধিক উত্তম এই নামায অপেক্ষা, যাহা তোমরা আদায় করিতেছ। অর্থাৎ শেষ রাত্রের নামায।কারণ লোকজন শুধু প্রথম রাত্রের (তারাবীর) নামায আদায় করিত। (কান্‌য)

নওফল ইবনে ইয়াস হুযালী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে রমযান মাসে মসজিদে বিচ্ছিন্নভাবে এখানে–সেখানে (তারাবীহর) নামায পড়িতাম। যাহার আওয়াজ সুন্দর, লোকজন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি কি দেখিতেছি না যে, ইহারা কুরআনকে গান সাজাইয়া লইয়াছে? খোদার কসম, সম্ভব হইলে আমি ইহাকে অবশ্যই পরিবর্তন করিয়া দিব। অতঃপর তিন রাত্র পরই তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে আদেশ করিলে তিনি তাহাদের নামায পড়াইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) কাতারের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিলেন, যদি ইহা বেদআত হইয়া থাকে, তবে কি সুন্দর বেদআত! (ইবনে সা'দ)

আবু ইসহাক হামদানী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) রমযান মাসে রাত্রের প্রথমাংশে মসজিদে আসিলেন। বাতি জ্বলিতেছিল আর আল্লাহর কিতাবের তেলাওয়াত হইতেছিল। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তোমার কবরকে নূরান্বিত করুন, যেমন তুমি আল্লাহ তায়ালার মসজিদগুলিকে কুরআন দ্বারা নূরান্বিত করিয়াছ। (কান্‌য)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) লোকদিগকে রমযান মাসে তারাবীহতে সমবেত করিলেন। পুরুষদিগকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর পিছনে ও মেয়েদিগকে হযরত সুলাইমান ইবনে আবি হাসমা (রাঃ)এর পিছনে। (কান্‌য)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর যুগে তারাবীহ

ওমর ইবনে আবদুল্লাহ আনসী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) ও হযরত তামীম দারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থানে দাঁড়াইয়া পুরুষদিগের নামায পড়াইতেন। আর সুলাইমান ইবনে আবি হাসমা (রাঃ) মসজিদের বাহিরে হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক নির্মিত একটি জায়গায় মেয়েদেরকে নামায পড়াইতেন। হযরত ওসমান (রাঃ) আপন খেলাফত আমলে মেয়ে–পুরুষ সকলকে হযরত সুলাইমান ইবনে আবি হাসমা (রাঃ)এর পিছনে একত্রিত করিয়া দিলেন। তিনি মেয়েদেরকে আটকাইয়া রাখিতে বলিতেন। পুরুষরা চলিয়া গেলে তাহাদিগকে ছাড়িতেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত আলী (রাঃ)এর যুগে তারাবীহ

আরফাজাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) রমযানে লোকদিগকে তারাবীহ পড়িতে আদেশ করিতেন। পুরুষদের জন্য একজন ও মেয়েদের জন্য একজন ইমাম নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। আরফাজাহ (রহঃ) বলেন, আমিই মেয়েদের ইমাম ছিলাম। (কান্য)

তারাবীহ নামাযে হযরত উবাই (রাঃ)এর ইমামত

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,অদ্য রাত্রে আমার দ্বারা একটি কাজ হইয়াছে। তখন রমযান মাস ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? হে উবাই! তিনি বলিলেন, আমার ঘরে কিছু মেয়েলোক আমাকে বলিল, আমরা কুরআন পড়িতে পারি না অতএব আমরা আপনার পিছনে নামায পড়িব। আমি তাহাদিগকে আট রাকাত ও বিতর পড়াইয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রতিউত্তর করিলেন না। সুতরাং ইহা সম্মতিসূচক সুন্নাত বলিয়া সাব্যস্ত হইল। (আবু ইয়া'লা)

তওবার নামায

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার পিতা বলিয়াছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে

হযরত বেলাল (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, হে বেলাল, কি আমলের দ্বারা তুমি আমার আগে বেহেশতে প্রবেশ করিলে? কারণ, আমি গতরাত্রে বেহেশতে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে তোমার পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি। তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,যখনই আমার দ্বারা কোন গুনাহ হইয়াছে, আমি দুই রাকাত নামায পড়িয়াছি। আর যখনই আমার অযূ ভঙ্গ হইয়াছে, আমি তৎক্ষণাৎ অযূ করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িয়াছি। (তারগীব)

হাজাত (অর্থাৎ কার্যোদ্ধার)এর নামায

হযরত আনাস (রাঃ)এর ঘটনা

সুমামাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, একদা গ্রীষ্মকালে হযরত আনাস (রাঃ)এর নিকট তাঁহার বাগানের মালী অনাবৃষ্টির অভিযোগ করিল। তিনি পানি আনাইয়া অযূ করিলেন এবং নামায পড়িলেন। তারপর মালীকে বলিলেন, তুমি কি কিছু দেখিতে পাইতেছ? সে বলিল, আমি কিছুই দেখিতেছি না। তিনি পুনরায় নামায পড়িলেন। এইরূপে তৃতীয় অথবা চতুর্থ বারে বলিলেন, দেখ! সে উত্তর দিল, আমি পাখির ডানা পরিমাণ মেঘ দেখিতেছি। তিনি নামায ও দোয়ায় মশগুল থাকিলেন। অতঃপর তাহার মালী আসিয়া বলিল, আকাশ মেঘে ছাইয়া গিয়াছে এবং বৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলিলেন, বিশর ইবনে শাগাফের দেওয়া ঘোড়াটিতে চড়িয়া দেখ, কোন্ পর্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে। সে উহাতে চড়িয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল, বৃষ্টি মুসাইয়েরীন ও কুজবানের মহলগুলিও অতিক্রম করে নাই। (ইবনে সা'দ)

হযরত আলী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি একবার অসুস্থ হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে নিজের জায়গায় দাঁড় করাইয়া নামায পড়িতে লাগিলেন। এবং তাঁহার কাপড়ের এক অংশ আমার শরীরের উপর দিয়া দিলেন। অতঃপর (নামায শেষ করিয়া) বলিলেন, হে ইবনে আবি তালেব, তুমি সুস্থ হইয়া গিয়াছ। তোমার কোন অসুখ নাই। আমি আল্লাহর নিকট যাহা কিছু নিজের জন্য চাহিয়াছি তোমার

জন্যও চাহিয়াছি। আর আমি আল্লাহর নিকট যাহা চাহিয়াছি, তিনি সবই আমাকে দান করিয়াছেন। অবশ্য আমাকে বলা হইয়াছে যে, 'তোমার পরে কোন নবী নাই। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি এমন অবস্থায় উঠিয়া আসিলাম, যেন আমার কোন অসুখ হয় নাই। (মুনতাখাব)

হযরত আবু মোআল্লাক (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী আবু মোআল্লাক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজের ও অপরের মাল লইয়া ব্যবসা করিতেন। খুবই মুত্তাকী পরহেজগার ছিলেন। একবার তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাহির হইলে এক সশস্ত্র ডাকাতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ডাকাত তাহাকে বলিল, তোমার মালামাল রাখ, আমি তোমাকে হত্যা করিব। তিনি বলিলেন, তুমি মাল লইয়া যাও। ডাকাত বলিল, তোমাকে খুন করাই আমার উদ্দেশ্য। তিনি বলিলেন, তবে আমাকে নামায পড়িতে সুযোগ দাও। সে বলিল, তোমার যত ইচ্ছা নামায পড়িতে পার। তিনি অযূ করিয়া নামায পড়িলেন ও এইরূপ দোয়া করিতে লাগিলেন—

يَا وَدُودُ! يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدُ! يَا فَعَّالاً لِمَا يُرِيدُ! اَسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ
الَّتِي لَا تُرَامُ وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ اَرْكَانَ
عَرْشِكَ اَنْ تَكْفِيَنِي شَرَّ هٰذَا اللِّصِّ، يَا مُغِيثُ اَغِثْنِي!

অর্থ ঃ হে ভালবাসার আধার, হে সম্মানিত আরশের মালিক,হে আপন ইচ্ছার উপর ক্ষমতাবান, আপনার সেই সমুন্নত ইজ্জতের উসিলায় যাহার আশা করা যায় না, এবং আপনার সেই ক্ষমতার উসিলায় যাহাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারে না, এবং আপনার সেই নূরের উসিলায় যাহা আপনার

আরশকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, এই ডাকাতের অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা করুন। হে সাহায্যকারী সাহায্য করুন। হে সাহায্যকারী সাহায্য করুন। হে সাহায্যকারী সাহায্য করুন।

তিনবার বলিতেই কান বরাবর বর্শা উত্তোলন করতঃ একজন অশ্বারোহী উপস্থিত হইল। এবং বর্শার আঘাতে ডাকাতকে হত্যা করিল। অতঃপর ব্যবসায়ীর প্রতি চাহিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তোমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাকে সাহায্য করিলেন। সে উত্তর দিল, আমি চতুর্থ আসমানের ফেরেশতা। তুমি যখন প্রথমবার দোয়া করিয়াছ, আমি তখন আসমানের দরজাগুলিতে কড় কড় শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। অতঃপর যখন দ্বিতীয়বার দোয়া করিয়াছ, আমি তখন আসমানবাসীদের শোরগোলের শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। তারপর যখন তুমি তৃতীয়বার দোয়া করিয়াছ, তখন বলা হইল, 'আর্তের ফরিয়াদ।' আমি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তাহাকে কতল করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছি। তারপর ফেরেশতা বলিল, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর ও জানিয়া লও, যে ব্যক্তি অযূ করিয়া চার রাকাত নামায আদায় করতঃ উক্ত দোয়া করিবে, সে আর্ত হউক বা না হউক তাহার দোয়া কবুল হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এল্‌মের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের আগ্রহ ও উহার প্রতি উৎসাহ দান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) এল্‌মে এলাহীর প্রতি কিরূপ আগ্রহ পোষণ করিতেন ও অন্যকে উহার প্রতি কিরূপ উৎসাহিত করিতেন। তাঁহারা কিভাবে ঈমান ও আমল সম্পর্কীয় এল্‌ম অর্জন করিতেন ও অন্যকে শিক্ষা দান করিতেন। এবং সফরে, ঘরে, সুবিধায় ও অসুবিধায় (সর্বাবস্থায়) জ্ঞান অর্জনে মশগুল থাকিতেন। তাঁহারা মদীনা মুনাওয়ারায় আগত মেহমানদের শিক্ষা দানে কিরূপ আত্মনিয়োগ করিতেন। এবং কিভাবে এল্‌ম হাসিল করা, জেহাদ করা ও রুযী উপার্জনকে একত্র করিতেন, এল্‌ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে লোক প্রেরণ করিতেন। তাঁহারা ঐ সকল গুণাবলী অর্জনের প্রতি কিরূপ যত্নবান হইতেন যাহার দ্বারা এল্‌ম আল্লাহর নিকট মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য হয়।

এল্‌মের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎসাহ প্রদান

তালেবে এলমের ফজীলত

হযরত সফওয়ান ইবনে আসসাল মুরাদী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি মসজিদে তাঁহার লাল চাদরে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এল্‌ম তলব করিবার জন্য আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, তালেবে এল্‌মের প্রতি মারহাবা! তালেবে এল্‌মকে ফেরেশতাগণ তাহাদের ডানা দ্বারা বেষ্টন করিয়া লয়। অতঃপর ঐ জিনিসের মহব্বতে যাহা সে তলব করিতেছে তাহারা একজনের উপর আর একজন চড়িতে চড়িতে নিকটতম আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। (তারগীব)

হযরত কাবিসাহ ইবনে মুখারেক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন আসিয়াছ? আমি বলিলাম, আমার বয়স অধিক হইয়া গিয়াছে, হাড় মজিয়া গিয়াছে, আমি আপনার নিকট এইজন্য আসিয়াছি যে, আপনি আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দান করুন যাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাকে ফায়দা দান করিবেন। তিনি বলিলেন, তুমি যে পাথর, বৃক্ষ ও মাটির উপর দিয়া আসিয়াছ প্রত্যেকেই তোমার জন্য ইস্তেগফার অর্থাৎ গুনাহ মাফের দোয়া করিয়াছে। হে কাবিসাহ, তুমি ফজর নামাযের পর তিন বার এই দোয়া পড়িও—

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ

তুমি দৃষ্টিহীনতা, কুষ্ঠরোগ ও পক্ষাঘাত হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। হে কাবিসাহ, তুমি পড়—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِمَّا عِنْدَكَ وَاَفِضْ عَلَىَّ مِنْ فَضْلِكَ وَانْشُرْ عَلَىَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি উহা চাহি যাহা আপনার নিকট আছে। আমার প্রতি আপনার করুণা বর্ষণ করুন। আপনার রহমত বিস্তৃত করুন এবং আপনার বরকত নাযেল করুন। (আহমাদ)

হযরত সাখবারাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নসীহত করিতেছিলেন, এমন সময় দুই ব্যক্তি তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, বসিয়া পড়। তোমরা উভয়েই অতি উত্তম কাজের উদ্দেশ্যে আসিয়াছ। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মজলিস শেষ করিয়া) উঠিলেন এবং সাহাবীগণ চলিয়া গেলেন, তাহারা দুইজন উঠিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,আপনি আমাদিগকে একটি কথা বলিয়াছেন যে, বসিয়া পড়, তোমরা অতি উত্তম কাজের উদ্দেশ্যে আসিয়াছ। ইহা কি আমাদের জন্য বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন না সাধারণ ভাবে সকলের জন্য? তিনি বলিলেন, যে কোন বান্দা এল্ম তলব করে উহা তাহার পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা হইয়া যায়। (তারগীব)

আবেদের উপর আলেমের ফজীলত

হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দুই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা হইল। তন্মধ্যে একজন আবেদ ও অপর জন আলেম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আলেমের ফজিলত আবেদের উপর এইরূপ যেরূপ আমার ফজিলত তোমাদের সর্বনিম্ন ব্যক্তির উপর। তারপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার ফেরেশতাগণ এবং সকল আসমানবাসী এমন কি গর্তের ভিতর পিপিলিকা ও মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য রহমতের দোয়া করিতে থাকে যে লোকদিগকে ভাল কথা শিক্ষা দেয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে দুই ব্যক্তির উল্লেখ ব্যতীত বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আলেমের ফজিলত আবেদের উপর এইরূপ যেরূপ আমার ফজিলত তোমাদের সর্বনিম্ন ব্যক্তির উপর। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থ ঃ আল্লাহকে একমাত্র তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে আলেমগণই ভয় করেন।

হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তন্মধ্যে একজন আলেম ছিল। সে ফরজ নামায আদায় করিয়াই লোকদিগকে ভাল কথা শিক্ষা দিবার জন্য বসিয়া যাইত। অপর জন সারাদিন রোযা রাখিত ও সারারাত্রি এবাদাত করিত। উহাদের মধ্যে কে উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই আলেমের ফজিলত যে ফরজ নামায আদায় করিয়া লোকদিগকে ভাল কথা শিক্ষা দিবার জন্য বসিয়া যায় সেই আবেদের উপর যে সারাদিন রোযা রাখে ও সারারাত্রি এবাদত করে এইরূপ যেরূপ আমার ফজিলত তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যক্তির উপর। (মেশকাত)

এলম তলবের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমরা সুফফাতে বসিয়া ছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর হইতে) বাহির হইয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহা পছন্দ করিবে যে, সে সকালবেলা বুতহান অথবা আকীক বাজারে যাইয়া কোনপ্রকার গুনাহ অথবা আত্মীয়তা ছেদন ব্যতীত দুইটি উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট উট লাভ করে? আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা প্রত্যেকেই উহা পছন্দ করিব। তিনি বলিলেন, তোমাদের কেহ কি সকাল বেলা মসজিদে যাইয়া আল্লাহর কিতাব হইতে দুইটি আয়াত শিক্ষা দিতে অথবা পড়িতে পারেনা? ইহা তাহার জন্য দুইটি উট হইতে উত্তম। তিনটি আয়াত তিনটি উট হইতে উত্তম, চারটি আয়াত চারটি উট হইতে উত্তম। (মেশকাত)

তালেবে এলমের বরকতে রিযিক লাভ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় দুই ভাই ছিল। একজন কাজকর্ম করিত অপরজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পড়িয়া থাকিত ও এল্‌ম শিক্ষা করিত। একবার

পেশাজীবি ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অপর ভাইয়ের (নিষ্কর্মতার) বিরুদ্ধে নালিশ করিল। তিনি বলিলেন, হয়ত তাঁহার বরকতেই তুমি রিযিক লাভ করিতেছ। (তিরমিযী)

সাহাবা (রাঃ)দের এল্‌ম এর প্রতি উৎসাহ দান

হযরত আলী (রাঃ)এর উৎসাহ দান

আবু তোফায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বলিতেন, সকল মানুষ অপেক্ষা নবীদের সহিত অধিক নিকটতম সম্পর্ক রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি হইবে যে তাহাদের আনিত এল্‌ম সর্বাধিক হাসিল করিবে। তারপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ

অর্থ ঃ সকল মানুষের মধ্যে ইবরাহীম (আঃ)এর সহিত সর্বাপেক্ষা নিকটতম সম্পর্ক রক্ষাকারী নিশ্চিতরূপে তাহারাই ছিল যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। আর এই নবী এবং এই মুমিনগণ। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার অনুসারীগণ।

তোমরা (অর্থ) পরিবর্তন করিও না। যে আল্লাহ তায়ালার বাধ্য হইয়া চলিবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বন্ধু এবং যে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা করিবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর শত্রু, যদিও সে তাঁহার নিকটতম আত্মীয় হয়। (কান্‌য)

কুমাইল ইবনে যিয়াদ (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) আমার হাত ধরিয়া আমাকে ময়দানের দিকে লইয়া চলিলেন। যখন ময়দানে পৌঁছিলাম তিনি সেখানে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হে কুমাইল ইবনে যিয়াদ! অন্তরসমূহ পাত্রের মত। উহাদের মধ্যে সর্বোত্তম হইল যে উত্তমরূপে সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে পারে। আমি তোমাকে যাহা বলি উহা স্মরণ রাখিবে। মানুষ তিন প্রকার। এক—আলেমে রাব্বানী। দ্বিতীয়—যে বিদ্যা অর্জনকরী নাজাতের

পথ অবলম্বন করিয়াছে। তৃতীয়—বেঅকুফ ও নীচ প্রকৃতির লোক। প্রত্যেক আওয়াজের পিছনে তাহারা ধাবিত হয়। প্রত্যেক বাতাসের সহিত ঝুঁকিয়া পড়ে। এল্‌মের নূর হইতে তাহারা আলো গ্রহণ করে না এবং কোন সুদৃঢ় আশ্রয়স্থলে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করে না। এল্‌ম মাল হইতে উত্তম। এল্‌ম তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে আর তুমি মালের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাক। এল্‌ম আমলের দ্বারা বৃদ্ধি লাভ করে এবং খরচ মালকে কমাইয়া দেয়। আলেমকে মহব্বত করা দ্বীন, যাহার প্রতিদান দেওয়া হইবে। এল্‌ম আলেমকে তাঁহার জীবদ্দশায় (লোকসমাজে) মান্যতা দান করে ও মৃত্যুর পর তাঁহার জন্য প্রশংসার বস্তু হয়। মাল চলিয়া গেলে উহা দ্বারা অর্জিত বস্তুসমূহ (সম্মান ইত্যাদি)ও চলিয়া যায়। ধনপতিগণ মরিয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহারা (অর্থাৎ আলেমগণ) জীবিত আছেন। যে পর্যন্ত সময় চলিবে আলেমগণও অবশিষ্ট থাকিবেন। তাঁহাদের দেহ বিলীন হইয়া যাইবে বটে কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিবে। হায়! এইখানে—হাত দ্বারা বুকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া—এল্‌ম রহিয়াছে। যদি উহার কোন বাহক পাইতাম! হাঁ, দ্রুত উপলব্ধি করিতে পারে এমন লোক পাই বটে তবে নির্ভরযোগ্য নহে। দ্বীনকে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে। আল্লাহর দলীলসমূহ দ্বারা তাঁহার কিতাবের উপর এবং তাঁহার নেয়ামতের দ্বারা তাঁহার বান্দাগণের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে চাহিবে। অথবা এমন লোক পাই যে আহলে হকদের অনুগত বটে কিন্তু হককে জিন্দাহ করার মত জ্ঞান তাহার নাই। সংশয়ের সম্মুখীন হইতেই তাহার মন সন্দিহান হইয়া যায়। আমি না ইহাকে পছন্দ করি, না উহাকে (অর্থাৎ প্রথমে বর্ণিত ব্যক্তিকে)। অথবা এমন ব্যক্তিকে পাই যে স্বাদ আহলাদে বিভোর,প্রবৃত্তির টানে সে শিথিল হইয়া পড়ে। অথবা এমন লোক পাই যে মাল জমা ও মজুত করিবার পাগল। এই দুইপ্রকারের কেহই দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দানকারী নহে। চরিয়া বেড়ানো পশুই ইহাদের সহিত অধিক তুলনীয়। এমনিভাবে এল্‌মের বাহকদের মৃত্যুতে এল্‌মের মৃত্যু ঘটিবে। আল্লাহর পানাহ! অবশ্য আল্লাহর পক্ষে দলীল প্রমাণাদি লইয়া দণ্ডায়মান এমন ব্যক্তি হইতে জমিনের বুক কখনো শূন্য হইবে না। কিন্তু ইহারা সংখ্যায় অতি নগণ্য হইবে। আল্লাহর নিকট ইহারা অধিক মর্যাদাশীল হইবে। ইহাদের

দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রমাণাদির উপর আরোপিত সকল অভিযোগ দূর করিবেন। অবশেষে তাহারা তাহাদেরই মত অপর লোকদের নিকট সেই সকল দলীল প্রমাণাদি পৌঁছাইয়া দিবেন ও তাহাদের অন্তরে উহার বীজ বপন করিয়া দিবেন। উহাদের দ্বারা এল্‌ম প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিলাস প্রিয়রা যাহাকে কঠিন মনে করে তাহাদের নিকট উহা সহজ মনে হইবে। মুর্খরা যাহাকে ভয় পায় উহার দ্বারা তাহারা সান্ত্বনা লাভ করিবে। তাহারা শারীরিক ভাবে দুনিয়ায় বসবাস করে, কিন্তু তাহাদের রূহ ঊর্ধজগতের সহিত সম্পর্কিত থাকে। উহারাই দুনিয়াতে আল্লাহর খলীফা, দ্বীনের আহ্বায়ক। হায়, হায়, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য কি আগ্রহ! আমি আমার ও তোমার জন্য আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করিতেছি। এখন ইচ্ছা করিলে তুমি চলিয়া যাইতে পার। (কান্‌য)

হযরত মুআয (রাঃ)এর উৎসাহ দান

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা এল্‌ম শিক্ষা কর। কারণ আল্লাহ তায়ালার (রেযামন্দির) জন্য এল্‌ম শিক্ষা করা খাশইয়াত অর্থাৎ (মনে) ভক্তিজনিত ভয় সৃষ্টি করে। এল্‌ম তলব করা এবাদত। উহার আলোচনা তাসবীহ। উহার অনুসন্ধান জেহাদ। যে জানে না তাহাকে শিক্ষা দেওয়া সদকা। যোগ্য লোকদের জন্য উহা ব্যয় করা নৈকট্যলাভের উপায়। কারণ, এল্‌ম হালাল ও হারাম চিনিবার উপায়। জান্নাতীদের জন্য আলোক স্তম্ভ। একাকিত্বের সময় সান্ত্বনা দানকারী। সফরের সাথী। নির্জনে কথা বলার সঙ্গী আর সুখে-দুঃখে পথপ্রদর্শক। শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র। বন্ধুমহলের শোভা। বহু জাতিকে আল্লাহ তায়ালা উহা দ্বারা উঁচু করেন। তাহাদিগকে নেতা ও ইমাম বানান। মানুষ তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাহাদের কার্যাবলীর অনুকরণ করে। তাহাদের মতামতের স্মরণাপন্ন হয়। ফেরেশতাগণ তাহাদের সহিত বন্ধুত্বের আগ্রহী হয় ও আপন ডানা তাহাদের শরীরে বুলাইয়া দেয়। প্রত্যেক তাজা ও শুষ্ক জিনিষ, এমনকি সমুদ্রের মাছ, কীট-পতঙ্গ, স্থলের হিংস্র ও নিরীহ পশু—সকলেই তাহার জন্য মাগফেরাত কামনা করে। কারণ, এল্‌ম অর্থ মুর্খতা হইতে অন্তরসমূহের নতুন জীবন লাভ। অন্ধকারে চোখের

জ্যোতি। এল্‌ম দ্বারা বান্দা মনোনীত ব্যক্তিদের মনযিলে পৌঁছায় এবং দুনিয়া আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করে। এল্‌ম সম্পর্কে চিন্তা করা রোযার সমতুল্য, এবং উহা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া তাহাজ্জুদ সমতুল্য। উহা দ্বারাই আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম হয়,হালাল–হারামের পরিচয় লাভ হয়। উহা আমলের ইমাম, আমল উহার অনুগামী। ভাগ্যবানরাই উহা লাভ করে। অভাগারা উহা হইতে বঞ্চিত হয়। (তারগীব)

ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উৎসাহ দান

হারুন ইবনে রাবাব (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, তুমি প্রভাত কর আলেম অবস্থায় অথবা তালেবে এল্‌ম অবস্থায়। এই দুইএর মাঝখানে তুমি প্রভাত করিও না। কারণ উহার মাঝখানে (শুধুই) জাহেল (মুর্খ), অথবা বলিয়াছেন, মুর্খের দল। যে ব্যক্তি প্রত্যুষে এল্‌ম তলব করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হয় তাহার এই কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ফেরেশতাগণ তাহার জন্য আপন ডানা বিছাইয়া দেয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তুমি আলেম অথবা তালেবে এল্‌ম অবস্থায় প্রভাত কর। ইহার মাঝখানে নির্বোধ অবস্থায় প্রভাত করিও না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে লোকসকল! এল্‌ম উঠাইয়া লইবার পূর্বে তোমরা এল্‌ম হাসিল করিয়া লও। উহা উঠাইয়া লইবার অর্থ হইল আলেমগণের (দুনিয়া হইতে) বিদায় হওয়া। তোমরা এল্‌ম হাসিল কর। কারণ তোমরা কেহ জাননা কখন তোমাদের এই এল্‌মের প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। এল্‌ম হাসিল কর। অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জন হইতে বাঁচিয়া থাক। পুরানোকে আঁকড়াইয়া ধর। কারণ শীঘ্রই একদল লোক পয়দা হইবে তাহারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করিবে ঠিকই কিন্তু উহার (আদেশ নিষেধগুলি)কে পিছনে ফেলিয়া রাখিবে।

আবুল আহওয়াস (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, মানুষ আলেম হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। এল্‌ম শিক্ষার দ্বারাই অর্জিত হয়। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তুমি আলেম

অথবা তালেবে এল্ম হইয়া প্রভাত কর। ইহার মাঝখানে প্রভাত করিও না। যদি ইহা না পার তবে (অন্ততঃপক্ষে) আলেমগণকে ভালবাস। তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উৎসাহ দান

হাসান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, তুমি আলেম হও অথবা তালেবে এল্ম অথবা (উহাদের) অনুরাগী অথবা অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হইও না। তাহা হইলে তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে। হুমায়েদ (রহঃ) বলেন, আমি হাসান (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, পঞ্চম ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, বেদআতী।

দাহ্হাক (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, হে দামেশ্কবাসী, তোমরা দ্বীন হিসাবে (আমার) ভাই। ঘর হিসাবে প্রতিবেশী এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যকারী। আমাকে ভালবাসিতে কোন্ জিনিস তোমাদিগকে বাধা দিতেছে? আমার ব্যয়ভার তো তোমাদের ভিন্ন অপরের উপর। কি ব্যাপার! আমি দেখিতেছি, তোমাদের আলেমগণ বিদায় হইয়া যাইতেছে কিন্তু তোমাদের জাহেলগণ এল্ম হাসিল করিতেছে না। আমি দেখিতেছি, তোমাদের যে সকল বিষয়ের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করিয়াছেন তোমরা উহার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছ এবং যে সকল বিষয়ে তোমাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে উহা ছাড়িয়া দিয়াছ। শোন, নিশ্চয়ই একদল লোক মজবুত ঘর বাড়ী বানাইয়াছে, অনেক সম্পদ জমা করিয়াছে, দীর্ঘ আশা করিয়াছে,কিন্তু তাহাদের ঘরবাড়ী কবরে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের সকল আশা ধোঁকায় পরিণত হইয়াছে এবং তাহাদের সকল সম্পদ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কাজেই এল্ম শিক্ষা কর ও শিক্ষা দাও। কারণ আলেম ও তালেবে এল্ম উভয়ই সমান পুরস্কার পাইবে। মানুষের মধ্যে এই দুই ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারো জন্য কোন মঙ্গল নাই।

হাস্সান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) দামেশকবাসীকে বলিলেন, তোমরা কি বছরের পর বছর গমের রুটি দ্বারা উদরপূর্ণ করার উপর সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছ? তোমাদের মজলিসে আল্লাহর যিকির

হয় না। তোমাদের আলেমদের কি হইল? তাহারা শেষ হইয়া যাইতেছে কিন্তু তোমাদের মূর্খরা এল্‌ম শিক্ষা করিতেছে না? তোমাদের আলেমগণ ইচ্ছা করিলে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে। তোমাদের জাহেলরা তালাশ করিলে এল্‌ম অর্জন করিতে পারে। তোমরা কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের দ্বারা তোমাদের পুরস্কার লাভ কর। সেই যাতে পাকের কসম, যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। কোন জাতি ততদিন পর্যন্ত ধ্বংস হয় নাই যতদিন না তাহারা খাহেশের তাবেদারী ও নিজেদেরকে পবিত্র বলিয়া দাবী করিয়াছে।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা এল্‌ম উঠাইয়া লইবার পূর্বে উহা অর্জন কর। নিশ্চয়ই আলেমদের চলিয়া যাওয়ার দ্বারাই এল্‌ম উঠিয়া যাইবে। নিশ্চয়ই আলেম ও তালেবে এল্‌ম সমান আজর পাইবে। মানুষ দুই প্রকার—আলেম অথবা তালেবে এল্‌ম। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী ব্যক্তির মধ্যে কোন মঙ্গল নাই।

আবদুর রহমান ইবনে মাসউদ ফাযারী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ প্রত্যুষে এল্‌ম শিখিবার অথবা শিখাইবার উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় তাহার জন্য সেই মুজাহিদের সাওয়াব লেখা হয় যে গনীমত লাভ না করিয়া ফিরে না।

ইবনে আবি হুযাইল (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এল্‌মের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়াকে জেহাদ মনে করে না সে কম আকল ও নির্বোধ। তিনি আরও বলিয়াছেন, এল্‌ম শিক্ষার দ্বারাই অর্জিত হয়।

অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের উৎসাহ দান

হযরত আবু যার ও আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, কেহ এল্‌মের একটি অধ্যায় শিক্ষা করে উহা আমার নিকট এক হাজার রাকাত নফল পড়া অপেক্ষা অধিক প্রিয়। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এল্‌ম হাসিল করার অবস্থায় যদি কোন তালেবে এল্‌মের মৃত্যু হয় তবে সে শহীদ। (তারগীব)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এল্মের কোন অধ্যায় শিক্ষা করা, উহার উপর আমল হউক বা না হউক আমাদের নিকট একশত রাকাত নফল পড়া হইতে অধিক প্রিয়।

আলী আযদী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জেহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে তোমার জন্য জেহাদ হইতে উত্তম জিনিসের কথা বলিব কি? তুমি মসজিদে যাইয়া কুরআন ও দ্বীনের মাসআলা–মাসায়েল শিক্ষা দাও। অথবা বলিয়াছেন, সুন্নাত শিক্ষা দাও। অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জেহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে তোমার জন্য জেহাদ হইতে উত্তম জিনিস বলিয়া দিব কি? তুমি একটি মসজিদ তৈয়ার কর এবং তথায় কুরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং দ্বীনের মাসআলা শিক্ষা দাও। তিনি আরও বলিয়াছেন, এল্ম শিক্ষা দানকারীর জন্য সকল জিনিস, এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত মাগফেরাত কামনা করে।

যির ইবনে হুবায়েশ (রহঃ) বলেন, আমি সকাল বেলা হযরত সফওয়ান ইবনে আস্সাল মুরাদী (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, হে যির, সকাল বেলা কেন আসিয়াছ? আমি বলিলাম, এল্ম হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে। তিনি বলিলেন, তুমি আলেম অথবা তালেবে এল্মের হালতে প্রভাত কর। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কোন অবস্থায় প্রভাত করিও না। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সফওয়ান (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এল্ম তলবের উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হয় ফেরেশতাগণ তালেবে এল্ম ও আলেমের জন্য নিজেদের ডানা বিছাইয়া দেয়। (তাবরানী)

এল্মের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের আগ্রহ

মৃত্যুকালে হযরত মুআয (রাঃ)এর উক্তি

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইলে বলিলেন, দেখ, সকাল হইয়াছে কি? বলা হইল, না সকাল হয় নাই। অতঃপর আবার বলিলেন, দেখ, সকাল হইয়াছে কি? বলা হইল সকাল হয় নাই।

এমতাবস্থায় পরে তাহাকে বলা হইল সকাল হইয়াছে। তিনি বলিলেন, এমন রাত্রি হইতে আল্লাহর পানাহ যাহার সকাল জাহান্নামের দিকে লইয়া যায়। মৃত্যুকে মারহাবা,মারহাবা। অনেক দিনের অদেখা মেহমান। প্রিয়জন অভাবের সময় আসিয়াছে। আয় আল্লাহ, আমি তোমাকে ভয় করিতাম কিন্তু আজ তোমার নিকট আশা করিতেছি। আয় আল্লাহ, তুমি জান, নহর খনন ও বৃক্ষ রোপনের উদ্দেশ্যে দুনিয়া ও উহার দীর্ঘজীবনকে ভালবাসি নাই। আমি তো উত্তপ্ত দুপুরের পিপাসা ও দ্বীনের খাতিরে কষ্ট সহ্য করার জন্য এবং যিকির (অর্থাৎ এল্ম)এর হালকায় আলেমদের নিকট জমিয়া বসিবার জন্য দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছি। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর এলমের প্রতি আগ্রহ

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি তিনটি জিনিস না হইত তবে আমি দুনিয়ায় না থাকাটাই অধিক পছন্দ করিতাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই তিন জিনিস কি? তিনি বলিলেন, আখেরাতের সম্বল হিসাবে দিবা–রাত্র আমার সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদায় পড়িয়া থাকা, উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের পিপাসা সহ্য করা ও এমন লোকদের সহিত বসা যাহারা (ভাল) কথাকে এমন ভাবে বাছিয়া লয় যেমন ফল বাছিয়া লওয়া হয়। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আগ্রহ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আমি একজন আনসারীকে বলিলাম, চল, সাহাবা (রাঃ)দের জিজ্ঞাসা করিয়া এল্ম হাসিল করি। বর্তমানে তাহাদের অনেকে জীবিত আছেন। সে বলিল, হে ইবনে আব্বাস, কেমন আজব লোক তুমি! তোমার কি এই ধারণা হইতেছে যে, এতজন সাহাবা (রাঃ) বাঁচিয়া থাকিতে লোকজন তোমার মুখাপেক্ষী হইবে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেই সাহাবা (রাঃ)দের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি যদি কাহারো সম্পর্কে জানিতাম

যে, তাহার নিকট কোন হাদীস আছে তবে তাহার দ্বারে উপস্থিত হইতাম। যদি দেখিতাম তিনি দ্বিপ্রহরে তাঁহার ঘরে আরাম করিতেছেন, তবে তাঁহার দ্বারপ্রান্তে নিজের চাদর বিছাইয়া শুইয়া থাকিতাম। বাতাসে ধুলাবালি উড়িয়া আমার গায়ে পড়িত। অতঃপর যখন তিনি বাহির হইয়া আমাকে দেখিতে পাইতেন তখন বলিতেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার বেটা, আপনি আসিয়াছেন?আপনি আমাকে কেন সংবাদ দিলেন না? আমিই আপনার খেদমতে উপস্থিত হইতাম। আমি বলিতাম, না, আমিই আপনার নিকট উপস্থিত হইবার অধিক উপযুক্ত। তারপর আমি তাঁহাকে হাদীস জিজ্ঞাসা করিতাম। সেই আনসারী বহুদিন বাঁচিয়া ছিল। এমন সময় আসিল যখন সে দেখিল যে, আমার চারিপার্শ্বে বহুলোকের ভিড়, তাহারা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে। তখন সে বলিল, এই যুবক আমার অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ছিল। (হাকেম)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন মাদায়েন বিজয় হইল তখন সকলেই দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল আর আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িলাম। এইজন্যই তাঁহার বেশীর ভাগ হাদীস হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।(বায্যার)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর আগ্রহ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি তো তোমার সঙ্গীদের মত আমার নিকট এই সকল গণীমতের অংশ চাহিতেছ না? আমি বলিলাম, আপনার নিকট আমি ইহাই চাহি যে, আপনি আমাকে ঐ জিনিস শিক্ষা দেন যাহা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শিক্ষা দিয়াছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিঠের উপর হইতে কম্বলখানা টানিয়া আমার ও তাহার মাঝে বিছাইয়া দিলাম। আমি যেন এখনও দেখিতেছি যে, সেই কম্বলের উপর উকুন হাঁটিতেছে। তিনি আমাকে হাদীস শুনাইলেন। যখন আমি তাহার সম্পূর্ণ হাদীস আয়ত্ত করিয়া লইলাম। তখন তিনি বলিলেন, ইহাকে গুটাইয়া নিজের শরীরে জড়াইয়া লও। তারপর কোন হাদীসের একটি

হরফও আমার ভুল হয় নাই। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, লোকেরা বলে আবু হোরায়রা বেশী হাদীস বর্ণনা করেন। আল্লাহ সাক্ষী! তাহারা বলে, মুহাজির ও আনসারগণ কেন তাঁহার মত এত হাদীস বর্ণনা করেন না? আসল ব্যাপার এই যে, আমার মুহাজির ভাইগণকে তাঁহাদের বাজারি কায়–কারবার ব্যস্ত রাখিত। আর আমার আনসারী ভাইগণকে তাঁহাদের ক্ষেত খামারের কাজ ব্যস্ত রাখিত। আমি নিঃসম্বল ব্যক্তি ছিলাম,(কোন রকম) পেট চলার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পড়িয়া থাকিতাম। সুতরাং তাহারা যখন অনুপস্থিত থাকিত আমি তখন উপস্থিত থাকিতাম। তাহারা যাহা ভুলিয়া যাইত আমি তাহা স্মরণ রাখিতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের যে কেহ আমার অদ্যকার কথা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নিজের কাপড় বিছাইয়া রাখিবে এবং পরে উহা নিজের বুকে জড়াইয়া লইবে সে কখনও আমার এই কথাগুলির একটিও ভুলিবে না। তখন আমি আমার কম্বলখানা যাহা ব্যতীত আমার গায়ে আর কোন কাপড় ছিল না বিছাইয়া দিলাম। যখন তাঁহার কথা শেষ হইল আমি উহা নিজের বুকে জড়াইয়া লইলাম। সেই যাতে পাকের কসম যিনি তাঁহাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। আমি আজ পর্যন্ত তাঁহার সেই কথা হইতে একটুও ভুলি নাই। খোদার কসম, যদি আল্লাহর কিতাবে দুইটি আয়াত না থাকিত তবে আমি কখনও কোন হাদীস তোমাদের নিকট বর্ণনা করিতাম না। আয়াত দুইটি এই—

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ ...... الرحيم

অর্থ ঃ নিশ্চয়, যাহারা গোপন করে আমার অবতারিত বিষয়গুলিকে,যাহা উজ্জ্বল ও সুপথ প্রদর্শনকারী, আমি ঐগুলিকে সর্বসাধারণের জন্য কিতাবে প্রকাশ করিয়া দিবার পর, ইহাদিগকে লা'নত করেন আল্লাহও, আর লা'নতকারীগণও তাহাদিগকে লা'নত করেন। কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করিয়া নেয়,আর ব্যক্ত করিয়া দেয় তবে ইহাদের প্রতি আমি দৃষ্টি করি। আর আমি তো তওবা কবুল করায় এবং অনুগ্রহ করায় খুবই অভ্যস্ত।

ইমাম বোখারী (রহঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)হইতে অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, লোকেরা বলে, আবু হোরায়রা অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। আসল ব্যাপার এই যে, আমি পেট চলে এই পরিমাণ খানা খাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পড়িয়া থাকিতাম। আমি তখন খামীর করা রুটি খাইতাম না, রেশম পরিতাম না, আমার কোন খাদেম, খাদেমা ছিল না। আমি ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বাঁধিতাম। আমার অবস্থা এমন ছিল যে, কাহাকেও কোন আয়াত এই উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিতাম যে, সে হয়ত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বাড়িতে লইয়া যাইবে এবং খানা খাওয়াইবে। মিসকীনদের জন্য জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমাদিগকে বাড়ী লইয়া যাইতেন এবং যাহাই ঘরে থাকিত খাওয়াইতেন। এমন কি ঘরে কিছু না থাকিলে ঘি–এর শূন্য চামড়ার পাত্র আমাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া দিতেন। আমরা উহা ছিঁড়িয়া চাটিয়া লইতাম। (তারগীব)

এল্‌মের প্রকৃত অর্থ এবং সার্বিকভাবে 'এল্‌ম' শব্দ কিসের উপর প্রযোজ্য

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর হাদীস

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে হেদায়াত ও এল্‌ম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন উহার উদাহরণ হইতেছে মুষলধারা বৃষ্টির ন্যায় যাহা কোন ভূখণ্ডে বর্ষিত হইয়াছে। সেই ভূখণ্ডের এক অংশ ছিল উৎকৃষ্ট যাহা বৃষ্টিকে গ্রহণ করিয়াছে, ফলে প্রচুর উদ্ভিদ ও তৃণরাশি জন্মাইয়াছে। আর অপর অংশ ছিল অনুর্বর ও কঠিন যাহা পানি (শোষণ করে নাই বরং) জমা করিয়া রাখিয়াছে। যদ্দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপকার সাধন করিয়াছেন। লোকে উহা পান করিয়াছে, পান করাইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ক্ষেত–কৃষি করিয়াছে। আর কতক বৃষ্টি ভূমির এমন অংশে পড়িয়াছে যাহা সমতল। পানি জমা করিয়া রাখে না অথবা (শোষণ করিয়া) ঘাসপাতাও জন্মায় না। ইহা সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং আল্লাহ

পাক আমাকে যাহা দিয়া পাঠাইয়াছেন উহা তাহার উপকার সাধন করিয়াছে—সে উহা শিক্ষা করিয়াছে ও শিক্ষা দিয়াছে, এবং সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে নাই, এবং আল্লাহর যে হেদায়াতের সহিত আমি প্রেরিত হইয়াছি তাহা কবুল করে নাই। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার পূর্বে এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নাই যাঁহার উম্মতের মধ্যে তাঁহার কোন হাওয়ারী অর্থাৎ— সাহায্যকারী ও সাহাবী দল ছিলেন না, যাহারা তাঁহার সুন্নাতকে মজবুত করিয়া ধরিতেন ও তাঁহার আদেশ অনুযায়ী চলিতেন। অতঃপর এমন লোক তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইত যাহারা অন্যদেরকে এমন কথা বলিত যাহা তাহারা নিজেরা করিত না, আর এমন কাজ করিত যাহা করার আদেশ তাহাদিগকে (তাহাদের শরীয়তে) দেওয়া হয় নাই। এইরূপ লোকদের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি হাত দ্বারা জেহাদ করিবে সে মুমিন, যে নিজ জিহ্বা দ্বারা জেহাদ করিবে সেও মুমিন, যে স্বীয় অন্তর দ্বারা জেহাদ করিবে সেও মুমিন। ইহার পর আর এক সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান নাই। (মেশকাত)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এল্ম তিন প্রকারের (অর্থাৎ তিনটি বিষয়ের এল্মই প্রকৃত এল্ম)। আয়াতে মুহকামা (অর্থাৎ কুরআন পাক)এর এল্ম, সুন্নাতে কায়েমা (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত)এর এল্ম এবং ফরীজায়ে আদেলা (অর্থাৎ এজমা ও কেয়াস দ্বারা প্রমাণিত শরীয়তের হুকুম)এর এল্ম। ইহা ব্যতীত যাহা, তাহা অতিরিক্ত নফল ও ফজিলতের বস্তু।

হযরত আমর ইবনে আওফ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুই জিনিস রাখিয়া গেলাম। যতদিন তোমরা উহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিবে, গোমরাহ হইবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একজন লোককে কেন্দ্র করিয়া অনেক লোক ভীড় করিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইতেছে? তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই লোকটি আল্লামা! তিনি বলিলেন, আল্লামার কি অর্থ? তাঁহারা বলিলেন, লোকটি আরবদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখে, আরবী ভাষা ও আরবী কাব্য সম্পর্কেও অধিক জ্ঞান রাখে, আরবদের মতবিরোধ সম্পর্কেও অধিক জ্ঞানী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'ইহা এমন এল্ম (জ্ঞান) যাহা কোন উপকার করেনা এবং এই সকল বিষয়ে অজ্ঞতাও কোন ক্ষতি করে না।'

হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এল্ম হইতেছে তিনটি বিষয়, কিতাবে নাতেক (অর্থাৎ কুরআন পাক)এর এল্ম, সেই সকল সুন্নাতের এল্ম যাহার উপর আমল করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করিয়াছেন, এবং 'আমি জানি না।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামই এল্ম। ইহা ব্যতীত যে নিজের মনমত কিছু বলিয়াছে আমি জানি না উহা সে তাহার নেক আমলের মধ্যে (লিপিবদ্ধ) পাইবে কি বদ আমলের মধ্যে পাইবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর সহচরবৃন্দ আতা, তাউস ও ইকরামা একত্রে বসিয়া ছিলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কোন মুফতী আছে কি? আমি বলিলাম, বল, কি বলিবে? সে বলিল, আমি যখন পেশাব করি উহার সহিত বীর্য বাহির হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, যে জিনিসের দ্বারা সন্তান হয় উহার কথা বলিতেছ? সে বলিল, হাঁ। আমরা বলিলাম, তোমাকে গোসল করিতে হইবে। সে ইন্না লিল্লাহ পড়িতে পড়িতে চলিয়া যাইতে লাগিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাড়াতাড়ি নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইলেন এবং বলিলেন, হে ইকরামা!

লোকটিকে ডাকিয়া আন। কেহ যাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা এই ব্যক্তিকে যে ফতওয়া দিয়াছ উহা কি আল্লাহর কিতাব হইতে দিয়াছ? আমরা বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হইতে দিয়াছ? আমরা বলিলাম,না। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের নিকট শুনিয়া দিয়াছ? আমরা বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তবে কোথা হইতে দিয়াছ? আমরা বলিলাম, আমরা নিজেরাই চিন্তা করিয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন, এইজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'একজন আলেম শয়তানের জন্য এক হাজার আবেদ অপেক্ষা অধিক ভারী।' অতঃপর সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যখন তোমার এমন হয় তখন কি তুমি মনে কোনপ্রকার তৃপ্তি লাভ কর? সে বলিল, না। তিনি বলিলেন, তবে কি শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে? সে বলিল, না। বলিলেন, ইহা কফজনিত রোগ, তোমার জন্য অযূই যথেষ্ট। (কান্‌যুল উম্মাল)

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক আনিত এল্‌ম ব্যতীত অন্য এল্‌মে মশগুল হওয়াকে অপছন্দ করা ও কঠোরভাবে উহা নিষেধ করা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর হাদীস

আমর ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, হাড়ের উপর লিখিত একখানি কিতাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হইলে তিনি বলিলেন, কোন জাতির আহাম্মক বা গোমরাহ হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তাহারা আপন নবীর আনীত এল্‌ম ছাড়িয়া অন্য নবীর এল্‌ম অথবা নিজেদের কিতাব ছাড়িয়া অন্যের কিতাবের প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া পড়ে। উক্ত বিষয়েই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ. الاية

অর্থ ঃ তাহাদের জন্য কি ইহা যথেষ্ট হয় নাই যে, আমি আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করিয়াছি। যাহা তাহাদিগকে সর্বদা পাঠ করিয়া

শুনান হইয়া থাকে। নিঃসন্দেহে এই কিতাবের মধ্যে ঈমানদারদের জন্য বড় রহমত ও উপদেশ রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

খালেদ ইবনে উরফুতা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় আব্দে কায়েস গোত্রের সূস্ নিবাসী এক ব্যক্তিকে হাজির করা হইল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি অমুকের বেটা অমুক আব্দি না? সে বলিল, হাঁ। তিনি নিজের একটি লাঠি দ্বারা তাহাকে মারিলেন। সে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন! কি অন্যায় হইয়াছে আমার? তিনি বলিলেন, বস। সে বসিলে তিনি পড়িতে লাগিলেন।

الٓر تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ

অর্থ ঃ 'আলিফ–লাম–রা। এইগুলি হইতেছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি ইহাকে নাযেল করিয়াছি কুরআন রূপে আরবী ভাষায়,যেন তোমরা বুঝিতে পার। আমি যে, এই কুরআন আপনার প্রতি প্রেরণ করিয়াছি, ইহা দ্বারা আমি এক অতি উত্তম ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি, আর আপনি ইহার পূর্বে (এই ঘটনা সম্বন্ধে) একেবারেই অনবহিত ছিলেন।'

উক্ত আয়াতগুলি তাহার সম্মুখে তিনবার পড়িলেন ও তাহাকে তিন বার মারিলেন। সেই ব্যক্তি বলিতে লাগিল, কি অন্যায় হইয়াছে আমার? হে আমীরুল মুমিনীন! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমিই সেই ব্যক্তি যে দানিয়ালের কিতাব নকল করিয়া আনিয়াছ! সে বলিল, আপনি আমাকে যাহা ইচ্ছা আদেশ করুন, আমি উহা পালন করিব। তিনি বলিলেন, যাও,

উহা গরম পানিও সাদা পশম (ব্রাশ) দ্বারা মুছিয়া ফেল। তুমিও উহা পাঠ করিবে না এবং আর কেহ যেন উহা পাঠ না করে। যদি আমি আবার জানিতে পারি যে, তুমি উহা পড়িয়াছ অথবা কাহাকেও পড়াইয়াছ তবে তোমাকে কঠিন সাজা দিব। অতঃপর তাহাকে বলিলেন, বস। সে তাঁহার সম্মুখে বসিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, একবার আমি আহলে কিতাবদের নিকট হইতে একটি কিতাব নকল করিয়া চামড়া দ্বারা আবৃত করিয়া লইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর! তোমার হাতে উহা কি? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এল্‌মের সহিত আরো এল্‌ম বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে একটি কিতাব নকল করিয়া আনিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হইলেন এবং তাহার গণ্ডদ্বয় (রাগে) লাল হইয়া গেল। 'আসসালাতু জামেয়াতুন' বলিয়া আওয়াজ লাগান হইল। আনসারগণ বলিতে লাগিলেন, তোমাদের নবী রাগান্বিত হইয়াছেন,তোমরা অস্ত্র ধারণ কর, অস্ত্র ধারণ কর। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া লইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে লোক সকল! আমাকে অতীব সারগর্ভ কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক ও চূড়ান্ত কালাম দান করা হইয়াছে, এবং আমার জন্য উহা যথেষ্ট সংক্ষেপ করা হইয়াছে। আমি তোমাদের জন্য উহা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রূপে লইয়া আসিয়াছি। তোমরা সংশয়গ্রস্ত হইও না ও সংশয়গ্রস্ত লোকদের ধোঁকায় পড়িও না। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম, আমি রব হিসাবে আল্লাহর প্রতি, দ্বীন হিসাবে ইসলামের প্রতি এবং রাসূল হিসাবে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মিম্বার হইতে) নামিয়া আসিলেন। (কান্‌য)

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি কিতাব লইয়া আসিলেন। যাহা তিনি কোন এক আহলে কিতাবের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন আহলে কিতাবের নিকট হইতে একটি সুন্দর কিতাব আনিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব! তুমি কি দ্বীন সম্পর্কে সংশয়ে পড়িয়া আছ? সেই যাতে পাকের কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, আমি দ্বীনকে তোমাদের নিকট স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রূপে লইয়া আসিয়াছি। তাহাদিগকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। হয়ত তাহারা সত্য কথা বলিবে আর তোমরা উহাকে মিথ্যা মনে করিবে অথবা তাহারা মিথ্যা বলিবে আর তোমরা উহাকে সত্য মনে করিয়া বসিবে। সেই যাতে পাকের কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, যদি মূসা (আঃ)ও জীবিত থাকিতেন তবে তাঁহার জন্যও আমার অনুসরণ ব্যতীত উপায় থাকিত না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বনু কোরাইযার আমার এক দুধভাইয়ের নিকট গিয়াছিলাম। সে আমাকে তাওরাত হইতে কিছু মূল্যবান কথা লিখিয়া দিয়াছে। আপনাকে তাহা শুনাইব কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার ভাব পরিবর্তন হইয়া গেল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার পরিবর্তনকে লক্ষ্য করিতেছ না? হযরত ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—

رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا

অর্থাৎ—আমি রব হিসাবে আল্লাহর উপর ও দ্বীন হিসাবে ইসলামের উপর এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর উপর সন্তুষ্ট আছি। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ কাটিয়া গেলে বলিলেন, সেই যাতে পাকের কসম যাঁহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর প্রাণ, যদি মূসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হন, অতঃপর তোমরা আমাকে ছাড়িয়া তাঁহার অনুসরণ কর, অবশ্যই তোমরা গোমরাহ হইয়া যাইবে। তোমরা সকল উম্মাতের মধ্যে আমার অংশ এবং আমি সকল নবীদের মধ্যে তোমাদের অংশ। (তাবরানী)

হযরত ওমর (রাঃ)এর কঠোর ব্যবহার

মাইমুন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা যখন মাদায়েন জয় করিলাম, আমি তথায় একটি কিতাব পাইয়াছি। যাহাতে খুবই সুন্দর সুন্দর কথা লিপিবদ্ধ আছে। তিনি বলিলেন, উহা কি আল্লাহর কিতাব হইতে উদ্ধৃত? সে বলিল, না। তিনি একটি চাবুক আনাইয়া উহা দ্বারা তাহাকে মারিতে লাগিলেন এবং পড়িতে লাগিলেন—

الٓر تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنُ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا........
وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ.

অর্থ ঃ আলিফ–লাম–রা। এইগুলি হইতেছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি ইহাকে নাযেল করিয়াছি কুরআনরূপে আরবী ভাষায়। যেন তোমরা বুঝিতে পার। আমি যে, এই কুরআন আপনার প্রতি প্রেরণ করিয়াছি, ইহা দ্বারা আমি এক অতি উত্তম ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি, আর আপনি ইহার পূর্বে (এই ঘটনা সম্বন্ধে) একেবারেই অনবহিত ছিলেন।

অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এইজন্য ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহারা তাওরাত ইঞ্জিলকে ছাড়িয়া তাহাদের আলেম ও ধর্মগুরুদের কিতাবের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ফলে তাওরাত ইঞ্জিল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও উহার এল্মও মিটিয়া গিয়াছে। (কান্য)

আহলে কিতাবদের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা না করা

হোরাইস ইবনে যোহাইর (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আহলে কিতাবদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ তাহারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তোমাদিগকে কখনও পথের সন্ধান দিতে পারিবে না। পরিণামে তোমরা সত্যকে মিথ্যা মনে করিবে অথবা মিথ্যাকে সত্য মনে করিয়া বসিবে।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, যদি একান্ত

তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেই হয় তবে লক্ষ্য করিবে, যাহা আল্লাহর কিতাবের সহিত মিল রাখে তাহা গ্রহণ করিবে আর যাহা আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থি হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আহলে কিতাবদের নিকট কিরূপে জিজ্ঞাসা কর? অথচ তোমাদের নবীর উপর আল্লাহ্ তায়ালা যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান। যাহা তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে সদ্য আগত, তাজা ও নির্ভেজাল। আল্লাহ্ তায়ালা কি তাহার কিতাবে তোমাদিগকে এই সংবাদ দেন নাই যে, তাহারা আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন ও রদবদল করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহারা নিজ হাতে কিতাব লিখিয়া অতি সামান্য মূল্য (পার্থিব স্বার্থ) পাইবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছে যে, ইহা আল্লাহর কিতাব। তোমাদের নিকট আগত এল্‌ম কি তোমাদিগকে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করে নাই? খোদার কসম, তোমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উহা সম্পর্কে আমি তাহাদের কাহাকেও তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে দেখি না।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা আহলে কিতাবদের নিকট তাহাদের কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, অথচ তোমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা আল্লাহর নিকট হইতে সদ্য আগত, তাজা ও নির্ভেজাল।

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের এল্‌ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া

হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর ঘটনা

শুফাইয়া আসবাহী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একবার মদীনা শরীফে গেলেন। দেখিলেন, এক ব্যক্তিকে ঘিরিয়া লোকজন ভীড় করিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? লোকেরা বলিল, আবু হোরায়রা (রাঃ)। তিনি বলেন, আমি তাঁহার কাছে যাইয়া সম্মুখে বসিলাম। তিনি হাদীস বর্ণনা করিতেছিলেন। যখন তিনি কথা শেষ করিলেন এবং লোকজন চলিয়া গেল, আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে অনুরোধ করিতেছি

যে, আপনি অবশ্যই আমার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করিবেন যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছেন, বুঝিয়াছেন ও জানিয়াছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাই করিব। আমি তোমার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমি তাহা বুঝিয়াছি ও জানিয়াছি। ইহা বলিয়া তিনি এমনভাবে ফোঁপাইয়া উঠিলেন যে, অজ্ঞান হইবার উপক্রম হইলেন। আমরা কিছুক্ষন অপেক্ষা করিলাম। অতঃপর তিনি শান্ত হইলে বলিলেন, আমি অবশ্যই তোমার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘরের ভিতর আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। যখন এই ঘরে আমি ও তিনি ব্যতীত আর কেহই ছিল না। ইহা বলিয়া তিনি পুনরায় পূর্বাপেক্ষা জোরে ফোঁপাইয়া উঠিলেন যে, অজ্ঞান হইবার উপক্রম হইলেন। কিছুক্ষণ পর স্থির হইয়া মুখ মুছিয়া বলিলেন, আমি তাহাই করিব। আমি তোমার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এই ঘরের ভিতর বর্ণনা করিয়াছেন। যখন এই ঘরে তিনি ও আমি ব্যতীত আর কেহই ছিল না। ইহা বলিয়া তিনি পুনরায় জোরে ফোঁপাইয়া উঠিলেন এবং সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাকে দীর্ঘসময় পর্যন্ত ঠেস দিয়া রাখিলাম। অতঃপর জ্ঞান ফিরিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন যে, কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা বান্দাগণের বিচারের জন্য অবতরণ করিবেন, সমস্ত উম্মাত সেদিন হাঁটু গাড়িয়া থাকিবে। সর্বপ্রথম যাহাদিগকে ডাকা হইবে তাহাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি হইবে যে কুরআন শিক্ষা করিয়াছে। দ্বিতীয় যে আল্লাহর রাস্তায় কতল হইয়াছে। তৃতীয় যে ধনবান ছিল। আল্লাহ তায়ালা কারীকে বলিবেন, আমি কি তোমাকে উহা শিক্ষা দেই নাই যাহা আমি আমার রাসূলের উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলাম? সে বলিবে, জ্বী হাঁ, আয় পরওয়ারদিগার! আল্লাহ বলিবেন, তুমি যাহা শিখিয়াছিলে উহার উপর কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে, আমি রাত্রদিন উহার মধ্যে মগ্ন থাকিতাম। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। ফেরেশতাগণ বলিবেন,

তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। আল্লাহ বলিবেন, বরং তোমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, লোকে বলিবে, অমুক একজন ক্বারী। এবং তাহা বলা হইয়াছে। তারপর ধনবান ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, আমি কি তোমার রিযিক প্রশস্ত করিয়া দেই নাই যেন তুমি কাহারো মুখাপেক্ষী না হও? সে বলিবে হাঁ, আয় পরওয়ারদিগার। আল্লাহ বলিবেন, তবে আমি তোমাকে যাহা দিয়াছিলাম উহা দ্বারা কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে, আমি উহা দ্বারা আত্মীয়–স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছি ও সদকা করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। ফেরেশতাগণ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। আল্লাহ বলিবেন, বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকে বলিবে অমুক বড় দানশীল। তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর যে আল্লাহর রাস্তায় কতল হইয়াছে তাহাকে উপস্থিত করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, তুমি কি জন্য কতল হইয়াছ? সে বলিবে, আমাকে তোমার রাস্তায় জেহাদ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং আমি জেহাদ করিতে করিতে কতল হইয়া গিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। ফেরেশতাগণ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। আল্লাহ বলিবেন, বরং তোমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, লোকে বলিবে অমুক বড় বাহাদুর। তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাঁটুর উপর চাপড় দিয়া বলিলেন, হে আবু হোরায়রা! আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে ইহারাই সেই তিন প্রকারের লোক যাহাদের দ্বারা কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হইবে।

আবু ওসমান মদনী (রহঃ) বলেন, ওকবা আমাকে বলিয়াছেন যে, এই শুফাইয়া আসবাহীই হযরত মুআবিয়া (রাঃ)কে যাইয়া এই ঘটনা শুনাইয়াছেন। আবু ওসমান (রহঃ) বলেন, আ'লা ইবনে হাকীম যিনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর জল্লাদ ছিলেন, বলিয়াছেন যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিলে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, ইহাদের বিচার এই রকম হইয়াছে। বাকী লোকদের কি অবস্থা হইবে? ইহা বলিয়া তিনি এত কাঁদিলেন যে, আমরা ভাবিলাম তিনি বুঝি শেষ হইয়া যাইবেন। আমরা বলাবলি করিতে

লাগিলাম, লোকটি আমাদের নিকট এক আপদ লইয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ পর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) শান্ত হইয়া মুখ মুছিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সত্য বলিয়াছেন।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا
وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا
النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থ ঃ যাহারা কেবল পার্থিব জীবন ও উহার জাঁকজমক কামনা করে, আমি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মগুলি (র ফল) দুনিয়াতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করিয়া দেই এবং দুনিয়াতে তাহাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। ইহারা এমন লোক যে, তাহাদের জন্য আখেরাতে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছূই নাই, আর তাহারা যাহা কিছু করিয়াছিল, তাহা সমস্তই আখেরাতে অকেজো হইবে এবং যাহা কিছু করিতেছে তাহাও বিফল হইবে। (তিরমিযী)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ক্রন্দন

আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রাঃ) মারওয়া পাহাড়ের উপর একত্রিত হইয়া কথাবার্তা বলিলেন। তারপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) চলিয়া গেলেন। আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) সেখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি বলিল, আবু আবদুর রহমান, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলিতেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ স াল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন—যাহার অন্তরে রাই পরিমাণ অহঙ্কার থাকিবে আল্লাহ পাক তাহাকে উপুড় করিয়া জাহান্নামে ফেলিবেন। (তারগীব)

হযরত ইবনে রাওয়াহা ও হযরত হাসসান (রাঃ)এর ক্রন্দন

আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, সূরা সুআ'রা নাযিল হইবার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ও হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের সম্মুখে পড়িতেছিলেন–

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

অর্থাৎ–কবিদের অনুসরণ গোমরাহ লোকেরাই করে। তারপর যখন–

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

(অর্থাৎ কিন্তু যাহারা নেক আমল করে) পর্যন্ত পৌঁছিলেন, বলিলেন, তোমরা (এই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত।) অতঃপর পড়িলেন—

وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا

অর্থাৎ এবং আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী করিয়া স্মরণ করে। বলিলেন, তোমরা (এই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত)

অতঃপর পড়িলেন—

وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

অর্থাৎ তাহারা অত্যাচারিত হইবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে। বলিলেন, তোমরা (এই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত)

ইয়ামানবাসীদের কুরআন শুনিয়া ক্রন্দন

আবু সালেহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফতের যুগে যখন ইয়ামানবাসীগণ আসিলেন, তাঁহারা কুরআন শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমরা এই রকমই ছিলাম। কিন্তু পরে অন্তর মজবুত হইয়া গিয়াছে। আবু নুয়াইম এইখানে 'কাসাতিল কুলুব' শব্দটির অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, অতঃপর আল্লাহর মা'রেফাতের দ্বারা অন্তর মজবুত ও শান্ত হইয়া গিয়াছে। (কান্‌য)

যে আলেম অপরকে শিক্ষা দেয় না এবং যে জাহেল শিক্ষা গ্রহণ করে না তাহাদিগকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা

হযরত আবযা খুযায়ী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোতবা দিতে যাইয়া একদল মুসলমানের প্রশংসা করিলেন। তারপর বলিলেন, কি হইয়াছে সেই সকল লোকদের যাহারা নিজের প্রতিবেশীদিগকে দ্বীনি মাসায়েল শিক্ষা দেয় না, দ্বীনি এল্‌ম শিক্ষা দেয় না, তাহাদিগকে জ্ঞান দান করে না, (সৎ কাজের) আদেশও করে না (অসৎ কাজ হইতে) নিষেধও করে না? কি হইয়াছে সেই সকল লোকদের যাহারা তাহাদের প্রতিবেশীর নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করে না, মাসায়েল শিক্ষা করে না, জ্ঞান অর্জন করে না? খোদার কসম, হয় তাহারা নিজের প্রতিবেশীকে শিক্ষা দিবে, জ্ঞান দান করিবে,মাসায়েল শিক্ষা দিবে, তাহাদিগকে (সৎ কাজের) আদেশ করিবে, (অসৎ কাজ হইতে) নিষেধ করিবে এবং অপর দল নিজের প্রতিবেশীর নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে, জ্ঞান অর্জন করিবে, মাসায়েল শিক্ষা করিবে, আর না হয় আমি তাহাদিগকে এই দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করিব। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে অবতরণ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। কিছু লোক বলাবলি করিতে লাগিলে যে, কি ধারণা তোমাদের? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহাদের উদ্দেশ্যে ইহা বলিয়াছেন? তাহারা বলিল, আমাদের মনে হয় আশআরী গোত্রীয়দের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন। কারণ তাহারা নিজেরা আলেম কিন্তু তাহাদের প্রতিবেশী আরব বেদুঈন ও যাযাবরগণ অজ্ঞ। এই সংবাদ আশআরীদের নিকট পৌঁছিলে তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কি হইয়াছে যে, অপরাপর লোকদিগকে আপনি ভাল বলিলেন এবং আমাদিগকে খারাপ বলিলেন? তিনি বলিলেন, হয় তাহারা আপন প্রতিবেশীদিগকে এল্‌ম দান করিবে, মাসায়েল শিক্ষা দিবে, জ্ঞান দান করিবে, তাহাদিগকে (সৎ কাজের) আদেশ করিবে, (অসৎ কাজ হইতে) নিষেধ করিবে এবং অপর দল তাহাদের প্রতিবেশীগণ হইতে এল্‌ম হাসিল করিবে, জ্ঞান

অর্জন করিবে, মাসায়েল শিক্ষা করিবে; আর না হয় আমি তাহাদিগকে এই দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করিব। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি অপর লোকদিগকে জ্ঞান দান করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ব কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় একই কথা বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমাদিগকে এক বৎসর সময় দিন। তিনি তাহাদিগকে এক বৎসর সময় দিলেন, যেন তাহারা তাহাদিগকে মাসায়েল শিক্ষা দেয়, এল্‌ম শিক্ষা দেয় ও জ্ঞান দান করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ
ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ
فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

অর্থ ঃ বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যাহারা কাফের ছিল, তাহাদের উপর লা'নত করা হইয়াছিল—দাউদ এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে; এই লা'নত এই কারণে করা হইয়াছিল যে, তাহারা আদেশের বিরোধিতা করিয়াছিল এবং সীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। যে অন্যায় কাজ তাহারা করিয়াছিল, তাহা হইতে তাহারা নিবৃত্ত হইতেছিল না; বাস্তবিকই, তাহাদের কাজগুলি ছিল অত্যন্ত গর্হিত। (কান্‌য)

যে ব্যক্তি এল্‌ম ও ঈমান অর্জন করিতে চাহিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহা দান করিবেন

হযরত মুআয (রাঃ)এর উপদেশ

আবদুল্লাহ ইবনে সালামা (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, কেন কাঁদিতেছ? সে বলিল, খোদার কসম, আপনার সহিত

কোনপ্রকার আত্মীয়তার কারণে অথবা আপনার নিকট হইতে পাইতাম এমন কোন দুনিয়ার বস্তু হারাইবার আশঙ্কায় কাঁদিতেছি না। বরং আমি আপনার নিকট হইতে যে এল্‌ম হাসেল করিতাম তাহা হারাইবার আশঙ্কায় কাঁদিতেছি। তিনি বলিলেন, কাঁদিও না, কারণ যে এল্‌ম ও ঈমান হাসেল করিতে চাহিবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে উহা দান করিবেন ; যেমন ইবরাহীম (আঃ)কে দান করিয়াছিলেন, অথচ সেই সময় কোন এল্‌ম ও ঈমান দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল না।

হারেস ইবনে ওমায়রাহ (রহঃ) বলেন, হযরত মুআ'য (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় ঘনাইয়া আসিলে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেন কাঁদিতেছ? তাঁহারা বলিলেন, আমরা ঐ এল্‌মের জন্য কাঁদিতেছি যাহা আপনার ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যাইবে। তিনি বলিলেন, এল্‌ম ও ঈমান কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। যে উহার অনুসন্ধান করিবে সে পাইবে। কিতাব ও সুন্নাত এর মধ্যে উহা নিহিত রহিয়াছে। প্রত্যেক কথাকে (আল্লাহর) কিতাব দ্বারা যাচাই করিবে। (আল্লাহর) কিতাবকে (অন্যের) কথার দ্বারা যাচাই করিবে না। হযরত ওমর, ওসমান ও হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট এল্‌ম তালাশ করিবে। যদি তাহাদিগকে না পাও তবে (এই) চার ব্যক্তির নিকট এল্‌ম তালাশ করিবে, ওয়াইমের (হযরত আবু দারদা (রাঃ)),ইবনে মাসউদ, সালমান ও (আবদুল্লাহ্) ইবনে সালাম (রাঃ)—যিনি পূর্বে ইহুদী ছিলেন পরে মুসলমান হইয়াছেন। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি যে, এই ব্যক্তি (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)) জান্নাতী ব্যক্তিগণের মধ্যে দশম ব্যক্তি। আলেমের পদস্খলন হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। হক কথা যে কেহ বলে, গ্রহণ করিবে। অন্যায়কে যে কেহই উপস্থাপন করুক তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে। (কান্‌য)

ইয়াযীদ ইবনে ওমায়রা (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাঃ) মৃত্যুশয্যায় একবার অজ্ঞান হইয়া পড়েন আবার জ্ঞান ফিরিয়া পান, এমন হইতেছিল। একবার এমন অজ্ঞান হইলেন যে, আমরা ভাবিলাম তাঁহার বুঝি ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁহার

জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন, কেন কাঁদিতেছ? আমি বলিলাম, খোদার কসম, কোন দুনিয়ার বস্তু যাহা আপনার নিকট হইতে লাভ করিতাম তাহা হারাইবার দুঃখে অথবা আপনার ও আমার মধ্যে কোন আত্মীয়তার কারণে কাঁদিতেছি না। বরং সেই এল্‌ম ও ফয়সালাদির জন্য কাঁদিতেছি, যাহা আপনার নিকট হইতে শুনিতাম, আজ তাহা বিদায় হইতেছে। তিনি বলিলেন, কাঁদিও না। এল্‌ম ও ঈমান সর্বদা বিদ্যমান থাকিবে। যে উহা অনুসন্ধান করিবে সে পাইবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) উহাকে যেখানে তালাশ করিয়াছিলেন তুমিও সেখানে তালাশ কর। তিনি যখন অজ্ঞ ছিলেন আল্লাহর নিকট দোয়া করিয়াছিলেন। যেমন তিনি বলিয়াছিলেন—

إِنِّيْ ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ

অর্থ ঃ আমি তো আমার রব্বের দিকে চলিয়া যাইতেছি, তিনি আমাকে পৌঁছাইয়া দিবেনই।

আমার পর চার ব্যক্তির নিকট এল্‌ম তালাশ করিবে। যদি তাহাদের কাহারো নিকট না পাও তবে লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। জ্ঞানের ভাণ্ডার হইলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, সালমান ও ওয়াইমের আবু দারদা (রাঃ)। আলেমের ভুল ভ্রান্তি হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। মুনাফেকের নির্দেশনা হইতে দূরে থাকিবে। আমি বলিলাম, আলেমের ভুল ভ্রান্তি আমি কি করিয়া বুঝিব? তিনি বলিলেন, উহা এমন একটি গোমরাহীর কথা যাহা শয়তান কোন (আলেম) ব্যক্তির জিহ্বার উপর রাখিয়া দেয়, সে উহা ধারণ করিতে পারে না (বিধায় প্রকাশ করিয়া দেয়), এবং তাহার নিকট হইতে এমন কথা কেহ আশাও করে না। মুনাফেকও কখনও হক কথা বলিয়া ফেলে। কাজেই এল্‌ম যেখান হইতে আসুক তাহা গ্রহণ করিবে। কারণ হকের সহিত নূর থাকে। জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয় হইতে দূরে থাকিবে।

আমর ইবনে মাইমূন (রহঃ) বলেন, আমাদের ইয়ামান থাকাকালীন হযরত মুআ'য (রাঃ) ইয়ামানে আসিলেন। তিনি বলিলেন, হে ইয়ামানবাসী, ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাইবে। আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে আসিয়াছি। আম্‌র বলেন, আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি ভালবাসা জন্মিয়া গেল। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া যাই নাই। যখন তাঁহার মৃত্যুর সময় সন্নিকট হইল, আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন কাঁদিতেছ? আমি বলিলাম, সেই এল্‌মের জন্য কাঁদিতেছি যাহা আপনার সহিত বিদায় হইয়া যাইবে। তিনি বলিলেন, এল্‌ম ও ঈমান কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। (কান্‌য)

ঈমান, এল্‌ম ও আমল
এক সাথে শিক্ষা করা
সাহাবা (রাঃ)দের বর্ণনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি আমার জীবনের এক যুগে দেখিয়াছি যে, আমরা কুরআনের পূর্বে ঈমান শিক্ষা করিতাম। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর সূরা নাযেল হইত। আর আমরা উহার মধ্যেকার হালাল ও হারামকে শিক্ষা করিতাম। কোন্ জায়গায় ওয়াক্‌ফ করিতে হইবে তাহাও শিক্ষা করিতাম। যেমন তোমরা শিখিতেছ। কিন্তু পরে এমন কিছু লোককে দেখিয়াছি যাহারা ঈমানের পূর্বে কুরআন শিক্ষা করিয়াছে। তাহারা সূরা ফাতেহা হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া ফেলে কিন্তু কুরআন তাহাদিগকে কি আদেশ করিতেছে, কি নিষেধ করিতেছে তাহারা কিছুই বুঝে না। ইহাও বুঝে না যে, কোন্ জায়গায় থামিতে হইবে। তাহারা যেন কুরআনকে এমনভাবে ছিটাইতেছে যেমন নিরস খেজুর ছিটানো হয়। (তাবরানী)

হযরত জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা কতিপয় যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলাম। আমরা কুরআনের পূর্বে ঈমান শিক্ষা করিয়াছি। পরে যখন কুরআন শিখিয়াছি উহাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যখন কুরআনের কোন সূরা অথবা আয়াত নাযেল হইত, মুমিনীনদের

ঈমান ও খুশু বৃদ্ধি পাইত। এবং কুরআন যাহা নিষেধ করিত উহা হইতে তাঁহারা বিরত হইয়া যাইতেন। (কান্‌য)

সাহাবা (রাঃ) কিরূপে কুরআনের আয়াত শিক্ষা করিতেন

আবু আবদির রহমান সুলামী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী যিনি আমাদিগকে কুরআন শিক্ষা দিতেন তিনি বলিয়াছেন যে,তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে দশটি আয়াত শিক্ষা করিয়া যতক্ষণ না উহার মধ্যেকার এল্‌ম ও আমল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত হইতেন, ততক্ষণ অন্য দশ আয়াত তাঁহারা শিক্ষা করিতেন না। তাঁহারা বলিয়াছেন, আমরা এল্‌ম ও আমল একসাথে অর্জন করিয়াছি।

আবু আবদির রহমান (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা কুরআন ও উহার উপর আমল করা একসাথে শিক্ষা করিতাম। কিন্তু আমাদের পরে এমন লোকেরা কুরআনের উত্তরাধিকারী হইবে যে, তাঁহারা উহাকে পানির মত পান করিবে। কিন্তু কুরআন তাহাদের কণ্ঠনালীর নিম্নভাগও অতিক্রম করিবে না। বরং এই জায়গাও অতিক্রম করিবে না—কণ্ঠনালীর উপরি ভাগের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে দশ আয়াত শিক্ষা করার পর ততক্ষণ আমরা অপর দশ আয়াত শিক্ষা করিতাম না যতক্ষণ না উক্ত দশ আয়াতে যাহা আছে তাহা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতাম।

বর্ণনাকারী শরীক (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'যাহা আছে' বলিতে তিনি কি উক্ত আয়াতে বর্ণিত আমলকে বুঝাইয়াছেন? বলিলেন, হাঁ। (কান্‌য)

দ্বীন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় এল্‌ম হাসিল (অর্জন) করা

হযরত সালমান (রাঃ)এর নসীহত

হাফস ইবনে ওমর সা'দী (রহঃ) তাঁহার চাচা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত সালমান (রাঃ) হযরত হোযাইফা (রাঃ)কে বলিলেন, হে বনী আবসের ভাই! এল্‌ম তো অনেক, কিন্তু জীবনের সময় অনেক কম। কাজেই তুমি তোমার দ্বীন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় এল্‌ম অর্জন কর। ইহা ব্যতীত যাহা আছে উহাকে পরিত্যাগ কর, উহার জন্য কষ্ট করিও না।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি হযরত সালমান (রাঃ)এর সঙ্গী হইল। সে দাজলা নদী হইতে পানি পান করিলে হযরত সালমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আবার পান কর। সে বলিল, আমি পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি কি মনে করিতেছ যে, তোমার পান করার দ্বারা ইহাতে কোনপ্রকার কম হইয়াছে? সে বলিল, আমি যাহা পান করিয়াছি তাহাতে ইহার মধ্যে একটুও কম হয় নাই। তিনি বলিলেন, এল্‌মও এইরকমই কমে না। কাজেই তোমার প্রয়োজনীয় এল্‌ম তুমি অর্জন কর। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নসীহত

মুহাম্মাদ ইবনে আবি কায়লাহ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট এল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া চিঠি লিখিল। হযরত ওমর (রাঃ) উত্তরে লিখিলেন, তুমি আমাকে এল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া চিঠি লিখিয়াছ। এল্‌ম সম্পর্কে আমি তোমাকে লিখি, ইহা হইতে এল্‌মের মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। তবে তুমি যদি মুসলমানের আব্রু হইতে নিজের জিহ্বাকে রক্ষা করিয়া, তাহাদের খুন হইতে নিজের পিঠকে হালকা রাখিয়া, তাহাদের মাল হইতে পেটকে খালি রাখিয়া ও তাহাদের জামাতের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার, তবে করিও। (কান্‌য)

দ্বীন, ইসলাম ও ফরজ আহকাম শিক্ষা দেওয়া

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু রিফাআ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন সময় উপস্থিত হইলাম যখন তিনি খোতবা দিতেছিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, একজন বিদেশী লোক তাহার দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। কারণ সে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোতবা ছাড়িয়া আমার নিকট আসিলেন। একটি কুরসী (চেয়ার) আনা হইল। যাহার পায়া মনে হয় লোহার ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে বসিলেন এবং আমাকে আল্লাহ প্রদত্ত এল্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তারপর ফিরিয়া যাইয়া বাকী খোতবা পুরা করিলেন। (কান্যুল উম্মাল)

জারীর (রহঃ) বলেন, এক আরব বেদুইন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিন। তিনি বলিলেন, তুমি লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসলুল্লাহএর সাক্ষ্য দিবে। নামায কায়েম করিবে, যাকাৎ দিবে। রমযান মাসে রোযা রাখিবে। বাইতুল্লার হজ্ব করিবে। নিজের জন্য যাহা অপছন্দ কর অপরের জন্য তাহা অপছন্দ করিবে।

মুহাম্মাদ ইবনে উমারাহ (রহঃ) বলেন, ফারওয়া ইবনে মুসাইক মুরাদী (রাঃ) কিন্দাহ এর বাদশাহগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। এবং প্রতিনিধিরূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ)এর নিকট মেহমান হইলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁহাকে কুরআন, ইসলামী ফারায়েজ ও আদব কায়দা শিক্ষা দিতেন।

হযরত দুবাআহ বিনতে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, ইয়ামান হইতে বাহরা এর প্রতিনিধি দল আসিল। তাহারা তের জন ছিল। তাহারা নিজেদের বাহনের লাগাম ধরিয়া বনী জাদিলায় অবস্থিত হযরত মেকদাদ ইবনে আমর (রাঃ)এর দরজায় উপস্থিত হইল। হযরত মেকদাদ (রাঃ) বাহির হইয়া তাহাদিগকে

মারহাবা দিলেন এবং নিজ বাড়ীতে স্থান দিলেন। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিল এবং ফরজ আহকাম ইত্যাদি শিক্ষা করিল। তাহারা অনেক দিন অবস্থান করিল। তারপর তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিটক বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে সফরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিবার জন্য আদেশ করিলেন। অতঃপর তাহারা নিজেদের দেশে ফিরিয়া গেল। (ইবনে সা'দ)

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর দ্বীন শিক্ষা দান

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) উভয়ই লোকদিগকে এইভাবে ইসলাম শিক্ষা দিতেন যে, আল্লাহর এবাদত করিবে, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না এবং সময় মত আল্লাহর ফরজকৃত নামায আদায় করিবে। কারণ উহা আদায়ে ত্রুটি করা ধ্বংস টানিয়া আনে। খোশ দিলে ও সন্তুষ্টচিত্তে যাকাত দিবে। রমজানে রোযা রাখিবে। আমীরের কথা শুনিবে ও মানিবে।

হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক বেদুইন আসিয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে দ্বীন শিক্ষা দিন। তিনি বলিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসলুল্লাহএর সাক্ষ্য দিবে। নামায কায়েম করিবে। যাকাত দিবে। হজ্ব করিবে ও রমজানের রোযা রাখিবে। মানুষের প্রকাশ্য বিষয়ের উপর বিচার করিবে। গোপন বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। লজ্জাকর বিষয় হইতে দূরে থাকিবে। যখন আল্লাহর সহিত তোমার দেখা হইবে তখন বলিবে, ওমর আমাকে এইগুলির আদেশ করিয়াছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক আরব বেদুইন আসিয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে দ্বীন শিক্ষা দিন। তিনি তাহাকে উপরোক্ত কথাগুলি বলিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দা, এই কথাগুলি গ্রহণ কর, এবং যখন আল্লাহর সহিত তোমার

দেখা হইবে তখন যাহা ইচ্ছা বলিও।

হাসান (রহঃ) হইতে অপর একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি একজন গ্রাম্য লোক, আমার অনেক কাজ। আপনি আমাকে নির্ভরযোগ্য কিছু বলিয়া দিন এবং পরিস্কার করিয়া বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন এবং তোমার হাত আমাকে দাও। সে হাত দিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহর এবাদত করিবে, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। নামায আদায় করিবে। ফরয যাকাত আদায় করিবে। হজ্ব ও ওমরা করিবে। (আমীরকে) মানিয়া চলিবে। লোকদের প্রকাশ্য বিষয়ের উপর বিচার করিবে। গোপন বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। এমন কাজ করিবে যাহার আলোচনায় ও প্রকাশে তুমি লজ্জাবোধ কর না বা তোমার সম্মানের হানি হয় না। এমন কর্ম হইতে বিরত থাকিবে যাহার আলোচনায় ও প্রকাশে তুমি লজ্জাবোধ কর বা সম্মানহানিকর হয়। সে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি এই কথাগুলির উপর আমল করিব এবং যখন আল্লাহর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে তখন বলিব ওমর আমাকে এই সকল কথা বলিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এইগুলি গ্রহণ কর এবং যখন তোমার পরওয়ারদিগরের সহিত তোমার দেখা হইবে তখন যাহা ইচ্ছা বলিও। (কান্‌য)

নামায শিক্ষা দান

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নামায শিক্ষা দান

আবু মালেক আশজায়ী (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কেহ মুসলমান হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম আমাদিগকে নামায শিক্ষা দিতেন অথবা বলিয়াছেন, সর্বপ্রথম তাহাকে নামায শিক্ষা দিতেন।

হাকাম ইবনে ওমায়ের (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এইভাবে শিক্ষা দিতেন যে, যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াইবে, তাকবীর বলিবে, হাত উঠাইবে কিন্তু কানের উপর উঠাইবে না। তারপর বলিবে—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ

وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ (কান্‌য)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাদিগকে মিম্বারে বসিয়া এমনভাবে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন উস্তাদ ছোট ছেলেদেরকে মক্তবে শিক্ষা দিয়া থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) আমার হাত ধরিয়া আমাকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে হাত ধরিয়া এইরূপ তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়াছেন—

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلّٰهِ

আবদুর রহমান ইবনে আব্দে কারী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে মিম্বারে বসিয়া লোকদিগকে উপরোক্ত তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতে শুনিয়াছেন। তিনি বলিতেছিলেন, বল—

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন যেমন, কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমনভাবে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়াছেন যে, আমার হাত তাঁহার হাতের মাঝখানে ছিল, যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বয়ানের পূর্বে খোত্বা অথবা বলিয়াছেন, অত্যন্ত সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত কালাম ও বয়ানের পূর্বে খোত্বা শিক্ষা দিতেন এবং নামাযের খোত্বা অর্থাৎ সানা ও সালাতুল হাজাতের দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ তাশাহ্হুদের উল্লেখ করিয়াছেন।

আসওয়াদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) আমাদিগকে এমনভাবে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। এবং উহার মধ্যে আলিফ ও ওয়াও এর ভুল হইলেও ধরিতেন। (কান্যুল উম্মাল)

হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর নামায শিক্ষা দান

যায়েদ ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন, হযরত হোযাইফা (রাঃ) মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি নামায পড়িতেছে, কিন্তু রুকু, সেজদা পূর্ণরূপে আদায় করিতেছে না। সে যখন নামায শেষ করিল, তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কতদিন যাবৎ এইরূপ নামায পড়িতেছ? সে বলিল, চল্লিশ বৎসর যাবৎ। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, তুমি চল্লিশ বৎসর যাবৎ কোন নামাযই পড় নাই। এইরূপ নামাযের উপর যদি তোমার মৃত্যু হইত তবে তুমি মুহাম্মাদ (সঃ)এর তরীকা ব্যতীত ভিন্ন তরীকার উপর মৃত্যুবরণ করিতে। তারপর তাহাকে নামায শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এবং বলিলেন, কোন ব্যক্তি রুকু–সেজদা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করিয়াও নামায়কে সংক্ষেপ করিতে পারে। (কান্য)

দোয়া ও যিকির শিক্ষাদান

পাঁচ হাজার বকরির পরিবর্তে পাঁচটি কলেমা

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমাকে পাঁচ হাজার বকরী দিব, না পাঁচটি এমন কলেমা শিক্ষা দিব,যাহাতে তোমার দ্বীন–দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, পাঁচ হাজার বকরী তো অনেক, তথাপি (পাঁচটি কলেমাই) শিক্ষা দিন। তিনি বলিলেন, বল—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ خُلُقِيْ وَطَيِّبْ لِيْ كَسْبِيْ وَقَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِيْ اِلٰى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّيْ

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করিয়া দিন, আমার আখলাককে প্রশস্ত করিয়া দিন, আমার উপার্জনকে পবিত্র (হালাল) করিয়া দিন, যাহা কিছু আপনি আমাকে দান করিয়াছেন উহার উপর আমাকে তুষ্ট করিয়া দিন এবং আমার দিলকে এমন জিনিসের প্রতি ধাবিত করিবেন না যাহা আমাকে আপনি না দেওয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।'

হযরত জা'ফর (রাঃ)এর শিক্ষা দান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নিজের মেয়েদিগকে নিম্নোক্ত কলেমাগুলি শিক্ষা দিতেন ও উহা পড়িবার জন্য আদেশ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই কলেমাগুলি তিনি হযরত আলী (রাঃ) হইতে শিখিয়াছেন, এবং হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কারণে অস্থির হইতেন ও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতেন তখন এই কলেমাগুলি পড়িতেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও মেহেরবান,সমস্ত পবিত্রতা তাহারই জন্য, আল্লাহ বরকতময়, সমস্ত জগত ও আরশে আযীমের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা তাহারই জন্য, তিনি রাব্বুল আলামীন। (কান্‌য)

হযরত আলী (রাঃ)এর শিক্ষা দান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত আলী (রাঃ) আমাকে বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, আমি তোমাকে কয়েকটি কলেমা শিক্ষা দিব, যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় উহা পড়িবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ

তিনবার,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

তিনবার এবং

تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হইতে কতিপয় দোয়া ও যিকির

হযরত সা'দ ইবনে জুনাদাহ (রাঃ) বলেন, তায়েফবাসীগণের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়াছিলাম। আমি তায়েফের উঁচু এলাকা হইতে সকালবেলা রওয়ানা হইয়া আসরের সময় মিনাতে পৌঁছিলাম। পাহাড় ডিঙ্গাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম ও ইসলাম গ্রহণ করিলাম। তিনি আমাকে সূরা কুলহুআল্লাহ্ ও সূরা যিল্‌যাল্ এবং এই কলেমাগুলি শিক্ষা দিলেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

এবং বলিলেন, ইহাই সেই নেকী, যাহা চিরকাল থাকিবে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে সকালবেলা এই দোয়া পড়িতে শিক্ষা দিতেন—

اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থ ঃ 'আমরা দ্বীনে ইসলাম, কলেমায়ে এখলাস, আমাদের নবী মুহাম্মাদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সুন্নাত ও মিল্লাতে ইবরাহীম (আঃ)এর উপর সকাল করিলাম। যিনি সকল দ্বীন হইতে বিমুখ হইয়া এক আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তিনি মুশরেকদের অন্তর্গত ছিলেন না।'

সন্ধ্যা বেলায়ও এইরকম দোয়া পড়িতে শিক্ষা দিতেন। (কান্‌য)

হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এই কলেমাগুলি এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেমন উস্তাদ ছোট ছেলেদেরকে লেখা শিক্ষা দেয়—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট কৃপণতা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, কাপুরুষতা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, আমি আপনার নিকট নিকৃষ্ট জীবনে (বার্ধক্যে) নিপতিত হওয়া হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, আর আশ্রয় চাহিতেছি দুনিয়ার ফেৎনা ও কবরের আযাব হইতে।'

আবদুল্লাহ তাহার পিতা হারেস ইবনে নওফাল (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে জানাযার দোয়া এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِإِخْوَانِنَا وَاَخَوَاتِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا ! اَللّٰهُمَّ ! هٰذَا عَبْدُكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَلَا نَعْلَمُ اِلَّا خَيْرًا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ !

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাদের ভাই ও বোনদিগকে মা'ফ করিয়া দিন। আমাদের পরস্পর (ঝগড়া বিবাদ) মিমাংসা করিয়া দিন। আমাদের অন্তরগুলিকে মিলাইয়া দিন। আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তি আপনার বান্দা, অমুকের বেটা অমুক, আমরা তাহাকে ভাল বলিয়াই জানি। আপনি তাহাকে আমাদের অপেক্ষা অধিক জানেন। আপনি আমাদিগকে ও তাহাকে মা'ফ করিয়া দিন।'

হযরত হারেস (রাঃ) বলেন, আমি সকলের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছিলাম, আমি বলিলাম, যদি আমরা তাহার সম্পর্কে ভাল কিছুই না জানি? তিনি বলিলেন, তুমি যাহা জান, তাহাই বলিবে।

হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, রমজান আসিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এই কলেমাগুলি শিক্ষা দিতেন—

اَللّٰهُمَّ سَلِّمْنِىْ لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِىْ وَسَلِّمْهُ لِىْ مُتَقَبَّلًا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাকে রমজানের জন্য রক্ষিত রাখুন, রমজানকে আমার জন্য রক্ষিত রাখুন। উহাকে আমার জন্য কবুল করিয়া সংরক্ষণ করুন। (কান্‌য)

হযরত আলী (রাঃ)এর দরূদ শিক্ষা দান

সুলামাহ কিন্দী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) লোকদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এইরূপ দরূদ পড়িতে শিক্ষা দিতেন—

اَللّٰهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ وَبَارِئَ الْمَسْمُوكَاتِ وَجَبَّارَ اَهْلِ الْقُلُوْبِ عَلٰى خَطَرَاتِهَا شَقِيِّهَا وَسَعِيْدِهَا اِجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْفَاتِحِ لِمَا اُغْلِقَ وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالْوَاضِعِ وَالدَّامِغِ لِجَيْشَاتِ الْاَبَاطِيْلِ كَمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ بِاَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِيْ مَرْضَاتِكَ غَيْرَ نَكِلٍ عَنْ قَدَمٍ وَلَا وَهْنٍ فِيْ عَزْمٍ وَاعِيًا لِوَحْيِكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلٰى نِفَاذِ اَمْرِكَ حَتّٰى اَوْرٰى قَبَسًا لِقَابِسٍ بِهٖ هُدِيَتِ الْقُلُوْبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْاِثْمِ وَاَبْهَجَ بِمُوْضِحَاتِ الْاَعْلَامِ وَمُنِيْرَاتِ الْاِسْلَامِ وَنَائِرَاتِ الْاَحْكَامِ فَهُوَ اَمِيْنُكَ الْمَامُوْنُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ وَشَهِيْدُكَ يَوْمَ الدِّيْنِ وَبَعِيْثُكَ نِعْمَةً وَرَسُوْلُكَ بِالْحَقِّ . اَللّٰهُمَّ افْسَحْ لَهٗ مُفْسَحًا فِيْ عَدْنِكَ وَاجْزِهٖ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مُهَنَّاٰتٍ غَيْرَ مُكَدَّرَاتٍ مِنْ فَوْزِ ثَوَابِكَ الْمَعْلُوْلِ وَجَزِيْلِ عَطَائِكَ الْمَخْزُوْنِ اَللّٰهُمَّ اَعْلِ عَلَى النَّاسِ

بِنَاءَهُ وَاَكْرِمْ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنُزُلَهُ وَاَتْمِمْ لَهُ نُوْرَهُ وَاَجْزِهِ مِنِ ابْتِعَاثِكَ

لَهُ مَقْبُوْلَ الشَّهَادَةِ وَمَرْضِيَّ الْمَقَالَةِ

ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَكَلَامٍ فَصْلٍ

وَحُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, বিস্তৃত যমীনের বিস্তারক, সুউচ্চ আসমানের সৃষ্টিকর্তা, অন্তরের নেক ও বদ স্বভাবের উপর ক্ষমতাশালী, আপনার সমুন্নত রহমতসমূহ ও বর্ধিত বরকতসমূহ এবং মহান করুণা নাযিল করুন আপনার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। যিনি নবুওতের পূর্ব সিলসিলার সমাপক, সৌভাগ্যের রুদ্ধদ্বার উন্মোচক, সত্যের (ইসলামের) সত্যনিষ্ঠ প্রচারক। এবং যিনি বাতিলের সকল উত্থানের পতন ঘটাইয়াছেন। যেমনভাবে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে তেমনভাবে তিনি আদেশ পালনে তৎপর হইয়াছেন। কোনপ্রকার পদশৃঙ্খলে জড়ানো ও দৃঢ় ইচ্ছায় কোনপ্রকার দুর্বলতা প্রকাশ ব্যতিরেকে আপনার ওহীকে সংরক্ষন করিয়া, আপনার অঙ্গীকার যথাযথ পালন করিয়া ও আপনার ফরমান জারী করিয়া আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছেন। অবশেষে আলো অন্বেষীদের জন্য আলো জ্বালাইয়া দিয়াছেন। ফেৎনা ও গুনাহের অন্ধকারে নিমজ্জিত অন্তর তাঁহার দ্বারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি সুস্পষ্ট প্রতীকসমূহ, ইসলামের আলোকিত বিষয়সমূহ ও উজ্জ্বল আহকামসমূহকে পরিস্কার করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনিই আপনার বিশ্বস্ত আমানতদার, আপনার রক্ষিত জ্ঞানের রক্ষক, বিচার দিনে আপনার সাক্ষী, আপনার প্রেরিত নেয়ামত, রহমতস্বরূপ আপনার প্রেরিত সত্যের বাহক। আয় আল্লাহ, আপনার জান্নাতে আদন এ তাঁহার জায়গাকে প্রশস্ত করিয়া দিন। আপনার ফযল হইতে তাঁহাকে

বর্ধিত আকারে এমন প্রতিদান দান করুন যাহা তাহার জন্য আনন্দদায়ক ও নির্মল—অর্থাৎ আপনার পুনঃ পুনঃ সাওয়াবের সফলতা ও অপরিসীম রক্ষিত দানকে বহুগুণে বর্ধন করিয়া দিন। আয় আল্লাহ, আপনি জান্নাতে তাঁহার মহলকে সকল মানুষের মহলের উপর উঁচু করিয়া দিন। আপনার নিকট তাঁহার ঠিকানা ও মেহমানীকে উত্তম করুন। তাহার নূরকে পূর্ণ করিয়া দিন। তাঁহাকে আপনার নবী হিসাবে প্রেরণের বিনিময়ে গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য, পছন্দনীয় ভাষা, ন্যায় ও অকাট্য ভাষণ এবং মহান দলীল প্রমাণাদির অধিকারী করুন।

মদীনা তাইয়্যেবায় আগত মেহমানদিগকে (দ্বীন) শিক্ষাদান

আবদে কায়েসের প্রতিনিধি দলকে শিক্ষা দান

শিহাব ইবনে আব্বাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি আবদে কায়েস গোত্রীয় প্রতিনিধি দলের কোন একজনকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করিলে তাঁহারা (সাহাবা (রাঃ)) আমাদিগকে পাইয়া অত্যাধিক আনন্দিত হইলেন। আমরা মজলিসে পৌঁছিলে তাহারা আমাদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিলেন। আমরা বসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে মারহাবা দিলেন ও দোয়া দিলেন। অতঃপর আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমাদের সরদার ও দলপতি কে? আমরা সকলেই মুনজের ইবনে আয়েজ এর দিকে ইশারা করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই আশাজ্জ (অর্থাৎ চেহারায় ক্ষত চিহ্নযুক্ত এই ব্যক্তি?) গাধার খুরের আঘাতের কারণে তাহার চেহারায় ক্ষতচিহ্ন ছিল। এইদিন হইতেই তিনি এই নামে অভিহিত হন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরে বলিলাম, হাঁ। তিনি সকলের পরে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কারণ তিনি সকলের বাহনগুলি বাঁধিলেন, তাহাদের আসবাবপত্র গুছাইলেন। তারপর নিজের কাপড়ের পুটলি খুলিলেন ও সফরের কাপড় খুলিয়া ভাল কাপড় পরিধান করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

খেদমতে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়া পা মেলিয়া বসিয়াছিলেন। যখন আশাজ্জ (রাঃ) নিকটে আসিলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিলেন, হে আশাজ্জ ! এইখানে বস।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা গুটাইয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে আশাজ্জ, এইখানে বস। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান পাশে সোজা হইয়া বসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে মারহাবা দিলেন ও তাহার খাতির করিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দেশের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহার সম্মুখে হাযার এলাকার সাফা ও মুশাক্কার ইত্যাদি গ্রামের নাম উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, আপনি তো দেখি আমাদের গ্রামগুলির নাম আমাদের অপেক্ষা ভাল জানেন ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদের দেশে গিয়াছি এবং আমার জন্য উহা প্রসারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হে আনসারগণ, তোমাদের ভাইদের সমাদর কর। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে ইহারা তোমাদেরই মত। ভিতর–বাহিরে ইহারা তোমাদের সহিত সবার অপেক্ষা অধিক সামঞ্জস্যতা রাখে। তাহারা জোরপূর্বক অথবা ভীত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে নাই। বরং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। অথচ বহু কাওম ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করার দরুন কতল হইয়া গিয়াছে।' সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ভাইদের আদর–যত্ন ও তাহাদের মেহমানদারী কেমন দেখিলে? তাহারা বলিল, (আমরা তাহাদিগকে) উত্তম ভাইরূপে পাইয়াছি। আমাদের জন্য নরম বিছানা পাতিয়াছে, উত্তম খানা খাওয়াইয়াছে এবং রাত্রে ও সকালে আমাদিগকে আমাদের প্রভুর কিতাব ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দিয়াছে। তাহাদের কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশী ও আনন্দিত হইলেন। অতঃপর তিনি আমাদিগকে কি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ও আমরা কি শিখিয়াছি, এক একজন করিয়া তাহা শুনিতে

লাগিলেন। (দেখা গেল) আমাদের মধ্যে কেহ তো আত্তাহিয়্যাত, সূরা ফাতেহা ও তৎসহ একটি সূরা বা দুইটি সূরা,একটি সুন্নাত বা দুইটি সুন্নাত শিক্ষা করিয়াছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, আবদে কায়েসের প্রতিনিধি দল আসিয়াছে। অথচ আমরা কাহাকেও দেখিতেছিলাম না। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সত্যই তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের নিকট তোমাদের খেজুর হইতে কিছু অবশিষ্ট আছে কি? অথবা বলিলেন, তোমাদের পাথেয় হইতে কি কিছু অবশিষ্ট আছে? তাহারা বলিল, হাঁ। তিনি চামড়ার দস্তরখানা বিছাইতে আদেশ করিলেন। উহা বিছানো হইলে তাহারা তাহাদের অবশিষ্ট খেজুরগুলি উহাতে ঢালিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে একত্র করিলেন এবং তাহাদিগকে (প্রতিনিধি দলকে) বলিতে লাগিলেন, তোমরা এই খেজুরকে বারনী বল, এমন নহে কি? এবং ইহার এই নাম, ইহার এই নাম, বিভিন্ন প্রকার খেজুরের নাম উল্লেখ করিলেন। তাহারা বলিল, হাঁ। অতঃপর তাহাদের থাকিবার ও মেহমানদারীর জন্য এবং নামায শিক্ষার জন্য এক একজনকে এক একজন মুসলমানের জিম্মায় দিয়া দিলেন। এইরূপে এক জুমআ কাটিয়া গেলে তিনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া দেখিলেন, তাহারা সামান্য কিছু শিখিয়াছে ও বুঝিয়াছে। আবার তাহাদিগকে পরিবর্তন করিয়া অপর লোকদের জিম্মায় দিলেন, এইভাবে এক জুমআ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে আবার ডাকাইলেন। (এইবার) দেখিলেন,তাহারা যথেষ্ট শিখিয়াছে ও বুঝিয়াছে। তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে দ্বীন শিক্ষা দিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। এখন আমাদের দেশে ফিরিবার প্রবল ইচ্ছা হইতেছে। তিনি বলিলেন, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, আমরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের দেশীয় শারাব সম্পর্কে যাহা আমরা পান করি জিজ্ঞাসা করিয়া লই তবে ভাল হয়। ইহার পর হাদীসের বাকী অংশটুকু উল্লেখ হইয়াছে,

যাহাতে দুব্বা, নাকীর ও হানতাম, (এইগুলি শারাব বানাইবার পাত্র বিশেষ) এই সকল পাত্রে নবীয (খেজুর ভিজানো পানি) বানাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। (কান্‌য)

সফরে থাকাকালীন এল্‌ম শিক্ষা করা

বিদায় হজ্জে সাহাবা (রাঃ)দের এলম শিক্ষা করা

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় অবস্থানকালীন নয় বৎসর যাবৎ হজ্জ করেন নাই। তারপর লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা দেওয়া হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বৎসর হজ্জ করিবেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, এই ঘোষণার ফলে বহু লোক মদীনায় সমবেত হইল। প্রত্যেকেরই বাসনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করিবে এবং তিনি যাহা করেন তাহা করিবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলকদের পাঁচদিন বাকি থাকিতে রওয়ানা হইলেন, লোকজন ও তাঁহার সহিত রওয়ানা হইল। জুল হোলাইফায় পৌছিবার পর এখানে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর এর জন্ম হইল। তাহার মা হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, এমতাবস্থায় তিনি কি করিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তুমি গোসল করিয়া লও এবং নেফাসের স্থানে কাপড় বাঁধিয়া তালবিয়া পড়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখান হইতে রওয়ানা হইয়া যখন 'বায়দা'তে পৌছিলেন, উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়িলেন—

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ! إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ. لَا شَرِيْكَ لَكَ

তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা তালবিয়া পড়িল। এবং তাহারা তালবিয়ার উক্ত শব্দগুলির সহিত ذَا الْمَعَارِج ইত্যাদি শব্দও সংযোগ করিতেছিল। কিন্তু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা শুনিয়াও কিছু বলেন নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পিছনে, ডানে–বামে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত আরোহী ও পায়দল––মানুষই মানুষ দেখিতে পাইলাম।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, তাহার উপর কুরআন নাযিল হইতেছিল এবং তিনি উহার অর্থও বুঝিতেছেন, এমতাবস্থায় তিনি যাহা যাহা করিয়াছেন আমরাও তাঁহার মত করিয়াছি। (বিদায়াহ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্বের সফরে তাঁহার খুতবার মাধ্যমে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন উহার বর্ণনা হজ্বের বিবরণে সামনে আসিতেছে। এবং এই অধ্যায় সংক্রান্ত কিছু বর্ণনা জেহাদে যাইয়া শিক্ষাগ্রহণ করার অধ্যায়ে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত জাবের (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত জাবের ইবনে অযরাক গাদেরী (রাঃ) বলেন, আমি সওয়ার অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম। আমার সঙ্গে সামানপত্রও ছিল। আমি তাঁহার পাশাপাশি চলিতেছিলাম। একস্থানে পৌঁছিলে তাহার জন্য একটি চামড়ার তাঁবু টানানো হইল। তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। তাঁবুর দরজায় ত্রিশজনেরও অধিক চাবুকধারী লোক দাঁড়াইয়া গেল। আমি নিকটে গেলে এক ব্যক্তি আমাকে ধাক্কা দিতে লাগিল। আমি বলিলাম, তুমি যদি আমাকে ধাক্কা দাও তবে আমিও তোমাকে ধাক্কা দিব। আর যদি তুমি আমাকে মার তবে আমিও তোমাকে মারিব। সে বলিল, ওরে সর্বাপেক্ষা দুষ্টলোক! আমি বলিলাম, খোদার কসম, তুমি আমার অপেক্ষা দুষ্ট। সে বলিল, তাহা কিরূপে? আমি বলিলাম, আমি সুদূর ইয়ামান হইতে এইজন্য আসিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে কিছু শুনিয়া যাইয়া আমার পিছনে (দেশে)র লোকজনকে শুনাইব। আর তুমি আমাকে বাধা দিতেছ! সে বলিল, সত্য বলিয়াছ, হাঁ, খোদার কসম, আমিই তোমার অপেক্ষা দুষ্টলোক। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার রওয়ানা হইলেন। মিনায় অবস্থিত আকাবা হইতে তাঁহার নিকট লোকের ভীড় বাড়িতে লাগিল। তাহারা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাদি করিতে লাগিল। লোকের ভীড়ের দরুন তাঁহার নিকট পৌঁছা মুশকিল হইয়া পড়িল। এক ব্যক্তি চুল ছাঁটিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হলককারীর (যে মাথা মুড়াইয়াছে) উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। সে পুনরায় বলিল, আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হলককারীর উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। সে আবার বলিল, আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হলককারীর উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। এইরূপে তিন বারের পর তিনি স্বয়ং যাইয়া নিজের মাথা মুড়াইলেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, ইহার পর যাহাকেই দেখি, সে মাথা মুড়াইয়াছে। (কান্য)

একটি আয়াতের তাফসীর

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

অর্থ ঃ আর মুসলমানদের ইহা সমীচীন নহে যে, জেহাদের জন্য সকলেই একত্রে বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে, তাহাদের প্রত্যেকদল হইতে একদল জেহাদে বাহির হয় যাহাতে তাহারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতে থাকে। আর যাহাতে তাহারা নিজ কাওমকে ভয় প্রদর্শন করে যখন তাহারা ইহাদের নিকট ফিরিয়া আসে, যেন তাহারা পরহেয করিয়া চলে।

উক্ত আয়াতের তফসীর সম্পর্কে ইবনে জরীর বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করিয়া আয়াতের এই অংশ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, সঠিক তফসীরসমূহের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম তফসীর করিয়াছেন যিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে, যাহারা জেহাদে বাহির হইবে তাহারা আল্লাহর দুশমন ও কাফেরদের বিরুদ্ধে আহলে দ্বীন ও তাঁহার রাসূলের সাহাবাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য স্বচক্ষে দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিবে। এমনিভাবে যাহারা ইতিপূর্বে এরূপ জ্ঞান লাভ করে নাই তাহারা স্বচক্ষে উহা দেখিয়া ইসলাম সম্পর্কে ও সকল ধর্মের উপর উহার বিজয়ের বাস্তব জ্ঞান লাভ করিবে। এবং তাহারা জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজ নিজ কাওমকে সাবধান করিবে যেন তাহাদের উপর এইরূপ আল্লাহর আযাব নাযিল না হয় যেমন বিজিত মুশরেকদের উপর নাযিল হইতে তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে। আর

لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

অর্থাৎ—তাহারা যখন প্রত্যক্ষ ঘটনার দ্বারা নিজেদের কাওমকে সাবধান করিবে তখন কাওমের লোকেরা অন্যান্য লোকদের উপর আযাব নাযেল হইবার সংবাদে ভীত হইয়া সাবধান হইয়া যায় এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে।

জেহাদ ও এল্‌ম শিক্ষাকে একত্র করা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমরা যখন জেহাদে যাইতাম এক–দুইজনকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের উদ্দেশ্যে রাখিয়া যাইতাম। জেহাদ হইতে ফিরিবার পর তাহারা আমাদিগকে সেই সকল হাদীস শুনাইত যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বলিয়াছেন। আমরা তাহাদের নিকট হইতে শুনিয়া উক্ত হাদীসসমূহ বর্ণনা করিবার সময় বলিতাম, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন।' (যদিও বা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনি নাই।) (কান্‌য)

উপার্জন ও এল্ম শিক্ষাকে একত্র করা

হযরত আনাস (রাঃ)এর হাদীস

সাবেত বুনানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) এমন সত্তর জন আনসারী সাহাবীদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহারা রাত্রের অন্ধকারে মদীনায় তাহাদের একটি মাদ্রাসায় একত্রিত হইয়া সারারাত্রি কুরআন শিক্ষা করিয়া কাটাইতেন। সকালবেলা যাহার গায়ে শক্তি আছে সে কাঠ কুড়াইয়া আনিত এবং খাওয়ার পানি আনিত, যাহার সামর্থ্য আছে সে ছাগল–বকরি কিনিয়া উহাকে জবাই করিত। এবং সকালবেলা উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরাগুলির সহিত টানানো থাকিত। হযরত খোবাইব (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাদিগকে (জেহাদে) পাঠাইলেন। তাহাদের মধ্যে হযরত হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ)ও ছিলেন। তাঁহারা বনু সুলাইম–এর এক গোত্রের নিকট পোঁছিলে হযরত হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ) জামাতের আমীরকে বলিলেন, আমরা ইহাদেরকে যাইয়া বলি না কেন যে, আমরা তাহাদের উদ্দেশ্যে আসি নাই? হয়ত তাহারা আমাদের পথ ছাড়িয়া দিবে। সকলেই ইহাতে সায় দিলেন। তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া এই কথা বলিলেন। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি সম্মুখ দিক হইতে আসিয়া তাহাকে এমনভাবে বর্শা মারিল যে, উহা এপার–ওপার হইয়া গেল। পেটে বর্শা প্রবেশ করার সাথে সাথে হযরত হারাম (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন— 'আল্লাহু আকবার', কা'বার রবের কসম, আমি সফলকাম হইয়াছি।'

তারপর তাহারা বাকী জামাতের উপর এমন তীব্র আক্রমণ চালাইল যে, (সকলকে শেষ করিয়া দিল এবং) তাহাদের সংবাদ দিবার মতও কেহ অবশিষ্ট রহিল না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই জামাতের জন্য যত দুঃখ করিতে দেখিয়াছি আর কাহারো জন্য এত দুঃখ করিতে দেখি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর এই সকল দুশমনদের বিরুদ্ধে হাত উঠাইয়া বদ দোয়া করিতেন। (আবু নুআঈম)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিছু লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, আমাদের সঙ্গে এমন কিছু লোক দিন যাহারা আমাদিগকে কুরআন ও সুন্নাত শিক্ষা দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তর জন আনসারী (রাঃ)কে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন, যাহাদিগকে কুররা (কারী শব্দের বহু বচন) বলা হইত। তন্মধ্যে আমার মামা হযরত হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ)ও ছিলেন। ইহারা কুরআন পড়িতেন। রাত্রি বেলায় কুরআন চর্চা করিতেন ও (এল্ম) শিক্ষা করিতেন। দিনের বেলা পানি আনিয়া মসজিদে রাখিতেন, কাঠ কুড়াইয়া বিক্রয় করিতেন এবং উহা দ্বারা আহলে সুফ্ফা ও গরীব ফকীরদের জন্য খাদ্যবস্তু খরিদ করিয়া আনিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাদিগকে তাহাদের উদ্দেশ্যে পাঠাইলেন। উদ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছিবার পূর্বেই তাহারা তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়া সকলকে কতল করিয়া দিল। তখন তাহারা এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের নবীকে সংবাদ দিয়া দিন যে, আমরা আপনার নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছি এবং আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছি, আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত হারাম (রাঃ)এর নিকট আসিয়া পিছন দিক হইতে তাহাকে এমনভাবে বর্শা মারিল যে, তাহা এপার-ওপার হইয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন—'কা'বার রবের কসম, আমি সফলকাম হইয়া গিয়াছি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবীগণকে বলিলেন, তোমাদের ভাইরা কতল হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা বলিয়াছে যে, 'আয় আল্লাহ,আমাদের সম্পর্কে আমাদের নবীকে সংবাদ দিয়া দিন যে, আমরা আপনার নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছি এবং আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।' (ইবনে সা'দ)

পালাক্রমে এলম হাসিল করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি এবং আমার মদীনার উপর প্রান্তে অবস্থিত বনু উমাইয়া ইবনে যায়েদ গোত্রের এক আনসারী প্রতিবেশী, আমরা এক একদিন করিয়া পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত থাকিতাম। একদিন সে থাকিত, একদিন আমি থাকিতাম। যেদিন আমি থাকিতাম সেদিনকার ওহী ইত্যাদির খবর আমি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতাম। আর যেদিন সে থাকিত সেও তেমনি করিত। একবার আমার আনসারী সাথী তাহার পালার দিন আমার দরজায় আসিয়া অত্যন্ত জোরে করাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে (অর্থাৎ আমার সম্পর্কে) আছে কি? আমি ঘাবড়াইয়া বাহিরে আসিলাম। সে বলিল, বিরাট দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। (অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টি ও বিবিদের নিকট হইতে পৃথক অবস্থানের ঘটনা শুনাইল) আমি হাফসা (রাঃ)এর নিকট আসিয়া দেখিলাম সে কাঁদিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদিগকে তালাক দিয়াছেন? সে বলিল, জানি না। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম এবং আমি দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আপনার বিবিদিগকে তালাক দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না। আমি (আনন্দের আতিশয্যে) বলিয়া উঠিলাম, আল্লাহু আকবার। (বুখারী)

হযরত বারা (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত বারা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমাদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনিয়াছে, এমন নহে। আমাদের অনেক কাজ কারবার ছিল। অবশ্য তখনকার যুগে মানুষ মিথ্যা কথা বলিত না। কাজেই উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিতদের নিকট হাদীস বর্ণনা করিত। অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সমস্ত হাদীসই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছি, এমন নহে। আমাদের সাথীরাই আমাদিগকে হাদীস শুনাইত। আমরা তো উট চরানোর কাজে ব্যস্ত থাকিতাম। (কান্য)

হযরত তালহা (রাঃ)এর বর্ণনা

আবু আনাস মালেক ইবনে আবি আমের (রহঃ) বলেন, আমি হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে আবু মুহাম্মাদ, খোদার কসম, বুঝিতে পারিতেছি না, এই ইয়ামানী (অর্থাৎ আবু হোরায়রা (রাঃ)) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বেশী জানেন, না আপনারা বেশী জানেন? (মনে হয়) তিনি এমন সকল বানানো কথা বলিতেছেন যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নাই। হযরত তালহা (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, আমরা তাঁহার সম্পর্কে কোনপ্রকার সন্দেহ পোষণ করি না যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এমন কোন কথা শুনিয়াছেন যাহা আমরা শুনি নাই এবং এমন কিছু জানিয়াছেন যাহা আমরা জানিতে পারি নাই। কারণ, আমরা ধনবান ছিলাম, আমাদের ঘর–বাড়ী পরিবার–পরিজন ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দিনের দুই অংশে (সকাল–বিকাল) উপস্থিত হইতাম এবং আবার বাড়ী ফিরিয়া যাইতাম। আর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মিসকীন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার মাল–দৌলত, পরিবার–পরিজন কিছুই ছিল না। তিনি সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিতেন। যেদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইতেন তিনিও সেদিকে যাইতেন। কাজেই আমরা তাঁহার সম্পর্কে কোনপ্রকার সন্দেহ পোষণ করি না যে, তিনি নিশ্চয়ই এমন জিনিস জানিয়াছেন যাহা আমরা জানিতে পারি নাই। এমন কথা শুনিয়াছেন যাহা আমরা শুনি নাই। আমাদের মধ্যে কেহ তাহার প্রতি এই ধরণের কুধারণা পোষণ করে না যে, তিনি এমন কথা বানাইয়া বলিতেছেন যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নাই। (কান্‌য)

উপার্জনের পূর্বে দ্বীন শিক্ষা করা

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, যে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে সে ব্যতীত আমাদের এই বাজারে আর কেহ বিক্রয় করিতে পারিবে না।

নিজ পরিবারকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

অর্থ ঃ 'তোমরা নিজকে ও তোমাদের পরিবারস্থ লোকদিগকে আগুন হইতে বাঁচাও।'

উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন (অর্থাৎ)— তোমরা দ্বীন শিক্ষা কর ও তোমাদের পরিবারকে দ্বীন শিক্ষা দাও। অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে দ্বীন ও আদব শিক্ষা দাও।

পরিবারকে দ্বীন শিক্ষা দিবার নির্দেশ

হযরত মালেক ইবনে হোয়াইরেস (রাঃ) বলেন, আমরা সমবয়স্ক কতিপয় যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বিশ দিন থাকিলাম। তিনি আমাদের পরিবারের নিকট ফিরিবার আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া আমাদের পরিবারস্থ লোকদের খবরা-খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি অত্যন্ত সদয় ও দয়াময় ছিলেন, বলিলেন, তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরিয়া যাও। তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে ও আদেশ করিবে এবং আমাকে যেমনভাবে নামায পড়িতে দেখিয়াছ তেমনভাবে নামায পড়িবে। যখন নামাযের সময় হইবে তোমাদের মধ্য হইতে কেহ আযান দিবে ও তোমাদের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তি তোমাদের ইমামতি করিবে। (বুখারী)

দ্বীনী প্রয়োজনে শত্রুর ভাষা ইত্যাদি শিক্ষা করা

ইহুদীদের ভাষা শিক্ষা করা

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করিলে আমাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইল। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বনু নাজ্জার গোত্রের এই ছেলে আপনার উপর যাহা নাযেল হইয়াছে তাহা হইতে সতেরটি সূরা পড়িয়াছে।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি খুবই পছন্দ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, হে যায়েদ, তুমি আমার জন্য ইহুদীদের ভাষা লেখা শিক্ষা কর। কারণ, আল্লাহর কসম, আমি আমার চিঠি লেখার ব্যাপারে ইহুদীদেরকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সুতরাং আমি উহা শিখিয়া ফেলিলাম। অর্ধমাসও লাগে নাই আমি উহাতে পারদর্শী হইয়া গেলাম। ইহার পর আমিই তাহাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি লিখিতাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহাদের লেখা চিঠি পড়িয়া শুনাইতাম।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি 'সুরইয়ানী' ভাষা ভাল করিয়া জান? আমার নিকট উক্ত ভাষায় অনকে চিঠি আসে। আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তুমি উহা শিক্ষা কর। আমি সতের দিনে উহা শিক্ষা করিলাম।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আমার নিকট অনেক চিঠি আসে। আমি পছন্দ করি না যে, যে কেহ উহা পড়ুক। তুমি কি ইবরানী অথবা বলিলেন, সুরইয়ানী ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবে? আমি বলিলাম, হাঁ। সুতরাং আমি সতের দিনে উহা শিখিয়া ফেলিলাম। (মুনতাখাবুল কান্‌য)

হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর ভাষাজ্ঞান

ওমর ইবনে কায়েস (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর একশত গোলাম ছিল। তাহারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) তাহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের আপন ভাষায় কথা বলিতেন। তুমি যদি তাঁহার দুনিয়ার কাজের প্রতি লক্ষ্য কর তবে বলিবে এই ব্যক্তি এক পলকের জন্যও আল্লাহকে চাহে না। আর যদি তাঁহার আখেরাতের কাজের প্রতি লক্ষ্য কর তবে বলিবে এই ব্যক্তি একপলকের জন্য দুনিয়া চাহে না। (হাকেম)

জ্যোতির্বিদ্যা কি পরিমাণ শিক্ষা করিবে

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, 'তোমরা এই পরিমাণ জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা কর যাহা দ্বারা জলে-স্থলে, অন্ধকারে পথ চিনিতে পার। তারপর ক্ষান্ত হইয়া যাও।' অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা জ্যোতির্বিদ্যা হইতে এত পরিমাণ শিক্ষা কর যাহা দ্বারা পথ চিনিতে পার এবং বংশপরিচয় বিদ্যা এই পরিমাণ অর্জন কর যেন আত্মীয়ের (পরিচয় লাভ করিয়া তাহাদের) সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পার।

আরবী ব্যাকরণের প্রথম সংকলন ও উহার উৎস

ইবনে সাওহান (রহঃ) বলেন, এক বেদুঈন হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন (কুরআনের) এই শব্দটি কেমন করিয়া পড়েন?

لَا يَأْكُلُهُ اِلَّا الْخَاطُوْنَ

অর্থাৎ—'পদচারিগণই উহা (জাহান্নামীদের পূঁজ-রক্ত) ভক্ষণ করিবে।' আল্লাহর কসম, প্রত্যেকেইতো পদচারি। (ইহা শুনিয়া) হযরত আলী (রাঃ) মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন,(তুমি যেমন পড়িয়াছ তেমন নহে বরং) এইরূপ—

لَا يَأْكُلُهُ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ

অর্থাৎ 'মহাপাপীগণই' উহা ভক্ষণ করিবে।'

সে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি ঠিক বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার বান্দাকে কখনও (ধ্বংসের পথে) ছাড়িয়া দিবেন না। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) আবুল আসওয়াদ দুআলী (রহঃ)এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'বহু অনারব দ্বীন গ্রহণ করিতেছে। কাজেই তুমি এমন কিছু নিয়ম-প্রবর্তন কর যাহা দ্বারা তাহারা নিজের ভাষা শুদ্ধ করার ব্যাপারে সাহায্য লাভ করিতে পারে।' তিনি তাঁহার আদেশক্রমে রফা, নসব ও জর এর কিছু কায়দা লিখিলেন। (কান্‌য)

আমীরের জন্য নিজের সঙ্গীগণ হইতে কাহাকেও (বিজিত দেশে) দ্বীন শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে রাখিয়া যাওয়া

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হোনাইনের দিকে রওয়ানা হইলেন, তখন হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)কে মক্কায় আপন খলিফা নিযুক্ত করিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে আদেশ করিলেন, যেন লোকদিগকে কুরআন ও দ্বীনের এল্ম শিক্ষা দেন। অতঃপর মদীনায় ফিরিবার সময় হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)কে মক্কায় রাখিয়া গেলেন।

মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হোনাইনের দিকে রওয়ানা হইবার সময় হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)কে মক্কায় রাখিয়া গেলেন, যেন মক্কাবাসীকে দ্বীন ও কুরআন শিক্ষা দেন। (হাকেম)

এল্মের জন্য ইমাম নিজের কোন সঙ্গীকে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইতে বাধা দিতে পারে কি না?

হযরত ওমর (রাঃ) যাহা করিয়াছেন

কাসেম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখনই সফর করিতেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)কে নিজের নায়েব বানাইয়া রাখিয়া যাইতেন। হযরত ওমর (রাঃ) লোকদিগকে জরুরী কাজ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশে পাঠাইতেন। আর তাঁহার নিকটও (বিভিন্ন দেশ হইতে) নাম উল্লেখ করিয়া লোকের চাহিদা আসিত। কেহ যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)কে চাহিলে তিনি বলিতেন,যায়েদএর পদমর্যাদা সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নহি। কিন্তু এই শহরবাসী তাঁহার সেই সকল জ্ঞান–আলোচনার মুখাপেক্ষী, যাহা তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট তাহারা পাইবে না।

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর ইন্তেকালের দিন আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর

সঙ্গে ছিলাম। আমি বলিলাম, আজ লোকদের আলেম মারা গিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আজ আল্লাহ তাঁহার উপর রহম করুন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত কালে লোকদের জন্য বড় বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) সকলকে বিভিন্ন দেশে পাঠাইলেন এবং নিষেধ করিয়া দিলেন যে, কেহ আপন রায় দ্বারা ফতওয়া দিবে না। অথচ হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) মদীনাতে বসিয়া মদীনাবাসী ও অন্যান্য আগত লোকদিগকে ফতওয়া দিতে থাকিলেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)এর যুগে যাহা হইয়াছে

আবু আবদুর রহমান সুলামী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)কে কুরআন শুনাইলেন। তিনি বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি তো লোকদের কাজ হইতে আমার মনোযোগ সরাইয়া দিবে। তুমি যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর নিকট যাও। তিনি এই কাজের জন্য অবসর আছেন। তাঁহাকে শুনাও। কারণ তাঁহার কেরাআত ও আমার কেরাআত একই। আমার ও তাঁহার মধ্যে কোন মতবিরোধ নাই।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর যুগে যাহা হইয়াছে

হযরত কা'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, হযরত মুআয (রাঃ) শাম দেশের দিকে (জেহাদের উদ্দেশ্যে) বাহির হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার চলিয়া যাওয়ায় মদীনা ও মদীনাবাসী তাঁহার এল্‌ম ও ফতওয়ার ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্থ হইল। অথচ আমি তাঁহাকে লোকদের প্রয়োজনে রুখিয়া দিবার জন্য হযরত আবু বকর (রাঃ)কে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, এই ব্যক্তি শাহাদাতের উদ্দেশ্যে একটি পথ অবলম্বন করিয়াছে, আমি তাঁহাকে রুখিতে পারি না।

এল্‌ম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সাহাবা (রাঃ)কে দেশ-বিদেশে প্রেরণ

আদাল ও কারাহ এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ

আসেম ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ওহুদের যুদ্ধের পর জাদিলার দুই গোত্র—আদাল ও কারাহ–এর কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমাদের এলাকায় ইসলাম প্রসার লাভ করিয়াছে, কাজেই আমাদের সহিত আপনার সাহাবাদের মধ্য হইতে কিছু লোক দিন যাহারা আমাদিগকে কুরআন শিক্ষা দিবে ও ইসলাম সম্পর্কে বুঝাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সহিত ছয়জনকে দিলেন। তন্মধ্যে হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর হালীফ (অঙ্গীকারাবদ্ধ বন্ধু) হযরত মারছাদ ইবনে আবি মারছাদ (রাঃ)ও ছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের আমীর ছিলেন। অতঃপর এই রেওয়ায়াতে আসহাবে রাজী' এর ঘটনা উল্লেখিত হইয়াছে। (হাকেম)

ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইয়ামান হইতে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমাদের এলাকায় এমন একজন লোক পাঠান, যিনি আমাদিগকে দ্বীনকে বুঝাইবেনও সুন্নাত শিক্ষা দিবেন এবং আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের ফয়সালা করিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আলী, তুমি ইয়ামান বাসীদের নিকট যাও। তাহাদিগকে দ্বীন সম্পর্কে বুঝাইবে, সুন্নাত শিক্ষা দিবে ও আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তাহাদের ফয়সালা করিবে। আমি বলিলাম, ইয়ামানবাসীরা মুর্খ জাতি। তাহারা আমার নিকট (মুর্খতার দরুন) হয়ত এমন বিষয় লইয়া উপস্থিত হইবে, যাহা সম্পর্কে আমরা নিকট কোন এল্‌ম থাকিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে চাপড় মারিলেন, এবং বলিলেন, তুমি যাও, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে পথ দেখাইবেন। তোমার জিহ্বাকে (সঠিক ফয়সালার উপর) দৃঢ় করিয়া দিবেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, সুতরাং আমি সেদিন হইতে

আজ পর্যন্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা করিতেও কোন প্রকার সন্দেহে পড়ি নাই। (মুনতাখাবুল কান্য)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইয়ামানবাসীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমাদের সহিত এমন এক ব্যক্তি দিন যিনি আমাদিগকে কুরআন শিক্ষা দিবেন। তিনি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর হাত ধরিলেন ও তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইলেন এবং বলিলেন, এই ব্যক্তি এই উম্মতের (শ্রেষ্ঠ)আমানতদার।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইয়ামানবাসীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন লোক চাহিলেন, যিনি তাহাদিগকে সুন্নাত ও ইসলাম শিক্ষা দিবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আবুবকর (রহঃ) তাহার পিতা আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই চিঠি রহিয়াছে যাহা তিনি আমর ইবনে হাযম (রাঃ)কে ইয়ামান পাঠাইবার সময় এই মর্মে লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদিগকে দ্বীন বুঝাইবেন ও সুন্নাত শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদের সদকা ইত্যাদি উসুল করিবেন। উক্ত চিঠি তাঁহার জন্য একটি অঙ্গীকার পত্র ও আদেশ নামা ছিল। উহা এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

“বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, ইহা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে একটি চিঠি। হে ঈমানদারগণ, তোমরা প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ কর। ইহা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে আমর ইবনে হাযম (রাঃ)এর জন্য তাঁহাকে ইয়ামান পাঠাইবার কালে একটি অঙ্গীকারপত্র। তিনি তাঁহাকে সর্ববিষয়ে আল্লাহকে ভয় করিবার আদেশ করিতেছেন। ‘নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদের সহিত আছেন যাহারা আল্লাহকে ভয় করিয়া চলে ও নেককার হয়।’

হযরত আবু মূসা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয ও আবু মূসা (রাঃ)কে ইয়ামান পাঠাইয়া

ছিলেন এবং তাহাদিগকে লোকদের কুরআন শিক্ষা দিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

কায়েসের একটি গোত্রের নিকট প্রেরণ

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কায়েসের একটি গোত্রের নিকট তাহাদিগকে ইসলামী শরীয়ত শিক্ষা দিবার জন্য পাঠাইলেন। আমি দেখিলাম,তাহারা জংগলী উটের মত। তাহাদের দৃষ্টি ঊর্ধপানে প্রসারিত; উট বকরি ব্যতীত তাহাদের আর কোন চিন্তা নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়াছ? আমি তাঁহাকে কওমের অবস্থা ও তাহাদের অমনোযোগীতা সম্পর্কে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, হে আম্মার, আমি তোমাকে ইহাদের অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য কাওমের কথা বলিব কি? এই সকল লোক যাহা জানে না তাহারা তাহা জানিয়াও ইহাদের মতই অমনোযোগী হইবে। (তারগীব)

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক কুফা ও বসরার উদ্দেশ্যে প্রেরণ

হারেসা ইবনে মুদাররেব (রহঃ) বলেন, আমি কুফাবাসীদের নিকট প্রেরিত হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর চিঠি পড়িয়াছি। উহাতে লেখা ছিল,—

‘অতঃপর আমি আম্মারকে আমীর রূপে ও আবদুল্লাহকে শিক্ষক ও উজীর হিসাবে পাঠাইলাম। তাহারা উভয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমরা তাহাদের কথা মান এবং তাহাদের অনুসরণ কর। আর আমি আবদুল্লাহ এর ব্যাপারে তোমাদের (প্রয়োজন)কে আমার (প্রয়োজনের) উপর প্রাধান্য দিলাম।

আবুল আসওয়াদ দুআলী (রহঃ) বলেন, আমি বসরা যাইয়া সেখানে এমরান ইবনে হুসাইন ও আবু নুজায়েদ (রাঃ)কে দেখিতে পাইলাম। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)বসরাবাসীকে দ্বীন শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। (ইবনে সা'দ)

শাম দেশের উদ্দেশ্যে প্রেরণ

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরআন জমা করিয়াছিলেন পাঁচজন আনসারী ; যথা—–হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), আবু আইয়ুব (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ)। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেলাফত কালে ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) তাঁহার নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, 'শামবাসীগণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা অশিক্ষিত এবং শহরগুলি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের জন্য এমন লোকের প্রয়োজন যে তাহাদিগকে কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা দিবে। হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে এমন কিছু লোক দ্বারা সাহায্য করুন যাহারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে।'

হযরত ওমর (রাঃ) উক্ত পাঁচজনকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমাদের শামবাসী ভাইগণ আমার নিকট এমন লোকের সাহায্য চাহিয়াছে যাহারা তাহাদিগকে কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা দিবে। 'আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন', তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে যে কোন তিন জন দ্বারা আমাকে সাহায্য কর। তোমরা ইচ্ছা করিলে এই ব্যাপারে লটারী করিতে পার। আর যদি (লটারী ছাড়াই) তিনজন রাজী হয়, তবে তাহারা যেন প্রস্তুত হইয়া যায়। তাঁহারা বলিলেন, আমাদের লটারীর প্রয়োজন নাই। ইনি অর্থাৎ হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বয়ঃবৃদ্ধ লোক। আর ইনি অর্থাৎ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) অসুস্থ। সুতরাং বাকি তিনজন—হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত ওবাদাহ (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ) প্রস্তুত হইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা 'হেমস' হইতে আরম্ভ কর। তোমরা (সেখানে) বিভিন্ন ধরনের লোক পাইবে। কিছুলোক পাইবে যাহারা দ্রুত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। যদি এমন দেখ, তবে কিছুলোককে তাহাদের (শিক্ষাদীক্ষার) জন্য নিযুক্ত করিয়া দিবে। তারপর যখন তাহাদের (শিক্ষার ব্যাপারে) তোমরা সন্তুষ্ট হইবে তখন তোমাদের একজন সেখানে থাকিয়া যাইবে। আর একজন দামেশক ও একজন ফিলিস্তিনে চলিয়া যাইবে। তাঁহারা (প্রথম) হেমস–এ আসিলেন। এইখানে তাঁহারা ততদিন অবস্থান করিলেন যতদিন না লোকদের (শিক্ষার)

ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর হযরত ওবাদাহ (রাঃ) তথায় রহিয়া গেলেন এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ) দামেশক ও হযরত মুআয (রাঃ) ফিলিস্তিনে চলিয়া গেলেন। হযরত মুআয (রাঃ) আমওয়াছ–এর মহামারীর বৎসর (ফিলিস্তিনেই) ইন্তেকাল করিলেন। হযরত ওবাদাহ (রাঃ) পরে ফিলিস্তিন চলিয়া আসিলেন এবং তথায় ইন্তেকাল করিলেন। আর হযরত আবু দারদা (রাঃ) শেষ পর্যন্ত দামেশকেই রহিলেন এবং সেখানেই তাঁহার ইন্তেকাল হইল। (কান্‌য)

এল্‌ম তলবের উদ্দেশ্যে সফর

হযরত জাবের (রাঃ)এর শাম ও মিসর সফর

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, একবার আমি জানিতে পারিলাম—এক ব্যক্তির নিকট একটি হাদীস আছে, যাহা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছেন। আমি একটি উট খরিদ করিয়া উহার উপর হাওদা বাঁধিলাম, এবং একমাসের পথ সফর করিয়া শামদেশে পৌঁছিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম, উক্ত ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েস (রাঃ)। আমি দ্বাররক্ষককে বলিলাম, তুমি তাঁহাকে সংবাদ দাও যে, জাবের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবদুল্লাহর বেটা? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি (দ্রুত) নিজের কাপড় পাড়াইতে পাড়াইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমার সহিত গলাগলি করিলেন। আমি বলিলাম, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে 'কেসাস' (প্রতিদান) সম্পর্কিত একটি হাদীস শুনিয়াছেন। আমার ভয় হইল যে, উক্ত হাদীস শুনিবার পূর্বেই আপনার অথবা আমার মৃত্যু না হইয়া যায়। (কাজেই কালবিলম্ব না করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।) তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অথবা বলিয়াছেন, বান্দাগণকে উলঙ্গ খতনা ব্যতীত এবং 'বুহম' অবস্থায় উঠাইবেন। আমরা

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বুহম'এর কি অর্থ? তিনি বলিলেন, অর্থাৎ তাহাদের নিকট কোন (ধনসম্পদ) কিছুই থাকিবে না। অতঃপর তিনি তাহাদের মধ্যে এরূপ আওয়াজে ঘোষণা করিবেন যাহা নিকটের লোক যেমন শুনিতে পাইবে দূরের লোকও ঠিক তেমনই শুনিতে পাইবে। তিনি বলিবেন—আমিই প্রতিদান দাতা, আমিই বাদশাহ! কোন জাহান্নামী ব্যক্তির যদি কোন জান্নাতীর নিকট হক থাকিয়া থাকে তবে যতক্ষণ আমি উহা তাহার নিকট হইতে তাহাকে উসুল করিয়া না দিব সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। কোন জান্নাতী ব্যক্তির নিকট যদি জাহান্নামী কাহারো কোন হক থাকিয়া থাকে তবে যতক্ষণ উহা (সেই হক) আমি তাহার নিকট হইতে তাহাকে উশুল করিয়া না দিব সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এমন কি একটি থাপ্পড়ও যদি হয়। আমরা বলিলাম, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? আমরা তো উলঙ্গ খতনা হীন ও সম্পদহীন উপস্থিত হইব। তিনি বলিলেন, নেকী ও বদীর দ্বারা হইবে।

মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কেসাস সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনাকারী মিসরে ছিলেন। আমি একটি উট খরিদ করিয়া সফর করিলাম। মিসরে পৌঁছিয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। রেওয়ায়াতের বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ (রাঃ) বলেন, আমি মিসরে ছিলাম। একদিন দ্বাররক্ষক আসিয়া বলিল, এক বেদুইন উষ্ট্রারোহী দ্বারপ্রান্তে অনুমতি চাহিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আপনি? তিনি বলিলেন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী। আমি উপর (তলা) হইতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিলাম, আমি আপনার নিকট নামিয়া আসিব না আপনি উপরে আসিবেন? তিনি বলিলেন, না আপনাকে নামিতে হইবে, আর না আমি উপরে উঠিব। আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি মুমিনের দোষগোপন সম্পর্কে একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেছেন। আমি উহা শুনিবার জন্য আসিয়াছি। বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের কোন দোষ গোপন করিল সে যেন জীবন্ত কবর দেওয়া মেয়েকে বাঁচাইল।' ইহা

শুনিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে উট হাঁকাইয়া ফেরৎ রওয়ানা দিলেন।

মুনীব (রহঃ) তাহার চাচা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী (রাঃ) মিসরে অবস্থানরত অপর একজন সাহাবী (রাঃ) সম্পর্কে জানিতে পারিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিতেছেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আপন মুসলমান ভাইয়ের কোন দোষ গোপন রাখিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার দোষ গোপন রাখিবেন।' উক্ত সাহাবী (রাঃ) সফর করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং হাদীস সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আপন মুসলমান ভাইয়ের কোন দোষ গোপন রাখিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার দোষ গোপন রাখিবেন।' আগত সাহাবী (রাঃ) বলিলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে ইহা শুনিয়াছি।

হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ)এর মিসর সফর

ইবনে জুরায়েজ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)এর নিকট মিসরে পৌঁছিলেন এবং বলিলেন, আমি আপনাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব যাহার শ্রোতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে আমি ও আপনি ব্যতীত আর কেহই অবশিষ্ট নাই। মুসলমানের দোষ গোপন করা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কিরূপ শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি কোন মুমিনের কোন দোষ দুনিয়াতে গোপন রাখিবে আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা কেয়ামতের দিন তাহার দোষ গোপন রাখিবেন। (ইহা শুনিয়া) তিনি মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং এই হাদীস বর্ণনা করা পর্যন্ত তিনি আপন (উটের) হাওদাও খুলিলেন না।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ)

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। তিনি যখন মিসরে পৌঁছিলেন, লোকেরা হযরত ওকবা (রাঃ)কে সংবাদ দিল। তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। বাকি অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। তবে শেষাংশে এইরূপ বলা হইয়াছে যে—হাদীস শুনিয়া হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) তাঁহার বাহনে আরোহন করিলেন এবং মদীনায় ফিরিয়া গেলেন এবং এ যাবৎ তিনি তাহার উটের হাওদাও খোলেন নাই।

হযরত ওকবা ও অপর একজন সাহাবী (রাঃ)এর সফর

মাকহুল (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) হযরত মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। দ্বাররক্ষকের সহিত তাঁহার বাকবিতণ্ডের আওয়াজ শুনিয়া হযরত মাসলামা (রাঃ) তাঁহাকে ভিতরে আসিবার অনুমতি দিলেন। হযরত ওকবা (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ এর জন্য আসি নাই। আমি একটি প্রয়োজনে আসিয়াছি। সেদিনের কথা আপনার স্মরণ আছে কি? যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের কোন দোষ সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া উহাকে গোপন রাখিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার দোষ গোপন রাখিবেন। তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত ওকবা (রাঃ) বলিলেন, এইজন্যই আসিয়াছি।

আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন সাহাবী (রাঃ) হযরত ফাজালা ইবনে ওবায়েদ (রাঃ)এর নিকট মিসরে একটি হাদীসের জন্য গিয়াছিলেন। দারামী বর্ণিত রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও উল্লেখ হইয়াছে যে, হযরত ফাজালা (রাঃ) তাঁহার উটকে খাওয়াইতে ছিলেন, বলিলেন, মারহাবা। উক্ত সাহাবী (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই, তবে আমি ও আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে একটি হাদীস শুনিয়াছিলাম। আপনার নিকট উহা সম্পর্কে কোন এল্‌ম পাইব আশা করিয়া আসিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ হাদীস? বলিলেন, এই রকম এই রকম হাদীস। (অর্থাৎ উক্ত হাদীস উল্লেখ করিলেন।)

ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর ইরাক সফর

ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট একটি হাদীস আছে জানিতে পারিলাম। আমার এই ভয় হইল যে, তিনি মরিয়া গেলে হয়ত আর কাহারো নিকট উহা পাইব না। সুতরাং আমি সফর করিয়া তাঁহার নিকট ইরাকে পৌঁছিলাম।

অপর এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর আমি তাঁহাকে উক্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমার নিকট উহা বর্ণনা করিয়া অঙ্গীকার নিলেন যেন, আমি উহা কাহাকেও না বলি। ওবায়দুল্লাহ বলেন, আমি তোমাদিগকে উহা বলিতাম যদি তিনি এমন না করিতেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি সামনে আসিতেছে। তিনি বলিয়াছেন, আমি যদি জানিতে পারি যে, কেহ আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখে তবে আমি তাঁহার নিকট সফর করিয়া যাইব।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর উপর যাহা নাযেল হইয়াছে উহা সম্পর্কে যদি আমা অপেক্ষা আর কেহ অধিক জ্ঞান রাখে বলিয়া আমি জানিতে পারি। আর উট তথায় আমাকে পৌঁছাইতে সক্ষম হয়, তবে অবশ্যই আমার এল্‌মের সহিত আরো এল্‌ম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার নিকট যাইব। (কান্‌যুল উম্মাল)

যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোকদের নিকট হইতে এল্‌ম অর্জন করা।। অযোগ্য লোকের নিকট এল্‌ম পৌঁছিলে উহার কি পরিণতি হইবে।।

হযরত আবু সা'লাবা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু সা'লাবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন

এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করুন যে ভালরূপে শিক্ষা দিতে পারে। তিনি আমাকে হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নিকট সোপর্দ করিয়া দিয়া বলিলেন, তোমাকে এমন ব্যক্তির নিকট দিলাম যে তোমাকে ভালরূপে এল্‌ম ও আদব শিক্ষা দিবে। (কান্‌য)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার তিনি ও বশীর ইবনে সা'দ আবু নো'মান (রাঃ) কথা বলিতেছিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট গেলে আমাকে দেখিয়া তাঁহারা কথা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, হে আবু ওবায়দা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সহিত এইরকম তো বলেন নাই। তিনি বলিলেন, বস, তোমার সাথেও কথা বলিব। অতঃপর বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে বর্তমানে নবুওয়াত বিদ্যমান আছে। ইহার পর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত আসিবে। তারপর বাদশাহী ও জোর–জুলুমের যুগ আসিবে। (তাবারানী)

কেয়ামতের আলামত

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলাম, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতি নিষেধ কখন পরিত্যাগ করা হইবে? তিনি বলিলেন, যখন তোমাদের মধ্যে সেই জিনিষ প্রকাশ পাইবে যাহা তোমাদের পূর্বে বনী ইসমাঈলের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল। আমি বলিলাম, উহা কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, যখন তোমাদের ভাল লোকদের মধ্যে মিথ্যা ও দুষ্টলোকদের মধ্যে অশ্লীল কাজ প্রকাশ পাইবে। আর যখন তোমাদের কম বয়স্কদের হাতে রাজত্ব ও নিকৃষ্ট লোকদের নিকট এল্‌ম আসিবে।

হযরত আবু উমাইয়া জুমাহী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, কেয়ামতের আলামতসমূহের মধ্য হইতে একটি এই যে, কম বয়স্কদের নিকট এল্‌ম অন্বেষণ করা হইবে। (তাবরানী)

হযরত ওমর ও ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

আবদুল্লাহ ইবনে উকায়েম (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, জানিয়া রাখ, সর্বাপেক্ষা সত্য কথা হইল আল্লাহর কথা। সর্বোত্তম চরিত্র হইল মুহাম্মাদ (সাঃ)এর চরিত্র। সর্বাপেক্ষা খারাপ বস্তু হইল বেদআত। জানিয়া রাখ, মানুষ ততদিন কল্যাণের পথে থাকিবে, যতদিন তাহারা তাহাদের বড়দের নিকট হইতে এল্ম অর্জন করিতে থাকিবে।

বেলাল ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি জানি, মানুষের অবস্থা কখন সুশৃঙ্খল থাকিবে আর কখন বিশৃঙ্খল হইবে। যখন ছোটদের নিকট হইতে এল্ম আসিবে তখন বয়স্করা ছোটদের কথা অমান্য করিবে, যখন বয়স্কদের নিকট হইতে এল্ম আসিবে তখন ছোটরা তাহাদেরকে মান্য করিবে। আর উভয়েই হেদায়াত পাইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, মানুষ ততদিন ভাল ও (দ্বীনের উপর) মজবুত থাকিবে যতদিন তাহারা তাহাদের বড় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর সাহাবা (রাঃ)দের নিকট হইতে এল্ম গ্রহণ করিতে থাকিবে। আর যখন তাহারা তাহাদের ছোটদের নিকট হইতে এল্ম গ্রহণ করিবে, ধ্বংস হইবে।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষ ততদিন কল্যাণের উপর থাকিবে যতদিন তাহারা তাহাদের বয়স্কদের নিকট হইতে এল্ম গ্রহণ করিতে থাকিবে। আর তাহারা যখন তাহাদের ছোটদের ও অসৎলোকদের নিকট হইতে এল্ম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিবে, ধ্বংস হইবে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, যতদিন এল্ম তোমাদের বড়দের নিকট থাকিবে তোমরা কল্যাণের উপর থাকিবে। আর যখন এল্ম তোমাদের ছোটদের নিকট হইবে তখন ছোটরা বড়দের বিদ্রূপ (অপমান) করিবে।

হযরত মুআবিয়া ও হযরত ওমর (রাঃ)এর বাণী

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, সর্বাধিক গোমরাহী সেই ব্যক্তির জন্য যে, কুরআন পড়িয়াছে কিন্তু বুঝে নাই। অতঃপর সে তাহার ছেলে, গোলাম,

স্ত্রী ও বাঁদীকে শিক্ষা দেয়। এবং আলেমদের সহিত বচসা করিতে আরম্ভ করে।

আবু হাযেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি এই উম্মতের জন্য সেই মুমিনকে ভয় করিনা যাহার ঈমান তাহাকে বাধা দেয়, আর না সেই গুনাহগারকে ভয় করি যে প্রকাশ্যে গুনাহ্ করিয়া বেড়ায়। অবশ্য এই উম্মতের জন্য সেই ব্যক্তিকে ভয় করি যে কুরআন অতি শুদ্ধ করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে। তারপর সে উহার অপব্যাখ্যা করে।

হযরত ওকবা (রাঃ)এর অসিয়ত

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার ইন্তেকালের সময় হইলে তিনি তাঁহার ছেলেদেরকে ডাকিয়া বলিলেন, হে আমার ছেলেরা, আমি তোমাদিগকে তিনটি কাজ হইতে নিষেধ করিতেছি, উত্তম রূপে স্মরণ রাখিও। বিশ্বস্ত লোক ব্যতীত কাহারো নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস গ্রহণ করিও না। কর্জ করিও না যদিও মোটা কাপড় পরিধান করিতে হয়। কবিতা লিখিও না, তোমাদের অন্তর কুরআন হইতে গাফেল হইয়া যাইবে। (তাবরানী)

হযরত ওমর (রাঃ)এর ভাষণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) জাবিয়াতে লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দেওয়ার সময় বলিলেন, হে লোকসকল, যে ব্যক্তি কুরঅন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহে সে যেন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর নিকট যায়। যে ব্যক্তি ফারায়েজ (সম্পত্তি বন্টনের মাসায়েল) সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহে, সে যেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর নিকট যায়। আর যে ব্যক্তি মাল (ধন) চাহে, সে যেন আমার নিকট আসে। কারণ আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই মালের রক্ষক ও বন্টনকারী বানাইয়াছেন। (তাবরানী)

তালেবে এল্মকে মারহাবা ও সুসংবাদ দান

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মারহাবা দান

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তিনি তাঁহার একটি লাল চাদরে হেলান দিয়া মসজিদে বসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এল্মের তালাশে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, তালেবে এল্মকে মারহাবা! এই হাদীসের বাকি অংশ এই অধ্যায়ের প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। (তাবরানী)

আবু সাঈদ (রাঃ)এর মারহাবা দান

আবু হারুন (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর অসিয়ত (পালনার্থে তোমাদিগ)কে মারহাবা! কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,মানুষ তোমাদের অনুসারী হইবে। দূর দূর এলাকা হইতে লোকেরা তোমাদের নিকট দ্বীন শিক্ষা করিবার জন্য আসিবে। তাহারা যখন তোমাদের নিকট আসিবে তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। (তিরমিযী)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, পূর্বদিক হইতে লোকরা তোমাদের নিকট এল্ম শিক্ষা করিতে আসিবে। তাহারা যখন তোমাদের নিকট আসিবে তখন তোমরা তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। সুতরাং হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) যখনই আমাদিগকে দেখিতেন, বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত (পালনার্থে তোমাদিগ)কে মারহাবা!

এক রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে উহা শিক্ষা দিবে যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। অপর রেওয়ায়াতে আছে, শীঘ্রই তোমাদের নিকট পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হইতে লোকজন দ্বীন শিক্ষা করিতে আসিবে। যখন তাঁহারা তোমাদের নিকট আসে তখন তোমরা তাহাদের জন্য মজলিসকে প্রশস্ত করিও ও তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিও। তাহাদিগকে শিক্ষা দিও।

ইবনে আসাকির (রহঃ)এর অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তাহাদিগকে **শিক্ষা দিও এবং তাহাদিগকে বলিও, মারহাবা, মারহাবা, কাছে এস।**

ইবনে নাজ্জার (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই সকল নবাগতরা আবু সাঈদ (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি বলিতেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়াত (পালনার্থে তোমাদিগ)কে মারহাবা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে তোমাদের জন্য মজলিসকে প্রশস্ত করিতে ও তোমাদিগকে হাদীস শিক্ষা দিতে আদেশ করিয়াছেন। কারণ তোমরাই আমাদের উত্তরসূরী ও আমাদের পরে মুহাদ্দিস হইবে। নবাগতদের তিনি ইহাও বলিতেন যে, তুমি যদি কোন জিনিস না বুঝিয়া থাক তবে আমার নিকট বুঝিয়া লইও। কারণ তুমি না বুঝিয়া উঠিয়া যাওয়া অপেক্ষা বুঝিয়া উঠ, ইহা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। (কান্‌য)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর মারহাবা দান

ইসমাঈল (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত হাসান বিস্‌রি (রহঃ)এর নিকট তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। এত লোক হইল যে, ঘর ভরিয়া গেল। তিনি নিজের পা গুটাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, আমরা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে দেখিতে এত লোক গেলাম যে, ঘর ভরিয়া ফেলিলাম। তিনি নিজের পা গুটাইয়া লইলেন। তারপর বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এত লোক গেলাম যে, ঘর ভরিয়া ফেলিলাম। তিনি এক পার্শ্বে কাত হইয়া শুইয়াছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া পা গুটাইয়া লইলেন। তারপর বলিলেন, শীঘ্রই আমার পর তোমাদের নিকট লোকেরা এল্‌ম শিক্ষা করিতে আসিবে। তাহাদিগকে মারহাবা ও মোবারকবাদ দিও এবং শিক্ষা দিও। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা এমন অনেক লোককে পাইয়াছি যাহারা আমাদিগকে না মারহাবা না মোবারকবাদ দিয়াছে, আর না শিক্ষা দিয়াছে, উপরন্তু আমরা যখন তাহাদের নিকট যাইতাম তাহারা আমাদের সহিত কঠোর ব্যবহার করিত।

হাদীস বর্ণনাকালে মুচকি হাসা

উম্মে দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) যখনই কোন হাদীস বর্ণনা করিতেন মুচকি হাসিতেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমার আশঙ্কা হয় লোকেরা আপনাকে (এই অকারণ হাসির দরুন) আহাম্মক ভাবিয়া না বসে। তিনি উত্তর দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন হাদীস বর্ণনা করিতেন মুচকি হাসিতেন।

এল্‌মের মজলিস ও ওলামাদের সংশ্রবে বসা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর উৎসাহ দান

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের কোন্ সঙ্গী সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বলিলেন, যাহাকে দেখিলে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, তাঁহার কথা তোমাদের এল্‌মকে বৃদ্ধি করে ও তাহার আমল তোমাদিগকে আখেরাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

সাহাবা (রাঃ)দের গোলাকার হইয়া বসা

হযরত কুররাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে সে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বসিতেন তখন সাহাবা (রাঃ) তাঁহার নিকট গোলাকার হইয়া বসিয়া যাইতেন।

ইয়াযীদ রাক্কাশী (রহঃ) বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) আমাদের নিকট উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়া আনুসঙ্গিক যে সকল কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে ইহাও বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র কসম, উহা এমন নহে যেমন তুমি ও তোমার সঙ্গীগণ করিয়া থাক, অর্থাৎ, তোমাদের কেহ এক জায়গায় বসিয়া পড়ে এবং তাহার আশে পাশে লোকজন একত্রিত হইয়া যায় আর সে খোতবা দিতে আরম্ভ করে। বরং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ফজরের নামাযের পর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গোলাকারে বসিয়া পড়িতেন ও কুরআন পড়িতেন, ফরজ ও সুন্নতসমূহ শিক্ষা করিতেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি মুহাজেরীনদের এক জামাতের

সহিত বসিয়াছিলাম। তাহাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, পরিধেয় কাপড়ের অভাবে তাহারা একে অপরের আড়াল হইয়া বসিয়া ছিলেন। আমাদের মধ্যে একজন ক্বারী আমাদিগকে কুরআন পড়িয়া শুনাইতে ছিলেন, আর আমরা আল্লাহর কিতাব শুনিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন যাহাদের সহিত আমাকে জমিয়া বসিবার হুকুম করিয়াছেন। তারপর বৃত্তাকারটি ঘুরিয়া বসিল এবং সকলের চেহারা দেখা যাইতে লাগিল। তন্মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ব্যতীত কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে দরিদ্র মুহাজেরগণ, কেয়ামতের দিন পূর্ণ নূরের সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমরা ধনীদের অর্ধদিন পূর্বে (জান্নাতে) প্রবেশ করিবে। আর (কেয়ামতের) অর্ধদিন (দুনিয়ার) পাঁচশত বৎসর (এর সমান) হইবে। (বিদায়াহ)

এলমের মজলিসকে প্রাধান্য দান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে দুইটি মজলিসের নিকট আসিলেন। একটিতে তাঁহারা আগ্রহচিত্তে আল্লাহর যিকির করিতেছিলেন। অপরটিতে তাঁহারা এল্‌ম শিক্ষা করিতেছিলেন ও শিক্ষা দিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উভয় মজলিসই ভালকাজে লিপ্ত আছে, তবে এক দল অপর দল হইতে উত্তম। অবশ্য ইহারা আল্লাহকে ডাকিতেছে ও তাহার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। তিনি তাহাদিগকে ইচ্ছা হয় দান করিবেন ইচ্ছা হয় দান করিবেন না। আর ইহারা শিক্ষা করিতেছে ও অজ্ঞকে শিক্ষাদান করিতেছে আমি তো শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত হইয়াছি। এই বলিয়া তিনি তাহাদের সহিত বসিয়া গেলেন।

এশার পর এলমের মজলিস

আবুবকর ইবনে আবু মুসা (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত

আবু মুসা (রাঃ) এশার নামাযের পর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কেন আসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আপনার সহিত কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন এই সময়! তিনি বলিলেন, এল্‌ম সম্পর্কীয় কথা। হযরত ওমর (রাঃ) বসিয়া গেলেন। তাঁহারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আলোচনা করিলেন। অতঃপর হযরত আবু মুসা (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, (তাহাজ্জুদ) নামাযের সময় হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আমরা তো নামাযেই আছি। (কান্‌য)

হযরত উবাই (রাঃ)এর সহিত জুন্দুব (রাহঃ)এর ঘটনা

জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রহঃ) বলেন, আমি এল্‌মের তালাশে মদীনায় উপস্থিত হইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, লোকেরা বিভিন্ন স্থানে গোল হইয়া বসিয়া কথা বলিতেছে। আমি মজলিসগুলির পাশ অতিক্রম করিয়া একটি মজলিসের নিকট উপস্থিত হইলাম। উক্ত মজলিসে এক ব্যক্তিকে দেখিলাম মলিন চেহারা ও তাহার পরিধানে দুইটি কাপড়। মনে হইল যেন সফর করিয়া ফিরিয়াছেন, তাহাকে বলিতে শুনিলাম যে, কাবার রবের কসম, শাসকগণ ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু আমি তাহাদের জন্য ব্যথিত নহি। জুন্দুব (রহঃ) বলেন, আমার ধারণা তিনি এই কথা কয়েকবার বলিয়াছেন। আমি তাহার নিকট বসিলাম। তিনি যতক্ষণ পারিলেন হাদীস বর্ণনা করিয়া উঠিয়া গেলেন। তিনি উঠিবার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি সাইয়েদুল মুসলিমীন উবাই ইবনে কা'ব(রাঃ)।

আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাহার ঘর–দোর সবই জরাজীর্ণ। দুনিয়া ত্যাগী ও লোকজন হইতে দূরে একাকী বসবাস করেন। তাঁহার কাজগুলি পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি তাঁহাকে সালাম দিলাম, তিনি আমার সালামের উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ দেশী? আমি বলিলাম, ইরাকবাসী। তিনি বলিলেন, যাহারা আমাকে আধিক পরিমাণে প্রশ্ন করিয়া থাকে! জুন্দুব (রহঃ) বলেন, তাঁহার কথায় আমার রাগ হইল। আমি হাটু গাড়িয়া বসিয়া এই ভাবে হাত উঠাইলাম–

নিজের চেহারা বরাবর হাত উঠাইয়া দেখাইলেন। তারপর কেবলামুখী হইয়া বলিলাম, আয় আল্লাহ্, আমরা আপনার নিকট নালিশ করিতেছি যে, আমরা এল্‌মের তালাশে পয়সা খরচ করিতেছি, জানকে কষ্ট দিতেছি এবং বাহনের পিঠে আসবাব বাঁধিয়া সফর করিতেছি। আর যখন তাহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় তাঁহারা আমাদের প্রতি মুখ বিকৃত করে ও আমাদিগকে এই ধরনের কথা বলে।

জুন্দুব (রহঃ) বলেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) (ইহা শুনিয়া) কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং আমাকে সন্তুষ্ট (রাজী) করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, নাশ হউক তোমার! আমার উদ্দেশ্য এমন ছিল না, আমার উদ্দেশ্য এমন ছিল না। অতঃপর বলিলেন, আয় আল্লাহ্, আমি আপনার সহিত অঙ্গীকার করিতেছি যে, যদি আগামী জুমআ পর্যন্ত আমি জীবিত থাকি তবে এমন হাদীস বর্ণনা করিব যাহা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছি। এবং এই ব্যাপারে আমি কাহারো তিরস্কারের ভয় করিব না। জুন্দুব (রহঃ) বলেন, তাহার এই কথার পর আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং জুমআর দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বৃহস্পতিবার দিন আমি আমার কোন প্রয়োজনে ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম সকল অলিগলি লোকে লোকারণ্য। কোন গলি এমন ছিল না যে, তাহাতে লোকের ভিড় দেখিতে পাই নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, লোকদের কি হইয়াছে? তাহারা বলিল, মনে হয় তুমি বিদেশী? আমি বলিলাম, হাঁ। তাহারা বলিল, সাইয়েদুল মুসলিমীন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। জুন্দুব (রহঃ) বলেন, তারপর ইরাকে হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি হযরত উবাই (রাঃ)এর উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, হায় আফসোস! যদি তিনি জীবিত থাকিতেন আর তাঁহার কথা আমরা জানিতে পারিতাম!

হযরত এমরান (রাঃ)এর হাদীস বর্ণনা

হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (রহঃ) বলেন, আমি বসরায় পৌঁছিলাম। এবং মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, সাদা চুল সাদা দাড়িওয়ালা

একজন বৃদ্ধ একটি থামের সহিত হেলান দিয়া মজলিসের লোকদিগকে হাদীস শুনাইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? তাহারা বলিল, ইনি হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)। (ইবনে সা'দ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর এলমের মজলিস

আবু সালেহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর মজলিস দেখিয়াছি। সমস্ত কুরাইশগণ যদি সেই মজলিসের উপর গর্ব করিতে চাহে তবে উহা (তাহাদের জন্য) গর্বের বস্তুই বটে! আমি দেখিয়াছি, একবার এত লোক একত্রিত হইয়াছে যে, রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেহই আসা-যাওয়া করিতে পারিতেছে না। আবু সালেহ (রহঃ) বলেন, আমি তাঁহার নিকট যাইয়া লোকদের এইরূপে দ্বারে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ দিলে তিনি আমাকে বলিলেন, আমার জন্য অযূর পানি রাখ। তারপর তিনি অযূ করিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, যাও, তাহাদিগকে বল, যে ব্যক্তি কুরআন ও উহার হরফ এবং কুরআন সম্পর্কে আর যাহা কিছু তাহার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, সে যেন ঘরে প্রবেশ করে। বলেন, আমি যাইয়া তাহাদের মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিলে, এতলোক ঘরে প্রবেশ করিল যে, ঘর ও হুজরা ভরিয়া ফেলিল। তাহারা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিল তিনি উহার উত্তর তো দিলেনই উপরন্তু তাহারা যে পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল উহার সমপরিমাণ বরং উহা অপেক্ষা আরও বেশী ও অতিরিক্ত তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, তোমাদের পরবর্তী ভাইদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দাও। তাহারা বাহির হইয়া গেল।

তিনি বলিলেন, যাও,বল, যে ব্যক্তি কুরআনের তফসীর ও উহার তাবীল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে সে যেন ঘরে প্রবেশ করে। আমি বাহির হইয়া তাহাদিগকে জানাইলে এত লোক প্রবেশ করিল যে, ঘর ও হুজরা ভরিয়া ফেলিল। তাহারা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিল তিনি উহার উত্তর তো দিলেনই উপরন্তু তাহাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন পরিমাণ বরং আরও বেশী ও অতিরিক্ত তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, তোমাদের পরবর্তী ভাইদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দাও। তাহারা বাহির হইয়া গেল।

তিনি বলিলেন, যাও, বল, যে ব্যক্তি হালাল-হারাম ও ফেকাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে সে যেন ভিতরে প্রবেশ করে। আমি বাহির হইয়া তাহাদিগকে বলিলাম। এবারও এতলোক ঘরে প্রবেশ করিল যে, ঘর ও হুজরা ভরিয়া ফেলিল। তাহারা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিল তিনি উহার উত্তর দিলেন এবং উহার সমপরিমাণ অতিরিক্ত বলিয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের ভাইদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দাও। তাহারা বাহির হইয়া গেলে আমাকে বলিলেন, যাও, বল, যে ব্যক্তি ফারায়েজ ও উহার ন্যায় অন্যান্য মাসায়েল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে সে যেন, ভিতরে প্রবেশ করে। আমি বাহিরে যাইয়া তাহাদিগকে জানাইলে এতলোক ভিতরে প্রবেশ করিল যে, ঘর ও হুজরা ভরিয়া ফেলিল। তাহারা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিল তিনি উহার উত্তর দিলেন এবং সমপরিমাণ অতিরিক্ত মাসায়েল তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, তোমাদের (পরবর্তী) ভাইদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দাও। তাহারা বাহির হইয়া গেলে আমাকে বলিলেন, যাও, বল, যে ব্যক্তি আরবী ভাষা ও কবিতা ও দুর্বোধ্য বাক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে চাহে সে যেন ভিতরে প্রবেশ করে। সুতরাং এবারও এত লোক ভিতরে প্রবেশ করিল যে, ঘর ও হুজরা ভরিয়া ফেলিল। তাহারা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিল তিনি উহার জবাব দিলেন ও সমপরিমাণ অতিরিক্ত কথাও তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন। আবু সালেহ (রহঃ) বলেন, কুরাইশগণ সকলে যদি ইহার উপর গর্ব করে তবে ইহা গর্বের জিনিসই বটে। (আবু নুআঈম)

সাহাবা (রাঃ)দের উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, কতই না উত্তম সেই মজলিস যেখানে হেকমতের কথা আলোচনা হয়। অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কতই না উত্তম সেই মজলিস যেখানে হেকমত (এর কথা) ছড়ানো হয় ও রহমতের আশা করা হয়। (তাবরানী)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বলিতেন, মুত্তাকীগণ সরদার, ফকীহগণ (ফেকাহ বিশারদ) অগ্রনায়ক, তাহাদের সহিত উঠাবসা (এল্ম ও আমল) বর্ধনের উপায়।

হযরত আবু জুহাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, বড়দের সংশ্রব গ্রহণ কর। ওলামাদের সহিত বন্ধুত্ব কর। হুকামাদের (বিজ্ঞলোকদের) সহিত মেলামেশা কর।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির জন্য আহলে এল্‌মদের সহিত চলাফেরা,আসা–যাওয়াই তাহার জ্ঞানের পরিচয়।

এল্‌মের মজলিসের সম্মান ও তা'যীম করা

হযরত সাহল (রাঃ)এর ঘটনা

আবু হাযেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সাহল (রাঃ) তাঁহার কাওমের মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীস বর্ণনা করিতেছিলেন। মজলিসের মধ্যে কিছু লোক পরস্পর কথা বলিতেছিল। তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, ইহাদের দিকে দেখ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন সকল হাদীস তাহাদিগকে শুনাইতেছি যাহা আমার চক্ষু দেখিয়াছে এবং আমার কান শুনিয়াছে আর তাহারা পরস্পর কথা বলিতেছে। জানিয়া রাখ, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া যাইব আর কখনও তোমাদের নিকট আসিব না। আমি বলিলাম, আপনি কোথায় যাইবেন? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর রাহে জেহাদ করিতে থাকিব। আমি বলিলাম, আপনি কিরূপে জেহাদ করিবেন? অথচ আপনি ঘোড়ায় চড়িতে পারেন না, তলওয়ার পরিচালনা করিতে পারেন না এবং বর্শা দ্বারা আঘাত করিতে পারেন না। তিনি বলিলেন, হে আবু হাযেম! আমি যাইয়া যুদ্ধের কাতারে দাঁড়াইব। কোন অজ্ঞাত তীর অথবা পাথর আসিয়া আমার গায়ে লাগিবে আর আল্লাহ তায়ালা আমাকে শাহাদাত দান করিবেন।

ওলামা ও তোলাবাদের আদাব

যেনার অনুমতি প্রার্থনার ঘটনা

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন কুরাইশী যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া

বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে যেনা করিবার অনুমতি দিন। লোকরা তাহাকে ধমক দিতে লাগিলে তিনি বলিলেন, থাম, থাম। তারপর তাহাকে বলিলেন, কাছে এস। সে তাঁহার কাছে আসিলে বলিলেন, তুমি তোমার মায়ের জন্য ইহা পছন্দ করিবে কি? সে বলিল, না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন। তিনি বলিলেন, লোকেরাও ইহা তাহাদের মায়ের জন্য পছন্দ করিবে না। বলিলেন, তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য ইহা পছন্দ করিবে? সে বলিল, না, আল্লাহর কসম। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন। তিনি বলিলেন, লোকেরাও তাহাদের মেয়েদের জন্য ইহা পছন্দ করিবে না। বলিলেন, তুমি কি তোমার বোনের জন্য ইহা পছন্দ করিবে? সে বলিল, না, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন। বলিলেন, লোকেরাও তাহাদের বোনদের জন্য ইহা পছন্দ করিবে না। বলিলেন, তুমি তোমার ফুফুর জন্য ইহা পছন্দ করিবে? সে বলিল, না, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন। বলিলেন, লোকেরাও তাহাদের ফুফুদের জন্য ইহা পছন্দ করিবে না। বলিলেন, তুমি কি তোমার খালার জন্য ইহা পছন্দ করিবে? সে বলিল, না, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন। বলিলেন, লোকেরাও তাহাদের খালাদের জন্য ইহা পছন্দ করিবে না। হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, তারপর তিনি তাহার (গায়ের) উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهٗ وَطَهِّرْ قَلْبَهٗ وَحَصِّنْ فَرْجَهٗ !

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ, তাহার গুনাহকে মাফ করিয়া দিন, তাহার অন্তরকে পবিত্র করিয়া দিন ও তাহার লজ্জাস্থানকে হেফাযত করুন।'

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, ইহার পর আর কখনও সেই যুবক কোন জিনিসের প্রতি চক্ষু উঠাইয়া তাকায় নাই। (আহমাদ)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর কথা বলিবার তরীকা

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলিতেন (প্রত্যেক কথাকে) তিনবার বলিতেন, যাহাতে শ্রোতা উহা বুঝিয়া লইতে পারে। (তাবরানী)

ওয়ায়েজের জন্য তিনটি নসীহত

শা'বী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) মদীনাবাসীদের ওয়ায়েজ ইবনে আবি সায়েবকে বলিলেন, আমার তিনটি কথা তুমি মানিয়া চলিবে। অন্যথায় তোমার সহিত আমার বিবাদ হইবে। তিনি বলিলেন, উহা কি? হে উম্মুল মুমিনীন,নিশ্চয়ই আমি আপনার কথা মানিব। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, দোয়ার মধ্যে ছন্দ করিবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উহা করিতেন না। লোকদিগকে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার ওয়াজ করিবে, না হয় দুই বার, না হয় তিনবার, এই কিতাব (অর্থাৎ কুরআনে) এর প্রতি লোকদের (মনে) বিরক্তি সৃষ্টি করিবে না। আর আমি তোমাকে যেন এমন না দেখি যে, তুমি লোকদের পরস্পর কথাবার্তার মাঝখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের কথাবার্তাকে বন্ধ করিয়া দাও। বরং তুমি তাহাদিগকে নিজেদের অবস্থার উপর থাকিতে দাও। অ[illegible] যখন তাহারা তোমাকে অনুমতি দেয় ও আদেশ করে তখন তাহাদিগকে ওয়াজ কর। (আহমাদ)

বিরতি দিয়া ওয়াজ করা

শাকীক ইবনে সালামাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের মজলিসের সংবাদ পাই, কিন্তু তোমাদের বিরক্তির আশঙ্কাই আমাকে তোমাদের নিকট আসিতে বাধা দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিরক্তির আশঙ্কায় বিরতি দিয়া আমাদিগকে ওয়াজ করিতেন।

আ'মাশ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। সে এক দল লোককে নসীহত করিতেছিল।

তিনি তাহাকে বলিলেন, হে নসীহতকারী, লোকদিগকে (আল্লাহর রহমত হইতে) নিরাশ করিও না।

বিচক্ষণ আলেমের পরিচয়

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি কি তোমাদিগকে বিচক্ষণ আলেম সম্পর্কে বলিব না? যে ব্যক্তি লোকদেরকে আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ করে না, তাহাদিগকে আল্লাহর নাফরমানীর প্রতি প্রশ্রয় দেয় না, আল্লাহর আজাব হইতে নির্ভিক করে না, এবং অন্য জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কুরআনকে পরিত্যাগ করে না। এল্ম ব্যতীত এবাদতে কোন মঙ্গল নাই। বুঝ ব্যতীত এল্মে কোন মঙ্গল নাই। অপর রেওয়ায়াতে আছে পরহেজগারী ব্যতীত এল্মে কোন মঙ্গল নাই। (অর্থের প্রতি) গভীর ভাবে চিন্তা ব্যতীত কেরাআতে কোন মঙ্গল নাই। (কান্‌যুল উম্মাল)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নসীহত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাঃ) ও হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে ইয়ামান পাঠাইবার কালে বলিয়াছিলেন, পরস্পর সাহায্য করিবে ও মান্য করিবে। (লোকদিগকে) সুসংবাদ দিবে, ঘৃণা সৃষ্টি করিবে না। সুতরাং হযরত মুআয (রাঃ) (ইয়ামানে যাইয়া) লোকদিগকে খোতবা দিলেন এবং তাহাদিগকে ইসলাম, এল্ম ও কুরআন শিক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করিলেন। তারপর বলিলেন, আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিতেছি, কাহারা জান্নাতী ও কাহারা জাহান্নামী। যাহার সম্পর্কে ভাল আলোচনা করা হয় সে জান্নাতী। আর যাহার সম্পর্কে খারাপ আলোচনা করা হয় সে জাহান্নামী। (তাবরানী)

সাহাবা (রাঃ)দের মজলিস

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) যখন (কোথাও) বসিতেন তখন তাহাদের আলোচনার বস্তু হইত এল্ম। অথবা কেহ কোন সূরা পড়িতেন বা কাহাকেও সূরা পড়িতে বলিতেন। (হাকেম)

তালেবে এলমের জন্য বর্জনীয় বিষয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি এল্‌মের কোন স্থান অধিকার করিতে পারিবে না যতক্ষণ না সে তাহার অপেক্ষা উপরের লোকের প্রতি হিংসা ও নিচের লোকের প্রতি তুচ্ছভাব এবং এল্‌মের বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ পরিত্যাগ করে।

এলম শিক্ষা করিতে ও দিতে করণীয় বিষয়

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন,তোমরা এল্‌ম শিক্ষা কর ও লোকদিগকে উহা শিক্ষা দাও। এল্‌মের জন্য গাম্ভির্য ও শান্ত মন অর্জন কর। যাহাদের নিকট এল্‌ম শিক্ষা কর তাহাদের সহিত ও যাহাদিগকে শিক্ষা দাও তাহাদের সহিত বিনয় ব্যবহার কর। এমন অহঙ্কারী আলেম হইও না যে তোমাদের মূর্খতার সামনে তোমাদের এল্‌ম টিকিতে না পারে। (অর্থাৎ এল্‌ম অপেক্ষা মূর্খতা বেশী হয়।) (কান্‌য)

তালেবে এলমের জন্য করণীয় বিষয়

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আলেমের হক হইল তাহাকে অধিক প্রশ্ন করিবে না। তাঁহাকে জবাব দিতে বাধ্য করিবে না। তিনি যখন এড়াইতে চাহেন তখন তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিবে না। তিনি নিরুৎসাহ বোধ করিলে তাঁহার কাপড় টানিবে না, তাঁহার প্রতি হাত দ্বারা ইশারা করিবে না, চোখ টিপিয়া ইঙ্গিত করিবে না। তাঁহার মজলিসে প্রশ্ন করিবে না। তাঁহার দোষ তালাশ করিবে না। তাঁহার পদস্খলন হইলে তাঁহাকে শোধরাইবার সুযোগ দিবে। শোধরাইয়া গেলে তাহা মানিয়া লইবে। তাঁহার নিকট এমন বলিবে না যে, অমুক আপনার বিপরীত বলিয়াছে। তাঁহার গোপন কথা ফাঁস করিবে না। তাঁহার নিকট কাহারো সম্পর্কে গীবত করিবে না। উপস্থিত ও অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় তাঁহার কথা মান্য করিবে। কাওমকে সাধারণ ভাবে ও তাঁহাকে বিশেষভাবে সালাম দিবে। তাঁহার সম্মুখে বসিবে। তাঁহার কোন প্রয়োজন হইলে তুমি সকলের পূর্বে তাঁহার খেদমতের জন্য অগ্রসর হইবে। দীর্ঘ সময় তাঁহার সোহবতে বসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিবে না। তাঁহার উদাহরণ সেই

খেজুর গাছের ন্যায় যাহার নিচে তুমি এইজন্য অপেক্ষা করিতেছ যে, কখন তোমার উপর উহা হইতে ফল পড়িবে। আলেমের মর্যাদা আল্লাহর রাস্তায় রোজাদার মুজাহিদের ন্যায়। আলেমের মৃত্যুতে ইসলামের প্রাচীরে এমন এক ছিদ্রের সৃষ্টি হয় যাহা কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হইবে না। আর আসমানী নৈকট্য লাভকারী সত্তর হাজার ফেরেশতা তালেবে এল্‌মের পশ্চাতে চলে। (কান্‌য)

সাবেত (রহঃ)এর আপন উস্তাদের সহিত আদব

হযরত আনাস (রাঃ)এর সন্তানের মাতা জামীলাহ (রাঃ) বলেন, সাবেত বুনানী (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি বলিতেন, হে বাঁদী, খুশবু দাও, হাতে লাগাই। কারণ উম্মে সাবেতের বেটা হাত চুম্বন না করিয়া ছাড়িবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আদব

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি দুই বৎসর যাবৎ হযরত ওমর (রাঃ)কে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিয়াও তাঁহার হায়বতের অর্থাৎ ভয়ের দরুন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই নাই। একবার হজ্ব অথবা ওমরার সময় মাররাজ্জাহরান নামক স্থানে অবস্থিত আরাক গাছের নিকট নিজের প্রয়োজনে লোকজন হইতে পিছনে রহিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে একাকী পাইয়া বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, আমি দুই বৎসর যাবৎ একটি হাদীস সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিতেছি কিন্তু আপনার ভয় জিজ্ঞাসা করিতে বাধা হইতেছে। তিনি বলিলেন, এমন করিও না। তোমার যখন কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিও। আমার নিকট যদি সেই ব্যাপারে কোন এল্‌ম থাকে তবে তোমাকে বলিয়া দিব। আর না হয় বলিব, আমি জানি না। তুমি যে জানে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই দুই মেয়েলোক কাহারা যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করিয়াছে? তিনি বলিলেন, আয়েশা ও হাফসা (রাঃ)।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ)এর আদব

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সা'দ ইবনে মালেক (রাঃ)কে বলিলাম, আমি আপনার নিকট একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছি। কিন্তু আপনাকে আমি ভয় করি। তিনি বলিলেন, হে ভাতিজা, তুমি আমাকে ভয় করিও না। তোমার যদি ধারণা হয় যে, আমার নিকট উক্ত বিষয়ে কোন এল্ম আছে তবে উহা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবুকের যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রাঃ)কে খলীফা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া যাইবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন? হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, হে আলী, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার জন্য তুমি এমন হইবে যেমন হযরত মূসা (আঃ)এর জন্য হযরত হারুন (আঃ) ছিলেন?

জুবাইর ইবনে মুতইম (রহঃ)এর আদব

ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (রহঃ) বলেন, হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রাঃ) এক বস্তির পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা তাঁহাকে কোন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার জানা নাই। তবে তোমরা আমার সহিত একজন লোক দাও, আমি তোমাদের জন্য উহা জিজ্ঞাসা করিয়া দিব। তাহারা একজনকে তাঁহার সহিত দিলে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, 'কেহ যদি আলেম ও ফকীহ হইতে ভালবাসে তবে সে যেন এমন করে যেমন জুবাইর ইবনে মুতইম করিয়াছেন। তাঁহাকে যখন এমন কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যাহা তাঁহার জানা নাই, তখন তিনি উত্তর দিয়াছেন, আল্লাহ ভাল জানেন।' (কান্য)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর আদব

মুজাহিদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে ঔরসজাত সন্তানের উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত অংশ সম্পর্কীয় কোন

মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর দিলেন, আমি জানিনা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, আপনি কেন উত্তর দিলেন না? তিনি বলিলেন, 'ইবনে ওমরকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যাহা সে জানে না। তদুত্তরে সে বলিয়াছে, আমি জানি না।' (ইহাতে দোষের কি আছে?)

ওরওয়া (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে কোন এক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমার জানা নাই। সে ব্যক্তি চলিয়া গেলে তিনি নিজের নফসকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'ইবনে ওমরকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যাহা তাহার জানা নাই। তদুত্তরে সে বলিয়া দিয়াছে যে, আমার জানা নাই।'

ওকবা ইবনে মুসলিম (রহঃ) বলেন, আমি চৌত্রিশ মাস হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর সোহবতে ছিলাম। তাঁহাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করা হইত তন্মধ্যে বেশীর ভাগই তিনি এই জবাব দিতেন যে, 'আমি জানি না।' অতঃপর আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিতেন, জান, ইহাদের কি উদ্দেশ্য।' ইহাদের উদ্দেশ্য হইল আমাদের পিঠকে জাহান্নামের উপর পুল বানায়। (অর্থাৎ আমাদিগকে জাহান্নামে ফেলিয়া জান্নাতে পার হইয়া যায়।)

নাফে' (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি কোন মাসআলা সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার উত্তর না দিয়া এমনভাবে মাথা নিচু করিয়া রহিলেন যে, লোকেরা ভাবিল হয়ত তিনি শুনিতে পান নাই। সে ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনি কি আমার প্রশ্ন শুনিতে পান নাই? তিনি বলিলেন, হাঁ, শুনিতে পাইয়াছি বটে। কিন্তু তোমরা হয়ত মনে করিতেছ যে, তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছ উহা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, আমাকে সময় দাও যাহাতে তোমার মাসআলা সম্পর্কে আমি বুঝিয়া লইতে পারি। আমার নিকট যদি উহার কোন জবাব থাকে তবে জানাইয়া দিব। আর না হয় তোমাকে বলিয়া দিব যে, আমার জানা নাই। (ইবনে সা'দ)

অজানা বিষয়ে কিরূপ জবাব দিবে?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে লোকসকল, যাহাকে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যাহা সে জানে তবে সে যেন বলিয়া দেয়। আর যাহার জানা নাই সে যেন বলিয়া দেয় যে, আল্লাহ ভাল জানেন। কারণ যে বিষয়ে তাহার জানা নাই সে বিষয়ে এই কথা বলিয়া দেওয়া যে, আল্লাহ ভাল জানেন, ইহাও এল্‌মের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নবী (সাঃ)কে বলিয়াছেন—

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন আমি তোমাদের নিকট হইতে এই কুরআনের বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাহিতেছি না, আর আমি কৃত্রিম লোকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।

আবদুল্লাহ ইবনে বশীর (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে কোন এক মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর দিলেন, উহা সম্পর্কে আমার জানা নাই। অতঃপর বলিলেন, আহ! মনে কি শান্তি! আমাকে এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যাহা আমি জানি না। আর আমি বলিতে পারিয়াছি যে, আমি জানি না। (কান্‌য)

ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আলেম যখন 'জানি না' বলা ছাড়িয়া দেয় তখন সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অপর রেওয়ায়াতে আছে তিনি বলিয়াছেন, আলেম যখন 'জানি না' বলিতে ভুল করে তখন সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

হযরত ওমর (রাঃ)এর আদব

মাকহুল (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) লোকদিগকে হাদীস শুনাইতেন। যখন দেখিতেন তাহারা ক্লান্তি ও বিরক্তি বোধ করিতেছে তখন তাহাদিগকে বৃক্ষরোপণের কাজে লাগাইয়া দিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুসআব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব

(রাঃ) বলিলেন, তোমরা মেয়েদের মোহরকে চল্লিশ উকিয়ার অধিক বাড়াইও না। যদিও সে উচ্চ বংশীয়া মেয়ে হউক না কেন। অর্থাৎ কায়েস ইবনে হুসাইন হারেসীর মত ব্যক্তির মেয়ে হউক না কেন। যে ব্যক্তি ইহার অতিরিক্ত মোহর ধার্য করিবে আমি তাহার অতিরিক্ত অংশ বাইতুল মালে জমা দিয়া দিব। মেয়েদের কাতার হইতে নাক চেপ্টা দীর্ঘকায় একজন মেয়েলোক দাঁড়াইয়া বলিল, আপনার এইরূপ করিবার অধিকার নাই। তিনি বলিলেন, কেন? সে বলিল, কারণ আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

وَاِنْ اٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا

অর্থ ঃ আর তোমরা সেই একজনকে অনেক মাল–সম্পদ প্রদান করিয়া থাক, তবুও তোমরা উহা হইতে কিছুই (ফেরৎ) লইও না।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, একজন মহিলা ঠিক বলিয়াছেন, আর একজন পুরুষ ভুল করিয়াছে।

হযরত আলী (রাঃ)এর আদব

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)কে কোন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহার উত্তর দিলেন। সে ব্যক্তি বলিল, হে আমীরুল মুমেনীন, এইরূপ নহে, বরং উহার জবাব এইরূপ, এইরূপ হইবে। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমি ভুল করিয়াছি। প্রত্যেক জ্ঞানবানের উপর অধিক জ্ঞানবান রহিয়াছে।

বিতর্কের আদব

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)এর মধ্যে তাহাদের পারস্পরিক কোন মাসআলার ব্যাপারে এমন বাক বিতর্ক হইত যে, যে কেহ তাহাদিগকে দেখিত সে ভাবিত ইহারা বুঝি আর কখনও মিলিত হইবেন না। কিন্তু পৃথক হইবার পূর্বেই তাহারা আবার সুন্দর ও উত্তম অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেন। (কান্‌য)

এক জামাতের এল্‌ম হাসিলের খাতিরে একজনের এল্‌মের মজলিসে উপস্থিত না হওয়া

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমি বার জনের এক জামাতের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। আমার সঙ্গীগণ বলিল, কে আছে আমাদের উটগুলি চরাইবে? যাহাতে আমরা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট উপস্থিত হইয়া এল্‌ম হাসিল করিতে পারি। অতঃপর যখন সেও ফিরিবে এবং আমরাও ফিরিয়া আসিব তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহা তাহাকে শুনাইয়া দিব। হযরত ওকবা (রাঃ) বলেন, আমি কিছুদিন এই কাজ করিলাম। তারপর আমার মনে হইতে লাগিল যে, আমি হয়ত বা ঠকিতেছি। কারণ আমার সঙ্গীগণ এমন কথা শুনিতেছে যাহা আমি শুনিতে পারিতেছি না, এবং তাহারা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট এমন জিনিস শিক্ষা করিতেছে যাহা আমি শিখিতে পারিতেছি না। (ইহা ভাবিয়া) একদিন আমি উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলাম, এক ব্যক্তি বলিতেছে যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কামেল রূপে অযু করে সে গুনাহ হইতে এমন পরিস্কার হইয়া যায় যেন তাহার মা আজ তাহাকে প্রসব করিয়াছেন। আমি ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি যদি ইহার পূর্বের কথাটি শুনিতে তবে ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইতে। আমি বলিলাম, আল্লাহ আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন, আপনি আমাকে সেই কথাটি পুনরায় শুনাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন ভাবে মৃত্যুবরণ করিবে যে, সে আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলিয়া দিবেন। সে যে দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে। এবং জান্নাতের আটটি দরজা রহিয়াছে। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে যাইয়া বসিলাম। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া নিলেন। এরূপে

কয়েকবার করিলেন। চতুর্থবারে আমি বলিলাম, হে আল্লাহর নবী,আমার পিতা–মাতা আপনার উপর কোরবান হউক, আপনি আমা হইতে কেন মুখ ফিরাইতেছেন? তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমার নিকট একজন অধিক প্রিয়, না বারজন? আমি এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। (কান্য)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) বলেন, সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদলের সহিত আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়াছিলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারে আসিয়া কাপড় পরিবর্তন করিলাম। দলের সকলে বলিল, আমাদের বাহনগুলি কে রাখিবে? প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইতে চাহিতেছিল। কেহ পিছনে থাকিতে পছন্দ করিতে ছিল না। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, আমি সকলের অপেক্ষা ছোট ছিলাম ; বলিলাম, তোমরা যদি চাহ আমি রাখিতে পারি তবে এই শর্তে যে, তোমরা যখন বাহির হইয়া আসিবে আমার বাহনটি তোমরা রাখিবে। তাহারা বলিল, তোমার শর্তে আমরা রাজী আছি। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ভিতরে প্রবেশ করিল এবং বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, চল। আমি বলিলাম, কোথায়? তাহারা বলিল, তোমার দেশে। আমি বলিলাম, আমি দেশ হইতে বাহির হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। এখন ভিতরে প্রবেশ না করিয়াই ফিরিয়া যাইব? অথচ তোমরা আমার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলে তাহা তোমাদের জানা আছে। তাহারা বলিল, তবে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিও। আমরা তোমার পক্ষ হইতে সবই জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কোন কিছুই বাদ দেই নাই। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক আমাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন ও এলম্ দান করেন। তিনি বলিলেন, তুমি আমার নিকট এমন জিনিস চাহিয়াছ যাহা তোমার সঙ্গীগণের কেহ চাহে নাই, যাও, তুমিই তাহাদের এবং তোমার

কাওমের যে সকল লোক তোমার নিকট আসিবে, সকলের আমীর।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট রক্ষিত একখানা কুরআন পাকের আয়াত সম্বলিত মাসহাফ চাহিলাম। তিনি আমাকে তাহা দান করিলেন। (তাবরানী)

এল্‌ম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া এবং উহার আলোচনা করা, আর কি ধরনের প্রশ্ন করা উচিত এবং কি ধরনের অনুচিত

সাহাবা (রাঃ)দের হাদীস পুনরাবৃত্তি ও তাহাদের প্রশ্ন

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিতাম। বর্ণনাকারী বলেন, যথাসম্ভব তিনি ষাটজনের সংখ্যা বলিয়াছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে হাদীস শুনাইতেন। তারপর নিজের প্রয়োজনে ঘরে চলিয়া যাইতেন। আমরা পরস্পর এক একটি করিয়া হাদীস পুনরাবৃত্তি করিতাম। অতঃপর আমরা মজলিস হইতে এমন অবস্থায় উঠিতাম যেন (উক্ত হাদীসগুলি) আমাদের অন্তরে বপন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের নামায শেষ করিতেন আমরা তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া বসিতাম। আমাদের মধ্য হইতে কেহ তাঁহাকে কুরআন সম্পর্কে, কেহ বা ফরজ আহকাম সম্পর্কে, আবার কেহ স্বপ্ন বৃত্তান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিত।

ছাত্রদের প্রতি উপদেশ

হযরত ফাদালাহ ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার ছাত্রগণ যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তখন তিনি তাহাদিগকে বলিতেন, তোমরা পুনরাবৃত্তি কর, পরস্পর সুসংবাদ দানকর, জ্ঞান বৃদ্ধি কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এল্‌মকে বৃদ্ধি করিবেন এবং তোমাদিগকে

ভালবাসিবেন,আর যাহারা তোমাদিগকে ভালবাসিবে তাহাদিগকেও ভালবাসিবেন। মাসায়েলসমূহ আমাদিগকে পুনরায় শুনাও। কারণ পরের বারের সওয়াব পূর্ববারের সমান সমান। তোমাদের কথাবার্তার সহিত এস্তেগফারকে সামিল কর। (তাবরানী)

আবু নাদরাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)কে বলিলাম, আমাদিগকে (হাদীস) লিখিয়া দিন। তিনি বলিলেন, আমরা কখনও তোমাদিগকে (হাদীস) লিখিয়া দিব না। আমরা উহাকে কখনও কুরআন বানাইব না। বরং আমরা যেরূপে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি তোমরাও সেইরূপে আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ কর। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলিতেন, তোমরা হাদীসের আলোচনা কর ; কারণ এক হাদীসের আলোচনা অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন তোমরা হাদীসের আলোচনা কর ; কারণ হাদীসের আলোচনা হাদীসকে স্মরণীয় করিয়া রাখে।

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা হাদীসের আলোচনা কর। অন্যথায় উহা মুছিয়া যাইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা হাদীসের আলোচনা কর। কারণ হাদীসের আলোচনা হাদীসের জীবন। অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, এল্ম শিক্ষা করা নামায সমতুল্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রাত্রের কিছু অংশে এল্মের আলোচনা করা আমার নিকট রাত্র জাগরণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (তাবরানী)

হযরত ওমর (রাঃ)এর তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবুল হাসান, অনেক সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন, আমরা অনুপস্থিত ছিলাম। আবার অনেক সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম আপনি অনুপস্থিত ছিলেন। তিনটি বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব। আপনার নিকট এ বিষয়ে কোন

এল্‌ম আছে কি? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, উহা কি? তিনি বলিলেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ভালবাসে অথচ তাহার নিকট হইতে কোন উপকার লাভ করে নাই। আর এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ঘৃণা করে অথচ তাহার দ্বারা তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সমস্ত রূহগুলি মহব্বতের ব্যাপারে সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। তথায় তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়াছে ও সন্নিকট হইয়াছে। যে সকল রূহ (সেখানে) পরস্পর পরিচিত হইয়াছে (এখানে) উহাদের মধ্যে মনের মিল হইয়া থাকে। আর যে সকল রূহ (সেখানে) পরস্পর অপরিচিত রহিয়াছে উহাদের মধ্যে (এখানে) মনের অমিল হইয়া থাকে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, একটি(র উত্তর) হইল। তারপর বলিলেন, কোন ব্যক্তি কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ সে একটি কথা ভুলিয়া যায়, আবার কিছুক্ষণ পর উহা স্মরণ হয়, (ইহার কারণ কি?) হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, চন্দ্র যেমন মেঘে ঢাকা পড়ে, তেমনি অন্তরের উপরও মেঘ জমে। চন্দ্র কেমন আলোকিত ছিল, হঠাৎ উহার উপর মেঘ আসিয়া পড়িল, আর অন্ধকার হইয়া গেল, আবার মেঘ সরিয়া গেল আর আলোকিত হইয়া গেল। তেমনি কোন ব্যক্তি কথা বলিতেছে, এমন সময় অন্তরের উপর মেঘ আসিয়া পড়িল আর সে ভুলিয়া গেল। আবার মেঘ সরিয়া গেল, আর তাহার স্মরণ হইয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, দুইটি(র উত্তর) হইল।

তারপর বলিলেন, এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, কোনটা সত্য হয় আবার কোনটা মিথ্যা হয়। (ইহার কারণ কি?) হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহর কোন বান্দা অথবা বান্দী ঘুমাইবার পর যখন তাহার ঘুম ভারি হইয়া পড়ে তখন তাহার রূহকে আরশের দিকে লইয়া যাওয়া হয়। যে রূহ আরশের নিকটবর্তী হইয়া জাগে তাহার স্বপ্নই সত্য হয়। আর যে রূহ আরশের নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই জাগিয়া যায় তাহার স্বপ্নই মিথ্যা হয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এই তিনটি বিষয়ের তালাশে ছিলাম, আল-হামদুলিল্লাহ,

মৃত্যুর পূর্বে উহা অর্জন করিতে পারিয়াছি। (তাবরানী)

উম্মতের এখতেলাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) নির্জনে মনে মনে ভাবিতেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উম্মতের কিতাব এক, নবী এক, কেবলা এক তথাপি তাহারা কিরূপে এখতেলাফ করিবে? হরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, এই কুরআন আমাদের সম্মুখে নাযেল হইয়াছে, আর আমরা উহা পড়িয়াছি ও যে বিষয়ে নাযিল হইয়াছে তাহা সম্পর্কে অবগত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের পরে এমন কাওম হইবে যে, তাহারা কুরআন পড়িবে কিন্তু কোন্ বিষয়ে উহা নাযিল হইয়াছিল সে সম্পর্কে অজ্ঞ হইবে। সুতরাং প্রত্যেকেই কুরআন সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করিবে। আর যখন তাহারা প্রত্যেকেই ভিন্নমত পোষণ করিবে তখন তাহারা এখতেলাফ করিবে। আর যখন এখতেলাফ করিবে তখন পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হইবে। হযরত ওমর (রাঃ) (ইহা (শুনিয়া) তাঁহাকে শক্ত কথা বলিলেন ও ধমক দিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) চলিয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহাকে পুনরায় ডাকিলেন ও তাঁহার কথার মর্মার্থ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ, আবার বল। (কান্‌য)

একটি আয়াতের দরুন বিনিদ্র রাত্র কাটান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি একটি আয়াতের দরুন অদ্য রাত্র বিনিদ্র কাটাইয়াছি। বুঝিতে পারিতেছি না আল্লাহ তায়ালা কি বুঝাইতে চাহিতেছেন? আয়াতটি এই—

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ

অর্থ ঃ আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কেহ কি পছন্দ করে যে, তাহার একটি উদ্যান থাকে খেজুর ও আঙ্গুরের, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত,

তাহার ঐ উদ্যানে (অনুরূপ আরও) সর্বপ্রকার ফল হয়। এবং সে ব্যক্তির বার্ধক্য আসিয়া পড়ে। আর তাহার সন্তানাদিও আছে যাহারা অক্ষম। অনন্তর সেই উদ্যানে এক ঝঞ্ঝা বায়ু আসিয়া পড়ে যাহাতে অগ্নিপ্রবাহ থাকে। ফলে উদ্যানটি জ্বলিয়া যায়। আল্লাহ্ এইরূপে নযীরসমূহ বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য, যেন তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ।

উপস্থিত কেহ উত্তর দিলেন, আল্লাহই ভাল জানেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমিও জানি আল্লাহ ভাল জানেন, তবে আমি এইজন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, যদি তোমাদের কাহারো নিকট এ বিষয়ে কোন জ্ঞান থাকে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কোন কথা শুনিয়া থাকে তবে যাহা সে শুনিয়াছে বলিয়া দেয়। সকলেই চুপ হইয়া গেলেন। তিনি আমাকে দেখিলেন যে, আমি অস্পষ্ট আওয়াজে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। বলিলেন, হে ভাতিজা, বল, নিজেকে ছোট ভাবিও না। আমি বলিলাম, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য 'আমল'। তিনি বলিলেন, উহার দ্বারা কিরূপে আমল উদ্দেশ্য হইল? আমি বলিলাম, আমার অন্তরে একটি কথা আসিয়াছে আমি উহা বলিয়াছি। তারপর তিনি আমাকে ছাড়িয়া নিজেই উহার তাফসীর করিতে আরম্ভ করিলেন যে, হে ভাতিজা, তুমি ঠিক বলিয়াছ। উক্ত আয়াত দ্বারা আমলই উদ্দেশ্য। বনি আদম যখন বৃদ্ধ হয় ও তাহার সন্তানাদিও বেশী হয় তখন সে যেমন এইরূপ বাগানের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হয়, তেমনি কেয়ামতের দিন সে আপন আমলের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হইবে। হে ভাতিজা, তুমি ঠিক বলিয়াছ। (কান্‌য)

একটি আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উত্তর

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বদরী মুরব্বিগণের সহিত আমাকে শামিল করিতেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এই যুবককে আমাদের সহিত কেন শামিল করেন? অথচ তাহার সমবয়সী আমাদের ছেলেসন্তান রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহার সম্পর্কে তোমাদের তো জানাই আছে। তারপর একদিন তাহাদিগকে ও আমাকে তিনি ডাকিলেন। আমি সেদিন আমাকে

ডাকিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি তাহাদিগকে আমার (যোগ্যতা) সম্পর্কে অবহিত করিতে চাহিতেছেন। তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহর বাণী—

اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا

অর্থ ঃ 'যখন আল্লাহর সাহায্য এবং (মক্কা) বিজয় আসিয়া পৌঁছিবে, আর আপনি লোকদিগকে আল্লাহর ধর্মে (অর্থাৎ ইসলামে) দলে দলে প্রবেশ করিতে দেখিতে পান, তখন স্বীয় রবের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করুন ; আর তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন; তিনি অতিশয় তওবা কবুলকারী।'

সম্পর্কে তোমরা কি বল? কেহ বলিলেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে যখন সাহায্য ও বিজয় আসে তখন আমাদিগকে তাঁহার প্রশংসা ও এস্তেগফার করিতে বলা হইয়াছে। কেহ বলিলেন, আমাদের জানা নাই। আর কেহ কিছুই বলিলেন না। তিনি আমাকে বলিলেন, হে ইবনে আব্বাস, তুমিও কি এরূপই বলিবে? আমি বলিলাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তুমি কি বল? আমি বলিলাম, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু সংবাদ যাহা আল্লাহ তাঁহাকে এইরূপে জানাইয়া দিয়াছেন যে, 'যখন আল্লাহর সাহায্য ও জয় আসিবে এবং আপনি মক্কায় লোকদিগকে ইসলামে প্রবেশ করিতে ও বিজয় দেখিবেন, উহাকে আপনার মৃত্যুর আলামত জানিবেন। কাজেই তখন আপনি আপনার রবের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করুন ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তিনি অতিশয় তওবা কবুলকারী।' হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমিও তাহাই জানি যাহা তুমি জান। (কান্য)

ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর জ্ঞানগর্ভ জবাব

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে আল্লাহ তায়ালার বাণী—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, এমন সব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিও না, যদি তাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয় তবে তোমাদের বিরক্তির কারণ হইবে।

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, কতিপয় মুহাজিরীনদের বংশে কিছু দোষ ছিল। একদিন তাঁহারা বলিলেন, খোদার কসম, আমাদের ইচ্ছা হয় যে, আল্লাহতায়ালা আমাদের বংশ সম্পর্কে (প্রশংসামূলক) কিছু কুরআনে নাযিল করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত নাযিল করিলেন, যাহা তুমি পড়িয়াছ। অতঃপর আমাকে বলিলেন, তোমাদের এই সঙ্গীকে (অর্থাৎ হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে) যদি আমীর বানানো হয় তবে অবশ্য দুনিয়ার প্রতি লোভী হইবেন না। কিন্তু আমি তাঁহার আত্মগরিমাকে ভয় করিতেছি যে, উহা তাহাকে শেষ করিয়া না দেয়। আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, খোদার কসম, আপনি আমাদের সঙ্গীকে জানেন। আপনি কি বলিতেছেন? তিনি একটুও ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন হন নাই। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর, জীবনে কখনও তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করেন নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যেদিন তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর বর্তমানে আবু জাহেলের বেটিকে বিবাহের পয়গাম দিয়াছিলেন সেদিনও কি তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করেন নাই? আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ)এর ভুল সম্পর্কে বলিয়াছেন—

وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

অর্থাৎ—আমরা তাঁহার মধ্যে (গুনাহের) কোন সংকল্প পাই নাই।

আমাদের সঙ্গী তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসন্তুষ্ট করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন না। অবশ্য মানুষ নিজের মনের কল্পনাকে

ফিরাইবার ক্ষমতা রাখে না। অনেক সময় আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানী ও আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত কোন ব্যক্তিকে যখন সাবধান করা হয় তখন সে প্রত্যাবর্তন করে ও ফিরিয়া আসে। তিনি বলিলেন, হে ইবনে আব্বাস, যে ব্যক্তি তোমাদের সহিত তোমাদের (এল্‌মের) সমুদ্রে ডুব দিয়া উহার তলদেশে পৌঁছিবার ধারণা করিবে সে একটি অসম্ভব জিনিসের ধারণা করিবে। (মুনতাখাব)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রহঃ) তাঁহার পিতা হযরত সাদ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় খাব্বাব মাদানী (রহঃ) (মাকসুরাহ ওয়ালা) সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আপনি কি শুনিতেছেন না, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কি বলিতেছেন? তিনি বলিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন জানাযার সহিত ঘর হইতে বাহির হইয়া নামায পড়ে ও দাফন হওয়া পর্যন্ত উহার পশ্চাতে চলে তাহার জন্য দুই কীরাত আজর। প্রত্যেক কীরাত ওহোদ পাহাড় সমান। আর যে ব্যক্তি শুধু নামায পড়িয়া ফিরিয়া আসে তাহার জন্য ওহোদ পাহাড় সমান অজর। (ইহা শুনিয়া) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) খাব্বাবকে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন। তারপর হযরত আয়েশা (রাঃ) যাহা বলেন তাহা যেন ফিরিয়া যাইয়া তাঁহাকে অবহিত করেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মসজিদের ভিতর এক মুষ্ঠি পাথরের টুকরা হাতে লইয়া ওলট–পালট করিতে লাগিলেন (এবং অপেক্ষা করিতে লাগিলেন)। ইত্যবসরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আবু হোরায়রা (রাঃ) ঠিক বলিয়াছেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হাতের পাথরগুলি মাটির উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তবে তো আমরা অনেক কীরাত হারাইয়াছি। (তারগীব)

অপর এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়িয়া কখনও বৃক্ষরোপণ অথবা বাজারে বেচাকেনায় মশগুল হইতাম না। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক কলেমা আমাকে শিখাইয়া দিবেন অথবা এক লোকমা খানা আমাকে খাওয়াইয়া দিবেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, আপনি আমাদের অপেক্ষা অধিক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রহিয়াছেন এবং আপনি তাঁহার হাদীস সম্পর্কে আমাদের অপেক্ষা অধিক জানেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, আমাদিগকে বৃক্ষরোপণ অথবা বাজারের বেচাকেনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে গাফেল রাখিত না। আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহাই আশা করিতাম যে, তিনি আমাকে কোন কলেমা শিখাইয়া দিবেন অথবা এক লোকমা খানা খাওয়াইয়া দিবেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের অপেক্ষা অধিক লাগিয়া থাকিয়াছেন ও তাঁহার হাদীস সম্পর্কে আমাদের তুলনায় বেশী জানেন। (হাকেম)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নিকট সাহাবা (রাঃ)দের প্রশ্ন

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) অপেক্ষা উত্তম কাওম আর দেখি নাই। তাঁহারা তাঁহার ইন্তেকাল পর্যন্ত মাত্র তেরটি মাসআলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তার প্রত্যেকেটি কুরআন পাকে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ

অর্থ ঃ মানুষ আপনাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

অর্থ ঃ মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى

অর্থ ঃ আর মানুষ আপনাকে এতীমদের (ব্যবস্থা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ

অর্থ ঃ আর মানুষ আপনার নিকট ঋতুকালীন বিধান জিজ্ঞাসা করে

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ

অর্থ ঃ তাহারা আপনার নিকট গনীমতসমূহের বিধান জিজ্ঞাসা করে।

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ

অর্থ ঃ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহারা কোন জিনিস ব্যয় করিবে।

তাহারা এমন কথাই জিজ্ঞাসা করিতেন যাহাতে তাহাদের জন্য ফায়দা নিহিত রহিয়াছে। তারপর বলিলেন, সর্বপ্রথম বাইতুল্লার তাওয়াফ ফেরেশতাগণ করিয়াছেন। হিজ্র ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক নবীদের কবর রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার কাওম যখন কষ্ট দিত তখন তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এবাদতে মশগুল থাকিবেন এই সংকল্পে তাহাদের নিকট হইতে আসিয়া উক্ত স্থানে উপস্থিত হইতেন। (তাবরানী)

আনসারী মেয়েদের দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আনসারদের মেয়েরা কি উত্তম মেয়ে! দ্বীন জিজ্ঞাসা করিতে ও দ্বীনের জ্ঞানলাভ করিতে লজ্জাশরম তাহাদের জন্য বাধা হইত না।

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর জিজ্ঞাসা

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর প্রতিবেশী ছিলাম। একদিন হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,কোন মেয়েলোক যদি স্বপ্নে তাহার স্বামীকে তাহার সহিত সহবাস করিতে দেখে তবে কি তাহাকে গোসল করিতে হইবে? হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলিলেন, তোমার দুই হাত কর্দমাক্ত হউক, হে উম্মে সুলাইম, তুমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মেয়েদেরকে অপদস্থ করিলে। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ্ পাক হক কথা বলিতে লজ্জা করেন না। আমাদের জন্য কোন দুর্বোধ্য বিষয়ে অন্ধ থাকা অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়াই উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার দুইহাত কর্দমাক্ত হউক, হে উম্মে সুলাইম, যদি সে (জাগিয়া) পানি দেখিতে পায় তবে গোসল করিতে হইবে। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মেয়েদেরও কি পানি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে সন্তান তাহার মত কিরূপে হয়? মেয়েরা পুরুষের মতই।(আহমাদ)

অধিক জিজ্ঞাসাবাদের পরিণতি

হযরত সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সম্পর্কিত কোন বিষয় লইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিত। হয়ত কোন হালাল বিষয় লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতবেশী জিজ্ঞাসা করিত যে, শেষ পর্যন্ত উহা তাহাদের জন্য হারাম করিয়া দেওয়া হইত।

হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন যে, লেআনের আয়াত একমাত্র অধিক প্রশ্নের কারণেই অবতীর্ণ হইয়াছে।

কি উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিবে?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে যখন লোকেরা অনেক প্রশ্ন

করিল তখন তিনি হারেস ইবনে কায়েসকে বলিলেন, হে হারেস ইবনে কায়েস, তোমার কি ধারণা হয়? ইহাদের এই সকল প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি? তিনি উত্তর দিলেন, ইহারা শুধু জানিবার জন্যই প্রশ্ন করিতেছে, আমল করিবে না। তিনি বলিলেন, সেই যাতে পাকের কসম, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তুমি সত্য বলিয়াছ। (বায্যার)

কোন বিষয় ঘটিবার পূর্বে জিজ্ঞাসা না করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হে লোকেরা, যাহা ঘটে নাই তাহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ, হযরত ওমর (রাঃ) তাহার উপর লানত করিতেন যে এমন কথা জিজ্ঞাসা করে যাহা এখনও ঘটে নাই।

তাউস (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, কাহারো জন্য এমন কথা জিজ্ঞাসা করা জায়েয নাই যাহা এখনও সংঘটিত হয় নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু সংঘটিত হইবে উহা সম্পর্কে ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন।

হযরত খারেজা (রহঃ) তাঁহার পিতা হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহাকে কেহ কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহা সংঘটিত হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজের রায় প্রকাশ করিতেন না। যদি ঘটিয়াছে এমন হয়, তবে বলিতেন। খারেজা (রহঃ) বলেন, তাঁহাকে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন, ঘটিয়াছে কি? তাহারা হয়ত বলিত, হে আবু সাঈদ, ঘটে নাই, তবে আমরা ভবিষ্যতের জন্য জানিয়া রাখিতেছি। তিনি বলিতেন, রাখ, যখন ঘটিবে তখন বলিয়া দিব।

মাসরূক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে কোন এক মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ ঘটিয়াছে কি? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, যতক্ষণ না ঘটে আমাকে আরাম করিতে দাও।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, যতক্ষণ না ঘটে আমাকে আরাম করিতে দাও।

যখন ঘটিবে তখন তোমাকে বলিতে চেষ্টা করিব।

আমের (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আম্মার (রাঃ)কে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, এ যাবৎ ঘটিয়াছে কি? তাহারা বলিল, না। তিনি বলিলেন, যতক্ষণ না ঘটে আমাদিগকে অবসর দাও। যখন ঘটিবে তোমার জন্য কষ্ট করিব।

কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া এবং লোকসম্মুখে কুরআন পাঠ করা

কুরআন শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দান

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি অমুক খান্দানের মীরাসে প্রাপ্ত অংশ খরিদ করিয়াছি এবং উহাতে এত এত মুনাফা অর্জন করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন; আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা অধিক মুনাফার জিনিস বলিব কি? সে বলিল, তাহাও কি হয়? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি দশটি আয়াত শিক্ষা করিয়াছে (সে ইহা অপেক্ষা অধিক মুনাফা অর্জন করিয়াছে) সে ব্যক্তি যাইয়া দশটি আয়াত শিক্ষা করিয়া আসিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইল। (তাবরানী)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিব না যাহার মত কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জিল,জাবুর ও কুরআন কোথাও নাই? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই। তিনি বলিলেন, আমি আশা করি এই দরজা দিয়া বাহির হইবার পূর্বেই তুমি উহা শিক্ষা করিতে পারিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিলেন। আমিও তাঁহার সহিত উঠিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া কথা বলিতে বলিতে চলিলেন। তিনি আমাকে সেই সূরাটি বলিবার পূর্বে বাহির হইয়া না পড়েন এই আশঙ্কায় আমি একটু পিছনে ধীরে চলিতেছিলাম। যখন দরজার নিকট পৌঁছিলাম তখন বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই সুরাটি, যাহা বলিবার ওয়াদা করিয়াছেন?

তিনি বলিলেন, যখন নামাযে দাঁড়াও তখন কি পড়? আমি সূরা ফাতেহা পড়িলাম। তিনি বলিলেন, ইহাই, ইহাই, ইহাই সেই 'আস্‌সাবউল মাসানী' যাহা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, আমাকে দান করিয়াছেন।

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

অর্থ ঃ আর আমি আপনাকে সাতটি আয়াত (সূরা ফাতেহা) দান করিয়াছি—যাহা বার বার (নামাযে) পাঠ করা হয়। এবং মহান কুরআন দান করিয়াছি। (কান্‌য)

দাঁড়াইয়া কুরআন পড়ান

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন হযরত আবু তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি আসহাবে সুফ্‌ফাদিগকে দাঁড়াইয়া কুরআন পড়াইতেছেন,আর ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথরের একটি টুকরা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে মেরুদণ্ড সোজা থাকে। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর কুরআন শুনাইবার ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) আপন ঘরে বসিলেন, লোকজন তাঁহার নিকট জমা হইল। তিনি তাহাদিগকে কুরআন পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি আপনাকে আবু মূসা সম্পর্কে আশ্চর্য খবর শুনাইব? তিনি আপন ঘরে বসিয়া আছেন। লোকজন তাঁহার নিকট জমা হইয়াছে আর তিনি তাহাদিগকে কুরআন পড়িয়া শুনাইতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি আমাকে এমন জায়গায় বসাইয়া দিতে পার যে তাহাদের কেহ আমাকে দেখিতে না পায়? সে বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইলেন, উক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে এমন জায়গায় বসাইয়া দিল যে, তাঁহারা কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর

কেরাআত শুনিয়া বলিলেন, সে (অর্থাৎ আবু মূসা (রাঃ)) দাউদী বংশের সূরে কুরআন পড়িতেছে। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) আমাকে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পাঠাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আশআরী (আবু মূসা)কে কি অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, আমি তাঁহাকে এমন অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছি যে, তিনি লোকদিগকে কুরআন শিক্ষা দিতেছেন। তিনি বলিলেন, শুনিয়া রাখ, লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তুমি তাঁহাকে আমার এই উক্তি শুনাইও না। অতঃপর বলিলেন, গ্রামবাসীদের কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, আপনি কি আশআরীগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, না বরং বসরাবাসীগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি বলিলাম, বসরাবাসীগণ যদি তাহাদের সম্পর্কে আপনার এই উক্তি (অর্থাৎ তাহাদিগকে গ্রাম্য বলিয়াছেন) শুনিতে পায় তবে তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইবে। তিনি বলিলেন, তুমি তাহাদের নিকট এই কথা পৌঁছাইও না। অবশ্যই তাহারা গ্রাম্য। হাঁ, আল্লাহ পাক যদি তাহাদের কাহাকেও আল্লাহর রাহে জেহাদ করিবার তৌফিক দান করেন। (তবে সে আর গ্রাম্য থাকিবে না) (আবু নুআঈম)

আবু রাজা আলউতারিদী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) এই বসরার মসজিদে আমাদের নিকট আসিয়া হালকায় (মজলিসে) বসিতেন। সে দৃশ্য যেন এখনও আমি দেখিতেছি যে, দুইটি চাদর পরিধান করিয়া তিনি আমাকে কুরআন শিক্ষা দিতেছেন। আমি সূরা আলাক তাঁহার নিকট হইতেই শিখিয়াছি। আবু রাজা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই সূরাই সর্বপ্রথম নাযিল হইয়াছিল।

হযরত আলী (রাঃ)এর কুরআন ইয়াদ করা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আমি কসম খাইলাম যে, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ

আমি (অন্তরে) জমা করিব শরীর হইতে চাদর নামাইব না। সুতরাং আমি সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ ইয়াদ করিয়া চাদর খুলিয়াছি।

চার বৎসরে সূরা বাকারা শিক্ষা করা

মাইমুন (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সূরা বাকারা চার বৎসরে শিখিয়াছেন।

হযরত সালমান (রাঃ)এর ঘটনা

ওবায়েদ ইবনে আবি জা'দ (রহঃ) আশজা' গোত্রের এক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাদায়েনের মসজিদে হযরত সালমান (রাঃ)এর আগমন সংবাদ পাইয়া লোকেরা তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিতে লাগিল। প্রায় এক হাজার লোক একত্রিত হইয়া গেল। তিনি দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, বস, বস। সকলে বসিয়া গেলে তিনি সূরা ইউসূফ তেলাওয়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকজন এক এক করিয়া উঠিয়া যাইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত একশত জনের মত অবশিষ্ট রহিয়া গেল। তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমরা অবাস্তব ওয়াজ শুনিবে আশা করিয়াছিলে। কিন্তু যেই আমি তোমাদের সম্মুখে আল্লাহর কিতাব পড়িতে আরম্ভ করিলাম তখন তোমরা চলিয়া গেলে। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর কুরআন শিক্ষা দিবার পদ্ধতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) যাহাকে একটি আয়াত শিক্ষা দিতেন তাহাকে বলিতেন, এই একটি আয়াত সেই সকল জিনিস হইতে উত্তম যাহার উপর সূর্য উদিত হয় অথবা বলিতেন, যমীনের বুকে যাহা কিছু আছে তাহা অপেক্ষা উত্তম। এইরূপে কুরআনের প্রত্যেক আয়াত সম্পর্কে বলিতেন।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, সকাল বেলা লোকজন (কুরআন শিক্ষার জন্য) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর বাড়ীতে আসিলে তিনি

বলিতেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে বসিয়া যাও। তারপর তিনি যাহাদিগকে কুরআন শিক্ষা দিতেন তাহাদের নিকট আসিয়া বলিতেন, হে অমুক, তুমি কোন সূরা পর্যন্ত শিখিয়াছ? সে আয়াত উল্লেখ করিলে তিনি তাহাকে পরবর্তী আয়াত বলিয়া দিতেন। তারপর বলিতেন, শিখ, কারণ ইহা তোমার জন্য আসমান যমীনের মধ্যে সকল জিনিস হইতে উত্তম। এইরূপে শিক্ষার্থীর মনে প্রত্যেক আয়াত সম্পর্কে এই ধারণা জন্মিত যে, ইহা হইতে উত্তম আয়াত কুরআন মজীদে আর নাই। এইভাবে প্রত্যেকের নিকট যাইয়া তাহাকে এইরূপে এক এক আয়াত করিয়া শিক্ষা দিতেন। (তাবরানী)

কুরআন শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দান

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, তোমরা এই কুরআন শিক্ষা কর। কারণ ইহা আল্লাহ্ পাকের দস্তরখান। তোমরা যে পার সাধ্যমত আল্লাহর দস্তরখান হইতে গ্রহণ কর। শিক্ষার দ্বারাই এল্‌ম অর্জন হয়। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, এই কুরআন আল্লাহর দস্তরখান। যে উহা হইতে কিছু শিখিতে পারে সে যেন শিখিয়া লয়। কারণ যে ঘরে আল্লাহর কিতাব হইতে কিছুই নাই সে ঘর মঙ্গল হইতে সর্বাধিক শূন্য। আর যে ঘরে আল্লাহর কিতাব হইতে কিছু অংশও নাই উহা এমন অনাবাদ ঘরের মত যাহাকে আবাদ করার কেহ নাই। যে ঘরে সূরা বাকারার তেলাওয়াত শুনা যায় সে ঘর হইতে শয়তান বাহির হইয়া যায়।

হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)এর দ্বারে বেশী আসা–যাওয়া করিত। একদিন তিনি তাহাকে বলিলেন, যাও, আল্লাহর কিতাব শিক্ষা কর। ইহার পর তাহার আর সাক্ষাৎ পাইলেন না। কিছুদিন পর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে সামান্য তিরস্কার করিলেন। সে ব্যক্তি বলিল, আমি আল্লাহর কিতাবে এমন জিনিস পাইয়াছি যাহা আমার নিকট ওমরের দ্বারকে নিষ্প্রয়োজন করিয়া দিয়াছে। (কান্‌য)

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কি পরিমাণ কুরআন শিক্ষা করা উচিত

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অন্ততঃপক্ষে ছয়টি সূরা শিক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। দুই সূরা ফজরের নামাযের জন্য, দুই সূরা মাগরিবের নামাযের জন্য ও দুই সূরা এশার নামাযের জন্য।

হযরত মেছওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমরা সূরা বাকারাহ, সূরা নেসা, সূরা মায়েদাহ, সূরা হজ্ব ও সূরা নূর শিক্ষা কর। কারণ ইহাতে ফারায়েজ বর্ণিত হইয়াছে।

হারেসা ইবনে মুদাররিব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট লিখিলেন যে, তোমরা সূরা নেসা, সূরা আহযাব ও সূরা নূর শিক্ষা কর।

বায়হাকীর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা সূরা বারাআত শিক্ষা কর এবং তোমাদের মেয়েদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দাও। আর তাহাদিগকে রূপার অলঙ্কার পরিধান করাও। (কান্‌য)

যাহার কুরআন পড়িতে কষ্ট হয় সে কি করিবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবু রায়হানা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, আমি কুরআন পাক স্মরণ রাখিতে পারি না এবং পড়িতে কষ্ট হয়। তিনি বলিলেন, নিজের উপর তোমার অসাধ্য বোঝা চাপাইও না। তুমি অধিক পরিমাণে সেজদা কর। বর্ণনাকারী ওমায়রা (রহঃ) বলেন, হযরত আবু রায়হানা (রাঃ) যখন আসকালানে আসিলেন, তখন আমি দেখিলাম, তিনি অধিক পরিমাণে সেজদা করেন। (অর্থাৎ কেরাআত দীর্ঘ না করিয়া সংক্ষিপ্ত নামায পড়েন, যাহাতে সেজদা বেশী হয়।) (ইসাবাহ)

কুরআন চর্চাকে প্রাধান্য দেওয়া

হযরত ওমর (রাঃ)এর উপদেশ

হযরত কারাজাহ ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, আমরা ইরাকের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আমাদের সহিত 'সেরার' পর্যন্ত পায়দল হাঁটিয়া আসিয়া অযূ করিলেন। তারপর বলিলেন, আমি কেন তোমাদের সহিত পায়ে হাঁটিয়া আসিলাম, তোমরা কি জান? তাহারা সকলে বলিলেন, হাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা, (আমাদের সম্মানার্থে) আপনি আমাদের সহিত হাঁটিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তোমরা এমন এক গ্রামবাসীর নিকট পৌছিবে যাহাদের কুরআন পড়ার গুঞ্জন মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় শুনিতে পাইবে। কাজেই প্রথমেই তাহাদিগকে হাদীস শুনাইতে আরম্ভ করিও না। অন্যথায় তাহারা তোমাদিগকে (হাদীসের মধ্যে) মশগুল করিয়া দিবে। কুরআনকে (অন্য জিনিস হইতে) পৃথক রাখিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে (হাদীসের) রেওয়ায়াত কম করিবে। তোমরা যাও। আমিও তোমাদের সহিত শরীক আছি। অতঃপর হযরত কারাজাহ (রাঃ) যখন ইরাকে পৌছিলেন, তাহারা বলিল, আমাদিগকে হাদীস শুনান। তিনি বলিলেন, আমাদিগকে হযরত ওমর (রাঃ) নিষেধ করিয়াছেন। (হাকেম)

অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা তাহাদিগকে হাদীস শুনাইয়া (কুরআন হইতে) বিমুখ করিয়া হাদীস চর্চায় মশগুল করিয়া দিও না। কুরআনকে (অন্য জিনিস হইতে) পৃথক রাখিও।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আমাদিগকে বলিলেন, আমি তোমাদের সহিত কেন বাহির হইলাম, জান? আমরা বলিলাম, আমাদিগকে বিদায় জানাইবার জন্য ও আমাদিগকে সম্মানিত করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, ইহা ব্যতীত আরো একটি উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি.....। বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

যাহারা কুরআনের অস্পষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার

সাবীগ ইরাকীর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর গোলাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাবীগ ইরাকী মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে কুরআনের কতিপয় বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া বেড়াইত। সে যখন এইরূপ করিতে করিতে মিসর পৌঁছিল। তখন হযরত আমর ইবনে আ'স (রাঃ) তাহাকে ধরিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিটক প্রেরণ করিলেন। পত্রবাহক যখন হযরত ওমর (রাঃ) নিকট পত্র দিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন লোকটি কোথায়? পত্রবাহক বলিলেন, সে কাফেলার মধ্যে আছে। তিনি বলিলেন, তাহাকে লক্ষ্য রাখিবে। সে যদি পালাইয়া যায় তবে তুমি কঠিন শাস্তি পাইবে। পরে যখন সে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইল তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বিষয়ে প্রশ্ন কর? সে উহা বর্ণনা করিল। হযরত ওমর (রাঃ) আমার নিকট কিছু খেজুরের ডাল চাহিয়া পাঠাইলেন। তারপর উহা দ্বারা তাহাকে এমনভাবে প্রহার করিলেন যে, তাহার পিঠে জখম হইয়া গেল। তারপর সুস্থ হওয়া পর্যন্ত কিছু বলিলেন না। সুস্থ হইলে আবার প্রহার করিলেন। আবার সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত রহিলেন। অতঃপর যখন তাহাকে মারিবার জন্য ডাকিলেন তখন সাবীগ বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যদি আমাকে মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে সুন্দর রূপে মারিয়া ফেলুন। আর যদি আমার চিকিৎসা উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে আমি সুস্থ হইয়া গিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে নিজের দেশে ফিরিবার অনুমতি দিলেন, এবং হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, কোন মুসলমান যেন তাহার সহিত মেলামেশা না করে। এই আদেশ লোকটির জন্য কঠিন হইয়া দাঁড়াইলে হযরত আবু মূসা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে লিখিলেন যে, লোকটির অবস্থা ভাল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) উত্তরে লিখিলেন যে, এখন লোকদের তাহার সহিত মেলামেশা করিতে অনুমতি দাও। (দারামী)

সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, বনু তামীম গোত্রের সাবীগ ইবনে ইস্ল নামক এই ব্যক্তি মদীনায় আসিল। তাহার নিকট কতিপয় কিতাব ছিল। সে কুরআনের অস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে লোকদেরকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। হযরত ওমর (রাঃ) সংবাদ পাইয়া তাহার জন্য কিছু খেজুরের ডাল তৈয়ার করিয়া তাহাকে ডাকিলেন। সে উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? সে বলিল, আমি আল্লাহর বান্দা—সাবীগ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহর বান্দা—ওমর। এবং তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। অতঃপর তাহাকে সেই সকল খেজুর ডাল দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। তাহাকে প্রহার করিতে করিতে জখমী করিয়া দিলেন। তাহার চেহারার উপর রক্ত বাহিয়া পড়িতে লাগিল। সে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, যথেষ্ট হইয়াছে। খোদার কসম, আমার মাথায় যাহা ছিল তাহা বাহির হইয়া গিয়াছে। (কান্‌য)

আবু ওসমানের রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট লিখিলেন যে, তোমরা তাহার সহিত উঠাবসা করিও না। আবূ ওসমান (রহঃ) বলেন, ইহার পর সাবীগ আমাদের শত লোকের মধ্যে আসিলেও আমরা সকলেই যে যার মত সরিয়া পড়িতাম।

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, সাবীগ তাহার কাওমের মধ্যে মাননীয় ছিল। কিন্তু ইহার পর সে সকলের নিকট হেয় হইয়া গেল।

অপর একটি ঘটনা

হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কতিপয় লোক মিসরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)এর সহিত দেখা করিয়া বলিল, আমরা আল্লাহর কিতাবে কিছু জিনিস এমন দেখিতে পাই যাহার উপর আল্লাহ তায়ালা আমল করার আদেশ করিয়াছেন কিন্তু উহার উপর আমল হইতেছে না। কাজেই আমরা এ ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তাহারা মদীনায় আগমন করিলে তিনিও তাহাদের সহিত আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, মিসরে আমার সহিত কিছু লোকের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে

যে, 'আমরা আল্লাহর কিতাবে কতিপয় বিষয় এমন দেখিতেছি যাহার উপর আমল করার আদেশ করা হইয়াছে অথচ আমল করা হইতেছে না।' তাহারা এ ব্যাপারে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি তাহাদিগকে আমার সম্মুখে একত্রিত করিয়া দাও। তিনি তাহাদিগকে তাঁহার সম্মুখে একত্রিত করিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের মধ্যে সর্ব নিকটবর্তী লোকটিকে বলিলেন, আমি তোমাকে আল্লাহ ও ইসলামের হকের কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি সম্পূর্ণ কুরআন পড়িয়াছ? সে বলিল, হাঁ। তারপর বলিলেন, তুমি কি উহাকে তোমার ভিতরে আয়ত্ব করিয়াছ? সে বলিল, না। বলিলেন, তুমি কি উহাকে তোমার চোখের ভিতর আয়ত্ব করিয়াছ? সে বলিল, না। বলিলেন, তুমি কি উহাকে তোমার মুখের ভিতর আয়ত্ব করিয়া লইয়াছ? (অর্থাৎ মুখস্থ করিয়াছ?) সে বলিল, না। বলিলেন, তুমি কি উহাকে আমলের দ্বারা সম্পূর্ণ আয়ত্ব করিয়া ফেলিয়াছ? সে বলিল, না। এইরূপে এক এক করিয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়া সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছিলেন। তারপর বলিলেন, ওমরের মা পুত্রহারা হউক! তোমরা কি তাহাকে ইহার উপর বাধ্য করিতেছ যে, সে সকল লোককে আল্লাহর কিতাবের উপর কায়েম করিবে? অথচ আমাদের রব জানেন যে, আমাদের দ্বারা অনেক গুনাহ হইবে। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

অর্থ ঃ যে সমস্ত কাজ হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়া থাকে তন্মধ্যে যেগুলি বড় বড় কাজ (গুনাহ) যদি তোমরা তাহা হইতে পরহেয কর, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট গুনাহগুলি তোমাদিগ হইতে মোচন করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে একটি সম্মানিত স্থানে দাখিল করিবে।

তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি মদীনাবাসী জানিতে পারিয়াছে? তাহারা বলিল, না। তিনি বলিলেন, যদি তাহারা জানিতে পারে তবে তোমাদিগকে উচিত শিক্ষা দিব। (কানয্)

কুরআন শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করার উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে অপছন্দ করা

হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন কাজে মশগুল থাকিতেন। কেহ হিজরত করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে আমাদের কাহারো সোপর্দ করিতেন। সে তাহাকে কুরআন শিক্ষা দিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এক ব্যক্তিকে সোপর্দ করিলেন। আমি তাহাকে রাত্রিতে আমার ঘরের খানা খাওয়াইতাম ও কুরআন শিখাইতাম। যখন সে নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া গেল তখন সে নিজের উপর হক মনে করিয়া আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিল। আমি উহা অপেক্ষা উত্তম ধনুক ও ধনুকের তার কখনও দেখি নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি ইহা কেমন মনে করেন? তিনি বলিলেন, তুমি যদি উহা কাঁধে লও অথবা বলিলেন, কাঁধে ঝুলাও তবে উহা তোমার উভয় কাঁধের মাঝে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইবে। (কান্‌য)

হযরত উবাই (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফের একটি সূরা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি তাঁহাকে একটি কাপড় অথবা একটি পশমী কাপড় হাদিয়া দিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি যদি উহা গ্রহণ কর তবে তোমাকে আগুনের কাপড় পরানো হইবে। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উবাই (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিক্ষা দিয়াছিলাম। সে আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বিষয়ে এই হাদীস এরশাদ করিয়াছেন। (কান্‌য)

হযরত তোফায়েল ইবনে আমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব(রাঃ) আমাকে কুরআন শিক্ষা দিলেন। আমি তাহাকে একটি ধনুক

হাদিয়া দিলাম। তিনি সকালবেলা উহা কাঁধে ঝুলাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উবাই! কে তোমাকে এই ধনুক দিয়াছে? তিনি উত্তর দিলেন, তোফায়েল ইবনে আমর দাউসী। আমি তাহাকে কুরআন পড়াইয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জাহান্নামের টুকরাস্বরূপ তুমি ইহা কাঁধে ঝুলাইতে পার। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তবে আমরা যে তাহাদের খানা খাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অবশ্য খানা যদি তাহারা অন্যের জন্য তৈয়ার করিয়া থাকে আর তুমি সেখানে উপস্থিত হও তবে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু যে খানা তোমার উদ্দেশ্যে তৈয়ার করা হইয়াছে উহা হইতে যদি তুমি খাও তবে তুমি তোমার (আখেরাতের) অংশ খাইবে। (কান্‌য)

হযরত আওফ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার সহিত এক ব্যক্তি ছিল যাহাকে তিনি কুরআন শিখাইতেন। সে তাঁহাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহা সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আওফ, তুমি কি দুই কাঁধের মাঝে জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লইয়া আল্লাহর সহিত মুলাকাত করিতে চাহ? (কান্‌য)

মুসান্না ইবনে ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইলেন। আমি তাঁহার হাতের উপর আমার হাত রাখিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহাকে শিক্ষকের পারিশ্রমিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, এক ব্যক্তি একটি ধনুক ঝুলাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ধনুকটি খুবই পছন্দ করিয়া বলিলেন, তোমার ধনুকটি ভারী সুন্দর! তুমি কি উহা খরিদ করিয়াছ? সে বলিল, না। আমি এক ব্যক্তির ছেলেকে কুরআন পড়াইয়াছি। সে আমাকে ইহা হাদিয়া দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি ইহা পছন্দ করিবে যে, আল্লাহ্ তায়ালা তোমার কাঁধে একটি আগুনের ধনুক ঝুলাইয়া দেন? সে বলিল, না। তিনি বলিলেন, তবে উহা ফিরাইয়া দাও। (তাবরানী)

কুরআন শিক্ষার উপর ভাতা প্রদান

উসায়ের ইবনে আমর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন এই সংবাদ পাইলেন যে, হযরত সা'দ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করিবে আমি তাহাকে দুই হাজার ভাতা প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিব তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, হায় হায়! আল্লাহর কিতাবের বিনিময়েও (ভাতা) দেওয়া হইতেছে!

সা'দ ইবনে ইবরাহীম (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাহার কোন শাসকের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, 'লোকদেরকে কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে (ভাতা) প্রদান কর।' উক্ত শাসক তদুত্তরে তাঁহার নিকট লিখিলেন যে, 'আপনি লিখিয়াছেন যে, কুরআন শিক্ষার উপর লোকদেরকে (ভাতা) প্রদান কর।' ইহা শুনিয়া এমন লোকও কুরআন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে যাহাদের যুদ্ধ ব্যতীত কোন কিছুতে আগ্রহ নাই। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) লিখিলেন, লোকদেরকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আত্মীয়তা ও সুহবাত ভিত্তিতে (ভাতা) প্রদান কর।

কুরআনের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ

মুজাহিদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, হে এল্ম ও কুরআনের বাহকগণ, তোমরা এল্ম ও কুরআনের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করিও না। অন্যথায় যেনাকারগণ তোমাদের পূর্বে জান্নাতে চলিয়া যাইবে।

লোকদের মধ্যে কুরআন চর্চার অধিক প্রচলনে মতবিরোধের আশঙ্কা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আশঙ্কা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় তাঁহার নিকট একটি চিঠি আসিল যে, কুফাবাসীদের মধ্যে এত এত লোক কুরআন পড়িয়াছে। তিনি তকবীর দিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রতি রহমত নাযেল করুন। আমি বলিলাম 'বিরোধ বাঁধিয়া গিয়াছে।' তিনি বলিলেন, আহ! তুমি কি জান, এবং তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন। আমি ঘরে চলিয়া আসিলাম। তারপর তিনি আমার নিকট লোক পাঠাইলে আমি আসিতে পারিব না বলিয়া ওযর করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে কসম দিতেছি, তুমি আস। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আসিলে তিনি বলিলেন, তুমি কি যেন বলিয়াছিলে? আমি বলিলাম, আস্তাগফিরুল্লাহ! আমি এমন কথা আর বলিব না। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে কসম দিতেছি, তুমি আবার বল। আমি বলিলাম, আপনি বলিয়াছেন,আমার নিকট পত্র আসিয়াছে যে, এত এত লোক কুরআন পড়িয়াছে। তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, 'বিরোধ বাঁধিয়া গিয়াছে।' তিনি বলিলেন, তুমি কিরূপে বুঝিলে? আমি বলিলাম, আমি কুরআনে পড়িয়াছি—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى

مَا فِي قَلْبِهٖ .... وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

অর্থ ঃ 'আর কোন কোন মানুষ এমনও আছে যে, আপনার নিকট তাহার আলাপ-আলোচনা যাহা শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যেই হয়' চিত্তাকর্ষক মনে হয় এবং সে আল্লাহ্‌কে হাজির নাযির বর্ণনা করে নিজের অন্তরস্থ বিষয়ের প্রতি, অথচ সে বিরোধিতায় কঠোর। এবং যখন প্রস্থান করে, তখন এই চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায় যে, দেশে অশান্তির সৃষ্টি করিবে এবং শস্য ও জীবজন্তু বিনষ্ট করিয়া দিবে। আর আল্লাহতায়ালা ফাসাদ পছন্দ করেন না।'

যখন তাহারা এইরূপ করিবে কুরআন পাঠকারী কখনও ধৈর্যধারণ করিতে পারিবে না। তারপর পড়িলাম—

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

অর্থ ঃ 'আর যখন কেহ তাহাকে বলে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন অহংকার তাহাকে পাপের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। সুতরাং এই প্রকৃতির লোকের যথোপযুক্ত শাস্তি—জাহান্নাম; আর ইহা কি নিকৃষ্টতম বিশ্রামাগার ! আর কতক লোক এমনও আছে, যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য স্বীয় জীবন পর্যন্ত কুরবান করিয়া দেয়। এবং আল্লাহ (এরূপ) বান্দাদের (অবস্থার) প্রতি খুবই করুণাময়।'

হযরত ওমর (রাঃ) শুনিয়া বলিলেন, সেই যাতে পাকের কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, তুমি সত্য বলিয়াছ। (হাকেম)

অপর একটি ঘটনা

আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর সঙ্গে তাহার হাত ধরিয়া ছিলেন। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার মনে হয় জনসাধারণের মধ্যে কুরআন প্রসার লাভ করিয়াছে। আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি ইহা পছন্দ করি না। তিনি আমার হাত হইতে নিজহাত টানিয়া লইয়া বলিলেন, কেন? আমি বলিলাম, কারণ যখন তাহারা কুরআন পড়িবে তখন তাহারা উহার তত্ত্বানুসন্ধানে লাগিয়া যাইবে। আর যখন তত্ত্বানুসন্ধানে লাগিবে তখন বিরোধ বাঁধিবে। আর যখন বিরোধ বাঁধিবে তখন একে অন্যের গর্দান

মারিতে আরম্ভ করিবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইহার পর তিনি আমাকে দূরে সরাইয়া দিলেন ও পরিত্যাগ করিলেন। আমি এই অবস্থায় কিরূপে যে সারাদিন কাটাইলাম তাহা আল্লাহই জানেন। তারপর জোহরের সময় তাহার পক্ষ হইতে লোক আসিয়া বলিল, আমীরুল মুমিনীনের ডাকে সাড়া দিন। আমি তাঁহার নিকট গেলে তিনি বলিলেন, তুমি কি বলিয়াছিলে? আমি পূর্ব কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, প্রকৃতপক্ষে আমি কথাটি লোকদের নিকট হইতে গোপন করিতেছিলাম।

কারীদের উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের নসীহত

হযরত ওমর (রাঃ)এর নসীহত

কেনানাহ আদভী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বিভিন্ন সেনানায়কদের নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আমার নিকট সকল হাফেযে কুরআনদের নাম পাঠাও। আমি তাহাদিগকে সম্মানসূচক ভাতা প্রদান করিব। এবং লোকদের কুরআন শিক্ষা দিবার জন্য আমি তাহাদিগকে দেশে দেশে প্রেরণ করিব। ইহার উত্তরে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) লিখিলেন যে, আমার অত্র এলাকায় হাফেযে কুরআনদের সংখ্যা তিনশতের উপরে পৌঁছিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের উদ্দেশ্যে এই চিঠি লিখিলেন—বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম,

আল্লাহর বান্দা ওমরের পক্ষ হইতে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস ও তাহার সঙ্গী হাফেযে কুরআনদের প্রতি। সালামুন আলাইকুম, অতঃপর নিশ্চয়ই এই কুরআন তোমাদের জন্য সওয়াবের বস্তু হইবে। তোমাদের জন্য সম্মানের বস্তু ও (আখেরাতের) সঞ্চয় হইবে। তোমরা কুরআনকে অনুসরণ কর।কুরআন যেন তোমাদের অনুসারী না হয়। কারণ কুরআন যাহার অনুসারী হয় তাহাকে উহা ঘাড়ে ধাক্কা দিয়া জাহান্নামে ফেলিয়া দিবে। আর যে ব্যক্তি কুরআনকে অনুসরণ করিবে, কুরআন তাহাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে পৌঁছাইয়া দিবে। যথাসম্ভব কুরআন যেন তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হয়, তোমাদের বিপক্ষে বাদি না হয়। কারণ কুরআন যাহার জন্য সুপারিশ করিবে সে জান্নাতে

প্রবেশ করিবে। আর কুরআন যাহার বিরুদ্ধে বাদী হইবে সে জাহান্নামে যাইবে। জানিয়া রাখ, এই কুরআন হেদায়াতের ফোয়ারা, এল্‌মের ফুলকুঁড়ি। ইহা রাহমানের নিকট হইতে নবাগত কিতাব। ইহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বহু অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ ও রুদ্ধ দিলকে খুলিয়া দেন। আর জানিয়া রাখ, বান্দা যখন রাত্রে উঠিয়া মেসওয়াক করিয়া অযূ করে এবং তাকবীর বলিয়া (অর্থাৎ নামাযে দাঁড়াইয়া) কেরাত পড়ে তখন একজন ফেরেশতা তাহার মুখে মুখ রাখিয়া বলে, তেলাওয়াত কর, তেলাওয়াত কর ; অবশ্যই তুমি উত্তম ও তোমার জন্য (তেলাওয়াত) উত্তম। আর যদি সে অযূ করে, কিন্তু মেসওয়াক করে না, তবে ফেরেশতা তাহার তেলাওয়াতকে সংরক্ষণ করে, (অর্থাৎ উহা লিখিতে থাকে) অতিরিক্ত কিছু করে না। জানিয়া রাখ, নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করা রক্ষিত ধনভাণ্ডার, অতি উত্তম জিনিস। কাজেই যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে নামাযে কুরআন তেলাওয়াত কর। কারণ, নামায নূর। যাকাত দলীল। সবর আলো। আর রোযা ঢাল এবং কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে হুজ্জাত বা প্রমাণ। কুরআনের সম্মান কর, উহার অসম্মান করিও না। কারণ, যে ব্যক্তি কুরআনের সম্মান করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার সম্মান করিবেন। আর যে কুরআনের অসম্মান করে সে নিজেই অসম্মানিত। আর জানিয়া রাখ, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে ও হেফয করে এবং উহার উপর আমল করে ও যাহা কুরআনে আছে উহাকে অনুসরণ করে, তাহার জন্য আল্লাহর নিকট একটি কবুল দোয়ার হক হইয়া যায়। তিনি ইচ্ছা হইলে দুনিয়াতেই উহার প্রতিদান দিয়া দিবেন অথবা তাহার আখেরাতের সঞ্চয় হিসাবে থাকিবে। আর জানিয়া রাখ, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং আপন রবের উপর ভরসা করে তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট যাহা (রক্ষিত) আছে তাহা সর্বোত্তম ও স্থায়ী। (কান্‌য)

আবু কেনানাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) কারীদিগকে একত্র করিলেন। প্রায় তিনশত লোক একত্রিত হইল। তিনি তাহাদের নিকট কুরআনের আযমত বর্ণনা করিলেন, এবং বলিলেন, নিশ্চয়ই এই কুরআন তোমাদের জন্য আজর ও সওয়াবের জিনিস হইবে অথবা তোমাদের জন্য (গুনাহের) বোঝা হইবে। তোমরা কুরআনকে অনুসরণ কর। কুরআন যেন

তোমাদের অনুসরণ না করে। কারণ যে ব্যক্তি কুরআনকে অনুসরণ করিবে কুরআন তাহাকে জান্নাতের বাগানে পৌঁছাইয়া দিবে। আর কুরআন যাহার অনুসরণ করিবে তাহাকে পাছায় ধাক্কা দিয়া জাহান্নামে ফেলিয়া দিবে।

হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর নসীহত

আবুল আসওয়াদ দীলী (রহঃ) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু মূসা (রাঃ) কারীদিগকে জমা করিলেন, এবং বলিলেন, আমার নিকট এখানে হাফেযে কুরআন ব্যতীত আর কেহ আসিবে না। বলেন, আমরা প্রায় তিনশত জন জমা হইলাম। তিনি আমাদিগকে নসীহত করিয়া বলিলেন, তোমরা অত্র এলাকার কারী। তোমাদের পার্থিব আশা যেন লম্বা না হয়। অন্যথায় আহলে কিতাবগণের অন্তর যেমন কঠিন হইয়া গিয়াছে তোমাদের অন্তরও কঠিন হইয়া যাইবে। অতঃপর বলিলেন, কুরআনে একটি সূরা নাযিল হইয়াছিল। সুরাটি বড় হিসাবে এবং উহার মধ্যেকার কঠোর বিষয়বস্তু হিসাবে আমরা উহাকে সূরা বারাআতের সহিত তুলনা করিতাম। উক্ত সূরার একটি আয়াত আমার স্মরণ আছে—

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَالْتَمَسَ اِلَيْهِمَا وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ اِلَّا التُّرَابُ

অর্থ ঃ আদম সন্তানের নিকট যদি দুই ময়দান স্বর্ণ থাকে তবে অবশ্যই সে তৃতীয় ময়দানের অন্বেষণ করিবে। আদম সন্তানের উদর তো একমাত্র মাটিই পূর্ণ করিতে পারে।

অপর একটি সূরা নাযেল হইয়াছিল, যাহার প্রথমে সাব্বাহালিল্লাহ্ ছিল। আমরা উহাকে মুসাব্বিহাতের (যে সকল সূরার প্রথমে সাব্বাহা আছে) সহিত তুলনা করিতাম। তন্মধ্য হইতে একটি আয়াত আমার স্মরণ আছে—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ـ فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِيْ اَعْنَاقِكُمْ ثُمَّ تُسْأَلُوْنَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা কেন এমন কথা বল যাহা তোমরা করিবে না। অতঃপর উহা তোমাদের ঘাড়ে সাক্ষ্য রূপে লিপিবদ্ধ হইবে এবং কেয়ামতের দিন তোমরা উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নসীহত

ইবনে আসাকের (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কতিপয় কুফাবাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে সালাম দিলেন, এবং বলিলেন, আল্লাহকে ভয় কর, কুরআনের বিষয়ে কলহ-বিবাদ করিয়া মতানৈক্য সৃষ্টি করিও না। কারণ কুরআনের কোন বিষয়বস্তুতে কোন প্রকার বিরোধ নাই। উহা বিস্মৃত হয় না। বারবার পড়ার দরুন উহা শেষ হইয়া যায় না। দেখিতেছ না, উহার মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান অর্থাৎ উহার পরিসীমা ও ফারায়েজ এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুম সবই এক। যদি এমন হইত যে, দুইটি আয়াতের একটি কোন কাজ করিতে বলিতেছে এবং অপরটি উহা নিষেধ করিতেছে তবে বিরোধ আছে বলা যাইত। কিন্তু এমন কোথাও নাই, বরং কুরআন এইরূপ সর্ববিষয় ব্যাপৃত। আমি আশা করি তোমরা অন্য লোকদের অপেক্ষা অতি উত্তমরূপে এল্ম ও ফেকাহ আয়ত্ব করিতে পারিয়াছ। আমি যদি কাহারো সম্পর্কে জানিতে পারি যে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যে এল্ম অবতীর্ণ হইয়াছে উহা আমা হইতে অধিক জানে, আর উটে চড়িয়া তাহার নিকট পৌঁছা সম্ভব; তবে আমি আমার এল্মের সহিত আরো এল্ম বর্ধনের জন্য তাহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইব। আর আমি জানি যে, প্রতি বৎসর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কুরআন একবার করিয়া পেশ করা হইত। আর তাঁহার ওফাতের বৎসর দুইবার পেশ করা হইয়াছে। আমি যখন তাহার সম্মুখে কুরআন পড়িতাম তিনি আমার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতেন যে, আমি ভাল পড়ি। অতএব যে ব্যক্তি আমার কেরাআত শিক্ষা করিয়াছে, সে যেন অন্য কেরাআতের প্রতি আগ্রহী হইয়া আমার কেরাআতকে পরিত্যাগ না করে। আর যে ব্যক্তি যে কোন কেরআত শিক্ষা করিয়াছে সে যেন অন্য কিছুর প্রতি আগ্রহী হইয়া উহাকে পরিত্যাগ না করে। কারণ যে ব্যক্তি কুরআনের

কোন হরফকে অস্বীকার করিল সে যেন সম্পূর্ণ কুরআনকে অস্বীকার করিল। (কান্‌য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সঙ্গীগণের মধ্য হইতে হামদানের এক ব্যক্তি বলেন, যখন হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) মদীনায় ফিরিবার এরাদা করিলেন, তখন আপন সঙ্গীগণকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, খোদার কসম, আমি আশা করি দ্বীন,ফেকাহ ও কুরআনের এল্‌মের বিষয়ে বর্তমানে অপরাপর মুসলিম সেনাদল অপেক্ষা তোমরা শীর্ষস্থান দখল করিয়াছ। অতঃপর বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এবং উক্ত রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, অবশ্যই কুরআনের বিষয়বস্তুতে কোনপ্রকার বিরোধ নাই। আর অধিক পরিমাণে পাঠ করার দরুন পুরাতন হয়না বা উহার মান কমিয়া যায় না। (আহমাদ)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, হাফেযে কুরআনের জন্য উচিত যে, লোকসমাজে সে পরিচিত হয় তাহার রাত্রি(কালীন এবাদতের) দ্বারা, যখন মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে, তাহার দিনের (রোযা) দ্বারা, যখন লোকজন খাওয়া দাওয়া করে, তাহার ভারাক্রান্ত হৃদয় দ্বারা, যখন লোকজন আনন্দ–ফূর্তি করে ; তাহার কান্নাকাটির দ্বারা, যখন লোকজন হাসে, চুপ থাকার দ্বারা, যখন মানুষ বেহুদা কথাবার্তা বলে, তাহার বিনয় দ্বারা, যখন মানুষ অহঙ্কার করে। এবং হাফেযে কুরআনকে রোদনকারী ভারাক্রান্ত, হাকীম (বিজ্ঞ), ধৈর্যশীল, জ্ঞানী ও নিশ্চুপ হইতে হইবে। হাফেযে কুরআন অভদ্র, উদাসীন হইবে না। শোরগোল, অতিমাত্রায় চিৎকার ও ক্রোধ তাহার জন্য শোভা পায় না। তিনি আরও বলিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়,তুমিই লোকসমাজে আলোচ্য ব্যক্তি হইও। আর যখন 'হে ঈমানদারগণ' বলিয়া আল্লাহ পাককে আহ্বান করিতে শুন, তখন তোমার কান খাড়া করিও। কারণ, নিশ্চয়ই তিনি কোন ভাল কথার আদেশ করিতেছেন অথবা কোন মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিতেছেন।

(আবু নুআঈম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে মশগুল হওয়া, এবং হাদীসে মশগুল ব্যক্তির জন্য পালনীয় কর্তব্য

হাদীস বর্ণনার আদব

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মজলিসে লোকদিগকে হাদীস শুনাইতেছিলেন, এমন সময় একজন আরব বেদুইন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেয়ামত কখন হইবে? তিনি (তাহার কথার জবাব না দিয়া) হাদীস বর্ণনার কাজে মশগুল রহিলেন। কেহ কেহ বলিল, তিনি তাহার কথা শুনিতে পাইয়াছেন, কিন্তু অপছন্দ করিয়াছেন। কেহ বলিল, তিনি শুনিতে পান নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস বর্ণনা শেষ করিয়া বলিলেন, কোথায়? অর্থাৎ কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বলিল, এই যে আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, যখন আমানতের খেয়ানত হইতে লাগিবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করিও। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, আমানতের খেয়ানত কিরূপে বুঝিব? বলিলেন, যখন অযোগ্য লোকদের উপর কার্যভার ন্যস্ত হইতে লাগিবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করিও। (বুখারী)

হযরত ওয়াবেসাহ (রাঃ)এর হাদীস পৌঁছান

হযরত ওয়াবেসাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি রাক্কা শহরের বড় মসজিদে দাঁড়াইয়া রমযান ও কোরবানীর ঈদের দিন লোকদিগকে নসীহত করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিদায়ী হজ্বের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিতে দেখিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, 'হে লোকসকল, কোন্ মাস সর্বাধিক সম্মানিত? তাহারা বলিলেন, এই মাস। তিনি বলিলেন, কোন্ শহর সর্বাধিক সম্মানিত? তাহারা বলিলেন, এই শহর। তিনি বলিলেন, তোমাদের খুন, তোমাদের মাল ও তোমাদের ইজ্জত তোমাদের রবের সহিত সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এরূপ সম্মানিত যেরূপ তোমাদের এই শহরে এই মাসে তোমাদের অদ্যকার এইদিন

সম্মানিত। আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি? সকলে বলিলেন, হাঁ। তিনি আপন হস্তদ্বয় আসমানের দিকে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ, সাক্ষী থাকুন। অতঃপর বলিলেন, হে লোকসকল, তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিতকে পৌঁছাইয়া দিবে।' অতঃপর হযরত ওয়াবেসাহ (রাঃ) বলিলেন, তোমরা নিকটে আস, তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দেই, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। (বায্যার)

হাদীসের তাবলীগ

মাকহুল (রহঃ) বলেন, আমি ও ইবনে আবি যাকারিয়া এবং সুলাইমান ইবনে হাবীব আমরা এই তিনজন হেমস শহরে হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর নিকট গেলাম এবং তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি বলিলেন, তোমাদের এই মজলিসগুলি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার তাবলীগ (অর্থাৎ পৌঁছানো) ও তোমাদের বিরুদ্ধে তাঁহার দলীল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবলীগ করিয়াছেন, সুতরাং তোমরাও তাবলীগ কর।

সুলাইম ইবনে আমের (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর নিকট বসিতাম। তিনি আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু হাদীস শুনাইতেন। তারপর যখন হাদীস বর্ণনা শেষ করিতেন তখন বলিতেন, তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ কি? তোমরাও পৌঁছাও, যেমন তোমাদিগকে পৌঁছান হইল।

হাদীস বর্ণনাকারীর প্রতি দোয়া

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে আল্লাহ, আমার খলীফাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার খলীফা কাহারা? তিনি বলিলেন, যাহারা আমার পরে আসিবে এবং আমার হাদীস বর্ণনা করিবে ও লোকদিগকে উহা শিক্ষা দিবে। (কান্য)

জুমআর পূর্বে হাদীস বর্ণনা

আসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি জুমআর দিন মিম্বারের উপর ডালিমের ন্যায় গোলাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেন, আবুল কাসেম—রাসূলাল্লাহ—আস্সাদিকুল মাসদুক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছেন....। এরূপে তিনি হাদীস বর্ণনা করিয়া যাইতেন। যখন নামাযের জন্য ইমামের হুজরার দরজা খুলিবার শব্দ শুনিতেন, বসিয়া যাইতেন।

সাহাবা (রাঃ)দের হাদীস বর্ণনা করিতে ভীত হওয়া

আসলাম (রহঃ) বলেন, আমরা যখন হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতাম, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বলিতেন, আমার ভয় হয়, হয়ত বা কোন হরফ বেশী বলিয়া ফেলিব অথবা কোন হরফ কম বলিয়া ফেলিব। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার পক্ষ হইতে মিথ্যা বর্ণনা করিবে সে জাহান্নামে যাইবে।

আবদুর রহমান ইবনে হাতেব (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে হযরত ওসমান (রাঃ)এর ন্যায় এরূপ পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম রূপে হাদীস বর্ণনা করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। অবশ্য তিনি হাদীস বর্ণনা করিতে ভয় পাইতেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত ওসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করিতে আমার বাধা এই কারণে নহে যে, আমি তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের অপেক্ষা হাদীস স্মরণ রাখিতে দুর্বল। বরং (উহার কারণ হইল) আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তাঁহাকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হইতে এমন কথা বলিবে যাহা আমি বলি নাই সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানাইয়া লয়।

হযরত ওসমান (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে

যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হইতে মিথ্যা বর্ণনা করিবে সে যেন জাহান্নামে নিজের ঘর বানাইয়া লয়।

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে হাদীস বর্ণনা করি তখন যাহা তিনি বলেন নাই এমন কথা বর্ণনা করা অপেক্ষা আসমান হইতে পড়িয়া যাওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় মনে হয়। আর যখন আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন কথাবার্তা হয় তখন জানিয়া রাখ, যুদ্ধ তো (শত্রুকে) ধোকা (দেওয়ারই নাম)। (কান্‌য)

সাহাবা (রাঃ)দের হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা

আমর ইবনে মাইমুন (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বৎসর পার হইয়া যাইত কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করিতেন না। একদিন তিনি তাঁহার এক হাদীস বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলে চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল এবং কপাল হইতে ঘাম ঝরিতে লাগিল। এবং বলিলেন, ইহার ন্যায় অথবা ইহার কাছাকাছি বলিয়াছেন।

মাসরূক (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদিন এক হাদীস বর্ণনা করিবার সময় বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, আর তৎক্ষণাৎ তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন, তাঁহার কাপড়েও কম্পন পরিলক্ষিত হইল। এবং বলিলেন, ইহার কাছাকাছি অথবা ইহার মত বলিয়াছেন। (হাকেম)

আবু ইদ্রীস খাওলানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু দারদা (রাঃ)কে দেখিয়াছি, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা শেষ করিতেন তখন বলিতেন, এইরূপ অথবা ইহার কাছাকাছি অথবা ইহার মত বলিয়াছেন। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিতেন, আল্লাহর পানাহ! যদি এরূপ না হয় তবে ইহার মত বলিয়াছেন।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস বর্ণনা করিতেন, পরিশেষে বলিতেন, 'অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ বলিয়াছেন।'

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হাদীস কম বর্ণনা করিতেন, এবং যখন বর্ণনা করিতেন তখন উপরোক্ত কথা বলিতেন। (কান্‌য)

আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর ন্যায় এরূপ সতর্কতা আর কেহ অবলম্বন করিতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস শুনিয়া থাকিলে উহাকে না বাড়াইয়া বলিতেন, না কমাইয়া বলিতেন, আর না যেমন তেমন করিয়া বলিতেন।

শা'বী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত এক বৎসর কাটাইয়াছি। তাঁহাকে কোন হাদীস বর্ণনা করিতে শুনি নাই। (ইবনে সা'দ)

হাদীস বর্ণনায় আত্মবিশ্বাস

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বহু হাদীস শুনিয়াছি। শুনিয়াছি এবং উহা স্মরণও রাখিয়াছি। কিন্তু আমার সঙ্গীদের (শাব্দিক) বিপরীত বর্ণনাই আমাকে ঐসকল হাদীস বর্ণনা করিতে বাধা দিতেছে।

মুতাররিফ (রহঃ) বলেন, আমাকে হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলিলেন, হে মুতাররিফ, খোদার কসম, আমার বিশ্বাস, যদি আমি ইচ্ছা করি তবে দুই দিন একাধারে এমন ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করিতে পারি যে, কোন হাদীসের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে না। কিন্তু আমার হাদীস বর্ণনায় বিলম্ব ও অনাগ্রহ বৃদ্ধির কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা (রাঃ) এমনসকল হাদীস বর্ণনা করিতেছেন যাহা (শুনি)তে তাহাদের (শাব্দিক)ভ্রম

হইয়াছে। নতুবা (সেই সকল হাদীস বর্ণনা কালে) যেমন তাহারা উপস্থিত ছিলেন আমিও ছিলাম, তাহারা যেমন শুনিয়াছেন আমিও শুনিয়াছি।

তিনি কখনও বলিতেন, আমি যদি বলি, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এরূপ এরূপ শুনিয়াছি তবে আমার বিশ্বাস আমি সত্যবাদী হইব। কখনও আত্মবিশ্বাসের সহিত বলিতেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, তিনি এরূপ এরূপ বলিয়াছেন। (তাবরানী)

'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন' এরূপ বলিতে ভয় করা

সুলাইমান ইবনে আবি আবদিল্লাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সুহাইব (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, খোদার কসম, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তোমাদের নিকট এরূপ বলিব না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বরং আস, তোমাদের নিকট তাঁহার ঐসকল জেহাদের ঘটনা বর্ণনা করি যাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং আমি দেখিয়াছি। কিন্তু 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন' এমন কথা বলিব না। (মুনতাখাব)

মাকহুল (রহঃ) বলেন, আমি ও আবুল আযহার, আমরা দুইজন হযরত ওয়াসেলাহ ইবনে আসকা' (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলাম, হে আবুল আসকা' আমাদের নিকট এমন হাদীস বর্ণনা করুন যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন। এবং উহাতে কোন প্রকার সন্দেহ বা কম বেশী না হয়। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি আজ রাত্রিতে কুরআন হইতে কিছু পড়িয়াছে? আমরা বলিলাম, হাঁ, কিন্তু যথাযথভাবে উহা ইয়াদ রাখিতে পারি নাই। কোথাও ওয়াও অথবা আলিফ বেশী হইয়া যায়। তিনি বলিলেন, এতদিন যাবৎ এই কুরআন তোমাদের মধ্যে আছে। উহা ইয়াদ করিতে তোমরা কোনপ্রকার ত্রুটিও করনা তথাপি বলিতেছ, তোমরা কম বেশী করিয়া ফেল। তবে ঐসকল হাদীস যাহা হয়ত বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে আমরা একবারই শুনিয়াছি, কিরূপে স্মরণ থাকিবে? সুতরাং তোমাদের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তোমাদিগকে

হাদীসের মর্মার্থ বলিয়া দেই।

ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রহঃ) বলেন, খোদার কসম, হযরত ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফাহ, হযরত আবু দারদা, হযরত আবু যার ও হযরত উকবাহ ইবনে আমের (রাঃ)কে দূর দূরান্ত হইতে ডাকিয়া মদীনাতে একত্রিত করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা দূর দূরান্তে বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে এইসকল কিরূপ হাদীস প্রচার করিতেছ! তাঁহারা বলিলেন, তবে কি আপনি আমাদিগকে নিষেধ করিতেছেন? তিনি বলিলেন, না, তোমরা আমার নিকট অবস্থান করিবে। খোদার কসম, যতদিন আমি জীবিত থাকিব তোমরা আমার নিকট হইতে কোথাও যাইতে পারিবে না। কারণ, হাদীস সম্পর্কে আমরা অভিজ্ঞ। (সুতরাং যে সকল হাদীস গ্রহণযোগ্য হইবে তাহা) আমরা গ্রহণ করিব, আর (যাহা গ্রহণযোগ্য নহে তাহা) আমরা প্রত্যাখ্যান করিব। অতএব তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহারা আর কোথাও যান নাই। (কান্‌য)

ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু মাসউদ আনসারী ও হযরত আবু দারদা (রাঃ)কে সংবাদ দিয়া ডাকিয়া আনিলেন। এবং বলিলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে এত অধিক পরিমাণে কী হাদীস বর্ণনা করিতেছ! অতঃপর তাহাদিগকে তাঁহার শাহাদাত বরণ পর্যন্ত মদীনায় আটক করিয়া রাখিলেন। (তাবরানী)

বৃদ্ধ বয়সে হাদীস বর্ণনা করিতে ভয় করা

ইবনে আবি আওফা (রহঃ) বলেন, আমরা যখন হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)এর নিকট আসিতাম, বলিতাম, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বলিতেন, বয়স হইয়াছে, ভুলিয়া গিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীস বর্ণনা করা বড় কঠিন কাজ। (কান্‌য)

এল্‌ম অপেক্ষা আমলের প্রতি অধিক মনোযোগ দান

হযরত আবু দারদা ও হযরত আনাস (রাঃ)এর উক্তি

হযরত মুআয এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলিয়াছেন, যত ইচ্ছা এল্‌ম হাসিল কর, কিন্তু যতক্ষণ না তোমরা যাহা শিখিয়াছ উহার উপর আমল করিবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে কখনও ফায়দা দান করিবেন না।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা যত ইচ্ছা এল্‌ম হাসিল কর। খোদার কসম, যতক্ষণ তোমরা উহার উপর আমল না করিবে ততক্ষণ সম্পূর্ণ এল্‌মের কোন প্রতিদান পাইবে না।

একটি হাদীস

আবদুর রহমান ইবনে গন্‌ম (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবা (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা কোবার মসজিদে এল্‌ম শিক্ষা করিতেছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা যত ইচ্ছা এল্‌ম হাসিল কর। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুসারে বর্ণিত হইয়াছে।

অপর একটি হাদীস

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কোন্ জিনিস আমার বিরুদ্ধে অজ্ঞতার দলীলকে দূর করিবে? তিনি বলিলেন, 'এল্‌ম।' সে বলিল, কোন্ জিনিস আমার বিরুদ্ধে এল্‌মের দলীলকে দূর করিবে? তিনি বলিলেন, 'আমল'। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার কিতাব শিক্ষা

কর, উহা দ্বারা পরিচিত হইবে। এবং উহার উপর আমল কর, তোমরা উহার আহাল হিসাবে গণ্য হইবে।

হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা এল্ম শিক্ষা কর, উহা দ্বারা পরিচিত হইবে। উহার উপর আমল কর, উহার আহাল হইবে। কারণ তোমাদের পর অতিসত্বর এমন যামানা আসিবে যখন হকের (অর্থাৎ সত্যের) দশভাগের নয় ভাগ অপরিচিত হইবে। তখন একমাত্র সেইব্যক্তিই নাজাত পাইবে, যে অধিক পরিমাণে নিদ্রামগ্ন (থাকার দরুন লোকসমাজে অপরিচিত) থাকিবে এবং লোকসংশ্রব হইতে দূরে থাকিবে। ইহারাই হেদায়াতের ইমাম ও এল্মের চেরাগ। তাহারা অধীর নহে, অশ্লীল কথা প্রচার করিয়া বেড়ায় না এবং গোপন কথা প্রকাশ করে না।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, হে এল্মের বাহকগণ, উহার উপর আমল কর। কারণ আলেম সেই ব্যক্তি যে এল্ম হাসিল করিবার পর আমল করিয়াছে এবং তাহার আমল তাহার এলম অনুযায়ী হইয়াছে। শীঘ্রই এমন লোকদের আবির্ভাব হইবে যাহারা এল্মের বাহক হইবে কিন্তু এল্ম তাহাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করিবে না। তাহাদের ভিতর বাহিরের বিপরীত হইবে। এবং তাহাদের আমল তাহাদের এল্মের বিপরীত হইবে। তাহারা পরস্পর গর্ব করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন মজলিস সাজাইয়া বসিবে। অতঃপর তাহার আপন মজলিসের কেহ অপরের মজলিসে বসিবার দরুন তাহার উপর রাগ করিবে ও তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। ইহারাই ঐসকল লোক যাহাদের ঐ সকল মজলিসের কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট পৌঁছিবে না। (কান্‌য)

এলমের উপর আমল করিবার প্রতি উৎসাহ দান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে লোকসকল, এল্ম হাসিল কর। আর যে এল্ম হাসিল করিয়াছে সে যেন আমল করে।

আবদুল্লাহ ইবনে উকাইস (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

মাসউদ (রাঃ)কে এই মসজিদে আল্লাহর নামে কসম করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের রব্ব তোমাদের প্রত্যেককে নিরালায় সাক্ষাৎ দান করিবেন, যেমন তোমরা পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদকে নিরালায় দেখিয়া থাক। তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আদম সন্তান, কোন জিনিস তোমাকে আমার সম্বন্ধে ভ্রমে ফেলিয়া রাখিয়াছিল? হে আদম সন্তান, রসূলগণকে তুমি কি জবাবে দিয়াছিলে? হে আদম সন্তান, তুমি তোমার এল্ম অনুপাতে কি পরিমাণ আমল করিয়াছ?

আদি ইবনে আদি (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, সর্বনাশ তাহার জন্য যে এল্ম হাসিল করে নাই। যদি আল্লাহ তায়ালা চাহিতেন তবে সে অবশ্যই এল্ম হাসিল করিত। সর্বনাশ তাহার জন্য যে এল্ম হাসিল করিয়াছে কিন্তু আমল করে না। এই কথা সাতবার বলিয়াছেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, সুন্দর কথা সকলেই বলিয়া থাকে কিন্তু ভাগ্যবান সে যাহার কার্য তাহার কথা অনুযায়ী হইয়াছে। আর যাহার কথা তাহার কার্যের বিপরীত, সে তো নিজেকে ভর্ৎসনা করিতেছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে কেহ আল্লাহকে লইয়া সন্তুষ্ট হয় সকল মানুষ তাহার মুখাপেক্ষী হয়। আর যে কেহ আল্লাহর দেওয়া এল্মের উপর আমল করে সকল মানুষ তাহার অর্জিত এল্মের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়।

কেয়ামতে আমল সম্পর্কে প্রশ্নের ভয়

লোকমান ইবনে আমের (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিতেন, আমার পরওয়ারদিগারকে এইজন্য ভয় হয় যে, কেয়ামতের দিন তিনি যদি আমাকে সমস্ত মাখলুকের সম্মুখে ডাকিয়া বলেন, হে উয়াইমের, আর আমি বলি 'লাব্বায়েক হে প্রভু।' অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার এল্ম অনুপাতে তুমি কি পরিমাণ আমল করিয়াছ? (তারগীব)

লোকমান ইবনে আমের (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার সর্বাধিক ভয়

এইজন্য যে, কেয়ামতের দিন যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, হে উয়াইমের, তুমি কি এল্ম হাসিল করিয়াছিলে, না অজ্ঞ ছিলে? যদি বলি, এল্ম হাসিল করিয়াছিলাম, তবে তো আদেশ ও নিষেধসূচক প্রত্যেক আয়াত সম্পর্কে আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। আদেশসূচক আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন হইবে—পালন করিয়াছ কি? নিষেধসূচক আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন হইবে—বিরত রহিয়াছ কি? আল্লাহর পানাহ এমন এল্ম হইতে যাহা কোন লাভ দেয় না, এবং এমন মন হইতে যাহা পরিতৃপ্ত হয় না, আর এমন দোয়া হইতে যাহা কবুল হয় না। তিনি আরও বলিয়াছেন,আলেম না হইয়া মুত্তাকী হইতে পারিবে না। আমল না করিয়া শুধু এল্ম দ্বারা কখনও সুন্দর হওয়া যায় না।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সেই ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট হইবে যে আলেম হইয়া আপন এল্ম অনুযায়ী আমল করে নাই।

এলেমের সওয়াব আমলের দ্বারা পাইবে

হযরত মুআয (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, চারটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বে কেয়ামতের দিন বান্দার কদম আপন স্থান হইতে সরিতে পারিবে না। প্রথম—শরীর কি কাজে ক্ষয় করিয়াছে। দ্বিতীয়—জীবন কি কাজে শেষ করিয়াছে। তৃতীয়—মাল কোথা হইতে আয় করিয়াছে এবং কোথায় ব্যয় করিয়াছে? চতুর্থ—স্বীয় এল্মের উপর কি পরিমাণ আমল করিয়াছে? তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জানিয়া রাখ, যত ইচ্ছা এল্ম হাসিল করিতে পার কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদিগকে এল্মের কোন সওয়াব দিবেন না যতক্ষণ না উহার উপর আমল করিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা যত ইচ্ছা এল্ম হাসিল কর। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদিগকে এই এল্মের কোন প্রতিদান দিবেন না যতক্ষণ না উহার উপর আমল করিবে। আলেমগণের প্রচেষ্টা হইল বুঝিয়া তদনুযায়ী আমল করা। আর মুর্খলোকদের প্রচেষ্টা হইল শুধু বর্ণনা করিয়া বেড়ান।

সুন্নাতের অনুসরণ ও পূর্ববর্তীগণের অনুকরণ এবং বিদআতকে প্রত্যাখ্যান

হযরত উবাই (রাঃ)এর উৎসাহ দান

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহর রাস্তা ও সুন্নাতকে মজবুত ভাবে ধরিয়া থাক। কারণ, যে কোন বান্দা আল্লাহর রাস্তা ও সুন্নাতের উপর দৃঢ়পদ থাকিয়া দয়াময় রাহমানকে স্মরণ করে ও তাঁহার ভয়ে তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়ে তিনি তাহাকে আযাব দিবেন না। আর যে কোন বান্দা আল্লাহর রাস্তা ও সুন্নাতের উপর দৃঢ়পদ থাকিয়া আল্লাহ তায়ালাকে অন্তরে স্মরণ করে এবং তাঁহার ভয়ে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে তিনি তাহার গুনাহসমূহকে এরূপ ঝরাইয়া দেন যেমন গাছের পাতা শুকাইয়া যাওয়ার পর জোরবাতাস উহাকে ঝরাইয়া দেয়। আল্লাহর রাস্তা ও সুন্নাতের উপর স্বাভাবিক ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উহার বিপরীত অধিক ও অস্বাভাবিক পরিশ্রম হইতে উত্তম। সুতরাং লক্ষ্য কর, তোমাদের আমল স্বাভাবিক হউক বা অস্বাভাবিক হউক উহা যেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের তরীকা ও তাঁহাদের সুন্নাত অনুসারে হয়। (কান্‌য)

হযরত ওমর ও ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উৎসাহ দান

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার যখন মদীনায় ফিরিলেন খোতবা দিবার জন্য দাঁড়াইলেন এবং হামদ ও সানার পর বলিলেন, হে লোকসকল, তোমাদের জন্য সুন্নাতসমূহ জারি করা হইয়াছে এবং ফরযসমূহ নির্ধারণ করা হইয়াছে। যদি লোকদের সহিত ডানে বামে ভ্রান্তপথে না চল তবে তোমরা প্রশস্ত পথে পরিচালিত হইয়াছ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বৃহস্পতিবার দিন দাঁড়াইতেন এবং বলিতেন, দুই জিনিস বৈ নহে, এক—তরীকাহ, দ্বিতীয়—কালাম। সর্বোত্তম কালাম অথবা সর্বাধিক সত্যকালাম হইল একমাত্র আল্লাহর কালাম। আর সর্বোত্তম তরীকাহ হইল একমাত্র

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকাহ। সর্বনিকৃষ্ট জিনিস হইল মনগড়া তরীকাহ। জানিয়া রাখ, সকল মনগড়া তরীকাহ বিদআত। সাবধান! দীর্ঘ আশা করিও না, তোমাদের অন্তর কঠিন হইয়া যাইবে। আশা যেন তোমাদিগকে গাফেল না করিয়া দেয়। প্রত্যেক আগত বস্তু নিকটবর্তী, আর যাহা আসিবে না তাহাই দূরবর্তী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সুন্নাতের উপর স্বাভাবিক মেহনত বিদআতের উপর অধিক মেহনত হইতে উত্তম।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)এর উৎসাহ দান

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলিয়াছেন, কুরআন নাযিল হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাতসমূহ প্রবর্তন করিয়াছেন। তারপর বলিলেন, তোমরা আমাদের অনুসরণ কর। খোদার কসম, যদি তোমরা তাহা না কর তবে গোমরাহ হইয়া যাইবে।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি একজন আহাম্মক। তুমি কি কুরআনে কোথাও পাইয়াছ যে, যোহরের নামায চার রাকাত এবং উহাতে কেরাআত নিঃশব্দে পড়িতে হইবে? তারপর তিনি নামায, যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, এইগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা কি তুমি আল্লাহর কিতাবে পাইয়াছ? অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর কিতাব এই ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছে এবং সুন্নাত (অর্থাৎ হাদীস) উহাকে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া দিয়াছে।

সাহাবা (রাঃ)দের অনুসরণের প্রতি উৎসাহ দান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের যদি অনুকরণ করিতে হয় তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের অনুকরণ কর। কারণ, তাঁহারা এই উম্মাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নেক দিল্ ও গভীর এল্মের অধিকারী ছিলেন। এবং তাঁহারা সর্বাপেক্ষা অকৃত্রিম, সর্বাধিক সঠিক পথের ও সর্বোত্তম অবস্থার অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা এমন

লোক ছিলেন যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য ও আপন দ্বীন কায়েম করিবার জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের সম্মানকে স্বীকার করিও। তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও। কারণ তাহারা সেরাতে মুস্তাকিমের উপর ছিলেন।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিতেন, হে আলেমগণ, তোমাদের পূর্ববর্তীগণের পথ অবলম্বন কর। আমার জীবনের কসম, যদি তোমরা তাহাদের অনুসরণ কর তবে তোমরা বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাইবে। আর যদি তোমরা উহা পরিত্যাগ করিয়া ডানে বামে চলিতে আরম্ভ কর তবে পথভ্রষ্ট হইয়া বহু দূরে যাইয়া পড়িবে। (কান্‌য)

অনুসরণীয় ব্যক্তির করণীয়

মুসআব ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, আমার পিতা যখন মসজিদে নামায পড়িতেন, অতি সংক্ষেপে কিন্তু রুকু সেজদা পূর্ণরূপে আদায় করিয়া পড়িতেন। আর যখন ঘরে নামায পড়িতেন তখন নামাযকে দীর্ঘ করিতেন এবং রুকু সেজদা ও দীর্ঘ করিতেন। আমি বলিলাম, আব্বাজান, আপনি যখন মসজিদে নামায পড়েন তখন সংক্ষেপ করেন আর যখন ঘরে পড়েন তখন দীর্ঘ করেন, কারণ কি? তিনি বলিলেন, বেটা, আমরা হইলাম ইমাম, লোকজন আমাদের অনুকরণ করিয়া থাকে। (তাবরানী)

অনুসরণ কর, বিদআত করিও না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, অনুসরণ কর, বিদআত বা নতুন কিছু করিতে যাইও না। কারণ (তোমাদের পূর্ববর্তীগণ যাহা করিয়াছেন উহা) তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইয়াছে।

সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত

অপর রেওয়ায়াতে আছে তিনি বলিয়াছেন, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)কে মুহাব্বাত করা ও তাঁহাদের মর্যাদা স্বীকার করা সুন্নাতেরই অন্তর্ভুক্ত।

মৃতদের অনুসরণ

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা লোকদের অনুসরণ করিও না। কারণ কোন লোক হয়ত বেহেশতের আমল করিতে থাকে কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালার এল্ম বা তকদীরের লেখা অনুযায়ী তাহার জীবন ধারা পরিবর্তন হইয়া যায় এবং সে দোযখের আমল করিয়া বসে। সুতরাং সে দোযখী হইয়া মৃত্যুবরণ করে। আবার এক ব্যক্তি হয়ত দোযখের আমল করিতে থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালার এল্ম বা তকদীরের লেখা অনুযায়ী তাহার জীবনধারায় পরিবর্তন আসে এবং সে বেহেশতের আমল করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং সে বেহেশতী হইয়া মৃত্যুবরণ করে। অতএব যদি তোমাদের অনুসরণ করিতেই হয়, তবে জীবিতদের নহে বরং মৃতদের অনুসরণ করিও।

বিদআতের প্রতিবাদ

আবুল বাখতারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে সংবাদ দিল যে, কতিপয় লোক মাগরিবের পর মসজিদে মজলিস জমাইয়া বসে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বলে, তোমরা এতবার আল্লাহু আকবার পড়। এতবার সুবহানাল্লাহ পড়। এতবার আল হামদুলিল্লাহ পড়। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, তাহারা কি সত্যই এরূপ বলে? সে বলিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, তাহাদিগকে যখন এরূপ করিতে দেখ, তখন আমাকে সংবাদ দিও। সুতরাং তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি তাহাদের নিকট আসিলেন। তাঁহার মাথায় একটি লম্বা টুপি ছিল। তিনি তাহাদের নিকট বসিলেন। যখন তাহাদের কথাবার্তা শুনিলেন, দাঁড়াইয়া গেলেন। তিনি অত্যন্ত রাগী লোক ছিলেন। বলিলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, অবশ্যই তোমরা অন্যায়ভাবে বিদআত চালু করিয়াছ। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের এল্ম অপেক্ষা তোমাদের এল্ম কি বেশী হইয়া গিয়াছে? তাহাদের মধ্য হইতে মু'দাদ বলিলেন, খোদার কসম, আমরা না অন্যায়ভাবে কোন বিদআত চালু করিয়াছি, আর না সাহাবা (রাঃ)দের

এল্‌ম অপেক্ষা আমাদের এল্‌ম বেশী হইয়া গিয়াছে। আমর ইবনে উতবা বলিলেন, হে আবু আব্দির রহমান, আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বলিলেন, তোমরা সরল পথকে আকড়াইয়া থাক। খোদার কসম, যদি তোমরা এরূপ কর তবে তোমরা সম্মুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাইবে। আর যদি তোমরা ডানে বামে চলিতে আরম্ভ কর, তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া বহু দূরে যাইয়া পড়িবে। (আবু নুআঈম)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, মুসাইয়্যেব ইবনে নুজবাহ (রহঃ) আসিয়া হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আমি মসজিদে একদল লোককে দেখিয়া আসিয়াছি। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

আবুল বাখতারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সংবাদ পাইলেন যে, একদল লোক মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে বসিয়া উপরোক্ত কাজ করে। তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা অন্যায়ভাবে একটি বিদআত চালু করিয়াছ। অন্যথায় আমরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ গোমরাহ হইয়া গিয়াছি। আমর ইবনে উতবাহ ইবনে ফারকাদ বলিলেন, হে ইবনে মাসউদ, আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি,এবং তওবা করিতেছি। তিনি তাহাদিগকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

আবুল বাখতারী (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কুফার মসজিদে দুইটি মজলিস দেখিতে পাইলেন। তিনি উভয় মজলিসের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, কাহারা প্রথম বসিয়াছে?এক মজলিসের লোকেরা বলিলেন, আমরা। তিনি দ্বিতীয় মজলিসের লোকদিগকে উহাদের সহিত একত্রে মিলিয়া বসিতে বলিলেন, এবং উভয়কে এক করিয়া দিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) মুখ ঢাকিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছে সে তো চিনিয়াছে। আর যে চিনিতে পারে নাই তাহাকে আমার পরিচয় দিতেছি যে, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। হয় তোমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের অপেক্ষা অধিক হেদায়াত

পাইয়াছ আর না হয় তোমরা গোমরাহীর লেজুড় ধরিয়া ঝুলিতেছ।

আমর ইবনে সালামাহ (রহঃ) বলেন, আমরা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর দ্বারে বসিয়া ছিলাম। এমন সময় হযরত আবু মূসা (রাঃ) আসিয়া বলিলেন, হে আবু আবদির রহমান, আপনি আমাদের সহিত আসুন। তিনি বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু মূসা, আপনি এই সময় কেন আসিয়াছেন? তিনি উত্তর দিলেন, না, খোদার কসম, তেমন কিছু নহে। তবে আমি একটি বিষয় দেখিয়াছি যাহা আমাকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। আশা করি আমার এই আতঙ্ক মঙ্গলজনক হইবে। অবশ্যই আমাকে উহা আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে তবে উহা মঙ্গলজনকই হইবে। কতিপয় লোক মসজিদে বসিয়া আছে। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিতেছে, তোমরা এতবার সুবহানাল্লাহ পড়। এতবার আল হামদুলিল্লাহ পড়। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) চলিলেন। আমরাও তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা কত দ্রুত গোমরাহ হইয়া গিয়াছ! অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) এখনও জীবিত আছেন, তাঁহার বিবিগণের যৌবনকাল পার হয় নাই, তাঁহার কাপড় চোপড় বাসনপত্র এখনও পরিবর্তন হয় নাই। তোমরা যদি আপন গুনাহগুলিকে হিসাব করিতে থাক। তবে আমি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তোমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারি যে, তোমাদের নেকীসমূহ হিসাব করা হইবে। (তাবরানী)

হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) কর্তৃক আপন ছেলেকে বারণ করা

আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি একবার আমার পিতার নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় ছিলে? বলিলাম, আমি একদল লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছি যাহাদের অপেক্ষা উত্তম আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাঁপিয়া উঠে এবং আল্লাহ তায়ালার ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যায়। আমি তাহাদের সহিত বসিয়া ছিলাম। তিনি বলিলেন, তাহাদের সহিত

আর কখনও বসিও না। অতঃপর তিনি মনে করিলেন, আমার অন্তরে তাঁহার কথার কোন গুরুত্ব হয় নাই। সুতরাং তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন তেলাওয়াত করিতে দেখিয়াছি। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)কে কুরআন তেলাওয়াত করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাদের কাহারও এমন অবস্থা হইত না। তুমি কি মনে কর ইহারা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালাকে অধিক ভয় করে? আমি ভাবিয়া দেখিলাম, তাঁহার কথাই সত্য। অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম। (আবু নুআঈম)

এক ওয়ায়েজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

আবু সালেহ সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান তুজীবী (রহঃ) বলেন, তিনি একবার লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া ওয়াজ করিতেছিলেন। হযরত সিলা ইবনে হারেস গিফারী (রাঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী, তাহাকে বলিলেন, খোদার কসম, আমরা এখনও আমাদের নবীর সহিত কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করি নাই এবং আমরা আত্মীয়তা সম্পর্কও ছিন্ন করি নাই অথচ তুমিও তোমার সঙ্গীগণ আমাদের মধ্যে ওয়াজ করিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছ।

আমর ইবনে যুরারাহ (রহঃ) বলেন, আমি ওয়াজ করিতেছিলাম, এমতাবস্থায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, হে আমর, হয় তুমি ভ্রষ্ট বিদআত চালু করিয়াছ আর না হয় তুমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) অপেক্ষা অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত বলিয়া দাবী করিতেছ। আমর বলেন, তাহার এই কথার পর দেখিলাম আমার নিকট হইতে সকলেই চলিয়া গেল। এক ব্যক্তিও আমার নিকট অবশিষ্ট রহিল না। (তাবরানী)

ভিত্তিহীন রায়ের উপর আমল করা হইতে পরহেয করা

হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

ইবনে শিহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মিম্বারে চড়িয়া বলিলেন, হে লোকসকল, একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রায়ই সঠিক রায় ছিল। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে উহা জানাইয়া দিতেন। আর আমাদের রায় তো ধারণা ও লৌকিকতা ব্যতীত কিছুই নহে।

সাদাকা ইবনে আবি আজিল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিতেন, রায় অনুসারীগণ সুন্নাতের শত্রু। উহারা সুন্নাত স্মরণ রাখিতে অক্ষম। তাহাদের স্মৃতি লোপ পাইয়াছে। এবং কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা 'জানিনা' বলিতে লজ্জাবোধ করে। সেহেতু সুন্নাতের মুকাবিলায় রায় প্রদান করিয়া থাকে। অতএব তোমরা তাহাদের সংশ্রব হইতে দূরে থাকিও এবং তাহাদেরকে তোমাদের নিকট হইতে দূরে রাখিও।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে,হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, সুন্নাত উহাই যাহা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবর্তন করিয়াছেন। তোমরা ভ্রান্তমতকে উম্মাতের জন্য সুন্নত বানাইয়া দিও না।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি উপরোক্ত কথার সপক্ষে কুরআনের এই আয়াতও পড়িয়াছেন—

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْأً ـ

অর্থ ঃ আর নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন কল্পনা সত্য নির্ণয়ে কোনরূপ ফলপ্রদ হয় না।

আমর ইবনে দীনার (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি (কোন বিষয়ে ফয়সালা চাহিয়া) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যেরূপ জানাইয়া দিয়াছেন (সেরূপ ফয়সালা করুন)। তিনি বলিলেন, থাম। ইহাতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ছিল। (কান্‌য)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা 'আপনার কি ধারণা, আপনার কি ধারণা?' এরূপ কথা হইতে সাবধান থাক। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীগণ 'আপনার কি ধারণা? আপনার কি ধারণা?' এরূপ কথার দরুন ধ্বংস হইয়াছে। তোমরা কোন বিষয়কে অন্য বিষয়ের উপর অনুমান করিও না। অন্যথায় দৃঢ়পদ হইবার পর পুনরায় তোমাদের পদস্খলন ঘটিবে। যদি তোমাদের কাহাকেও এমন কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যাহা সে জানেনা, তবে সে বলিয়া দিবে—'আল্লাহ ভাল জানেন।' কারণ এরূপ কথা বলিতে পারা এল্‌মের এক–তৃতীয়াংশ।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক বৎসর বিগত বৎসর অপেক্ষা খারাপ হইয়া থাকে। (বিগত) বৎসর অপেক্ষা (আগত) বৎসর উত্তম নহে। (পূর্ববর্তী) উম্মাত (অর্থাৎ লোকজন) অপেক্ষা (পরবর্তী) উম্মাত (অর্থাৎ লোকজন) উত্তম নহে। তবে তোমাদের ওলামা ও উত্তম ব্যক্তিবর্গ বিগত হইয়া যাইবে। অতঃপর এমন লোকদের আবির্ভাব হইবে যাহারা (শরীয়তের) বিষয়গুলিকে আপন রায় দ্বারা বিচার করিবে। সুতরাং ইসলাম (এর প্রাচীর) ধ্বসিয়া পড়িবে ও ছিদ্র হইয়া যাইবে। (তাবরানী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, (নির্ভরযোগ্য জিনিস হইল) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। উক্ত দুই জিনিস ব্যতীত যে কেহ নিজের রায় হইতে কোন কথা বলিবে, আমি জানিনা সে উহা নিজের নেক আমলের মধ্যে দেখিতে পাইবে, না গুনাহের মধ্যে দেখিতে পাইবে।

আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক সাহাবী (রাঃ)কে কেহ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি উত্তর দিলেন, উম্মাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে নিজ রায় হইতে কোন কথা বলিতে আমি আমার রব্বকে লজ্জা করি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের ইজতেহাদ

হযরত মুআয (রাঃ)এর হাদীস

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ফয়সালা সম্পর্কিত কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তুমি কিরূপে ফয়সালা করিবে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ তায়ালার কিতাব দ্বারা ফয়সালা করিব। জিজ্ঞাসা করিলেন যদি (উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোন ফয়সালা) আল্লাহর কিতাবে না পাও? উত্তর দিলেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত দ্বারা ফয়সালা করিব। জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতে উহা না পাও? উত্তর দিলেন, তবে আমি আমার রায় দ্বারা ইজতেহাদ করিব। এবং কোনপ্রকার চেষ্টার ক্রুটি করিব না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সিনার উপর (প্রশংসাসূচক) চাপড় মারিলেন এবং বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি রাসূলুল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তিকে এমন তৌফিক দিয়াছেন যাহাতে আল্লাহর রাসূল সন্তুষ্ট। (মেশকাত)

অজানা বিষয়ে ইজতেহাদ করিতে ভয় করা

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ) অপেক্ষা অধিক ভীত আর কেহ ছিল না ,এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পর অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) অপেক্ষা অধিক ভীত আর কেহ ছিল না। একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) একটি সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। তিনি উহার কোন সমাধান আল্লাহর কিতাবে ও সুন্নাতের মধ্যে না পাইয়া বলিলেন, আমি আমার রায় দ্বারা ইজতেহাদ করিব। যদি উহা সঠিক হয় তবে আল্লাহর পক্ষ হইতেই হইবে। আর যদি ভুল হয় তবে আমার পক্ষ হইতে হইবে। সুতরাং আমি আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করিব। (কান্‌য)

কাজী শুরাইহের প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর নসীহত

শা'বী (রহঃ) কাজী শুরাইহ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) কাজী শুরাইহ (রহঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি পাঠাইলেন যে, তোমার নিকট যখন কোন বিষয় উপস্থিত হয় তখন তুমি উহার ফয়সালা আল্লাহর কিতাব দ্বারা করিবে। আর যদি উহা এমন বিষয় হয় যাহা আল্লাহর কিতাবে নাই তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত দ্বারা করিবে। আর যদি এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয় যাহার সমাধান আল্লাহর কিতাবে বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের মধ্যেও নাই তবে উহা ইজমা দ্বারা ফয়সালা করিবে। আর যদি উহা এমন বিষয় হয় যে, উহার সমাধান না আল্লাহর কিতাবে আছে, না সুন্নাতে রাসূলে পাওয়া যায়। এবং উক্ত বিষয়ে এ যাবৎ কেহ কোন প্রকার ফয়সালাও করে নাই, তবে উক্ত বিষয়ে ফয়সালা করা বা না করা উভয়ের যে কোন একটি তুমি অবলম্বন করিতে পার।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমার রায় দ্বারা ইজতেহাদ করিতে চাহ, করিতে পার। আর যদি (কোনরূপ ফয়সালা) হইতে বিরত থাকিতে চাহ, তাহাও করিতে পার। তবে আমার মনে হয় বিরত থাকাই তোমার জন্য ভাল হইবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নসীহত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি কাহারো সম্মুখে কোন সমস্যা উপস্থিত হয় তবে সে যেন আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী উহার ফয়সালা করে। আর যদি উহা এমন বিষয় হয় যে, আল্লাহর কিতাবে উহার সমাধান নাই তবে তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা অনুযায়ী ফয়সালা করিবে। কিন্তু যদি উহা এমন বিষয় হয়, যাহার সমাধান আল্লাহর কিতাবে নাই অথবা তাহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উক্ত বিষয়ে কোন ফয়সালা করেন নাই তবে সালেহীন বা নেককার লোকগণ যেরূপ ফয়সালা করিয়াছেন সেরূপ করিবে।

আর যদি এমন বিষয় উপস্থিত হয়, যাহার সমাধান আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যায় না বা তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ কোন ফয়সালা করেন নাই এবং সালেহীন বা নেককার লোকগণও এ ব্যাপারে কোন সমাধান দেন নাই, তবে নিজ রায় দ্বারা ইজতেহাদ করিবে। এবং স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। কোনরূপ লজ্জাবোধ করিবে না।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, নিজ রায় দ্বারা ইজতেহাদ করিবে। (কোনরূপ দুর্বলতা বা সন্দেহের কারণে) এরূপ কখনও বলিবে না যে, আমার মনে হয় বা আমার ভয় হয়। কারণ হালাল যেমন সুস্পষ্ট হারাম ও তেমনি সুস্পষ্ট। উহার মাঝে কতিপয় বিষয় রহিয়াছে যাহা সন্দেহযুক্ত। সুতরাং তোমরা সন্দেহযুক্ত বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া নিঃসন্দেহ বিষয়কে গ্রহণ কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ইজতেহাদ

আবদুল্লাহ ইবনে আবি ইয়াযিদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে শুনিয়াছি, তাঁহাকে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে যাহার সমাধান আল্লাহর কিতাবে মওজুদ আছে, জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি সেই অনুযায়ী ফয়সালা করিয়া দিতেন। আর যদি উহা আল্লাহর কিতাবে নাই কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে তবে সেই অনুযায়ী বলিয়া দিতেন। আর যদি উহা আল্লাহর কিতাবে নাই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেও বর্ণিত হয় নাই কিন্তু হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তবে উহাই বলিয়া দিতেন। অবশ্য যদি উহা আল্লাহর কিতাব কিম্বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অথবা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) হইতেও বর্ণিত হয় নাই তবে নিজ রায় দ্বারা ইজতেহাদ করিতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এরূপও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত আলী (রাঃ)কর্তৃক কোন দলীল পাওয়া গেলে আমরা অন্য কিছুকে উহার সমকক্ষ মনে করি না।

মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, এরূপ সংঘটিত হইয়াছে

কি? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, যতক্ষণ সংঘটিত না হয় ততক্ষণ আরাম করিতে দাও। যখন ঘটিবে তখন তোমার জন্য উহা চিন্তা করিতে চেষ্টা করিব।

ফতোয়া প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন এবং সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে যাহারা ফতোয়া প্রদান করিতেন

সাহাবা (রাঃ)দের ফতোয়া প্রদানে সতর্কতা

আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রহঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একশত বিশজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি মসজিদে সাক্ষাৎ পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত সাহাবাদের মধ্যে যাহারা মুহাদ্দিস ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে ইহাই চাহিতেন যে, হাদীস বর্ণ্নার কাজ তাঁহার অপর ভাই সমাধা করিয়া দেয়। আর যাহারা মুফতী ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে ইহাই চাহিতেন যে, ফতোয়ার কাজ তাঁহার অপর ভাই সমাধা করিয়া দেয়।

সাহাবা (রাঃ)দের উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফতোয়ার জবাব প্রদান করিয়া থাকে সে একজন পাগল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও অনরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, তিন প্রকারের লোক ফতোয়া দান করিয়া থাকে। এক—যে ব্যক্তি কুরআনের নাসেখ ও মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। দ্বিতীয়—নিরুপায় আমীর। তৃতীয়—আহাম্মক ও ভণ্ড ব্যক্তি।

ইবনে সীরীন (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)কে বলিলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি লোকদেরকে ফতোয়া দিয়া থাক। যে ব্যক্তি উহার শীতল ভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে তাহাকেই উহার উষ্ণ ভাগের দায়িত্বভার অর্পণ কর। অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাকে ইহাও বলিয়াছেন যে, তুমি তো আমীর নও।

আবু মিনহাল (রহঃ) বলেন, আমি হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম ও হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ)কে সোনা–রূপার ক্রয়–বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। উভয়ের যাহাকেই জিজ্ঞাসা করি তিনি অপরকে দেখাইয়া বলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর ; কারণ তিনি আমার অপেক্ষা উত্তম ও অধিক এল্ম রাখেন।

আবু হুসাইন (রাঃ) কোন একটি বিশেষ মাসআলা সম্পর্কে বলিলেন, মাসআলাটির ব্যাপারে উহাদের যে কেহ ফতোয়া প্রদান করিতেছে। অথচ যদি এরূপ মাসআলা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিত, তবে তিনি উহার জন্য আহলে বদর অর্থাৎ বদর যুদ্ধে শামিল হইয়াছিলেন এমন সাহাবীদিগকে একত্রিত করিতেন। (কান্‌য)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর যুগে যাহারা ফতোয়া প্রদান করিতেন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যাঁহারা লোকদিগকে ফতোয়া প্রদান করিতেন তাঁহাদের সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)। এই দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারো সম্পর্কে আমার জানা নাই।

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রাঃ) ফতোয়া প্রদান করিতেন। (মুনতাখাব)

আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রহঃ) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর, হযরত ওমর এবং হযরত ওসমান (রাঃ)এর যুগে যাঁহারা ফতোয়া প্রদান করিতেন তন্মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন তদনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করিতেন।

হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর উক্তি

আবু আতিয়া হামদানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার নিকট একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উহা সম্পর্কে আমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছ? সে বলিল, হাঁ, আমি হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি এবং তাঁহার দেওয়া জবাবও উল্লেখ করিল। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁহার বিপরীত জবাব দিয়া উঠিয়া গেলেন। হযরত আবু মুসা (রাঃ) (ইহা জানিতে পারিয়া) বলিলেন, যতদিন তোমাদের মধ্যে এই বিজ্ঞ আলেম বিদ্যমান আছেন, তোমরা আমার নিকট কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিও না।

আবু আমর শাইবানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলিলেন, যতদিন তোমাদের মাঝে এই বিজ্ঞ আলেম (অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)) বিদ্যমান আছেন, তোমরা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিও না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের যুগে যাহারা ফতোয়া দিতেন

সাহল ইবনে আবি খাইসামাহ (রহঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যাঁহারা ফতোয়া প্রদান করিতেন, তাঁহারা মুহাজেরীন হইতে তিন জন ও আনসার হইতে তিনজন ছিলেন। হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী এবং হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত মুআয ইবনে জাবাল ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)।

মাসরুক (রহঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্য হইতে ফতোয়া প্রদানকারী হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত যায়েদ, হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) ছিলেন।

কাবিসাহ ইবনে সুআইব (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর, হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফত আমলে ও হযরত আলী (রাঃ)এর মদীনায় অবস্থান কালে পাঁচ বৎসর কাল মদীনাতে বিচার, ফতোয়া,কেরাআত ও ফারায়েজের কাজে যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) প্রধান পদে ছিলেন। হিজরী চল্লিশ সনে যখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) শাসনভার গ্রহণ করিলেন তখনও তাঁহার ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদেই বহাল ছিলেন। হিজরী পঁয়তাল্লিশ সনে তাঁহার ইন্তেকাল হয়।

আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) উভয়ই বদরী সাহাবাদের সহিত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কেও পরামর্শের জন্য ডাকিতেন। এবং তিনি খলীফাদ্বয়ের যুগ সহ আপন মৃত্যুকাল পর্যন্ত ফতোয়া প্রদান করিয়াছেন।

যিয়াদ ইবনে মীনা (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস,হযরত ইবনে ওমর, হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত আবু হোরায়রা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত রা'ফে ইবনে খাদীজ, হযরত সালামা ইবনে আকওয়া, হযরত আবু ওয়াকেদ লাইসী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুজাইনাহ (রাঃ) ও ইহাদের সমকক্ষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা হযরত ওসমান (রাঃ)এর ওফাতকাল হইতে আপন আপন মৃত্যুকাল পর্যন্ত মদীনায় ফতোয়া ও হাদীস বর্ণনার কাজ করিয়াছেন। তন্মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে ওমর, হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর উপর ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ভ্রাতুষ্পুত্র কাসেম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফত আমলে ও পরবর্তীতে মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রাঃ) ফতোয়ার কাজে স্বতন্ত্র ছিলেন। আমার প্রতি তাঁহার অত্যাধিক স্নেহ মমতার দরুন আমি সর্বদা তাঁহার সাহচর্যে থাকিতাম।

সাহাবা (রাঃ)দের এল্ম বা জ্ঞান

সাহাবা (রাঃ)দের এলম সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এল্মের এমন স্তরে উঠাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, যদি আকাশে কোন পাখী ডানা ঝাপটাইয়া থাকে তবে উহা সম্পর্কেও আমাদিগকে এল্ম দান করিয়া গিয়াছেন।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহা বেহেশতের নিকটবর্তী করিবে ও দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া দিবে এরূপ সকল বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে তোমাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এক হাজার নীতি বাক্য আয়ত্ব করিয়াছি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর) যখনই কোন বিন্দু পরিমাণ বিষয়ে লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছে আমার পিতা তৎক্ষণাৎ উহার সমাধান ও ফয়সালা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সাহাবা (রাঃ) যখন বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোথায় দাফন করা হইবে? আমরা কাহারও নিকট এই বিষয়ে কোন এল্ম পাইলাম না। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রত্যেক নবী যে বিছানায় তাঁহার ইন্তেকাল হয় উহার নীচে তিনি দাফন হইয়া থাকেন। তিনি বলেন, তাঁহার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি লইয়া লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। কাহারও নিকট এই বিষয়ে কোন এল্ম পাওয়া গেল না। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমাদের—নবীগণের কেহ উত্তরাধিকারী হয় না। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সদকাহ। (মুনতাখাবুল কান্য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি হযরত ওমর (রাঃ)এর এল্ম এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় সমস্ত দুনিয়াবাসীর এল্ম রাখা হয় তবে তাঁহার এল্মের পাল্লাই ভারী হইবে। হযরত আ'মাশ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট ইহা অতিরঞ্জিত মনে হইল। সুতরাং, আমি হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে। খোদার কসম, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইহা অপেক্ষা উচ্চ মন্তব্য করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, আমার বিশ্বাস হযরত ওমর (রাঃ)এর বিদায় দিনে দশ ভাগের নয় ভাগ এল্ম বিদায় হইয়া গিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকাল সম্পর্কিত অপর এক দীর্ঘ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) আমাদের মধ্যে আল্লাহর সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানবান ছিলেন। (তাবরানী)

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, লোকদের এল্ম যেন হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত কোন গর্তের ভিতর গাড়ানো ছিল।

মদীনাবাসী এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আমি কোন বিষয়ে হযরত ওমর (রাঃ)এর স্মরণাপন্ন হইলাম। দেখিলাম, ফকীহগণ তাহার সম্মুখে শিশুতুল্য। তাঁহার ফিকাহ ও এল্ম সকলের শীর্ষে।

হযরত আলী (রাঃ)এর এলম

আবু ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রাঃ) যখন হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বিবাহ করিলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, আপনি আমাকে ক্ষীণদৃষ্টি ও ভুঁড়িওয়ালা ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন, বরং আমি তোমাকে এমন ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিয়াছি যে ইসলামে আমার প্রথম সাহাবী ও সর্বাধিক এল্মধারী ও সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও

যে, আমি তোমাকে এমন ব্যক্তির সহিত বিবাহ দান করি যে ইসলামে আমার সর্বপ্রথম উম্মত ও সর্বাধিক এল্‌মের অধিকারী ও সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল?

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, খোদার কসম, যে কোন আয়াত নাযিল হইয়াছে, উহা কি বিষয়ে ও কোথায় এবং কাহার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে তাহা আমি জানিয়া ফেলিয়াছি। আমার পরওয়ার্দিগার আমাকে অত্যন্ত জ্ঞানবান অন্তর ও তেজস্বী ভাষা দান করিয়াছেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) এরূপ জটিল সমস্যা হইতে পানাহ চাহিতেন যাহা সমাধানের জন্য আবুল হাসান অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) উপস্থিত নাই।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর এলম

মাসরুক (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন সূরা কি বিষয়ে উহা নাযিল হইয়াছে তাহা আমি জানিয়াছি। যদি কাহারো সম্পর্কে জানিতে পারি যে, সে কিতাবুল্লাহর এল্‌ম আমার অপেক্ষা অধিক রাখে তবে উট অথবা যে কোন সওয়ারীর মাধ্যমে পৌঁছা সম্ভব হয় আমি তাহার নিকট অবশ্যই উপস্থিত হইব।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের সহিত উঠাবসা করিয়াছি। আমি তাহাদিগকে জলাশয়ের ন্যায় পাইয়াছি। যেমন কোন জলাশয় একজনের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে। কোন জলাশয় দুইজনের। কোনটা দশজনের, কোনটা একশত জনের। কোনটা এরূপ বিশাল যে, সমস্ত দুনিয়াবাসীর তৃষ্ণা নিবারণ হইতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ মাসউদ (রাঃ)কে এরূপ বিশল জলাশয়ের ন্যায় পাইয়াছি।

যায়েদ ইবনে ওহব (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) বসিয়া আছেন, এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আসিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, এমন পাত্র যাহা ফেকাহ দ্বারা পরিপূর্ণ। হযরত আ'মাশ (রহঃ) কখনও ফেকাহ-এর পরিবর্তে এল্‌ম শব্দ বলিয়াছেন।

আসাদ ইবনে ওদাআহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, তিনি এমন পাত্র যাহা এল্‌ম দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইয়াছে। মদীনাবাসীদের প্রয়োজন সত্ত্বেও তাঁহাকে কাদেসিয়ায় প্রেরণ করিয়া আমি তথায় অবস্থানকারী মুসলিম বাহিনীকে তাঁহার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়াছি। (ইবনে সা'দ)

কতিপয় সাহাবা (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

আবুল বাখতারী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে কাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমরা বলিলাম, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে বলুন। বলিলেন, তিনি কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা করিয়াছেন। এবং উহার চূড়ান্তে পৌঁছিয়াছেন। এল্‌মের জন্য ইহাই যথেষ্ট। আমরা বলিলাম, হযরত আবু মূসা (রাঃ) সম্পর্কে বলুন। বলিলেন, তাঁহাকে এল্‌মের রঙে ডুবানো হইয়াছে। অতঃপর তিনি তথা হইতে রঙিন হইয়া বাহির হইয়াছেন। বলিলাম, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) সম্পর্কে বলুন। বলিলেন, তিনি আপনভোলা মুমিন। স্মরণ করাইয়া দিলে স্মরণ হইয়া যায়। বলিলাম, হযরত হোযাইফা (রাঃ) সম্পর্কে বলুন। বলিলেন, মুনাফিকদের সম্পর্কে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত। বলিলাম, হযরত আবু যার (রাঃ) সম্পর্কে বলুন। বলিলেন, এল্‌ম আয়ত্ত করিয়াছেন, কিন্তু পরে অক্ষম হইয়া গিয়াছেন। বলিলাম, হযরত সালমান (রাঃ) সম্পর্কে বলুন। বলিলেন, তিনি পূর্ব (আসমানী কিতাবসমূহ) ও পরবর্তী (কুরআনের) এল্‌ম পাইয়াছেন। এমন সমুদ্র যাহা সিঞ্চন করা যায় না। আমাদের আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার নিজের সম্পর্কে বলুন। বলিলেন, ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমার অবস্থা এরূপ যে, প্রশ্ন করিয়াছি তো উত্তর পাইয়াছি। আর যদি চুপ থাকিয়াছি তবে আপনা হইতেই বলিয়া দিয়াছেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একবার বলিলেন—

إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا

অর্থাৎ—নিঃসন্দেহে মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) এক বিরাট সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার (পূর্ণ) অনুগত ছিলেন, সম্পূর্ণরূপে এক আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট ছিলেন ; এবং তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ভাবিলাম, আবু আব্দির রহমান হয়ত ভুলবশতঃ এরূপ বলিতেছেন, কারণ আল্লাহ পাক তো বলিয়াছেন—

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থাৎ—নিঃসন্দেহে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এক বিরাট সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন, আল্লাহ তায়ালার (পূর্ণ) অনুগত ছিলেন, সম্পূর্ণরূপে এক আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট ছিলেন, এবং তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

কিন্তু তিনি পুনরায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করিলে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ইচ্ছাকৃত এরূপ বলিতেছেন। সুতরাং আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উম্মাত শব্দের কি অর্থ জান? কানেত শব্দের কি অর্থ জান? আমি বলিলাম, আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, উম্মাত সেই ব্যক্তি যে লোকদিগকে ভাল জিনিস শিক্ষা দেয়, আর কানেত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত। আর হযরত মুআয (রাঃ) এরূপই ছিলেন। তিনি লোকদিগকে ভাল কথা শিক্ষা দিতেন এবং আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত ছিলেন।

মাসরুক (রঃ)এর উক্তি

মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের সান্নিধ্য লাভের দ্বারা ইহাই উপলব্ধি করিয়াছি যে, তাঁহাদের এল্‌ম এই ছয় জনের মধ্যে চূড়ান্ত হইয়াছে, হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ), হযরত মুআয (রাঃ), হযরত আবু দারদা (রাঃ) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)। অতঃপর এই ছয়জনের সান্নিধ্য লাভে বুঝিতে পারিয়াছি যে, ইহাদের এল্‌ম হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর মধ্যে চূড়ান্ত হইয়াছে।

মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমি মদীনায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া দেখিলাম, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) রাসেখীনে এল্‌ম অর্থাৎ ধর্মজ্ঞানে অভিজ্ঞদের একজন। (ইবনে সা'দ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর এলম

মাসরুক (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাদের ন্যায় বয়স পাইতেন তবে আমাদের কাহারো এল্‌ম তাঁহার এল্‌মের দশমাংশও হইত না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) কুরআনের অতি উত্তম ব্যাখ্যাবিদ।

মুজাহিদ (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে তাঁহার অত্যাধিক এল্‌মের দরুন সমুদ্র বলা হইত।

লাইস ইবনে সুলাইম (রহঃ) বলেন, আমি তাউস (রহঃ)কে বলিলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় বড় সাহাবা (রাঃ)দের ছাড়িয়া এই যুবক অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন! তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তর জন সাহাবীকে দেখিয়াছি যে, তাঁহাদের কোন বিষয়ে মতানৈক্য হইলে তাঁহারা ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর রায়ের দিকে রুজু হইতেন।

হযরত আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অপেক্ষা অধিক উপস্থিত জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং অধিক এল্ম ও সহনশীলতার অধিকারী আর কাহাকেও দেখি নাই। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে দেখিয়াছি, জটিল সমস্যাদির জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেন, জটিল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তোমার কি রায়? বল। অতঃপর তাঁহার আশেপাশে মুহাজির ও আনসারগণের মধ্য হইতে বদরী সাহাবা (রাঃ) উপস্থিত থাকা সত্বেও তিনি তাঁহার রায়ের খেলাফ করিতেন না।

আবুয যেনাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) জ্বরাক্রান্ত ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বলিলেন, তোমার অসুস্থতা আমাদিগকে অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার কাছেই সাহায্য চাহিতেছি।

হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বুদ্ধিমত্তা, দ্রুত অনুধাবন ক্ষমতা ও এল্ম দান করা হইয়াছে। আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে তাঁহার উপর কাহাকেও প্রাধান্য দিতে দেখি নাই।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর নিকট ছিলেন। অতঃপর তিনি উঠিয়া গেলে আমি হযরত উবাই (রাঃ)কে বলিতে শুনিলাম যে, 'ইনি এই উম্মতের বড় আলেম। তাঁহাকে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দান করা হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জন্য দোয়া করিয়াছেন যেন তাঁহাকে দ্বীনের ফকীহ বানানো হয়।'

তাউস (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এল্মের ব্যাপারে সকল মানুষের উপর এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব রাখিতেন যেরূপ লম্বা খেজুর গাছ ছোট ছোট চারা গাছের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। (ইবনে সা'দ)

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, আমি ও আমার একজন সঙ্গী হজ্ব করিলাম। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হজ্বের আমীর ছিলেন। এক সময় তিনি সূরা নূর তেলাওয়াত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং উহার

তাফসীর করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া আমার সঙ্গী বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! এই ব্যক্তির মাথা হইতে কি বাহির হইতেছে! যদি তুরস্কবাসীগণ ইহা শুনিত তবে নিশ্চয়ই ইসলাম গ্রহণ করিত। (হাকেম)

অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, আমি বলিতে লাগিলাম, 'তাঁহার মত না কাহাকেও বলিতে দেখিয়াছি, না কাহারও কথা শুনিয়াছি,যদি উহা রোম ও পারস্যবাসীগণ শুনিত তবে অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করিত।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহা ইয়ামান হইতে ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) তাঁহার নিকট লিখিয়োছেন। আমি তাঁহাকে উহার উত্তর দিলাম। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিঃসন্দেহে তুমি নবুয়তের ঘর হইতে কথা বলিতেছ।

আতা (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট কিছু লোক কবিতার উদ্দেশ্যে আসিত, কিছু লোক (আরবদের) বংশানুক্রম জানার জন্য আসিত এবং কিছু লোক আরবের যুদ্ধবিগ্রহ ও ঘটনাবলী জানার জন্য আসিত। তিনি এরূপ লোকদের প্রত্যেকের যে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেন।

উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কয়েকটি গুণের কারণে সকলের শীর্ষে ছিলেন। এমন এল্‌মের কারণে যাহা আর কেহ অর্জন করিতে পারে নাই, শরীয়ত সম্পর্কিত এমন সকল বিষয়ে বিজ্ঞতার কারণে যাহার সমাধানে তাঁহার রায়ের মুখাপেক্ষী হইতে হয় এবং সহিষ্ণুতা, অধিক দানশীলতা ও বখশিশের কারণে। আমি তাঁহার ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানী আর কাহাকেও দেখি নাই। আর না হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর ফয়সালাসমূহ সম্পর্কে তাঁহার অপেক্ষা অধিক অবগত আর কাহাকেও দেখিয়াছি। না রায়ের ব্যাপারে তাঁহার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী দেখিয়াছি, না কবিতা ও আরবী ভাষায়, না কুরআন শরীফের তাফসীর সম্পর্কে। আর না অংক শাস্ত্রে অধিক পারদর্শী, না ফরয

হুকুম সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী কাহাকেও দেখিয়াছি। না, অতীত ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁহার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী এবং না প্রয়োজনীয় বিষয়ে দ্রুত রায় অনুধাবন ক্ষমতা সম্পন্ন আর কাহাকেও দেখিয়াছি। কোন দিন বসিতেন, যেদিন শুধু ফেকাহ সম্পর্কে আলোচনা করিতেন, আবার কোনদিন শুধু তাফসীর, কোন দিন শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধের ঘটনা, কোনদিন শুধু কবিতা, কোনদিন শুধু আরবের যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা বর্ণনা করিতেন। আমি কোন আলেমকে কখনও দেখি নাই যে, তাঁহার সামনে বসিয়া নত না হইয়াছে, আর না কোন প্রশ্নকারীকে কখনও দেখিয়াছি যে, তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার নিকট এল্ম না পাইয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি সর্বদা মুহাজির ও আনসারগণের মধ্য হইতে বড় বড় সাহাবী (রাঃ)গণের সহিত থাকিয়া তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জেহাদ এবং সে সম্পর্কে কুরআন শরীফে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতাম। এবং আমি তাঁহাদের যাঁহার কাছেই যাইতাম তিনি আমার আগমনে খুশি হইতেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার নিকট আত্মীয়তা ছিল। আমি একদিন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে, যিনি অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন, কুরআন শরীফের ঐ সকল সূরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম যাহা মদীনায় নাযিল হইয়াছে। তিনি বলিলেন, সাতাশটি সূরা মদীনায় নাযিল হইয়াছে, বাকি সবই মক্কায়।

হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বিগত বিষয় সম্পর্কে আমাদের সকলের অপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখেন, এবং এমন সকল আগত বিষয় সম্পর্কেও আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী যাহার কোন সুস্পষ্ট সমাধান বর্ণিত হয় নাই। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)এর কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট এল্ম আছে। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হালাল–হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে দেখিলেন যে, হজ্বের রাত্রিতে একটি জামাত তাঁহাকে হজ্বের বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) অবশিষ্ট সাহাবীগণের মধ্যে হজ্বের মাসআলা সম্পর্কে সর্বাধিক এল্ম রাখেন। (ইবনে সা'দ)

ইয়াকুব ইবনে যায়েদ (রহঃ) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন আমি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর নিকট শুনিয়াছি, যখন তাঁহার কাছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ইন্তেকালের খবর পৌঁছিল তখন তিনি এক হাত অপর হাতের উপর মারিয়া বলিলেন যে, সর্বাপেক্ষা বড় আলেম ও সর্বাধিক ধৈর্যশীল ব্যক্তির ইন্তেকাল হইয়া গেল। এবং তাঁহার ইন্তেকালে এই উম্মত এমন মুসীবতে নিপতিত হইল যাহা কোনদিন দূর হইবে না।

আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইল তখন হযরত রা'ফে ইবনে খদীজ (রহঃ) বলিলেন, আজ এমন ব্যক্তির ইন্তেকাল হইয়া গেল যাঁহার এল্মের প্রতি সমগ্র দুনিয়াবাসী মুখাপেক্ষী ছিল।

হযরত আবু কুলসুম (রাঃ) বলেন, যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে দাফন করা হইল তখন হযরত ইবনে হানাফিয়া (রাঃ) বলিলেন, আজ এই উম্মতের আলেমে রব্বানীর ইন্তেকাল হইয়া গেল। (ইবনে সা'দ)

অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের এলম

আমর ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে নওজোয়ান ফকীহগণের মধ্যে গণ্য করা হইত।

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রহঃ) বলিয়াছেন, শাম দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) ও হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) হইতে অধিক নির্ভরযোগ্য, অধিক অভিজ্ঞ ফেকাহবিদ ও জনপ্রিয় আর কেহ বর্তমান নাই।

হানযালা ইবনে আবী সুফিয়ান (রহঃ) তাঁহার উস্তাদগণ হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নওজোয়ান সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে অধিক অভিজ্ঞ ফেকাহবিদ আর কেহ ছিলেন না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর এলম

মারওয়ান ইবনে হাকাম–এর কাতেব আবু যুআইযাআহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন মারওয়ান হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ)কে ডাকিলেন এবং আমাকে নিজ আসনের পিছনে বসাইলেন। অতঃপর তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন আর আমি লিখিতে থাকিলাম। এক বৎসর পর আবার ডাকিলেন এবং তাঁহাকে পর্দার আড়ালে বসাইয়া পূর্ব বিষয় সম্পর্কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি (পূর্বের ন্যায় হুবহু বর্ণনা করিয়া গেলেন।) না কোনরূপ কম–বেশী করিলেন, না (কোন কথা) আগ–পিছ করিলেন। (হাকেম)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর এলম

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের যখনই কোন বিষয়ে সন্দেহ হইত তখনই হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহার নিকট উক্ত বিষয়ে কোন না কোন এল্‌ম পাইতেন।

হযরত কবীছা ইবনে যুআইব (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) সর্বাপেক্ষা অধিক এল্‌ম রাখিতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় বড় সাহাবীগণ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন।

হযরত আবু সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ, প্রয়োজনে রায় প্রদান করিতে অধিক বিচক্ষণ এবং আয়াতের শানে নযুল ও ফরয হুকুমের ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রাঃ) অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই।

মাসরুক (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) কি এল্‌মে ফারায়েয ভাল জানিতেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। ঐ যাতে পাকের কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবীণ ও বড় বড় সাহাবা (রাঃ)কে দেখিয়াছি যে, তাঁহারা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট ফারায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন।

মাহমুদ ইবনে লবীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ তাঁহার অনেক হাদীস মুখস্থ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। আর হযরত আয়েশা (রাঃ)—'আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রতি রহম করুন—হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফত আমল হইতে তাঁহার ইন্তেকাল পর্যন্ত ফতোয়া প্রদান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তাঁহার বড় বড় সাহাবী—হযরত ওমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়া সুন্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! হযরত আয়েশা (রাঃ) অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ ও অবস্থা উপযোগী এবং বুদ্ধিমান বক্তা কখনও দেখি নাই।

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, চিকিৎসা শাস্ত্রে, ফেকাহ ও কবিতায় হযরত আয়েশা (রাঃ) অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী কোন মহিলা আমি দেখি নাই।

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলাম, আপনার ব্যাপারে চিন্তা করিয়া আমি আশ্চর্য হই। কারণ, আপনাকে আমি সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহ দেখিতে পাই। অতঃপর মনে করি যে, ইহাতে আর তাঁহার বাধা কিসের, তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মেয়ে। আবার আপনাকে আরবদের যুদ্ধবিগ্রহ ও তাহাদের বংশানুক্রম এবং কবিতা সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্না দেখিতে পাই। অতঃপর মনে করি যে,ইহাতেও বা তাঁহার বাধা কিসের? কারণ তাঁহার পিতা কুরাইশদের আল্লামা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল, আমি দেখি যে,

আপনি চিকিৎসাশাস্ত্রেও জ্ঞান রাখেন, ইহা কোথা হইতে শিখিয়াছেন? উত্তরে তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, হে উরাইয়াহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক রোগ হইত। আরব আজমের চিকিৎসকগণ তাঁহার জন্য চিকিৎসা পাঠাইতো। সুতরাং আমি উহা শিখিয়া লইয়াছি।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা করিতাম। অতএব এইভাবেই শিখিয়াছি। (তাবরানী)

খোদাভীরু আলেম ও বদকার আলেম

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁহার সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা এল্‌মের ফোয়ারা ও হেদায়াতের বাতি হও, ঘরের চট ও রাত্রির বাতি হও, সজীব মন ও পুরাতন কাপড়ওয়ালা হও, আসমানে পরিচিতি লাভ করিবে এবং যমিনবাসীর নিকট গোপন থাকিবে।

অন্য রেওয়ায়াতে 'যমীনবাসীর নিকট গোপন থাকিবে' এর পরিবর্তে– 'উহার দ্বারা যমীনে তোমরা স্মরণীয় হইবে' বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি

ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে সংবাদ দেওয়া হইল যে, বনী সাহমের দরজার নিকট একদল লোক বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হয় যে, সংবাদদাতা তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করিতেছে। ইহা শুনিয়া তিনি উঠিয়া তাহাদের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং তাঁহার লাঠি হযরত ইকরামা (রহঃ)কে দিয়া একহাত তাঁহার উপর এবং অপর হাত তাউস (রহঃ)এর উপর রাখিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদের নিকট পৌঁছিলে তাহারা জায়গা করিয়া দিল ও মারহাবা বলিল। কিন্তু তিনি বসিলেন না, বরং তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের বংশপরিচয় বল যেন আমি তোমাদিগকে চিনিতে পারি। সকলেই বংশপরিচয় পেশ করিল। অথবা যাহারা পেশ করিবার করিল। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা কি

জাননা যে, আল্লাহর কিছু বান্দা এমন রহিয়াছেন যাহাদিগকে তাহার ভয় নিশ্চুপ করিয়া রাখিয়াছে, অথচ তাঁহারা বোবা অথবা কথা বলিতে অক্ষম নহেন। এবং তাহারা আলেম, শুদ্ধভাষী ও তেজস্বী বক্তা ও ভদ্র। আল্লাহর আযাব ও পুরস্কার সম্পর্কে অবগত। কিন্তু তাঁহারা যখন আল্লাহর মহত্ত্বের কথা স্মরণ করেন, তখন জ্ঞানহারা হইয়া যান, হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যায়। তারপর যখন তাঁহারা চেতনা লাভ করেন তখন উত্তম আমল দ্বারা আল্লাহ তায়ালার দিকে দ্রুত অগ্রসর হন। নিজদিগকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, অথচ তাঁহারা যথেষ্ট হুশিয়ার ও অত্যন্ত শক্তিশালী। নিজদিগকে জালেম গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, অথচ তাহারা নেককার ও নির্দোষ। তাঁহারা আল্লাহর ইবাদত অধিক পরিমাণে করিয়াও অধিক মনে করেন না। এবং অল্প এবাদত করিয়াও সন্তুষ্ট হন না। আমল করিয়া আল্লাহ তায়ালার সামনে নিজেদের কৃতিত্ব প্রকাশ করেন না। তাঁহাদিগকে যেখানেই দেখিবে, ভারাক্রান্ত হৃদয়, ভীত–সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত দেখিতে পাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি আপন মজলিসের দিকে চলিয়া গেলেন। (আবু নুআঈম)

দুনিয়াদার আলেমদের পরিণতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যদি আলেমগণ এল্‌মকে হেফাযত করিতেন এবং উহাকে যোগ্য পাত্রে রাখিতেন তবে আপন যামানার সমস্ত মানুষের সর্দার হইয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহারা এই এল্‌ম দুনিয়াদারদিগকে দিয়াছে, তাহাদের দুনিয়া হইতে যৎসামান্য হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে। কাজেই আলেমগণ তাহাদের নিকট হেয় হইয়া গিয়াছে। আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকল চিন্তাকে এক চিন্তায় অর্থাৎ আখেরাতের চিন্তায় পরিণত করে তাহার অন্য সকল চিন্তার জন্য আল্লাহ তায়ালা যথেষ্ট হইয়া যান। পক্ষান্তরে নানাহ চিন্তা ভাবনা যাহাকে দুনিয়ার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াইতে থাকে, এরূপ ব্যক্তি দুনিয়ার যে কোন ময়দানে ধ্বংস হয় হউক, আল্লাহ তায়ালা উহার কোন পরওয়া করেন না। (কান্‌য)

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে আমাদের নিকট এই কথা পৌঁছিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, যদি এল্‌মের বাহকগণ এল্‌মকে উহার হক ও উহার যথাযথ মর্যাদার সহিত গ্রহণ করিত তবে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশতা এবং নেককার লোকগণ তাহাদিগকে মহব্বত করিত এবং অন্যান্য মানুষ তাহাদিগকে ভয় করিত। কিন্তু তাহারা উহা দ্বারা দুনিয়া তালাশ করিয়াছে বিধায় আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন এবং মানুষের নিকট তাহারা হেয় হইয়া গিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, ঐ সময় তোমাদের কি অবস্থা হইবে যখন ফেতনা তোমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে! এমন ফেতনা যাহার মধ্যে ছোট বড় হইয়া যাইবে এবং বৃদ্ধ হইয়া যাইবে। মনগড়া প্রথা চালু করা হইবে। যদি কোন দিন উহা সংশোধন করা হয়, তবে বলা হইবে যে, ইহা অপরিচিত নতুন কথা। জিজ্ঞাসা করা হইল এইরূপ অবস্থা কখন হইবে? তিনি জবাব দিলেন, যখন তোমাদের মধ্যে আমানতদার ব্যক্তি কমিয়া যাইবে, নেতা বেশী হইবে, তোমাদের আলেম কমিয়া যাইবে ও কারী বেশী হইবে। এল্‌ম হাসিল করা হইবে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে এবং আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া তলব করা হইবে।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, এমন মনগড়া প্রথা চালু করা হইবে যাহার উপর মানুষ আমল করিতে থাকিবে। যদি উহা হইতে সামান্য পরিবর্তন করা হয় তবে বলিবে যে, সুন্নাতকে পরিবর্তন করিয়া ফেলা হইল। এই রেওয়ায়াতে ইহাও আছে যে, তোমাদের আলেম কমিয়া যাইবে ও নেতা বেশী হইয়া যাইবে।

হযরত আবু যার (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা অবশ্যই জানিয়া রাখ, এই সকল হাদীস যাহা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করা হয়, যে ব্যক্তি উহাকে দুনিয়ার সামান লাভের উদ্দেশ্যে শিখিবে, অথবা এইরূপ বলিয়াছেন যে, দুনিয়ার সামান লাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে তবে সে কখনও বেহেশতের খুশবুও পাইবে না।

আবু মাআন (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত কা'ব (রাঃ)কে

জিজ্ঞাসা করিলেন, আলেমগণ এল্‌মকে ইয়াদ ও আয়ত্ব করা সত্ত্বেও কোন্ জিনিস উহাকে তাহাদের অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিবে? তিনি বলিলেন, লোভ–লালসা ও প্রয়োজন লইয়া মানুষের দ্বারে ধর্না দেওয়া।

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন ঐসকল ফেতনার আলোচনা করিলেন যাহা শেষ যামানায় হইবে। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আলী! উহা কখন হইবে? তিনি জবাব দিলেন, যখন দুনিয়ার জন্য ফেকাহ হাসেল করা হইবে, আমল ব্যতীত এল্‌ম শিক্ষা করা হইবে এবং দুনিয়ার উদ্দেশ্যে আখেরাতের আমল করা হইবে। (তারগীব)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদের জন্য দুই ব্যক্তিকে ভয় করি। এক—ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শরীফের অপব্যাখ্যা করে। দুই—ঐ ব্যক্তি যে রাজত্ব লইয়া নিজের ভাইয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, যখন বসরার প্রতিনিধি দল হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিল তখন তাহাদের মধ্যে আহনাফ ইবনে কায়েসও ছিল। তিনি সবাইকে ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু আহনাফকে এক বৎসর যাবত আটকাইয়া রাখিলেন। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কি জান, তোমাকে কেন আটকাইয়া রাখিয়াছি? কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বাকপটু মুনাফেকদের ব্যাপারে সাবধান করিয়াছেন। আমার ভয় হইয়াছিল যে, তুমি ও তাহাদের একজন হইবে, কিন্তু আল্লাহ চাহেন তো তুমি তাহাদের মধ্যে নও।

আবু ওসমান নাহ্‌দী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমরা নিজদিগকে মুনাফেক আলেম হইতে বাঁচাও। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, মুনাফেক কিরূপে আলেম হইবে? তিনি জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি কথা হক বলে কিন্তু কাজ না হক করে।

অন্য রেওয়ায়াতে হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন যে, আমরা আলোচনা করিতাম যে, বাকপটু মুনাফেক এই উম্মাতকে ধ্বংস করিবে। (কান্‌য)

আবু ওসমান নাহ্‌দী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন,

আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি এই উম্মতের জন্য মুনাফিক আলেমকে সর্বাধিক ভয় করি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আমীরুল মুমিনীন! মুনাফেক কিরূপে আলেম হয়? তিনি উত্তর দিলেন, ভাষায় আলেম অথচ অন্তর ও আমলের দিক হইতে জাহেল।

শাসকদের দ্বারে আলেমের পরিণতি

হযরত হোযাইফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা নিজদিগকে ফেতনার স্থানসমূহ হইতে বাঁচাও। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আবু আবদুল্লাহ! ফেতনার স্থানসমূহ কি? তিনি জবাব দিলেন, শাসকদের দরজা। তোমাদের কেহ শাসকদের নিকট যাইয়া তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলিবে এবং তাহাদের এমন প্রশংসা করিবে যাহা তাহাদের মধ্যে নাই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, উট বসার স্থানের ন্যায় রাজা–বাদশাদের দরবারে ফেতনা রহিয়াছে। সেই যাতে পাকের কসম, যাঁহার হাতে আমার জান, তোমরা তাহাদের দুনিয়া হইতে যে পরিমাণ লইবে তাহারা তোমাদের দ্বীন হইতে উহার সমপরিমাণ অথবা বলিয়াছেন, উহার দ্বিগুণ গ্রাস করিয়া লইবে।

এল্ম বিদায় হওয়া এবং ভুলিয়া যাওয়া

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর হাদীস

হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আসমানের দিকে তাকাইলেন। অতঃপর বলিলেন, ইহা এল্ম উঠাইয়া লওয়ার সময়। ইবনে লাবীদ নামী একজন আনসারী সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এল্ম কিভাবে উঠাইয়া লওয়া হইবে? অথচ উহা কিতাবের মধ্যে সংরক্ষণ করা হইয়াছে এবং অন্তরসমূহ উহাকে হেফাযত করিয়া রাখিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী মনে করিতাম। তারপর তিনি ইহুদী ও নাসারাদের হাতে আল্লাহর কিতাব থাকা সত্ত্বেও তাহাদের গোমরাহ হওয়ার কথা আলোচনা

করিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাঃ)এর হাদীস বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, হযরত আউফ (রাঃ) সত্য বলিয়াছেন। আমি কি তোমাকে জানাইয়া দিব যে, সর্বপ্রথম কোন্ জিনিস উঠাইয়া লওয়া হইবে? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ বলুন। তিনি বলিলেন, খুশু। এমন কি একজন খুশুকারীও তুমি দেখিবে না। (হাকেম)

অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, অতঃপর যিয়াদ ইবনে লাবীদ নামী একজন আনসারী সাহাবী আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এল্‌ম উঠাইয়া লওয়া হইবে। অথচ আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব রহিয়াছে এবং আমরা আমাদের স্ত্রী–পুত্রগণকে উহা শিক্ষা দিয়াছি। এই রেওয়ায়াতে আছে, তারপর হযরত শাদ্দাদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জান, এল্‌ম উঠিয়া যাওয়ার অর্থ কি? আমি বলিলাম, জানিনা। তিনি বলিলেন, এমন সকল ব্যক্তির বিদায় গ্রহণ যাহারা উহার পাত্র। তুমি কি জান, কোন্ এল্‌ম উঠাইয়া লওয়া হইবে? আমি আরয করিলাম, জানিনা। তিনি বলিলেন, খুশুর এল্‌ম। এমনকি কোন খুশুকারী পাওয়া যাইবে না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জিল ইহুদী ও নাসারাদের নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে,অথচ উহা তাহাদের কি কাজে আসিতেছে?

হযরত ওয়াহশী (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, তাহারা ইহার কোন গুরুত্বই দেয় না।

হযরত ইবনে লবীদ (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে যে, উহা দ্বারা তাহারা কোন ফায়দা লাভ করে নাই।

হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে,তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান ইসলাম কিভাবে হ্রাস পাইবে। লোকেরা উত্তর দিল, যেমন কাপড়ের রং হালকা হইয়া যায়, মোটাসোটা জানোয়ার ক্ষীণকায় হইয়া যায় কিংবা দেরহাম দীর্ঘ দিন পড়িয়া থাকার দরুন কমিয়া যায়। তিনি

বলিলেন, ইহাও একপ্রকার হ্রাস পাওয়া বা কমিয়া যাওয়া বটে। তবে ইহা অপেক্ষা বড় হইল, আলেমগণের মৃত্যুবরণ অথবা বলিয়াছেন, আলেমগণের (দুনিয়া হইতে) বিদায় গ্রহণ।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। যখন তাঁহাকে কবরে দাফন করা হইল তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হে লোকসকল! যে ব্যক্তি ইহা জানিতে আগ্রহী যে, এল্ম কিভাবে বিদায় হইবে? সে যেন জানিয়া লয় যে, এইভাবেই এল্ম বিদায় হইবে। আল্লাহর কসম! আজ অনেক এল্ম বিদায় হইয়া গেল। (তাবরানী)

হযরত আম্মার ইবনে আবী আম্মার (রাঃ) বলেন, যখন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর ইনতেকাল হইল তখন আমরা বাসভবনের ছায়ায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট বসিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, এই ভাবেই এল্ম বিদায় হইবে। আজ অনেক এল্ম দাফন হইয়া গেল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর কবরের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, এইভাবেই এল্ম চলিয়া যাইবে। এরূপ এক ব্যক্তির যখন ইন্তেকাল হয়, যিনি এমন কিছু এল্ম রাখিতেন যাহা অন্য কেহ জানেনা। তখন তাঁহার নিকট যাহা ছিল তাহাও চলিয়া যায়।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান, এল্ম বিদায় হওয়ার অর্থ কি? উহা হইল আলেমগণের যমীনের উপর হইতে বিদায় গ্রহণ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এল্ম শিক্ষা করিয়া ভুলিয়া যায়, আমার ধারণা যে, সে গুনাহ করার কারণে ভুলিয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এল্মের জন্য মুসীবত হইল ভুলিয়া যাওয়া। (তারগীব)

আমল করিতে না পারিলেও এল্‌মের প্রচার করা এবং অনুপকারী এল্‌ম হইতে পানাহ চাওয়া

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, 'আমাদিগকে এই এল্‌মের বাহক বানানো হইয়াছে, আর আমরা উহার উপর আমল করিতে না পারিলেও তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেছি। (কান্‌য)

হযরত আবু হোরাইরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ : مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَدُعَاءٍ لَّا يُسْمَعُ

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চার বস্তু হইতে পানাহ চাহিতেছি, এমন এল্‌ম হইতে যাহা উপকারে আসে না, এমন অন্তর হইতে যাহা ভীত হয় না, এমন নফস হইতে যাহা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া হইতে যাহা কবুল হয় না। (হাকেম)

— ❋ —